

ঐতিহাসিক

ঐতিহাসিক

লিয়োনার্ড স্মিথ মহোদয়ের কৃত

ঐতিহাসিক ইতিহাস

সংগৃহীত।



গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পাঠশালা সাহিত্য

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক

প্রণীত

কলিকাতা

চাঁপাতলা—বাকলা যন্ত্রে

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক

ছাপিত

১২৬৪ সাল

মূল্য এক টাকা মাত্র।

অতি পূর্বকালে গ্রীসদেশে যে সভ্য পদবীতে অধিকৃত হইয়াছিল। কি প্রাচীন, কি নব্য, কোন কালের কোন জাতিই বিষয়বিশেষে তাহাদিগের তুল্য উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। একদা তাহাদিগের সভ্যতা দ্বারা জগতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বহুজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা জন্মে সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগের ইতিহাস পাঠ করা অতিশয় আবশ্যিক।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থ লিখিতে কহেন এবং একখানি ইংরাজী গ্রীসদেশীয় ইতিহাস আনাইয়া দেন। ঐ মহাশয় যথোচিত মূল্য ও ডংসাহ প্রদান না করিলে এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রচারণ এত শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া ভার হইত।

লিয়োনার্ডস্মিথ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় গ্রীসদেশের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় কতগুলি শব্দ আছে, বাঙ্গলা ভাষায় তদর্থ বোধক শব্দ নাই। সেই শব্দ গুলি নূতন সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। সেই সকল শব্দ ও তাহার অর্থ গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখিত হইল।

কলিকাতা। সংস্কৃত কলেজ।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্মা

১২৬৩ সাল। ২৫শে অগ্রহায়ণ।

সূচিপত্র ।

অধ্যায় ।

পৃষ্ঠ

১ । গ্রীসদেশের স্থান সম্বন্ধে বর্ণনা হস্তান্ত ।.....	১
২ । হেলেনিকজাতির বিবরণ ।	৬
৩ । ডোরিয়জাতির পিলপনিসসে গমন এবং মেনেনিয় সংগ্রাম	২০
৪ । গ্রীসদেশ সাধারণ হস্তান্ত । আটিকার বিবরণ । পার- সীকদিগের সহিত সংগ্রাম ।.....	৫১
৫ । হোমরের সময় অবধি পারস্যদেশীয় সংগ্রাম পর্য্যন্ত গ্রীসদেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগর, শিল্প ও শব্দ বিদ্যা হস্তান্ত ।.....	৮৭
৬ । পারসীকদিগের সহিত গ্রীসদেশীয়দিগের সংগ্রাম । এথেন্সনগরের প্রাধান্য লাভ ।	১০৫
৭ । এথেন্সের প্রাধান্য । পিলপনিসিয় সংগ্রামের আরম্ভ ।	১৫১
৮ । পিলপনিসিয় সংগ্রাম ।	১৭১
৯ । পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ । আন্টালিসিডাসের কৃত সন্ধি ।	২২২
১০ । আন্টালিসিডাসের কৃত সন্ধি অবধি কেরোনিসার সংগ্রাম পর্য্যন্ত ।	২৪৩
১১ । মহাবীর আলেকজান্ডার ।	২৭৭
১২ । আলেকজান্ডারের রাজ্যভূমিকার বিবরণ ।	২০৬
১৩ । গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ায় রোমানদিগের উপনিবেশ ।	৩২০
১৪ । অসিয়্যি ও ইজিপ্টে আলেকজান্ডারের রাজ্যভূমিকার বিবরণ ।	৩২০

গ্রীস ও ম্যাসডোনিয়ার ইতিহাস ।

প্রথম অধ্যায় ।

গ্রীস দেশের স্থান সম্বন্ধে বর্ণনা ।

গ্রীস দেশ ইউরোপ খণ্ডেব অন্তঃপাতী । আসিয়া হইতে ইউরোপ খণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে ইউরোপের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রথমেই গ্রীস দেশ দেখিতে পাওয়া যায় । গ্রীসের আদি নাম হেলাস । এক্ষণে যত স্থান গ্রীস দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, পূর্বতন গ্রীস দেশীয়েরা তত স্থানকে হেলাস নামে নির্দেশ করিত না । থেসেলির অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র প্রদেশ পূর্বকালে হেলাস বলিয়া উল্লিখিত হইত । কালক্রমে উহার সীমা বৃদ্ধি হয় । হেলেনিক জাতি যে যে স্থানে বসতি করে, শেষে সে সমুদয় স্থানই হেলাস নাম দ্বারা নির্দেশিত হয় । রোমকেরা হেলাসের গ্রীসিয়া এই নাম দেয় । গ্রীসিয়া শব্দ হইতে গ্রীস এই শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে ।

হেলাসের উত্তরে ক্যাম্বিউনিয় নামে এক পর্বত শ্রেণী আছে । এই পর্বত শ্রেণী পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে গমন করিয়াছে । এই পূর্বাভিমুখী পর্বত শ্রেণীর সব পূর্বপ্রান্তের পর্বতকে অলিম্পাস বলে । অলিম্পাস অতি প্রসিদ্ধ পর্বত । থেসেলির পশ্চিমে পিণ্ডাস পর্বত । পিণ্ডাস পর্বত গ্রীস দেশের অন্তর্গত সৈমুদায় পর্বত অপেক্ষা উচ্চ । এই পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে । এই পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে অথিস্ ও ইটা নামক অপর পর্বত শ্রেণী বিনির্গত হইয়াছে । ইটা পর্বত থেসেলির দক্ষিণ দিকের সীমা ।

ইটা পর্বত থেসেলির দক্ষিণ সীমায় থাকিতে থেসেলি প্রদেশকে গ্রীস দেশের অন্য অন্য প্রদেশ হইতে পৃথক্ বোধ হয় । অপর, এই পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইবার যে কয়েকটা পথ আছে, তাহা উত্তমরূপে রক্ষা করিতে পারিলে বিপক্ষগণ উত্তর হইতে আর দক্ষিণাভিমুখে যাইতে পারে না । অ-

তএব, গ্রীস দেশের দক্ষিণাংশে যে সকল প্রদেশ আছে, ঐ পর্বত শ্রেণী তৎসমুদয় রক্ষার এক বিলক্ষণ উপায়। পর্বতের মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যতগুলি পথ গিয়াছে তন্মধ্যে থর্মপিলি নামে যে পথ, সেইটি অতি প্রসিদ্ধ। ঐ পথটি প্রায় আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ। ইটা পর্বত এবং ইজিয় সমুদ্র এই উভয়ের মধ্য স্থল দিয়া ঐ পথ বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে সৈন্যগণের গমনাগমন করিবার ঐ একমাত্র পথ। স্থানে স্থানে উহা অতি সঙ্কীর্ণ। অতএব ঐ পথে বিপক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করা কষ্টসাধ্য নহে। গ্রীস দেশের মধ্যে যত নদী আছে, পিনিউস এবং একিলোয়স এই দুই নদী তৎসমুদয় অপেক্ষা বৃহৎ। পিনিউস নদী থেসেলির অন্তর্ভুক্ত, এবং একিলোয়স নদী ইটোলিয়া এবং আকার্গেনিয়া এই উভয় প্রদেশের মধ্য স্থানে আছে। অলিম্পস ও অসো এই দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পিনিউস নদী মুখের নিকটে যে উপত্যকা আছে, তাহা অতি মনোহর।

থেসেলির দক্ষিণে অনেক উন্নতানত মনোহর পর্বত আছে। ঐ সকল পর্বতের কতগুলি হরিতবর্ণ তরু লতাদি দ্বারা সুশোভিত, আর কতগুলি পর্বতে তরু লতাদি কিছুই নাই। ইটা পর্বত এবং করিন্থীয় হ্রদ এই উভয়ের মধ্যস্থলে হেলাসের যে অংশ আছে, তাহার একরূপ ভাব নহে। তাহা দেখিলে চমৎকার বোধ হয়। ঐ স্থানে সমুদ্র, নদী, পর্বত এবং উর্বর ক্ষেত্র পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ঐ স্থানের ভাব এত ভিন্ন যে পশুপাশি দুটি প্রদেশ একরূপ বোধ হয় না। এক প্রদেশের নদী শুকল নিয়ন্তকাল জলে পরিপূর্ণ থাকে, আর অপর প্রদেশের নদী সকল প্রায়ই শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রায় সমুদায় নদী শুকাইয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত হিমপাত হওয়াতে জল বিষয়ে কষ্ট অনুভব হয় না। ঐ প্রদেশ অধিকতর আরত নহে, তথা নদী সকলও প্রশস্ত নহে। ঐ প্রদেশের প্রায় চতুর্দিকে সমুদ্র আছে। সমুদ্র দেশস্থে প্রবিষ্ট হওয়াতে অনেক স্থলেই বিস্তর বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ হইয়াছে।

গ্রীস দেশের ঐ অংশের জল বায়ু উৎকৃষ্ট, ভূমি সকলও উর্বর; তদ্ব্যতীত লোক সকলও অতিশয় পরিশ্রমী ছিল। ঐ অংশের পর্বত সকল প্রায় বার মাস হিমে আব্বদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম কালে সেই সকল পর্বত এবং সমুদ্র হইতে মন্দ মন্দ বাতাস বহিতে থাকে, তাহাতে গ্রীষ্ম কালে উষ্ম নিবন্ধন অধিক কষ্ট হয় না। ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশ যেমন প্রায় নিয়ত কাল নীহার জালে জড়িত থাকে, গ্রীস দেশের ঐ অংশ সেরূপ নীহার জালে জড়িত নহে। নভোমণ্ডল অতি স্পষ্ট। অতএব সূর্য্যকে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ঐ স্থানের পদার্থ সকল যেমন সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখায়, ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশের পদার্থ সকল সেরূপ দেখায় না। ঐ প্রদেশের অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ শস্য সম্পত্তি এবং নানাপ্রকার ফল পুষ্পাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

যে স্থান প্রকৃত রূপে হেলাস বলিয়া নির্দিষ্ট হইত, তাহার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে অন্য অন্য প্রদেশের স্থান সন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। থেসেলির দক্ষিণে থার্মপিলি নামে যে পথ আছে, ঐ পথ ধরিয়া গমন করিলে প্রথমে লক্রিস দেশে উপস্থিত হওয়া যায়। উহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ফোসিসদেশ। ফোসিস দেশে পার্ণেসস নামে এক প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। ঐ পর্বতের দক্ষিণাংশে ডেল্ফি নামে এক নগর ছিল। তথায় আপোলোদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই স্থানে দৈববাণী হইত। তন্নিমিত্ত ডেল্ফি নগর অতিশয় প্রসিদ্ধ হয়। ফোসিসের পশ্চিমে ডোরিস দেশ। পশ্চিমাংশে আরো কিয়দ্দুর গমন করিলে ইটোলিয়া ও আকার্ণেনিয়া এই দুই দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইটোলিয়া দেশ অতিশয় বন্ধুর। ইটোলিয়া ও আকার্ণেনিয়া এই উভয় দেশের মধ্যস্থলে একিলোয়স নদী আছে। আকার্ণেনিয়া দেশ আইয়োনীয় সমুদ্রের জলদ্বারা সিক্ত হইয়া থাকে। ঐ প্রদেশ গ্রীসদেশের পশ্চিম দিকের শেষ সীমা।

• ফোসিস দেশ হইতে পূর্বাভিগুথে গমন করিলে বিয়োশিয়া দেশে প্রবেশ করা যায়। বিয়োশিয়া দেশ হেলিকন পর্বত দ্বারা

দুই অংশ বিভাজিত হইয়াছে। উত্তরাংশ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ।
 ঐ অংশ অতিশয় নিম্ন । তথায় কোপেইস নামে একটা জলাশয়
 আছে । উহা শীতকালের শেষেই প্রকৃত জলাশয় বলিয়া বোধ
 হয় । কিন্তু অন্য সময়ে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে উহা জলাশয় বোধ
 না হইয়া জলাভূমি জ্ঞান হয় । ঐ জলাশয়ের জল নির্গমার্থ মূর্তি-
 কার অভ্যন্তরীণ কয়েকটা পথ আছে । তদ্বারা জল নির্গত হ-
 ইয়া সমুদ্রে পতিত হয় । অতি পূর্বকালে ঐ জলাশয়ের ধারে অর্কো-
 মিনস নামে নগর ছিল । বিয়োশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাংশ অতি-
 শয় উর্বর । ঐ অংশে থিবিস নামে নগর ছিল । থিবিস নগরীয়েরা
 সাতিশয় বিলাস পরায়ণ ছিল । বিয়োশিয়ার বায়ু স্বচ্ছ ও নির্মল
 নহে । তদানীন্তন লোকদিগের ঐই প্রকার সংস্কার ছিল যে,
 বিয়োশিয়ায় বুদ্ধিমান লোক জন্মে না । বিয়োশিয়ার দক্ষিণে
 সিথিরন এবং পার্গেস নামে দুই পর্বতি আছে । ঐ পর্বত দ্বয়ের
 দক্ষিণাংশে আটিকাদেশ । আটিকায় অনেক বুদ্ধিমান লোক
 জন্ম গ্রহণ করেন । এই নিমিত্ত ঐ দেশ অতিশয় প্রসিদ্ধ হয় ।
 হেলাসের অন্য অন্য অংশের ভূমি সকল যেমন উর্বর, আ-
 টিকার ভূমি সেরূপ নহে । আটিকাদেশ সমুদ্রের অতিশয়
 সম্মিহিত, এবং তত্রতা সমুদ্র কুলাও অন্য অন্য স্থানের অপেক্ষা
 অধিকতর বিস্তৃত ; এই নিমিত্ত তত্রতা লোকদিগের সমুদ্রপথে বা-
 গিজ্য ব্যবসায়ের সবিশেষ আশ্রয় ছিল । আটিকার পশ্চিমাংশে
 যে স্থলে সেরোনীয় হ্রদ আছে, ঐ স্থানেই এথেন্স ও পিরিউস
 নামে দুই নগর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এথেন্স আটিকার রাজ-
 ধানী । পিরিউস নগর সমুদ্রতীরবর্তী । আটিকা আর পিলপনি-
 সস এই উভয়ের মধ্যস্থলে সমুদ্র এবং মেগারিস নামে এক ক্ষুদ্র
 প্রদেশ ব্যবধান আছে ।

গ্রীস দেশের চতুর্দিকেই প্রায় সমুদ্র ; এই নিমিত্ত ইহাকে প্রা-
 য়োদীপ কুহে । ইহার দক্ষিণ প্রান্তে পিলপনিসস নামে আর
 একটা ক্ষুদ্র প্রায়োদীপ আছে । ঐ ক্ষুদ্র প্রায়োদীপটি গ্রীস দেশ
 হইতে স্বতন্ত্র নহে । পিলপনিসস প্রায়োদীপ বলিয়া পরিগণিত
 হয় বটে, কিন্তু উহাকে উপদীপ বলিয়া গণনা করাই অধিকতর

সম্ভব হয়। উহার প্রায় চতুর্দিকে জল, উহা কেবল গ্রীবারূতি এক খণ্ড ভূমি দ্বারা মূল দেশের সহিত সংলগ্ন আছে। পিল-পনিসসের অন্তঃপাতী প্রায় সমুদায় প্রদেশই পর্বতময়। এই দেশে কতগুলি উচ্চতর পর্বত আছে। উহার মধ্যস্থলের নাম আর্কেডিয়া। আর্কেডিয়ার ভূমি সকল উচ্চ ও বন্ধুর। তথায় উৎকৃষ্ট পশুচর স্থান আছে, এই নিমিত্ত তত্রতা লোকেরা পশুপালন কার্যে সাতিশয় আসক্ত ছিল। আর্কেডিয়ার জল বায়ু উৎকৃষ্ট ও অমুকুল নহে; এই হেতু তত্রতা লোকদিগের স্বভাবের ও অবস্থার সবিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই; উহারা চিরকাল প্রায় একবিধ ভাবেই অবস্থান করিয়াছিল। আর্কেডিয়ার চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বত আছে।

পিলপনিসসের অন্তঃপাতী অন্যান্য প্রদেশ সকল আর্কেডিয়ার উচ্চতর ভূমি খণ্ডের চতুর্দিকে সংলগ্ন। উত্তরাংশে একেইয়া, সিসিয়ন, এবং করিন্থ এই তিনটি প্রদেশ আছে। এই তিনটি প্রদেশই সমুদ্রকূলবর্ত্তী। পূর্বাংশে আর্গলিস। আর্কেডিয়ার দক্ষিণে টেজিটস নামে পর্বত আছে। এই পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। উহার পশ্চিমে মেসিনিয়া এবং পূর্বে লেকোনিয়া দেশ। লেকোনিয়ার রাজধানী স্পার্টা। স্পার্টার অতি নিকটেই ইয়ুরোটাসনদী। লেকোনিয়ার অধিকাংশ স্থান পর্বতময়, সুতরাং তথায় সুন্দর রূপে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই। লেকোনিয়ার মধ্যে কেবল ইয়ুরোটাস নদীর গীরবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশ অতিশয় উর্ব্বর। মেসিনিয়া দেশে অনেক গুলি উর্ব্বর প্রদেশ আছে। মেসিনিয়া এবং একেইয়া এই উভয়ের মধ্যস্থলে ইলিস দেশ। ইলিসের ভূমিসকল অতিশয় উর্ব্বর এবং উহার জল বায়ু উৎকৃষ্ট। ইলিস দেশে আল্ফিউস নামে নদী আছে। এই নদীর তীরে ওলিম্পিয়া নামে যে স্থান আছে, তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই স্থানে গ্রীস দেশীয়দিগের নানা বালয়, বেদি, নিকুঞ্জ এবং সুসমৃদ্ধ অটালিকা ছিল। চারি বৎসর অন্তর এক এক বার এই স্থানে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি হইত।

হেলেনিক জাতীয়েরা উৎসব কালে পরস্পর শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া পরম কুতূহলে ক্রীড়া কোতুকাদি দর্শন করিত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

হেলেনিক জাতির বিবরণ ।*

প্রথম অধ্যায়ে থেসেলি প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশের স্থান সন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু ঐ সকল প্রদেশে কোন জাতির বসতি ছিল এবং সেই জাতির আচার, ব্যবহার এবং ধর্মাদি কিরূপ ছিল, এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই, এক্ষণে তৎসমুদায় উল্লিখিত হইতেছে ।

প্রায় কোন দেশের, কোন জাতির আদ্য কালের বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না । প্রায় সমুদায় জাতির আদ্যকালের ইতিহাস কল্পিত অলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ । গ্রীস দেশীয়দিগের আদ্যকালের উপাখ্যান অতিশয় অদ্ভুত ও অলৌকিক, কেবল কল্পিত দেবগণের কাণ্ড লইয়া পরিপূরিত হইয়াছে । গ্রীসদেশীয়দিগের আদ্যকালের উপাখ্যান এমন অদ্ভুত যে, তন্মাত একটা বাক্যও লৌকিক ও শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না । ঐ অদ্ভুত উপাখ্যান হইতে যথার্থ বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা কোন রূপে সাধ্যায়ত্ত্ব নহে । অতএব গ্রীসদেশে প্রথমে কোন জাতির বসতি ছিল এবং সেই জাতির আচার, ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতিই বা কিরূপ ছিল, অধুনা তাহার নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন । যাহা ইউক, ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকের, এসকল বিষয়ের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ।

সর্ব প্রথম থেসেলির এক অংশে হেলেনিক জাতির বসতি ছিল । পশ্চাৎ ঐ জাতি প্রবল হইয়া প্রায় গ্রীসদেশের সর্বস্থান ব্যাপী হয় । হেলেনিক জাতি যৎকালে থেসেলিতে বসতি করে, তৎকালে উইদিগের চতুর্দিকে পিলাস্জিয় জাতির বসতি ছিল । ঐ উভয় জাতি এক মূল হইতে উৎপন্ন । হেলেনিক জাতি পিলাস্জিয় জাতির শাখা স্বরূপ । কেহ কেহ কহেন পিলাস্জিয়

জাতি গ্রীসদেশের আদিম নিবাসী । কিন্তু অন্য পণ্ডিতগণ এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, পিলাস্জিয় জাতি আসিয়া খণ্ডের লোক । এই জাতি আসিয়াখণ্ড হইতে ইউরোপে আসিয়া বসতি করে । এই শেষোক্ত মীমাংসা সমধিক প্রামাণিক বোধে অনেকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন । পিলাস্জিয় জাতি কোন্ সময়ে ইউরোপে গিয়া বসতি করে, নিশ্চয় নাই । যে সময়ে হটক, ঐ জাতি ইউরোপে গমন করিয়া কতক গ্রীসদেশে, কতক ইটালিতে, কতক অন্য অন্য স্থানে বসতি করে সন্দেহ নাই ।

হেলেনিক ও পিলাস্জিয় এই উভয় জাতিই যে এক, ও এক মূল হইতে উৎপন্ন, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত নব্য পণ্ডিতগণ ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন । সেই প্রমাণ প্রয়োগ দর্শন কবিলে তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না । ঐ উভয় জাতি গ্রীসদেশে কিয়ৎকাল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু কাল ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইয়া যায় ।

হেলেনিক জাতির সহিত একতা প্রাপ্তির পূর্বে পিলাস্জিয় জাতি কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, এই বিষয় লইয়া অনেকে অনেক প্রকার কহিয়া থাকেন । কেহ কেহ কহেন পিলাস্জিয় জাতি তৎকালে অত্যন্ত অসভ্য ছিল । কিন্তু অন্য অন্য পণ্ডিতগণ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ঐ বাক্যের খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পিলাস্জিয় জাতি হেলেনিক জাতির সহিত একতা প্রাপ্ত হইবার বহু পূর্বে সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল ।

পিলাস্জিয় জাতি সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি স্বাভাবিক পদার্থ সমূহেই প্রধান রূপে পূজা ও আরাধনা করিত ; কিন্তু কল্পিত দেবতার পূজা বিষয়ে সর্বতোভাবে পরাঙ্মুখ ছিল না । উহাদিগের প্রধান উপাস্য দেবের নাম জিউস । এপিরসের অন্তঃপাতি ডোনা এর জিউস দেবের প্রধান পূজ্য স্থান । ঐ স্থানে দৈববাণী হ-
5 । তত্রত্য দৈববাণী প্রথম প্রথম অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল । কিন্তু লফির দৈববাণী অমোঘ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলে ডো-
র স্থান মাহাত্ম্য এবং তত্রত্য দৈববাণীর গোবব হ্রাস হইয়া

যায় । জিউসদেবের ডায়োন নামে স্ত্রী এবং আফ্রোডাইট নামে কন্যা ছিলেন । ইজিয় সমুদ্রের উত্তরে স্যানোথ্রেস, ইম্বুস, এবং লেমনস্ এই কয় উপদ্বীপে পিলাস্জিয় জাতির পরম গুহ পূজাবিধি বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল । অলিম্পস পর্ব্বতের উত্তরে সমুদ্রের ধারে ম্যাসিডোনিয়ার অন্তঃপাতী যে জনপদ আছে তথায় পিলাস্জিয় জাতীয় যে সমস্ত লোক বসতি করে, তাহারা ই অতিশয় বিখ্যাত ছিল । উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, অর্কিউস মিউসিউস্ প্রভৃতি আদি কবিগণ ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন । উপাখ্যানমধ্যে অর্কিউস প্রভৃতি কবিগণের নাম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাদৃশ কবিগণ বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন এরূপ বোধ হয় না । ঐ নাম গুলি কল্পিত বলিয়া বোধ হয় । যাহা হউক, উক্ত কবিগণ বিষয়ক উপাখ্যান পাঠ করিলে এই বোধ হয়, তদানীন্তন গ্রীসদেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার ছিল, যে, পাইরিয়াবাসী পিলাস্জিয়-জাতীয়েরাই কাব্য শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন করে এবং দেবতা স্তোত্রাদি রচনার কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করে ।

পিলাস্জিয় জাতি হেলেনিক জাতির মূল, একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু হেলেনিক জাতির বীজ পুরুষ কে, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই । এক্ষণে সেই বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে । উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, হেলেন নামে এক বীর পুরুষ ছিলেন । ঐ বীর পুরুষ হেলেনিক জাতির বীজ পুরুষ । হেলেনের পিতার নাম ডিউকেলিয়ন্ এবং মাতার নাম পির্হা ! হেলেনের তিন পুত্র ছিল । একের নাম ডোরস, দ্বিতীয়ের নাম জিউথ্‌স্, তৃতীয়ের নাম ইয়োলস । হেলেনের তিন পুত্রই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যান এবং গ্রীস দেশের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লন । গ্রীস দেশে ডোরিয়, আয়োলিয়, এবং ইয়োলিয় নামে চারি প্রধান জাতি ছিল । উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, হেলেনের পুত্র পৌত্রগণের নামে ঐ জাতির নাম করণ হয় । ডোরসের সন্তানদিগকে ডোরিয় ইয়োলসের সন্তানদিগকে ইয়োলিয় বলে । জিউথ্‌সের নামে জাতির নাম করণ হয় নাই । জিউথ্‌সের আইয়ন্ ও অর্কিউস :

দুই পুত্র ছিল । ঐ দুই পুত্রের নামেই আয়োনীয় ও একিয় এই দুই জাতির নাম করণ হয় । উপাখ্যানে হেলেন এবং হেলেনের পুত্র পোত্রদিগের যে রক্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হইল । কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা ঐ রক্তান্ত সত্য বলিয়া প্রত্যয় করেন না ।

পিলাসজিয় জাতি হইতে গ্রীসদেশে যে সভ্যতার প্রথম আরম্ভ হয়, হেলেনিক জাতির শ্রীর্দ্ধি কালে ঐ সভ্যতার সবিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছিল । হেলেনিক জাতি যেমন গ্রীস দেশের নানা স্থান ব্যাপী হইতে লাগিল, সভ্যতাও তেমনি দিন দিন বাড়িতে লাগিল । ট্রয় দেশীয় সংগ্রামের বহুকাল পূর্বের উপাখ্যান পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, হেলেনিক জাতি প্রথমে থেসেলিতে বাস করে । উহাদিগের চতুর্দিকে অসুংখ্য অসভ্য লোক ছিল । ঐ অসভ্য লোকদিগের উপদ্রব হেলেনিক জাতি পূর্ব বাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রীস দেশের নানা স্থানে ছড়িয়া পড়ে । তদানীন্তন গ্রীস দেশবাসী সমুদায় জাতি অপেক্ষা হেলেনিক জাতির যুদ্ধ বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণ্য ছিল । অতএব ঐ জাতি যে যে স্থানে গমন করে, তত্রতা যুদ্ধানভিজ্ঞ জাতি সকল পরাস্ত হইয়া উহাদিগের পরতন্ত্রতা স্বীকার করে । কোন কোন জাতি দাস-বৎ উহাদিগের নিতান্ত অধীন হয়, আর কোন কোন জাতি উহাদিগের সহিত একজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায় । এইরূপে দিন দিন হেলেনিক জাতির যেমন প্রাচুর্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গ্রীসদেশের সভ্যতাও দিন দিন তেমনি বাড়িতে লাগিল । ফলতঃ হেলেনিক জাতি হইতেই গ্রীসদেশীয়দিগের সবিশেষ উন্নতি হয় ।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে যে যে জাতির বসতি ছিল, সংক্ষেপে তদ্রূপ বর্ণিত হইল । এরূপ কিয়দন্তী প্রসিদ্ধ আছে, যে, দূর দেশ হইতে বিদেশীয় লোক সকল আসিয়া গ্রীস দেশে বসতি করিয়াছিল । ঐ সমস্ত বিদেশীয় লোক যে যে জনপদে এবং যে যে নগরে বাস করে, উহাদিগের নামেই সেই সেই জনপদের এবং সেই সেই নগরের নাম প্রসিদ্ধ হয় । যে সকল ব্যক্তি বিদেশ হইতে আসিয়া গ্রীস দেশে বসতি করেন, তন্মধ্যে সিরূপম

ক্যাডমস, ড্যানেয়স এবং পিলপস এই কয় ব্যক্তির নামই আতিশয় বিখ্যাত । এই চারি ব্যক্তির যিনি যে দেশ হইতে আসিয়া গ্রীস দেশে বাস করেন এবং গ্রীস দেশে বাস করিয়া যে যে কর্ম করেন, ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । সিক্রপস ইজিপ্ট হইতে এথেন্স নগরে গিয়া বাস করেন এবং তথায় এক দুর্গ নির্মাণ করেন । ক্যাডমস ফিনিসিয়া দেশীয় রাজা এজিনরের পুত্র । ঐ রাজপুত্র নিজ ভগিনী ইয়ুরোপার অন্বেষণার্থ গ্রীস দেশে গমন করেন এবং বিয়োশিয়ার বাস করিয়া থিবিস নগরের দুর্গ নির্মাণ করেন । তাঁহার নামেই ঐ দুর্গের ক্যাডমিয়া এই নাম হয় । উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহার নিকটে বর্ণমালা শিক্ষা করে । ড্যানেয়স ইজিপ্ট দেশীয় লোক । উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, তাঁহার পঞ্চাশটী কন্যা ছিল । তিনি নিজ ভ্রাতা ইজিপ্টসের উপদ্রবে স্বদেশ হইতে পলাইয়া পঞ্চাশৎ কন্যার সহিত গ্রীস দেশে গমন করেন । পিলপস লিডিয়া দেশীয় লোক । তাঁহার পিতার নাম ট্যার্কালস । তিনি গ্রীস দেশে গমন করিয়া পিলপনিসসে বাস করেন এবং পিলপনিসসের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করিয়া লন । পিলপসের নামেই ঐ স্থানের পিলপনিসস এই নাম হয় । উপাখ্যানোল্লিখিত বিবরণানুসারে বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের গ্রীস দেশে সমাগমানি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল । কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ সকল বৃত্তান্ত অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন । সিক্রপস প্রভৃতির গ্রীস দেশে গমন ও অবস্থানাদির বৃত্তান্তের যথার্থ্য বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন বটে, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আসিয়া খণ্ডের লোকেরা যে, গ্রীস দেশে গিয়া বাস করিয়াছিল, একথার প্রামাণ্য বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না ।

গ্রীস দেশীয় ইতিহাস লেখকেরা গ্রীস দেশের আদ্য কালের উপাখ্যান হইতে সার সঙ্কলন পূর্বক হেলেনিক জাতির গ্রীস দেশে অবস্থানাদি বিষয়ক যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । এক্ষণে ঐ জাতির অন্য অন্য বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে । হেলেনিক জাতীয় রাজগণের বংশাবলী বর্ণনা বিষয়ক উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে হেলেনের

পুত্র অবধি ট্রয় দেশ বিনাশ পর্য্যন্ত (খৃষ্টের পূর্ব ১৪০০ শ অবধি ১২০০ শ পর্য্যন্ত) দুই শত বৎসর কালের মধ্যে ঐ জাতির ছয় পুরুষ গত হয়। ঐ দুই শত বৎসর কাল বীরপুরুষদিগের সময় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সময়ে (১) হিরাক্লিজ এবং (২) থিসিউস প্রভৃতি অনেক বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীর পুরুষদিগের বীরত্বের বর্ণনাতেই তৎকালের উপাখ্যান পরিপূর্ণ হইয়াছে। তদানীন্তন বীরগণ আশ্রিত প্রতিপালন এবং আতিথেয়তা ধর্ম্মের সমধিক গৌরব করিতেন। কেহ শরণাগত হইলে বীরগণ প্রাণপণে তাহার রক্ষা করিতেন। কেহ আতিথেয়তা ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করিলে কিম্বা শরণাগত ব্যক্তির আশ্রয় দানে পরাজ্ঞা হইলে সে অতিশয় নিন্দিত হইত। বীরগণ অনাথ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের রক্ষণ কার্যে সদা উদ্যত ও ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে দেশ মধ্যে দস্যু তস্করাদির ভয় ছিল না। তৎকালে বন্য জন্তুর অতিশয় উৎপাত ছিল, বীরগণ নিজ বাহু বলে সেই হিংস্র জন্তুদিগকে বধ করিয়া প্রজাপণকে পরম সুখে রাখিয়াছিলেন। বীরগণের স্বভাব অতিশয় উদ্ধত ছিল। তাঁহারা আপন আপন বিষয় ভোগে চিন্তকে নির্মূল ও সুস্থির রাখিতে না পারিয়া অন্য অন্য জাতি ও অন্য অন্য ব্যক্তিদিগের অধিকৃত

[১] হিরাক্লিজের জন্ম বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। ঐ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না, হিরাক্লিজ নামে এক ব্যক্তি বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, হিরাক্লিজ ক্রিউস দেবের ঔরসে আল্কমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। থিসিস নগর তাহার জন্মস্থান। হিরাক্লিজের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত জুনোদেবীর বহুভর চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। হিরাক্লিজ যখন আটমাসের বালক, তখন জুনোদেবী তাহার প্রাণ সংহারার্থ দুই ভয়ঙ্কর সর্প পাঠাইয়া দেন। বালক সর্পদ্বন্দ্বনে ভীত না হইয়া দুই সর্পকে দুইহাতে অতিশয় জোরে টিপিয়া ধরিল। সর্পদ্বয় তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। হিরাক্লিজের বিষয়ে এইরূপ নানা অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। হিরাক্লিজ যত্নের পর দেবমধ্যে পরিগণিত হন।

[২] থিসিউস আটিকাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ইজিউস এবং মাতার নাম ইথরা। হিরাক্লিজের ন্যায় থিসিউসও অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে।

নানা নগর ও জনপদ বিলুপ্তি ও উৎসাদিত করিতেন । তাঁহারা বিলুপ্ত লভ্য দ্রব্যের আশয়ে সদা সমুদ্র পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং উপকূলবর্তী জনপদ হইতে পশুগণ ও মানবগণকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিতেন । যে সকল ব্যক্তি বলদ্বারা আনীত হইত, বীরগণ তাহাদিগকে দাস বলিয়া বিক্রয় করিতেন । এই সকল কার্যের দ্বারা বীরগণের উৎসাহ শক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া উঠে । তাঁহারা এই সকল কার্য গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন না । তাঁহাদিগের স্বাভাবিক এই সকল দোষ ছিল বটে, কিন্তু অতিশয় দয়া এবং দেবগণের প্রতি অচলা ভক্তি থাকাতে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক দোষের অনেক নিবারণ হইয়াছিল । কেহ সম্মুখে কাতর ভাব প্রদর্শন করিলে তাঁহাদিগের হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইত, স্বভবাৎ তাঁহারা তাহাকে আর পীড়ন করিতে পারিতেন না । আর দেবগণের প্রতি ভক্তি থাকাতে তাঁহাদিগের মনে এই ভয় ছিল, অন্যায় ও পাপ কর্ম্ম করিলে দেবগণের নিকটে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, অতএব তাঁহারা অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণে সহসা প্ররক্তি বিধান করিতে সাহসী হইতেন না । ফলতঃ বীরগণের স্বভাব যে প্রকার উদ্ধত ছিল, তাঁহাদিগের দয়া এবং দেবগণের প্রতি ভক্তি না থাকিলে তাঁহাদিগের হইতে বহু অনর্থ ঘটনা হইত সন্দেহ নাই ।

বীরগণ সমর কণ্ঠ বিনোদনের নিমিত্ত নানা যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইতেন । তাঁহারা স্বদেশ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়াই যে, যুদ্ধ কার্য সম্পাদন করিতেন এমত নহে, যুদ্ধার্থী হইয়া বিদেশেও গমন করিতেন । বিদেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের যে যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তন্মধ্যে ট্রয় দেশীয় সংগ্রাম অতিশয় বিখ্যাত । ট্রয় দেশীয়দিগের সহিত যে কারণে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, উপাখ্যানানুসারে সেই কারণ নির্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধের স্থূল বৃত্তান্ত মাত্র সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে ।

ট্রয় দেশীয় রাজা প্রায়ামের পুত্র প্যারিস একদা গ্রীস দেশে গমন করিয়াছিলেন । স্পার্টা নগরের রাজা মেনেলেয়স তাঁহাকে পরম সমাদর করিয়া আপন আলয়ে বাস স্থান প্রদান করি-

লেন। মেনেলেয়সের হেলেন নামে এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল। পারিস কৃতঘ্নতা করিয়া বহুমুলা বহুরত্ন সহ সেই স্ত্রীরত্ন হরণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। গ্রীস দেশীয় বীরগণ পারিসের অসদাচরণ দর্শন করিয়া অতিশয় ক্রুপিত হইলেন এবং সকলে একবাক্য হইয়া হেলেনের উদ্ধারার্থ যত্নবান হইলেন। বীরগণ প্রথমে ট্রয় দেশে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইলে যুদ্ধের অন্ত্রাধান হইতে লাগিল। বার শত জাহাজ প্রস্তুত হইল। মাইসিনির অধিপতি আগামেমন্‌ন মেনেলেয়সের ভ্রাতা। তিনিই সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বীরগণ ট্রয় দেশে গমন করিয়া দশ বৎসর কাল অবিশ্রান্তে নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। যাবদবরোধ কাল বহুবার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ কালে উভয় পক্ষই অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। প্রথমে কোন পক্ষই জয়ী হইতে পারেন নাই। দশ বৎসরের পর (খৃষ্টের পূর্ব ১১৮৪ অব্দে) গ্রীস দেশীয়েরা জয়ী হইল এবং নগর বিনাশিত হইল।

ট্রয় দেশীয় সংগ্রাম রত্নান্ত উপাখ্যানে সবিস্তর উল্লিখিত আছে, এস্থলে তাহার তাৎপর্য্য মাত্র সংগৃহীত হইল। গ্রীস দেশীয় মহাকবি হোমর ইলিয়েড নামক গ্রন্থে এই যুদ্ধের বাহুল্য বর্ণন করিয়াছেন। মেনেলেয়সের পত্নী হেলেনের জন্মাদি ট্রয়দেশ নিধনান্ত যাবতীয় রত্নান্ত উপাখ্যানে যাদুশ অভুতাকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে যুদ্ধের আত্মপুর্কিক সমুদয় রত্নান্ত অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ট্রয় দেশীয়দিগের সহিত গ্রীস দেশীয়দিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার স্বার্থার্থ্য বিষয়ে কেহই সন্শয় করেন না। কিন্তু কবিগণ এই যুদ্ধের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই যুদ্ধ সংক্রান্ত যে সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যয় যোগ্য নহে। গ্রীস দেশীয়েরা বিলুপ্ত লভ্য দ্রব্যের আশয়ে আসিয়া খণ্ডের লোকদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিত। সেই বিবাদ উপলক্ষে প্রায় যুদ্ধ ঘটনা হইত। বোধ হয় তন্মূলক ট্রয় দেশীয় সংগ্রাম ঘটনা হয়; কেবল কবিগণ শ্রোতৃগণের চিত্ত চমৎ-

কার ঝরঝর উদ্দেশে অস্তুত কারণ নির্দেশ পূরক নানাবিধ স্বকপোল কল্পিত অলৌক রচনা দ্বারা ট্রয়দেশীয় সংগ্রামের সমুদায় বৃত্তান্ত কল্পনা এবং তাদৃশ অস্তুতাকারে বর্ণনা করিয়াছেন ।

ট্রয়দেশ উৎসন্ন হইলে পর বীরগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন । প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে তাঁহাদিগের বিপদের পরিসীমা ছিল না । পথি মধ্যে অনেকেই দেহত্যাগ করেন । যাহারা জীবিত ছিলেন, তাহারা স্বদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের পৈতৃক রাজ্যপদ অন্য লোকে অধিকার করিয়াছে, কাহার বা রাজ্যে অতিশয় অরাজকতা হইয়াছে ।

কবিগণ ট্রয়দেশীয় যুদ্ধ বৃত্তান্ত যেরূপে বর্ণনা করুন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে তদানীন্তন গ্রীসদেশীয়দিগের সংসার যাত্রা নির্বাহের রীতি, রাজ্যশাসন প্রণালী এবং ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয় অবগত হওয়া যায় । বীর পুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল । প্রায় প্রতি রাজ্যেই দাস, অদাস ও ভূস্বামী এই ত্রিবিধ লোক ছিল । যে সকল ব্যক্তি জয় লাভ দ্বারা যে যে প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় বসতি করিত, তাহারা সেই সেই প্রদেশের ভূস্বামী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সেই সকল ব্যক্তি পৌরপ্রধান বলিয়া নির্দেশিত হইত । তাহারা রণায়ুগ সাহস এবং পুরুষকার এই কয় গুণ দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিল । তাহাদিগের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান হইতেন, তিনিই রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইতেন । যে সকল ব্যক্তি সমরে বন্দীকৃত ও অন্যের নিকট হইতে ক্রীত হইত, তাহারা দাস বলিয়া পরিগণিত হইত । দাসত্ব অবস্থায় জাত দাসগণের সমস্ত সমুদায় সন্ততিও দাসমধ্যে নিবেশিত হইত । দাসগণ আপন আপন প্রভুর উদ্যানের কর্ম, পশুযুগ চারণ এবং গৃহ কর্ম সম্পাদন করিত । জেতুগণ যে যে প্রদেশ জয় করিয়া লইতেন, তত্রতা সমুদায় ব্যক্তিকে দাসত্বে নিয়োজিত করিতেন না । যাহারা দাসত্বে নিয়োজিত না হইত, তাহারা অদাস বলিয়া পরিগণিত হইত । ঐ সকল ব্যক্তি বেতন লইয়া ভূস্বামীদিগের কৃষিকার্য্য নির্বাহ করিত । যাহাকে প্রকৃত রাজকীয় ব্যবস্থা বলিয়া উল্লেখ করা যা-

য, বীরগণের সময়ে গ্রীসদেশে সে রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল না। পূর্কতন আচার ব্যবহারানুসারে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ এবং সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা হইত। গ্রীসদেশের মধ্যে বহুতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু দেশ সাধারণ কোন বিপদ ঘটনা হইলে সকলে একবাক্য হইয়া তাহার নিবারণ চেষ্টা করিত এবং বিদেশীয় লোকে কোন রাজ্যের অপকার ও অপমান করিলে সকলে একমত হইয়া বৈর নির্যাতন করিত।

বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের সংসার যাত্রা নির্বাহের বড় পারিপাট্য ছিল না। উহারা অতি সামান্যরূপে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিত। বড় বড় ঘরের স্ত্রীগণও জল আনয়ন ও গৃহ মার্জ্জন প্রভৃতি অতি সামান্য গৃহ কর্ম স্বয়ং সম্পাদন করিত। উত্তর কালের গ্রীসদেশীয়েরা স্ত্রীগণের আবরণ বিষয়ে যত যত্নবান হইয়াছিল, বীরগণের সময়ে তত যত্নবান ছিল না। হোমর নিজ গ্রন্থে বীরপুরুষদিগের সময়ের কতগুলি স্ত্রীলোকের যেরূপ চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তৎপাঠে তদানীন্তন স্ত্রীগণের প্রতি সমধিক ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু তদানীন্তন সমুদায় স্ত্রীলোকেরই যে তত উৎকৃষ্ট চরিত্র ছিল, ইহা কোন রূপে বিশ্বাস হয় না। কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। পিতা কন্যার মতগ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া স্বচ্ছানুসারে কন্যা দান করিতেন। বিবাহকালে বর কর্ত্তা ও কন্যা কর্ত্তা উভয়ে উভয়কে উপহার প্রদান করিত। গ্রীসদেশীয়েরা অতি যৎসামান্য দ্রব্য আহার করিত। উহারা নৃত্য গীত বিষয়ে সমধিক রত ছিল। পাঁচজন একত্র হইলে সেই স্থানে নৃত্যগীত লইয়া অধিক আনন্দ এবং আনন্দে কাল হরণ হইত। গ্রীসদেশীয়দিগের মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু উহারা অধিক মদ্য সেবন করিত না। গ্রীসদেশীয়েরা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি সমধিক সদয় ব্যবহার করিত। উহারা রণস্থলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করিত। অধিকতর নিক্কর লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে উহারা প্রায়ই পরাজিত শত্রুগণকে ক্ষমা করিত না। স্বজাতির মধ্যে কেহ যুদ্ধ স্থলে নিহত হইলে গ্রীস দেশীয়েরা সমধিক সমারোহে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিত। যে সমস্ত নগর জয়দ্বারা

লব্ধ হইত, তদ্ব্যতীত লোকের প্রতি গ্রীসদেশীয়েরা সাতিশয় ঠুরা-
চরণ করিত; পুরুষদিগকে বধ করিয়া স্ত্রী ও বালকদিগকে আপ-
নারা বিভাগানুসারে লইয়া দাসত্বে নিয়োজিত করিত ।

পূর্বে পিলাস্জিয় জাতির যে ধর্মের কথা উল্লেখ করা
গিয়াছে, বীরপুরুষদিগের সময়েও সেই ধর্মই প্রবল ছিল, কে-
বল কোন কোন অংশে কিছু কিছু পরিবর্ত হয় এই মাত্র বিশেষ্য ।
গ্রীসদেশীয়েরা অগ্নি বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থ সমূহের পূজা
করিত । ঐ সকল পদার্থের অবিষ্টাত্রী দেবতা আছে বলিয়া উ-
হাদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল; সেই বিশ্বাসমূলক উহার। বুদ্ধি
দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়া দেবগণের নানাবিধ মূর্তি কল্পনা করে,
তাহাতেই উহাদিগের দেববিষয়ক উপাখ্যানের সমধিক প্রাচু-
র্ভাব এবং সমধিক বাহুল্য হয় । গ্রীসদেশীয়দিগের এই রূপ
সংস্কার ছিল মনুষ্যের ন্যায় দেবগণেরও হস্ত পদাদি সমুদা-
য় অবয়ব আছে । মানুষ যেমন ক্রোধাদির বশবর্তী হয়, দেবগ-
ণেরও সেই রূপ ক্রোধাদি চিত্তবিকার হইয়া থাকে । কেহ যদি কো-
ন বিষয়ে দেবগণের নিকটে অপরাধী হয়, ইহ লোকেই হউক,
পর লোকেই হউক, দেবগণ তাহার অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান ক-
রিয়া থাকেন । কিন্তু স্তব পাঠ করিলে এবং নৈবেদ্য প্রদান করিলে
উহাদিগের ক্রোধের শাস্তি হয় । নৈবেদ্য যত উৎকৃষ্ট হয়, ততই
দেবগণ অধিক তুষ্ট হন । নরবলিতে দেবগণের অধিক প্রীতি জ-
ন্মে এই বিবেচনা করিয়া গ্রীস দেশীয়েরা দেবগণের উদ্দেশে নর
বলি প্রদান করিত । বীরপুরুষদিগের সময়ে দেবগণের প্রস্তর-
ময় প্রতিমূর্তি ও অনাবিধ প্রতিমা নির্মাণের প্রথা প্রবর্তিত ছিল ।
কিন্তু তদানীন্তন লোকেরা সেই সকল প্রতিমায় দেবগণের পূজা
কর্ম সম্পাদনে পরাজ্ঞ ছিল । ইহার বহুকাল পরে গ্রীস দেশে
প্রতিমা পূজা আরম্ভ হয় ।

প্রতিগৃহস্থই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আপন আপন
পরিবারের কল্যাণার্থ স্বয়ং দেবগণের পূজা কর্ম করিত এবং রা-
জগণ সমুদায় প্রজার প্রতিনিধি হইয়া সকলের মঙ্গলকামনায়
দেবপূজা নির্বাহ করিতেন । এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পূজক নির্দিষ্ট ছিল। পূজকতা কর্ষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের তুল্য অধিকার ছিল। দেবোদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদন করাই পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের প্রধান কর্ম ছিল। গ্রীস দেশীয়েরা দেবগণের অনুমতি না লইয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত না। তাহাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, পূজক ও পূজয়িত্রীগণ দেবগণের ইচ্ছা জানিতে পারেন, অতএব নূতন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে আগে উহারা পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের নিকটে গমন করিত। পূজক ও পূজয়িত্রীগণ দেবগণের অভিপ্রেত জানিয়া যেরূপ আদেশ করিতেন, উহারা তদনুরূপ আচরণ করিত। যে বিষয় দেবগণের অনভিমত হইত, উহারা তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত না। পূজক ও পূজয়িত্রীগণ দেবগণের ইচ্ছা জানিতে পারেন, এবং দৈবগণ পূজক ও পূজয়িত্রীগণের নিকটে আপনারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন, গ্রীস দেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার থাকাতাই সে কালে দৈববাণী হইত বলিয়া কথা রটনা হয় এবং ডডোনা, ডেল্ফি প্রভৃতি কতিপয় স্থানে দৈববাণী হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীস দেশে ভূগোল বিদ্যার চর্চা ছিল না। গ্রীস দেশের চতুঃসীমা, ইজিয় সমুদ্রস্থ কয়েকটা উপদ্বীপ, এবং আসিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমাংশস্থিত কয়েকটি প্রদেশ, এতাব্যত্ন তৎকালে গ্রীস দেশীয়েরা অবগত ছিল, এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের বিষয় কিছুই জানিত না। গ্রীস দেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার ছিল পৃথিবী সমতল, বর্তুল নহৈ; ওসিয়ানস নামে এক নদী পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া আছে; ডেল্ফিনগর পৃথিবীর চিক্ মধ্যস্থলে; পৃথিবীতে হেডিস নামে এক রহস্য বিবর আছে, যে সকল ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহাদিগের জীবাত্মা সেই স্থানে অবস্থান করে; পৃথিবীর অনেক নীচে অতিশয় ভয়ঙ্কর বৃহত্তর এক অজ্ঞকারময় বিবর আছে, তাহাব নাম (১) টার্টারস; থেসেলিতে অলিম্পস নামে যে পর্বত আছে ঐ

(১) প্রাচীন কালের গ্রীসদেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার ছিল। ইহর পাপী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত নানাবিধ নরক স্থান করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন নরকের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দিষ্ট আছে। যাহার

পর্তুগীজ পৃথিবীর সমুদ্রায় পর্তুগীজ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ, ঐ পর্তুগীজ দেবগণ বাস করেন; আটলাস নামে এক দৈত্য আছে, সে স্বর্গকে পৃথিবী হইতে পৃথক করিয়া মস্তক দ্বারা বহন করিতেছে ।

বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীস দেশীয়েরা নৌবিদ্যায় সর্বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল না । তৎকালে উহাদিগের নৌবিদ্যার প্রথম আরম্ভ বলি যাইতে পারে । উহারা সমুদ্র পথে অধিক দূরে গমনে সমর্থ ছিল না ; কেবল দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমন এবং সমুদ্রের উপকূলে ভ্রমণ করিত । উহারা বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ করিতে অসমর্থ ছিল । ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম কালে যে সকল জাহাজ গ্রীসদেশ হইতে ট্রয়দেশে যায়, তাহাই সর্বাধিক বৃহৎ । উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে, উহার এক এক জাহাজে একশত কুড়ি জন করিয়া লোক গমন করে । কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণ অস্বীকার করেন উহার এক এক জাহাজে পঞ্চাশতের অধিক লোকের স্থান সমাবেশ হইত না । তদানীন্তন গ্রীসদেশীয়দিগের সমুদ্র যুদ্ধের কথা কুতূহলিত বর্ণিত হয় নাই, অতএব বোধ হইতেছে উহারা সমুদ্রযুদ্ধে অবগত ছিল না । ভূগোল বিদ্যার ন্যায় খগোল বিদ্যাতেও গ্রীসদেশীয়েরা তৎকালে পারদর্শী হইতে পারে নাই । গ্রীসদেশীয়েরা বাণিজ্য ব্যবসায় করিত বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে উহাদিগের অধিকতর অস্বীকার ছিল না ; বোধ হয়, উহারা যুদ্ধ বিষয়ে সমধিক অস্বীকার এবং বিলুপ্ত দ্বারা অর্থোপার্জনে আসক্ত ছিল, এই হেতু বাণিজ্য কার্যে উপেক্ষা করিত । এক্ষণে যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তৎকালে মুদ্রা প্রচলন ছিল না, ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার পরস্পর দ্রব্য বিনিময় দ্বারা নির্বাহ হইত । যে সকল বীরপুরুষের সমর্থিত ধন সম্পত্তি ছিল, তাহারা সাতিশয় বিলাসপরায়ণ ছিলেন । কবির হোমির তাহাদিগের বিলাস পরতার বিষয় বাছ-

যেমন পাপ তত্কার তেমনি নরক যক্ষণাভোগ হইয়া থাকে । যতগুলি নরক স্থান নির্দিষ্ট আছে টার্টারস তাহার মধ্যে একটি । টার্টারস অতি ভয়ঙ্কর স্থান । উহার চতুর্দিকে পিতলের প্রাচীর বেষ্টিত আছে । উহার প্রবেশ দ্বার অত্যন্ত কঠোর । যে সকল ব্যক্তি পিতৃহত্যা দিগ্‌ভ্রম পাপে লিপ্ত হয়, তাহাদিগেরই ঐ স্থানে নরক যাতনা ভোগ হয় ।

ল্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন । বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশে শিল্পাদি বিদ্যার সবিশেষ শ্রীযুক্তি হয় নাই ।

হোমরকৃত ইলিয়েডে প্রধান প্রধান বীরগণের পরস্পর যুদ্ধের কথাই সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সামান্য সেনাগণের যুদ্ধের বিষয় কিছুমাত্র বর্ণিত হয় নাই । তাহাতে এই অনুমান হইতেছে বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশীয়েরা অন্য অন্য বিদ্যারূপে ন্যায় যুদ্ধবিদ্যাতেও সবিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই । নগর, অবরোধ পূর্বক শত্রুগণকে পর্যাদস্ত করিয়া কুরুপে হস্তগত করিতে হয়, তাহা তৎকালে অপরিজ্ঞাত ছিল, হোমরের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । হোমরের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, গ্রীসদেশীয় বীরগণ অবাধে দশ বৎসর কাল ট্রয়দেশে বাস করিয়া নগর অবরোধ করিয়াছিলেন এবং নগর স্বদেশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বহুতর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অবশেষে কৌশলক্রমে নগর অধিকার করিয়া লন । ইহাতে এই অনুমান হইতেছে নগর অবরোধ করিয়া কুরুপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা তদানীন্তন বীরগণ জানিতেন না । তাঁহারা যদি তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে কখনই অবরুদ্ধ নগর গ্রহণে তাঁহাদিগের তত কষ্ট ও তত কাল বিলম্ব হইত না ।

যে সমস্ত কাব্য গ্রন্থ হোমর প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমুদায় অতিশয় প্রাচীন, সন্দেহ নাই । কিন্তু হোমরই যে আদি কবি, তাঁহার পূর্বে ইউরোপ খণ্ডে কেহ কোন কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই ইহা সম্ভাবিত বোধ হয় না । নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন হোমরের পূর্বেও কাব্য শাস্ত্রের অনুশীলন ছিল, হোমরের গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । বীরগণ কবিদিগকে দেবানুগৃহীত বোধ করিয়া অতিশয় সমাদর করিতেন এবং উৎসব স্থলে তাঁহাদিগের কৃত কাব্য পাঠ শ্রবণ করিতেন । কবিগণও বীরপুরুষদিগের বীরত্ব ও পৌরুষ বর্ণনা করিয়া আপনাদিগের গ্রন্থ রচনা করিতেন ; উন্নিমিত্ত বীরগণ তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় সম্ভ্রম ছিলেন এবং সতত তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন ; তাহাতে বীরবস প্রধান কাব্য

গুহুই অধিক রচিত হইত । বীররস প্রধান কাব্য গুহু ভিন্ন আর এক প্রকার পদ্যায় প্রবন্ধ ছিল । এই প্রবন্ধ দেবগণের স্তোত্ররচনা দ্বারা পরিপূর্ণ হইত । কবিতা পাঠ কালে বাদ্য এবং কখন কখন নৃত্য হইত ।

বীরগণের সময়ে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, এ বিষয়ের কোন কথা হোমরের গুহুর কোন অংশে স্পষ্ট রূপে নির্দিষ্ট নাই । কিন্তু ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হোমরের বহুকাল পূর্বে গ্রীসদেশীয়েরা অক্ষর লিখিবার রীতি অবগত হইয়াছিল । কিনিসিয়া দেশীয়েরা উহাদিগকে এই বিষয়ে প্রথম শিক্ষা দেয় । হোমর গুহু রচনা করিয়া সমুদায় লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন কি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই কথা লইয়া ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ বহু আন্দোলন করিয়া পরিশেষে স্থির করিয়াছেন কবিবর হোমর গুহু রচনা করিয়া প্রথম লিপিবদ্ধ করেন নাই, মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে মুখে মুখেই শিখাইয়া দিতেন, এইরূপে হোমরের গুহু দীর্ঘকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছিল । হোমর ট্রয়দেশীয় সংগ্রামের বহু কাল পরে জন্ম গ্রহণ করেন । ইলিয়েড ও অডিসি এই উভয় গুহু হোমর প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু এই উভয় গুহু এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে কি না তা বিবেচনা অনেক সংশয় করেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ডোরিয় জাতির পিলপনিসসে গমন

এবং মেসিনিয় সংগ্রাম ।

ট্রয়দেশ বিনাশিত হইলে প্রায় ষাট বৎসর পরে গ্রীস দেশের অন্তর্ভুক্ত এক প্রদেশের লোকেরা বাসার্থী হইয়া প্রদেশান্তরে গমন করিতে দেশ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । এপিরসের লোকেরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া থেসেলিতে গমন করিতেই এই গোলযোগের প্রথম আরম্ভ হয় । উহারা থেসেলি অধিকার করিয়া তথায় বসতি করে । থেসেলিতে যেসকল

লোকের বসতি ছিল, আগন্তুক ব্যক্তিরা তাহাদিগের কতগুলিকে স্ববশে আনয়ন করিয়া দাসত্বে নিয়োজিত করে, আর কতগুলি জন্ম স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিয়োগিয়ায় যায় এবং এই স্থান বল পূর্বক অধিকার করিয়া লয়। এই স্থানে ক্যাডমিয় ও মিনিয়দিগের বসতি ছিল। তাহারা তথা হইতে দূরীকৃত হয় এবং পিলপনিসসবাসী একিয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া ইজিয় সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমাংশে নূতন বাসস্থলী নিবেশিত করে।

ডোরিয় জাতির পিলপনিসসে গমন রক্তাস্ত সর্ক্যাপেকা অধিকতর প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। অতএব এই বৃত্তান্ত সবিস্তর উল্লিখিত হইতেছে। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, ডোরিয় জাতি খৃষ্টের পূর্ব ১১০০ অব্দে পার্গেসস পর্বতের উত্তর দিকবর্তী এক ক্ষুদ্রতর প্রদেশ হইতে পিলপনিসসে গমন করিয়া তত্রতা উৎকৃষ্ট প্রদেশ সকল অধিকার করিয়া লয় এবং তথায় বসতি করিয়া তত্রতা আদিম নিবাসীদিগের কতগুলিকে দাসত্বে নিয়োজিত করে, আর কতগুলিকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী আর্কেডিয়া প্রদেশে বহুকালাবধি পিলাসজিয় জাতির বসতি ছিল। ডোরিয় জাতীয়েরা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই। কিন্তু উহারা চতুর্দিকে বাস করাতে তাহাদিগের পূর্ব স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া যায়।

উপাখ্যান লেখকেরা ডোরিয় জাতির পিলপনিসসে গমনের এই কারণ নির্দেশ করেন, আর্গসের অধিপতি ডাণেয়সের বংশে হিরাক্লিজের জন্ম হয়। আর্গসের রাজত্বে হিরাক্লিজের সন্তান সন্ততিদিগের স্বত্ব ছিল। উহারা কয়েকবার এই রাজত্ব গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। পরিশেষে অ্যরিষ্টডিমস, টিমিনস, এবং ক্রেসফণ্টিস এই তিন ভ্রাতা ডোরিয়, ইটোলিয় এবং লক্রিয় এই তিন জাতির নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া করিষ্ঠীয় হ্রদ পার হইয়া পিলপনিসসে গমন করেন এবং অ্যাংগামেননের পৌত্র টিসামিনসকে রণে পরাস্ত করিয়া পিলপনিসসের উৎকৃষ্ট প্রদেশ সকল অধিকার করিয়া লয়।

হিরাক্লিডের সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্তিগণ যে সময়ে পিলপনিসস জয় করিতে যায়, ইটোলিয় জাতির অধিপতি অক্সাইলস তৎকালে সেই সম্ভ্রান্তবাহারে ছিলেন । তিনিই অগুসর হইয়া জয়ার্থীদিগকে পিলপনিসসে লইয়া গিয়াছিলেন । পিলপনিসস জয় হইলে তিনি অংশ ক্রমে ইলিস দেশ প্রাপ্ত হইলেন । উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, অক্সাইলস ইলিস দেশের আদিম নিবাসীদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দেন নাই । ঐ দেশের কিয়দংশ ভূমি আপন সহচরদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় ভূমি আদিম নিবাসীদিগকে প্রদান করেন । অক্সাইলস প্রজাপীড়ক ছিলেন না, তিনি উত্তম রূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ।

টিসামিনস রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া একিয়দিগের সম্ভ্রান্তবাহারে পিলপনিসসের উত্তরাংশে আয়োনীয়দিগের দেশে গমন করিলেন এবং তথায় বাস করিবার অভিলাষ করিলেন । কিন্তু আয়োনীয়েরা স্বদেশ মধ্যে আগন্তুক ব্যক্তিদিগের বাস স্থান দানে সম্মত না হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল । টিসামিনস যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং আয়োনীয়দিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন । আয়োনীয়েরা আটিকা দেশে নিজ জাতিগণের নিকটে প্রথমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু তথায় অধিক লোকের বাস সমাবেশ না হওয়াতে উহারা অন্য অন্য বহু লোক সম্ভ্রান্তবাহারে লইয়া আসিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে সমুদ্রের ধারে নূতন বাস স্থান নিবেশিত করিল । ওদিকে হিরাক্লিডের সম্ভ্রান্তগণ জয়লব্ধ জনপদের অংশ গ্রহণে ব্যাপ্ত হইলেন । ইউক্লিডিস ও প্রক্লিস নামে আরিস্টোভিসের দুই যমজ পুত্র লোকোনিয়া দেশ অংশ ক্রমে প্রাপ্ত হইলেন । টিসিনস আর্গস নগর এবং ক্রেসফটিস মেসিনিয়া দেশ গ্রহণ করিলেন ।

পিলপনিসস প্রভৃতির জয়ের কথা উপাখ্যানে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইল । কিন্তু এককালে এরূপ ঘটনা হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না । নব্য ইতিহাস লেখকেরা প্রমাণ প্রয়োগ প্রাপ্ত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আ-

গর্গনগর দীর্ঘ কাল যুদ্ধের পর শত্রু হস্তে পড়িত হয় ; অপূর্ণ পি-লপনিসসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য প্রদেশ ও অন্য অন্য নগর শত্রু হস্তে পড়িত হইলেও মেগিনিয়ার অন্তঃপাতী পাইলস নগর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত শত্রু হস্তগত হয় নাই । পূর্বতন রাজা নিলি-উসের বংশীয়েরাই ঐ স্থানে রাজত্ব করেন ।

ইউরিস্থিনিস ও প্রক্লিস উভয়ে স্পার্টা নগরে অবস্থিতি করিয়া আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন । তাঁহারা তত্ত্বতা পরাজিত একি-য়দিগকে এবং আগন্তুক জয়শীল ডোরিয়দিগকে সমান জ্ঞান করি-তেন । জেতাও বিজিত বলিয়া ইতর বিশেষ করিতেন না । তাঁহা-রা জয়শীল ডোরিয়দিগকে যে সকল ক্ষমতা দিয়াছিলেন, পরাজিত একিয়েরাও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় । কিন্তু এজিসের রাজত্ব কালে একিয়দিগের সে সকল ক্ষমতা ও তাদৃশ স্বাধীনতা ছিল না । এজিস ইউরিস্থিনিসের পর স্পার্টার সিংহাসনে অধিরূঢ় হই-য়া ডোরিয় ও একিয় উভয় জাতিকে সমান জ্ঞান করিতেন না । তিনি একিয়দিগকে নিতান্ত অধীন করিয়া ফেলেন । হেলসনগ-রের লোকেরা তাদৃশ অধীনতা স্বীকারে সম্মত না হইয়া কিয়ৎ-কাল বিরোধাচরণ করিয়াছিল ; পরিশেষে পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করে । জেতৃগণ তন্নিবন্ধন অতিশয় কুপিত হইয়া উহাদি-গকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন । তদবধি উহারা (১) হেলট এই নিন্দনীয় নাম প্রাপ্ত হইল এবং মর্দতোভাবে উহাদিগের স্বাধীনতা বিলোপিত হইল । অন্য অন্য অধীন একিয় প্রজাগণের রাজকীয় বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ ও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না । তাহার রাজকীয় বিষয়ে রাজ পুরুষদিগের নিতান্ত প্রাধীন ছিল । কিন্তু তাহাদিগের অন্য অন্য বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ছিল । হেলটদিগের কোন বিষয়েই স্ব তন্ত্র্য ছিল না । উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে,

(১) জয়শীল ডোরিয় জাতিয়েরা হেলস নগর অধিকার করিয়া তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে এবং ক্রোধ প্রযুক্ত সমুদয় লোকেরই হেলট এই অবজ্ঞাচক্ৰক নাম দেয় । প্রথমে হেলট শব্দ যৌ-গিক ছিল । হেলট শব্দে হেলসবাসী দাসীকৃত প্রজাগণকেই বুঝাইত । পশ্চাৎ হেলট শব্দ রূঢ় হইয়া উঠে । যে স্থানে যত দাস ছিল, সে সমুদয়ই হেলট শব্দ দ্বারা নির্দেশিত হইত ।

ডোরিয়জাতীয়েরা থেস্কোনিয়ার অন্তঃপাতী সমুদায় নগর এককালে স্ববশে আনয়ন করিয়া তত্রতা ব্যক্তিদিগকে অধীন প্রজা করিয়া ফেলে। কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা এ কথায় প্রত্যয় করেন না। তাঁহারা বলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, লেস্কোনিয়ার অন্তঃপাতী এমিক্লিনগরীয়েরা প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। অপর, যে সময়ে হেলস নগরের অধীনতার কথা উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, হেলসনগরীয়েরা সে সময়ে অধীনতা স্বীকার করে নাই। ফলতঃ একিয় জাতির অধিকৃত প্রদেশ সকল স্ববশে আনয়ন করিতে ডোরিয় জাতীয়দিগকে বহুতর প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল।

পিলপনিসস জয়ের অব্যবহিত পরে হিরাক্লিজ বংশীয় এলিটিস নামে এক ব্যক্তি ডোরিয় জাতীয়দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া করিন্থনগর জয় করিতে যান। তৎকালে সিসিফস বংশীয় রাজা করিন্থ নগরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি সমরে পরাস্ত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলেন। ডোরিয় জাতীয়েরা সমর বিজয়ী হইয়া করিন্থ নগর অধিকার করিয়া লইল। করিন্থ নগরের জয় প্রসঙ্গে আটিকাবাসীদিগের সহিত ডোরিয় জাতির বিবাদ উপস্থিত হয়। করিন্থনগরে যুদ্ধমূলক দ্বিভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ডোরিয় জাতির অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। অতএব উহারা আটিকা আক্রমণ করিবার মানস করিয়া আটিকার অনতিদূরে শিবির সম্মিলন করিল এবং আপোলো দেবের অভিপ্রায় জানিবার জন্য ডেল্ফিতে লোক পাঠাইয়া দিল। ডেল্ফিতে এই দৈববাণী হইল, ডোরিয়জাতীয়েরা যদি এথেন্স নগরীয় রাজার প্রাণ বধ না করে তাহা হইলে জয়ী হইতে পারিবে। মিলাস্তসের পুত্র কোড্রস তৎকালে এথেন্সের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। দৈববাণীর কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি স্বদেশের হিতার্থ আপনাব'প্রাণ দান করিবেন, স্থির করিলেন। অনন্তর, ছদ্ম বেশে ডোরিয়জাতির শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন সৈনিক পুরুষের প্রাণ বধ করিলেন। তদদর্শনে ক্রোধিত হইয়া অপর সৈনিকপুরুষ তাঁহাকে সংহার করিল। স্বদেশের হিতার্থ এথেন্সনগরীয় রাজার প্রাণ দানের কথা প্রচার

হইলে ডোরিয় জাতীয়েরা জয় লাভ বিষয়ে হতাশ হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল ।

ঐ সময়ে ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক করিস্থ হইতে উঠিয়া মেগারানগরে গিয়া বসতি করে এবং তত্রতা ব্যক্তিদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করে । ঐরূপ ইজিনা উপদ্বীপও ডোরিয় জাতির হস্ত গত হয় । ফলতঃ ডোরিয় জাতীয়েরা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িয়া ছিল । উহারা যত স্থানে নূতন বসতি করিয়াছিল, ক্রিট উপদ্বীপে উহাদিগের নিবেশিত বাসস্থলীই তন্মধ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ । পিল পনিসস জয়ের পর দুই পুরুষ গত হইলে ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক স্পার্টা ও আর্গস হইতে উঠিয়া ক্রিট উপদ্বীপে যায় । উহাদিগের কতগুলি রোডস আর কতগুলি ক্রিট উপদ্বীপে বাস করে । ক্রিট উপদ্বীপ জয় করিতে উহাদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই । ক্রিট উপদ্বীপে তৎকালে অস্ত্রিশয় মারীতয় এবং ছুর্ভিক্ষের সাত্বিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল । তন্মিবন্ধন তত্রতা প্রজাগণ নিতান্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছিল । অতএব তাহারা কিয়ৎকাল উপদ্বীপ রক্ষার প্রয়াস পাইয়া শেষে আশা পরিত্যাগ করিল । বিপক্ষগণ অল্লায়াসে উপদ্বীপ হস্তগত করিয়া লইল ।

ডোরিয় জাতি যে যে স্থানে বসতি করে, প্রায় সেই সেই স্থানে ঐ জাতির একবিধ রাজ্যশাসন প্রণালী এবং একবিধ রাজকীয় ব্যবস্থাদি প্রচলিত ছিল । ঐ জাতির একস্থান প্রচলিত রাজ্যশাসন প্রণালী এবং রাজকীয় ব্যবস্থাদি বর্ণিত হইলে ঐ জাতির অধিকৃত অপব স্থান প্রচলিত ঐ সকল বিষয় অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে পারে । এই বিবেচনা করিয়া ঐ জাতির অধিকৃত ক্রিট উপদ্বীপে প্রচলিত রাজ্যশাসন প্রণালী এবং রাজকীয় ব্যবস্থাদির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে । ডোরিয় জাতি ক্রিট উপদ্বীপ অধিকার করিয়া সমুদায় রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করে । রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মবিধান ও ব্যবহারদর্শন প্রভৃতি সমুদায় কার্য আপনাদিগের হস্তেই রাখিয়াছিল । প্রজাগণের ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না । রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় উহাদিগের হস্তগত ছিল বটে, কিন্তু

উহারিগের রাজ্যশাসন প্রণালী প্রজাগণের আত্যন্তিক উদ্বেগকর ও পীড়াদায়ক ছিল এরূপ বোধ হয় না । ডোরিয় জাতির ঐ উপদ্বীপ অধিকার করিবার পূর্বে তথায় যে সকল লোকের বসতি ছিল তাহারা প্রজা বলিয়া পরিগণিত হয় । ঐ সকল ব্যক্তি ঐ উপদ্বীপের ভূতপূর্ব ভূস্বামী । ডোরিয় জাতির অধিকার হইলে উহারা আরও নগর মধ্যে বাস স্থান প্রাপ্ত না হইয়া অনাবৃত নগরে ও অনাবৃত গ্রামে বসতি করে । উহারা আপনাদেরিগের অধীনতার প্রমাণ স্বরূপ ডোরিয় জাতিকে কর প্রদান করিত । ক্রিট উপদ্বীপে ভূতপূর্ব ভূস্বামী ভিন্ন কতগুলি দাস ছিল । যে সকল লোক ডোরিয় জাতির আক্রমণ কালে আত্যন্তিক বিপদভাচরণ করিয়াছিল তাহারা জিত হইয়া দাসত্বে নিয়োজিত হয় । আর, তাহারা পূর্নাবধি দাসত্ব অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তাহারাও দাস শ্রেণী মধ্যে নিবেশিত হয় । ভূতপূর্ব ভূস্বামীগণ ডোরিয় জাতির অধীন ছিল বটে, কিন্তু তাহারা দাসগণের ন্যায় নিতান্ত পরাধীন ছিল না । দাসগণের উপরে ডোরিয় জাতির সর্বতোমুখী প্রভুতা ছিল । ক্রিট উপদ্বীপে যত ভূমি ছিল, তাহার কিয়দংশ ভূতপূর্ব ভূস্বামীদিগকে প্রদত্ত হয়, আর কতক অংশ জেতৃগণ গ্রহণ করে । এই অংশদ্বয় ব্যতিরিক্ত ক্রিটের অন্তঃপাতী সমুদায় রাজ্যেই কিছু কিছু স্বতন্ত্র ভূমি ছিল । ঐ ভূমি রাজ্যতন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত । দাসগণ ঐ ভূমির কৃষিকার্য্য নির্বাহ করিত । ডোরিয় জাতি যুদ্ধ কার্য্যেই আসক্ত ছিল । উহারা কৃষিকার্য্য মনোনিবেশ করিত না । ক্রিটের ভূতপূর্ব ভূস্বামীগণ এবং দাসগণ সমুদায় ভূমির কৃষিকার্য্য নির্বাহ করিত ।

অন্য অন্য দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক ব্যক্তি রাজ্যাসনে আমীন হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিয়া থাকেন, ডোরিয় জাতির অধিকার মধ্যে সেরূপ কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ কার্য্য দর্শন করিতেন না । অতি বিখ্যাত প্রধান বংশোদ্ভব দশ দশ ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে প্রাড্বিবাক পদে নিয়োজিত হইতেন । তাহারা ই রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় রাজ কার্য্য পর্যালোচনা করিতেন । প্রতিরাজ্যেই এক একটা প্রধান সভা

ছিল । অনেকে অনুমান করেন সেই সেই সভায় গ্রীস জনের অধিক সভ্য নিয়োগের নিয়ম ছিল না । যাহারা প্রথমে প্রাড্-বিবাকপদে অভিষিক্ত হইতেন তাহারা বৎসরান্তে প্রাড্-বিবাক পদ হইতে অবসৃত হইয়া সেই সেই সভার সভাপদ প্রাপ্ত হইতেন । প্রধান সভাব্যতিরিক্ত আর এক একটা সাধারণ সভা ছিল । (১) ডোরিয় জাতীয় যাবজ্জীয় লোক সেই সেই সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট হইত । সভা স্থলে সভ্যদিগকে আহ্বান করিবার ভার প্রাড্-বিবাকদিগের উপরে সমর্পিত ছিল । প্রাড্-বিবাকেরা সভ্যদিগকে আহ্বান করা পরামর্শ সিদ্ধ এবং আবশ্যক বোধ না করিলে তাহাদিগকে সভায় আহ্বান করিতেন না । সভাগণের অধিক ক্ষমতা ছিল না । যে সকল বিষয় তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত হইত, তাহারা কেবল সেই সেই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতেন এই মাত্র ।

ফ্রিট্ উপদ্বীপবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগের অনন্য দেশ সাধারণ একটি চমৎকার নিয়ম ছিল । কি বালক কি বৃদ্ধ সমুদায় লোকই প্রতিদিন এক স্থানে আহার করিত । যাহারা একত্র ভোজন করিত, তাহাদিগের নিজের ব্যয় লাগিত না ; রাজ্যের যে সাধারণ আয় নির্দিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই সমুদায় ব্যয় নির্বাহ হইত । সকলের একত্র ভোজন করিবার নিয়ম থাকাতে দ্বিবিধ উপকার লাভ হইয়াছিল । প্রথমতঃ, প্রতিদিন সকলে একত্র উপবেশন ও ভোজন করাতে উত্তরোত্তর পরস্পরের প্রণয় বৃদ্ধি হইত । দ্বিতীয়তঃ, বালকগণ ভোজন কালে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের নানাবিধ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অনেক নূতন বিষয় অবগত হইতে পারিত । এই নিয়ম ফ্রিট্ উপদ্বীপেই যে কেবল প্রচলিত ছিল এমত নহে, যে যে স্থানে ডোরিয় জাতির রাজত্ব ছিল, প্রায় সেই সেই স্থানেই প্রচলিত ছিল । ডোরিয় জাতীয়েরা অধীশ প্রজাগণ এবং দাসগণের সহিত একত্র

[১] যে যে স্থানে ডোরিয় জাতির অধিকার হয়, ডোরিয়জাতীয়েরা সেই সেই স্থানের রাজ্য ভার গ্রহণ করে । রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা হইলে সভায় উপবেশন করিয়া আপনারাই কর্তব্য কর্তব্য বিবেচনা করিত । দাস ও প্রজাগণকে সভায় আহ্বান করিয়া তাহাদিগের মতগ্রহণ করিত না ।

ভোজন করিত না। স্পার্টানগরে বালক ও যুবকদিগের শিক্ষাদানের যেরূপ ক্রুরতর কঠোর নিয়ম ছিল, ক্রিট উপদ্বীপেও সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। বালক ও যুবকদিগের কে কিরূপ আচরণ করে, দেখিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র লোক নিয়োজিত ছিল। সেই নিয়োজিত ব্যক্তিরা সদা সাবধান ও সতর্ক হইয়া বালক ও যুবকদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিত। স্পার্টা আর ক্রিট এই উভয় স্থানের রাজ্য শাসন প্রণালী ও রাজকীয় নিয়মাদি প্রায় সমান। উভয় স্থানের নিয়মাদি গত সাদৃশ্য দর্শন করিয়া কেহ কেহ অসুমান করেন ক্রিট উপদ্বীপে যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহাই স্পার্টা নগরে নীত ও পরিগৃহীত হয়। কিন্তু অধুনা অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন স্পার্টা ও ক্রিট এই উভয়ের অন্যতর স্থানের নিয়মাদি অন্যতর স্থানে নীত হয় নাই; ডোরিয় জাতি যে যে স্থানে রাজত্ব করে সে সমুদায় স্থানেরই নিয়মাদি একরূপ; কেবল কোন কোন স্থানে কিছু ইতর বিশেষ ছিল এই মাত্র।

ডোরিয় জাতি পিলপনিসসে যত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল স্পার্টার রাজ্য তন্মধ্যে সর্ব প্রধান। স্পার্টা রাজ্যেই ডোরিয় জাতির প্রণীত নিয়মাদি সমধিক শোভমান হয়। স্পার্টানগর কেবল যে, পিলপনিসসের মধ্যে সর্ব প্রধান ছিল এমন নহে, মেসিনিয়ার সংগ্রামে জয়লাভের পর সমুদায় গ্রীস দেশের মধ্যে সর্ব প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ঐ নগরের গুণাধিককীর্তি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিনী হয়। অতএব অগ্রে ঐ নগরেব রুত্তান্ত বর্ণন করা উচিত।

স্পার্টা নগরের আদ্য কালে যে সকল রুত্তান্ত প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। অতএব ঐ নগরের আত্মপুর্কিক সমুদায় বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া লাইকর্গসের প্রণীত বলিয়া যে সমস্ত রাজকীয় নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, তাহার বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। লাইকর্গস নামে এক ব্যক্তি ষাস্ত্রবিক বিদ্যাবান ছিলেন কি না প্রথমতঃ এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রণীত বলিয়া যে সমস্ত নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় এক ব্যক্তির কৃত কি না এ বিষয় অধিকতর সন্দেহ স্থল। অধুনা তন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, লাইকর্গসের প্র-

গীত বলিয়া যে সমস্ত নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় তাঁহার স্মৃতি নহে'। ডোরিয় জাতির কৃত যে সকল নিয়মাদি স্পার্টা নগরে প্রচলিত ছিল, লাইকর্গস তৎসমুদায় সঙ্কলন পূর্বক শৃঙ্খলা বদ্ধ করিয়া যান এবং যে যে বিষয়ের অসম্ভাব ছিল তৎসমুদায় যোগ করিয়া দেন ।

× লাইকর্গস কোন্ সময়ে কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কোন্ দেশে কোন্ সময়ে দেহ ত্যাগ করেন, অধুনা এ সকল বিষয় নিঃসন্দ্বিধরূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন হিরাক্লিজের সম্ভান সম্ভতিগণ যে সময়ে পিলপনিসস আক্রমণ করে, লাইকর্গস সেই সময়ের লোক। কিন্তু অনেকে বলেন লাইকর্গস ইহার দুই শত বৎসর পরে জন্মেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মতামুসারে লাইকর্গসের জন্মকাল নির্ণয় করিতে হইলে খৃষ্টের পূর্ব ৮৮৪ অব্দকে লাইকর্গসের জন্মকাল বলিয়া স্থির করিতে হয়। যাহা হউক, লাইকর্গসের জন্মাদিবিষয়ক যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে, তদমুসারে তাঁহার জন্মাদি রূতাস্তবর্ণিত হইতেছে। অন্য অন্য দেশে এক এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন এই নিয়মই সচরাচর দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু স্পার্টা নগরে কিয়ৎকাল এই নিয়ম অমুমুত হয় নাই। আরিষ্টডিমসের পর অবধি কতক কাল দুই দুই ব্যক্তি স্পার্টা নগরের সিংহাসনে যুগপৎ আরোহণ করিয়াছিলেন। ইউরিস্থিনিস এবং প্রক্লিস নামে আরিষ্টডিমসের দুই পুত্র ঐ মূতন প্রথা স্পার্টানগরে প্রথম প্রবর্তিত করেন। অনেকে অমুমান করেন লাইকর্গস ঐ দুই ব্যক্তির অন্যতরের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। লাইকর্গসের পিতার নাম ইউনোমস। পলিডিকটিস নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। পিতার লোকান্তর গমনের পর পলিডিকটিস নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া এক গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। লাইকর্গস তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহার ভ্রাতৃপত্নী এক পুত্র প্রসব করিলেন। লাইকর্গস লোভপরবশ ছিলেন না। তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ ও বিবেচক ছিলেন। ভ্রাতৃ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে

তিনি স্বয়ং রাজা হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপন ভ্রাতৃ-
পুত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পর্যালোচনা
করিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য
পর্যালোচনা করিতে পারেন নাই । এক দিন তাঁহার ভ্রাতৃজায়া
তাঁহার নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন, তুমি যদি আমাকে বিবাহ
কর তাহা হইলে আমি আপন পুত্রের প্রাণ বধ করিয়া তোমাকে
সমুদায় রাজ্য অর্পণ করি । লাইকর্গস তাদৃশ অনায়াস ও নৃশংস
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । তন্নিবন্ধন তাঁহার ভ্রাতৃভার্য্যার
সহিত বিয়ম কলহ উপস্থিত হইল । শেষে তিনি দেশত্যাগ করি-
লেন । ২২. ১০. ১

লাইকর্গস স্বদেশ হইতে চলিয়া গেলে স্পার্টা নগরে অতিশয়
অরাজক হইল । প্রধান প্রধান পুরবাসীগণ অরাজকতা হেতু
অতিশয় অসুখী হইয়া লাইকর্গসকে আনিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন
করিতে লাগিল । কিন্তু লাইকর্গস সহসা আগমন করিলেন না ।
তিনি বিদেশে দীর্ঘকাল অবস্থান পূর্বক নানা দেশ পরিভ্রমণ ক-
রিয়া নানা বিষয় অবগত হইলেন । পশ্চাৎ স্বদেশীয় লোকদি-
গের যত্নাতিশয় দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । প্র-
ত্যাগত হইয়া দেখিলেন স্পার্টা নগরে অতিশয় অরাজক হইয়া-
ছে এবং প্রায় সকল বিষয়েই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে । অতএব
তিনি প্রাণপণে যত্ন পাইয়া স্বদেশের অবস্থা সংশোধনে প্ররত্ত
হইলেন । প্রধান প্রধান পুরবাসীগণ সাধ্যানুসারে তাঁহার সহা-
য়তা করিতে লাগিল । তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সাহায্য
প্রাপ্ত হইয়া নানা বিষয়ক নিয়ম নিরূপণ করিলেন । তিনি যৎকা-
লে বিবিধ বিষয়ক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তৎকালে অনেকেই
অত্যাতিশয় বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল । কিন্তু বিপক্ষগণ তাঁহার
উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই । ব্যবস্থা প্রণয়ন
ক্রিয়া পুরিসমাপ্ত হইলে পর লাইকর্গস ডেল্ফিতে গমন করি-
লেন । তিনি ডেল্ফিতে যাইবার পূর্বে স্বদেশীয় লোকদিগকে
এই শপথ করাইয়াছিলেন যে, যাবৎ তিনি ফিরিয়া না আইসেন
তাবৎ কেহ তৎকৃত নিয়মের কোন অংশের পরিবর্তন না করেন ।

স্বদেশীয় লোকদিগকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া তিনি ডেল্‌ফিতে গমন করিলেন, কিন্তু আর কিরিয়া আইলেন না । তৎকালে ডেল্‌ফিতে এই দৈববাণী হয় যে, স্পার্টানগরের লোকেরা যাবৎ লাইকর্গসের কৃত নিয়মের অম্মসরণ করিবে তাবৎ তাহারা সৌভাগ্যশালী হইবে । লাইকর্গস কোন্‌ সময়ে কোন্‌ স্থানে কিরূপে দেহত্যাগ করেন তাহা কেহ অবগত নহেন । যাহা হউক, তাহার মৃত্যুর পর স্পার্টানগরের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে, দেবতার ন্যায় তাহার এক মন্দির নির্মাণ করিয়া দেয় এবং বর্ষে বর্ষে তাঁহার উদ্দেশে উৎসব করিতে আরম্ভ করে ।

স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক বলিয়া য়াঁহার নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, তাহার জন্মাদি রত্নাস্ত্র উপাখ্যানে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইল । প্রাচীন কালের সমুদায় লোকই ঐ সকল রত্নাস্ত্র সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিতেন । কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা, উপাখ্যান বর্ণিত বলিয়া তাহাতে প্রত্যয় করেন না । লাইকর্গস নামে এক ব্যক্তি বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন কি না অনেকে এরূপ সন্দেহ করেন । অপর, অধুনাতন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লাইকর্গসের প্রণীত বলিয়া যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় এক ব্যক্তির কৃত নহে । স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক যিনি হউন, তাহার প্রণীত বলিয়া যে সকল নিয়মাদি প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় তাহার কৃত হউক বা না হউক, তদ্বারা স্পার্টা নগরের একদা মহোপকার সম্পাদিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । ব্যবস্থা সংহিতা প্রস্তুত হইলে পর স্পার্টার অরাজকতা নিবারিত হয় এবং রাজ্যের সমুদায় উপদ্রবের ও উৎপাতের শাস্তি হয় । ব্যবস্থাপকের এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, লেকোনিয়ার সর্বস্থলে স্পার্টার আধিপত্য বিস্তারিত হয় এবং স্পার্টা নগরের লোকেরী পরস্পর প্রণয় পাশে দৃঢ়তররূপে বদ্ধ হয়, ব্যবস্থা সংহিতা প্রণীত হইয়া প্রচলিত হইলে তাহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছিল । প্রাচীন কালের যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, ব্যবস্থাপক তৎসমুদায় বিধিবদ্ধ করিয়া যান । লেকোনিয়ার ভূমি লইয়া স্পার্টা নগরীয়দিগের সর্বদা বিরোধ উপস্থিত হইত । ব্যব-

স্থাপক সেই বিরোধের উন্নয়ন নিমিত্ত লেকোনিয়ার সমুদায় ভূমির নূতন অংশ কল্পনা করেন । অংশ কল্পনা কালে অনেকেই তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল । কিন্তু তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে বিরোধীগণ তাঁহার ইচ্ছা সিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে শক্তি হয় নাই । ব্যবস্থাপক ভূমির যেরূপ অংশ কল্পনা করেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ।

কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, লেকোনিয়ার যত স্থান তৎকালে স্পার্টার অধিকৃত ছিল, লাইকর্গস তৎসমুদায়ের উনচল্লিশ হাজার অংশ কল্পনা করেন । উনচল্লিশ হাজারের মধ্যে নয় হাজার অংশ স্পার্টাবাসী জয়শাল ডোরিয় জাতিকে সমর্পণ করেন, আর, ত্রিশ হাজার অংশ লেকোনিয়াবাসী প্রজাগণকে বিভাগ করিয়া দেন । স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগকে লেকোনিয়ার ভূমির নয় হাজার অংশ প্রদানের কথা কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, কিন্তু অন্য অন্য গ্রন্থে চারি হাজার অংশ প্রদানের কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয় । অধুনাতন ইতিহাস লেখকেরা লাইকর্গসের সময়ে স্পার্টা নগরে নয় হাজার ঘর ডোরিয় জাতিবাস সম্ভাব্য অসম্ভাবিত বোধ করিয়া ঐ উভয় কল্পনার প্রথম কল্পনা গ্রহণ করিয়া শেষ কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । ভূমি বিভাগ কালে জেতুগণ অগ্রে বাঢ়িয়া বাঢ়িয়া উৎকৃষ্ট উর্বর ভূমি সকল আপনারা গ্রহণ করেন, পশ্চাৎ অপকৃষ্ট ভূমি সকল বিজিত অধীন প্রজাগণকে প্রদত্ত হয় একথা বলা বাহুল্য মাত্র । দুর্বল ও প্রবল উভয়ে কোন বিষয় লইয়া বিভাগ করিতে উদ্যত হইলে দুর্বলের ভাগে প্রায়ই অপকৃষ্ট ঘটিয়া থাকে । লেকোনিয়ার ভূমির পূর্বোক্ত অংশ ভিন্ন কতক ভূমি দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট ছিল । আর, কতক ভূমি স্বতন্ত্র ছিল, সেই স্বতন্ত্র স্থাপিত ভূমি রাজ্য তত্ত্বের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত ।

লেকোনিয়াবাসী সমুদায় লোক শ্রেণীভেদে বিভাজিত ছিল । স্পার্টা নিবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা প্রথম শ্রেণীর, হেলটেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এবং যে সকল বিদেশীয় লোক ডোরিয় জাতির পিলপনিসস আক্রমণ কালে ঐ জাতির সম্ভাব্যহারে গমন ক-

রিয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তি এবং লোকোনিয়ার তুতপুর্ক তুসামী একিয়জাতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবেশিত হয় । তৃতীয় শ্রেণীতেই অধিক লোক ছিল । প্রথম শ্রেণীর লোক, সংখ্যায় অতি অল্প । তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা পাছে প্রবল হইয়া উঠে এই ভয়ে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা সদা শঙ্কিত ছিল । তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা প্রাকার পরিধাদি বেষ্টিত নগরে একত্র বাস স্থান প্রাপ্ত হইলে যদি সকলে এক পরামর্শী হইয়া রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এই শঙ্কায় প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে অনারত নগরে একত্র বাস করিতে দিত না । উহারা দেশের মধ্যে নানা স্থানে অনারত নগরে ও গ্রামে বাস করিত । উহাদিগের রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু রাজ্যের আপদ উপস্থিত হইলে উহাদিগকে তাহার ফলভাগী হইতে হইত* । রাজপুরুষদিগের অর্থের অনাটন হইলে কিম্বা অন্যবিধ সাহায্যের আবশ্যকতা হইলে উহাদিগকে সাহায্য দান করিতে হইত । যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যুদ্ধে যাইতে হইত । উহারা জয়শীল ডোরিয়দিগের অধীন প্রজা ছিল বটে, কিন্তু হেলটদিগের ন্যায় উহাদিগের উপরে জেতুগণের সর্কতোমুখী প্রভুতা ছিল না । ডোরিয় জাতীয়েরা যুদ্ধ কার্যেই আসক্ত ছিল । উহারা, শিল্প কর্ম ও বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন অবমানকর জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি বিধান করিত না । তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত লোকোনিয়া দেশীয়েরা নির্বিঘ্নে শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিত ।

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত লোকোনিয়া দেশীয় প্রজাঙ্গণ এবং হেলট, ইহার সকলেই একজাতীয় একদেশীয় একবিধ লোক, কিন্তু ডোরিয় জাতির অধিকার কালে ইহাদিগের নাম ভেদ এবং প্রবাহগত বহু বৈলক্ষণ্য হয় । নব্য ইতিহাস লেখকের অনুমান করেন লোকোনিয়া দেশীয় যে সকল ব্যক্তি ডোরিয় জাতির আক্রমণ কালে সহজে উহাদিগের অধীনতা স্বীকার না করিয়া আত্মস্তিক বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, ডোরিয় জাতি জয়ী হইয়া তাহাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করে । তাহারাই হেলট এই নাম

দ্বারা নির্দেশিত হয় । হেলটদিগের দুর্দশার পরিসীমা ছিল না । উহারা পাছে ঐবল হইয়া উঠে এই ভয়ে ডোরিয় জাতীয়েরা উহাদিগকে তগ্গোৎসাহ করিয়া স্ববশে রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিত । একদা উহারা সাহস গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত শঙ্কিত হইয়া ডোরিয় জাতীয়েরা উহাদিগের দুই হাজার লোকের প্রাণ বধ কবে । উহারা স্বদেশ মধ্যেই চির নিরুদ্ধ থাকিত । উহাদিগকে দেশান্তরে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল । ডোরিয় জাতীয়েরা উহাদিগের দ্বারা গৃহকর্ম এবং রাজ্যের কর্ম করাইয়া লইত । ডোরিয় জাতীয়েরা যুদ্ধেই কেবল মত্ত ছিল । হেলটেরা উহাদিগের সমুদায় কর্ম নিরাকার করিত । উহারা যখন গৃহে থাকিত হেলটেরা তৎকালে উহাদিগের গৃহকর্ম করিত, আশ্রয়, যখন যুদ্ধে গমন করিত হেলটেরা উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইত । যুদ্ধস্থলে যে লুণ্ঠিত দ্রব্য লব্ধ হইত, হেলটেরা তাহার অংশ প্রাপ্ত হইত । উহাদিগের অধিকৃত যে সকল ভূমি ছিল হেলটেরা তাহার কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিত, কিন্তু ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যভোগে বঞ্চিত হইত । হেলটদিগের স্বাধীনতা লাভের এক মাত্র উপায় ছিল, যে সকল ব্যক্তি উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া স্বকর্তব্য কর্ম নিরাকার করিত, ডোরিয় জাতীয়েরা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিত ।

স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা শ্রেণীক্রমে বিভাজিত ছিল । সেই শ্রেণীক্রমের অন্তর্কর্ত্তী সমুদায় লোক ত্রিশ অংশে বিভক্ত হয় । ঐ ত্রিশ অংশের লোকেরাই স্পার্টার প্রকৃত নাগরিকলোক । স্পার্টারাজত্ব উহাদিগের হস্তগত ছিল এবং রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত বাবতীয় বিষয়ে উহাদিগের তুলা অধিকার ছিল । ঐ ত্রিশ অংশের লোক ব্যতিরিক্ত স্পার্টা নগরে আর যত লোক ছিল, তাহারা অধীম প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইত । রাজ্য তন্ত্র সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তাহাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না । স্পার্টার রাজত্ব তত্ত্ব ডোরিয় জাতীয়দিগের হস্তগত ছিল বটে, কিন্তু তথায় রাজনিয়োগ প্রথা অপ্ৰবর্ত্তিত ছিল না । প্রথম প্রথম দুই দুই ব্যক্তি স্পার্টার সিংহাসনে আরোহণ করেন ।

স্পার্টার লোকেরা পূর্ব স্থাপিত রাজ্য শাসন প্রণালী এবং প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির প্রতি দৃষ্টান্ত অমূল্য ছিল। উহারা ঐ সকল বিষয়ের পরিবর্তনকল্পে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ছিল। কিন্তু সংসারের একরূপ রীতি নয় যে, চির কাল এক ভাবে একবিধ নিয়মে মানুষের চলিতে পারে। কাল সহকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যায়। মানুষের অবস্থা পরিবৃদ্ধি সহকারে প্রাচীন আচার ব্যবহার ও প্রাচীন নিয়মাদির পরিবর্তন করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে কষ্টের সীমা থাকেনা। সহস্র বৎসর পূর্বে যে নিয়ম এবং যে রাজ্য শাসন প্রণালী নিরূপিত ও স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্বারা তদানীন্তন লোকদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল, কিন্তু সেই নিয়ম এবং সেই শাসন প্রণালী যদি এখন প্রচলিত থাকে তদ্বারা ইদানীন্তন লোকদিগের উপকার না দর্শিয়া বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হয়। অতএব মানুষের অবস্থা পরিবৃদ্ধি সহকারে পূর্ব নিরূপিত প্রাচীন নিয়মাদির পরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যক হয়, তদ্ব্যতিরেকে মানুষের অবস্থার উন্নতি ও শ্রেয়োলভ হইতে পারে না। স্পার্টা নগরীয়েরা স্বভাবতঃ প্রাচীন নিয়ম পদ্ধতির রেখামাত্র অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু কাল সহকারে উহার পরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। কালান্তরীয় স্পার্টাবাসীদিগের মধ্যে অনেকে প্রাচীন নিয়মাদির দেষোপলব্ধি এবং তজ্জন্য অনিষ্ট দর্শন করিয়া তৎ পরিবর্তনে যত্নবান হয়, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তাহারা দেশীয় লোকের কোপে পতিত হইয়া নিহত হয়।

ডোরিয়জাতীয়েরাই স্পার্টার প্রকৃত নাগরিক লোক। উহাদিগের একটা সাধারণ সভা ছিল। সমুদয় রাজশক্তি ঐ সভার অন্তর্গত লোকদিগেরই হস্তগত ছিল। সভা করিবার আবশ্যকতা হইলে রাজা সভাদিগকে সভাস্থলে আহ্বান করিতেন। সাধারণ সভার সভাগণ কোন বিষয়ের স্মৃতি প্রস্তাব করিতে পারিতেন না। তাহাদিগের নিকটে যে সকল প্রস্তাব করা হইত, তাহারা তৎ সমুদয় গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। তাহারা যে সকল প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতেন, তাহাই প্রচলিত ও অমূল্য হইত।

সাধারণ সভা ত্রিশ স্পার্টার নগরে এক প্রধান সভা ছিল। এই সভার সমুদয়ে ত্রিশ জন সভ্য ছিল। স্পার্টার রাজদ্বয় ও এই সভার সভ্য প্রেগীর অন্তর্নিবেশিত ছিলেন। সভা হলে অন্য অন্য সভ্য অপেক্ষা রাজদ্বয়ের বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, স্পার্টা বাসী ভোরিয় জাতীয়েরা ত্রিশ অংশে বিভাজিত ছিল। সেই ত্রিশ অংশের প্রত্যেক অংশের প্রধানতম এক এক ব্যক্তি এই প্রধান সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হইতেন। তাহাতেই প্রধান সভার সমুদয়ে ত্রিশ জন সভ্য হয়। এই ত্রিশ জন সভ্য এই ত্রিশ অংশের প্রত্যেক অংশের সমুদায় লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। রাজদ্বয় প্রধান সভার সভ্যদিগকে মনোনীত করিতেন। বিশেষ গুণ না থাকিলে এবং ষাটি বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে কেহ প্রধান সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। তাহার প্রধান সভার সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন এই পদে থাকিতেন। প্রথম প্রথম প্রধান সভার সভ্যদিগের অতি-বিশাল ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যায়। মৃত্যু কিছু করিতে হইলে প্রধান সভার সভ্যগণ কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিয়া প্রথমে তাহার পাণ্ডুলেখ্য করিতেন, পশ্চাৎ সেই বিষয় সাধারণ সভার বিবেচনার্থ তত্ৰত্য সভ্যগণের নিকটে প্রেরিত হইত।

দুই দুই ব্যক্তি যুগপৎ স্পার্টার সিংহাসনে অধিকৃত হইতেন এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য অন্য দেশের রাজগণের যেরূপ অত্যাচারিত ক্ষমতা আছে, এই দুই রাজার প্রথমাবধিই সেরূপ অত্যাচারিত ক্ষমতা ছিল না। যে কিছু ক্ষমতা ছিল ইকর নামে কতিপয় অধিকৃত পুরুষ নিয়োজিত হওয়াতে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। স্পার্টার রাজগণের দুই প্রধান কর্ম ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহারা প্রধাম শৌরোহিত্য কর্ম নির্বাহ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগের উপরে সৈন্যপত্য কর্মের ভার সমর্পিত ছিল। স্পার্টার রাজগণের অধিক ক্ষমতা ছিল না সভ্য বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মান ও গৌরবের ক্রটি ছিল না। রাজগণের রাজসম্পত্তি বলিয়া স্বতন্ত্র ভূমি নির্দিষ্ট ছিল। তন্ময়

তাহারা প্রজাগণের নিকটে সমুদায় শস্যের কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হইতেন । এই উভয়বিধ উপায় হইতে তাহাদিগের যে আয় হইত, তদ্বারা তাহাদিগের সাংসারিক ও অনাবিধ ব্যয় নির্বাহ হইত । স্পার্টার রাজগণ অতিথি সংকারার্থ বহু বিত্ত ব্যয় করিতেন । স্পার্টা নগরে প্রতি বৎসর পাঁচ জন করিয়া ইফর নামে অধিকৃত পুরুষ নিয়োজিত হইতেন । তাহাদিগের উপরে রাজ্য সংক্রান্ত ষাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল । ঐ কয় অধিকৃত পুরুষ কোন সময়ে প্রথম নিয়োজিত হন, তাহার নির্ণয় নাই । কেহ কেহ বলেন লাইকর্গসের ব্যবস্থাপন কালে তাহারা স্মৃতন নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন লাইকর্গসের অনেক পরে ; কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা অনুমান করেন লাইকর্গসের পূর্বাধি ইফর নামক অধিকৃত পুরুষদিগের নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল ।

স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগের এই দৃঢ়তর সংস্কার ছিল যে, তাহাদিগের জন্মলাভ এবং জীবনধারণ স্বরাজ্যের উপকারার্থ, অন্য নিমিত্ত নহে । স্বরাজ্যের প্রয়োলাভ এবং গৌরব বৃদ্ধি হইলেই তাহারা আপনারদিগকে সুখিত ও সম্মানিত জান করিত । তাহাদিগের এই এক প্রকার সিদ্ধান্ত ছিল যে ধন, প্রাণ, বল, বুদ্ধি প্রভৃতি যে কিছু আমাদের আয়ত্ত আছে তৎসমুদায়ই আমাদের স্বরাজ্যের কার্যে বিনিয়োজিত করিতে হইবে । এইরূপ সংস্কার থাকতেই ডোরিয় জাতীয়েরা দুর্জয় হইয়া উঠে । ডোরিয় জাতীয়েরা সংখ্যায় অধিক ছিল না । তাহারা কেবল এই সংস্কারবলে নানা নগরের এবং নানা জনপদের অসংখ্য লোকদিগকে পরাভূত করিয়া নানাস্থানে আপনারদিগের আধিপত্য বিস্তারিত করে । অন্য অন্য দেশের লোকেরা ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধার নিমিত্ত, যেরূপ অধিক মূল্যে ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকে, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ অধিক মূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার করিত না । তাহারা ক্রয়বিক্রয় স্থলে অমুদ্রিত লৌহখণ্ড ব্যবহার করিত । স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগেরই কেবল বহু লো ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল । কিন্তু তাহা-

দিগের অধীন লেকোনিয়াবাসী প্রজাগণের পক্ষে নিষেধ ছিল না। তাহারা অন্য অন্য রাজ্যের সহিত ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার কালে অধিক মূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার করিত। যিনি স্পার্টা নগরে অধিকমূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার নিষেধ করেন, তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, অধিক মূল্য ধাতু দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে লোকে অর্থ সঞ্চয় করিতে উৎসুক হইবেক না, তাহা হইলে লোকের অর্থ লোভের বন্ধি না হইয়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইবে। এই বিবেচনা করিয়া ক্রুরতর রাজকীয় নিয়ম দ্বারা বহুমূল্য ধাতু দ্রব্য ব্যবহার নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু তাহার আশালতায় কাজিকত ফল ফলিত না হইয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। উত্তর কালের স্পার্টাবাসীরা অত্যন্ত অর্থ লোভী বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। কঠোরতর নিয়ম দ্বারা কোন বিষয়ের নিবারণ করিতে গেলে প্রায়ই অভিপ্রায়ানুরূপ ফল লাভ না হইয়া বিপরীত ফললাভ হইয়া থাকে।

স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা বালকদিগের সুশিক্ষা সম্পাদন নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান ছিল। কিন্তু যাহাতে বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তির এবং দয়া প্রভৃতি সংপ্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান ছিল না। বালকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যায় পরিপকু করাই স্পার্টাবাসীদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অতএব বালকেরা যাহাতে ক্লেশসহিষ্ণু হয় এবং বিপদ কাল উপস্থিত হইলে ব্যাকুল না হইয়া স্থিরচিত্তে বিপৎপ্রতীকার করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ শিক্ষাই দেওয়া হইত। স্পার্টানগরে কাহারও কোন সম্ভানের অঙ্গ হীন ও অঙ্গ বিকল হইলে সেই সম্ভান টেজিটস্ পর্বতের কন্দরে নিক্ষিপ্ত হইত। যে সকল শিশু চিররুগ্ন হইত তাহাদিগেরও ঐ প্রকার হুন্দ্রাণ ঘটিত। যাহারা বীর প্রসব করিতেন স্পার্টার লোকেরা সেই বীরপ্রসূদিগের অতিশয় সম্মান করিত। স্পার্টানগরে বীররস প্রধান কাব্যেরই সমধিক সমাদর এবং অমুশীলন ছিল। কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেরই ব্যায়াম ও যুগ্ম বিষয়ে অধিক আমোদ ছিল। কবচ ধারণ যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্পার্টার লোকেরা মৈনিকপুরুষের পদে অধিষ্ঠিত

হইত, কিন্তু ষাটি বৎসর পূর্ণ না হইলে যুদ্ধ কার্য্য হইতে অবসর
প্রাপ্ত হইত না ।

স্পার্টাবাসীদিগের কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টা ছিল না । উহারা
সদা সাবধান হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কৰ্ম্ম করিত । যুদ্ধ বিষয়ে উ-
হাদিগের অভ্যাস অম্লরাগ ছিল । উহাদিগের যেরূপ স্বভাব ও
অভ্যাস ছিল তাহাতে যুদ্ধই ভাল লাগিত । স্পার্টাবাসীরা রণ-
স্থলে পাদাতিক সৈনিক পুরুষের পদ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিত ।
উহারা পাদাতিক সৈনিক পুরুষের পদ গ্রহণই অধিক গৌরবকর
বলিয়া বিবেচনা করিত । স্পার্টা নগরে পাদাতিক সেনাগণ যুদ্ধ
বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, অম্বারোহ সেনাগণ সে-
রূপ নৈপুণ্য লাভে সমর্থ হয় নাই । ফলতঃ স্পার্টাবাসী ডোরিয়
জাতীয়েরা অশ্ব যুদ্ধের অধিক গৌরব করিত না । পূর্ব্বে বলা গি-
য়াছে হেলটেরা আপন আপন প্রভুর সহিত যুদ্ধে গমন করিত ।
হেলটেরা যুদ্ধ স্থলে সামান্য শস্ত্রধারী হইত। সৈনিক পুরুষের পদে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ করিত । স্পার্টাবাসীরা নৌবিদ্যায় কখন
খ্যাতি লাভ করিতে শক্ত হয় নাই । • উহারা স্থলে যেরূপ যুদ্ধ
করিতে পারিত সমুদ্রে সেকপ পারিত না ।

লাইকর্গস যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন তাহার বহু কাল
পূর্ব্বে ডোরিয় জাতীয়েরা পিলপনিসসে গিয়া স্পার্টা প্রভৃতি
নানা স্থানে বসতি করে । স্পার্টাবাসী ডোরিয়েরা প্রথমে
সমুদায় লেকোনিয়া দেশ স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়
নাই । লাইকর্গসের পর শত বৎসরান্তে সমুদায় লেকোনিয়া
দেশ উহাদিগের বশে আসিয়াছিল । স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতী-
য়েরা লেকোনিয়ার পূর্ব্বস্বামী একিয়দিগের সহিত কয়েক শত
বৎসর কাল সমরে ব্যাপ্ত থাকিয়া শেষে উহাদিগকে জয় করি-
য়াছিল । উহাদিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে পর স্পার্টাবাসীরা
বিজয়কণ্ডু বিলোদনের নিমিত্ত অন্য অন্য প্রদেশের সহিত যুদ্ধ
আরম্ভ করে । সর্ব্ব প্রথম আর্গস নগরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয় ।
লেকোনিয়ার পূর্ব্ব, সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ আর্গসনগরবাসী
দিগের অধিকারে ছিল । স্পার্টাবাসীরা ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া

লওয়াতে বিবাদ আরম্ভ হয় । বিবাদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কিন্তু ধারাবাহিক হয় নাই । উভয় পক্ষই মধ্যো মধ্যো ক্ষান্ত থাকিত, মধ্যো মধ্যো যুদ্ধ করিত, কোম পক্ষই জয় লাভ করিতে শক্ত হইত না ।

অপর, পশ্চিমাংশে মেসিনিয়া দেশের সহিত স্পার্টাবাসী ডোরিয়দিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয় । মেসিনিয়ার ভূমিসকল স্পার্টার ভূমি অপেক্ষা অধিক উর্বর, এবং ঐ দেশের অবস্থাও উৎকৃষ্ট । তদদর্শনে স্পার্টাবাসী ডোরিয়দিগের ঈর্ষ্যা ও তদ্দেশ গ্রহণে লালসা জন্মে । অপর, স্পার্টা নগরে যেরূপ যুদ্ধ বিদ্যাব অমূল্য ছিল মেসিনিয়ায় সেরূপ ছিল না । মেসিনিয়াবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা স্পার্টাবাসীদিগের অপেক্ষা ঐ অংশে অনেক মূঢ় ছিল । উহাদিগের মূঢ়তা দর্শন করিয়া স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা অধিকতর উৎসুক হইয়। মেসিনিয়া গ্রহণের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল এবং যুদ্ধের ছলানুসন্ধানে প্ররম্ভ হইল । স্পার্টা বাসীরা মেসিনিয়া দেশীয়দিগের অপেক্ষা প্রবল ছিল । প্রবল ব্যক্তির ছল প্রাপ্তি প্রায় দুর্ঘট হয় না । ঐ কারণে স্পার্টার অপেক্ষা মেসিনিয়ার অবস্থার উৎকর্ষ হয়, এক্ষণে সেই কারণে মিস-দেশে পলায়ন করিয়া যাইতেছে । ডোরিয় জাতীয়েরা যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক পিলপনিসসে বসতি করিতে যায় তৎকালে উহারা সকলে এক স্থানে বাস না করিয়া স্পার্টা, মেসিনিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়িয়া পড়ে । ডোরিয় জাতীয় যে সকল ব্যক্তি মেসিনিয়া দেশে বাসের অভিলান করিয়া তদ্দেশ আক্রমণ করে, তাহাদিগের আত্মান্তিক বিপক্ষতাচরণ করিয়া তদ্দেশবাসীরা অল্পে অল্পে তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল । তাহাতেই মেসিনিয়া আক্রমণকারী ডোরিয়েরা তত্রতা আদিম নিবাসীদিগের প্রতি সমধিক মন্দয় ব্যবহার করে । উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে ডোরিয় জাতীয় প্রথম রাজা ক্রেসফণ্টস ডোরিয় জাতির সহিত মেসিনিয়ার পূর্ব নিবাসীদিগের একতা সম্পাদন করিবার সুযোগ করিয়া তৎসাধন বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন । কিন্তু তাহার সমস্তব্যবস্থা ডোরিয় জাতীয়দিগের মধ্যে অনেকে নিতান্ত অমত করাতো তিনি স্বকৃত সংকল্প সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন

নাই । তাঁহার পুত্র ইপিটসও ঐ বিষয়ের চেষ্টা করেন । তিনি কুউকার্য্য হইয়াছিলেন । ইপিটসের উত্তরাধিকারীগণ তদবলম্বিত পদ্ধতির অনুসরণ করিতে মেসিনিয়া দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের সহিত তত্রতা ডোবীয় জাতির একতা সম্পাদিত হয় । তদবধি তত্রতা সমুদয় লোকই ঐক্যবাক্যে স্বদেশের উন্নতি সাধনে সবিশেষ যত্নবান হয় । তাহাতে মেসিনিয়া দেশে সৌভাগ্য লক্ষ্মী বিরাজমান হন এবং বিবিধ বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় ।

মেসিনিয়া দেশীয়দিগের সৌভাগ্যসম্পত্তি সম্মর্শন করিয়া স্পার্টাবাসীদিগের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হওয়াতে কিরূপে যুদ্ধ ঘটনা হয় স্পার্টাবাসীরা সর্বদা সেই চেষ্টা করিত । তাহাতে উভয় দেশের লোকের সহিত উভয় দেশের লোকের প্রায়ই পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইত এবং পরস্পর পরস্পরের অপকারে প্ররুত হইত । একসময় স্পার্টাবাসী এক ব্যক্তি মেসিনিয়া দেশীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কতি ও অপকার করিতে যুদ্ধ ঘটনা হয় । খৃষ্টের পূর্ব ৭৪৩ অব্দে স্পার্টাবাসীরা শপথ পূর্বক ক্ষমার প্ররুত হইল এবং অনতিবিলম্বে মেসিনিয়া দেশ আক্রমণ করিতে গেল । মেসিনিয়া দেশীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইল । স্পার্টাবাসীরা অশরণ প্রজাগণের প্রাণ বিনাশ করিয়া মেসিনিয়া দেশে শোণিত নদী বাহিত করিল এবং আফ্রিয়ানগর অধিকার পূর্বক তথায় অবস্থান করিল । এইরূপে খৃষ্টের পূর্ব ৭৪১ অব্দে প্রথম মেসিনিয় সংগ্রাম আরম্ভ হয় । ঐ সংগ্রাম ৭২৪ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল । স্পার্টা বাসীরা আফ্রিয়া নগরে অবস্থিতি করিয়া কতিপয় বৎসর প্রায় নিয়ত কালই মেসিনিয়া দেশ বিলুপ্তি, তত্রতা গৃহাদি দাহিত, এবং ক্ষেত্রজাত শস্য সম্পত্তি উৎসাদিত করে । তাহাতে মেসিনিয়া দেশীয়দিগকে কতিপয় বৎসর যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল । অনন্তর, মেসিনিয়া দেশীয়েরা আইথিম নামক পর্বতের চূর্ণ মধ্যে অবস্থিতি করিল । একদা এই দৈববাণী হইল মেসিনিয়া দেশীয়েরা যদি এক বিশুদ্ধচরিত্র কুমারীকে বলি দান করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদিগের জয় লাভ হয় । এই দৈববাণীর কথা লোক পরস্পর মেসিনিয়া দেশীয়দিগের কর্ণ গোচর

হইলে পর উহারা আরিস্টেডিমসের কন্যাকে বলি দান করিল । স্পার্টা বাসীরা এই সমাচার শ্রবণ করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া কিয়ৎকাল সমরে বিরত ছিল । কতিপয় বৎসর অতীত হইলে পর স্পার্টার অধিপতি থিয়োপম্পস এক দল সেনা লইয়া পুনর্বার মেসিনিয়া দেশে যুদ্ধ করিতে গেলেন । মেসিনিয়া দেশীয়েরাও রণসজ্জা করিয়া রণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । উভয় সেনাদল রণ ক্ষেত্রে উপনীত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল । এই যুদ্ধে মেসিনিয়া দেশীয় ভূপতি সমরশায়ী হইলেন । আরিস্টেডিমস তৎপদে অতি বিজ্ঞ হইলেন । আরিস্টেডিমস অতিশয় বিজ্ঞ ছিলেন । তাহার রাজ্যশাসনপ্রণালী দর্শন করিয়া প্রজাগণ অতিশয় ক্রীত এবং তাহার প্রতি অভ্যস্ত অমুরক্ত হইয়া উঠিল । আরিস্টেডিমস আর্কেডিয়া দেশীয়দিগের সহিত মৈত্রী করিলেন ।

স্পার্টা নগরের সহিত মেসিনিয়া দেশীয়দিগের যুদ্ধের বিরাম ছিল না । স্পার্টা নগরীয় ডোরিয় জাতীয়েরা প্রায় প্রতি বৎসরই মেসিনিয়া দেশ আক্রমণ ও বিলুপ্তন করিত । আরিস্টেডিমসের রাজ্যাভিষেকের পর চারি বৎসর এই রূপে অতীত হইলে পঞ্চম বর্ষে এক ঘোরতর সংগ্রাম হয় । মেসিনিয়া দেশীয়েরা আইথমি পর্বতের দুর্গ মধ্যে ছিল । এই পর্বতের নীচেই এই যুদ্ধ হয় । যুদ্ধ স্থলে মেসিনিয়া দেশীয়েরা জয়ী এবং স্পার্টা নগরীয়েরা সমিদ্ধ পরাজিত হইল । স্পার্টা নগরীয়েরা আইথমি পর্বতের নিকটবর্তী সংগ্রামে পরাজিত হয় বটে, কিন্তু উহারা নানা প্রকার চাতুরী প্রয়োগ দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিপর্যয়কে বিপাকে ফেলিতে লাগিল এবং আপোলাদেবের পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের সহিত যোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে মেসিনিয়া দেশীয়দিগের প্রতিকূল দৈববাণী করিয়া দিতে লাগিল । আরিস্টেডিমস এই সকল কারণে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিলেন । মেসিনিয়া দেশীয়েরা জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিল, কিন্তু উহারা একবারে ভগ্নোৎসাহ হয় নাই । আরিস্টেডিমসের মৃত্যুর পরও উহাদিগের প্রধান সেনাপতি হেরাক্লিস স্বর্ণময় সমভিষাহারে আইথমি পর্বত হইতে একদা অতি বেগে বিনির্গত হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া আশ্চর্য

পুরুষকার সহকারে শত্রু সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান প্রধান লোক নিহত হওয়াতে প্রজাপক্ষ প্রাণ তয়ে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। আইথিমি পর্বতের সমীপবর্তী প্রদেশ সকল বিপক্ষের হস্তগত হইল। এই রূপে মেসিনিয়া দেশীয় প্রথম সংগ্রাম শেষ হইল।

আইথিমি পর্বতের অনতিদূরে যে বিপদ ঘটনা হয়, তাহার পর মেসিনিয়া দেশীয়েরা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিল। উহাদিগের অনেকেই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে। স্পার্টা নগরীয়েরা আইথিমির দুর্গ ভগ্ন ও ভূমিসাৎ করিল এবং অন্য অন্য নগর অধিকার করিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় মেসিনিয়া দেশই উহাদিগের হস্তগত হইল। যে সকল ব্যক্তি জন্মভূমির মায়্য পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমনে অসমর্থ হইয়াছিল, স্পার্টা নগরীয়েরা তাহাদিগকে হেলটদিগের ন্যায় দাসত্বে নিয়োজিত করিল। মেসিনিয়া দেশে কৃষিকার্যোপযোগী যত ভূমি ছিল, জেতুগণ তাহার কিয়দংশ দাসীভূত মেসিনিয়া দেশীয়দিগকে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ আপনারা বিভাগ করিয়া লইল। দাসীভূত মেসিনিয়দিগের হস্তে যে সমস্ত ক্ষেত্র সমর্পিত হয়, জেতুগণ সেই সেই ক্ষেত্র জাত শস্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিত।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে লেকোনিয়ার পূর্বে, সমুদ্রের উপকূলবর্তী প্রদেশ সকল প্রথমে আর্গস নগর বাসীদিগের অধিকৃত ছিল, কিন্তু স্পার্টা নগরীয়েরা তৎসমুদায় জয় করিয়া লয়। যে সময়ে মেসিনিয়া দেশের সহিত স্পার্টার প্রথম সংগ্রাম হয়, বোধ হয় সেই সময়ে আর্গস নগরের প্রসিদ্ধ ভূপতি কাইডন সেই হস্তান্তরগত লেকোনিয়ার উপকূলবর্তী প্রদেশ সকলের উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ রাজা হতপূর্ব প্রদেশ সকলের উদ্ধার করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, সিথিয়া উপদ্বীপও জয় করিয়া লইয়াছিলেন। কাইডনের বাবদিকার কাল আর্গসের প্রতাগের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু রাজার মৃত্যু হইলে তাহার সঙ্গ সঙ্গাই সমুদায় গেল। অনন্তর, স্পার্টা নগরীয়েরা পিলপনিসসের

দক্ষিণাংশ সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইল। স্পার্টা নগরী-
 যেরা যে সকল স্থান অধিকার করিয়া লয়, নিরুপদ্রবে তাহা জেগ
 করিতে সমর্থ হয় নাই। মেসিনিয়া দেশীয়েরা পারতন্ত্র্য যোদ্ধা নি-
 ক্ষেপ করিবার আশয়ে পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্বে
 উল্লেখ করা গিয়াছে আইথিমি পর্বতের অনতিদূরবর্তী সংগ্রামে
 পরাজয় হইলে পর মেসিনিয়া দেশীয় কতক লোক দেশান্তরে গমন
 করে, আর, কতক লোক স্বদেশেই থাকে। যে সকল ব্যক্তি স্বদেশে ছি-
 ল, তাহাদিগের দুর্দশার পরিসীমা ছিল না। আর, যাহারা দেশা-
 ন্তরিত হয়, তাহারা স্বদেশ পরিত্যাগ জন্য মনোদ্বঃখে সদা ম্রিয়-
 মাণ ছিল। ফলতঃ কি স্বদেশান্তরিত কি বিদেশগত মেসিনিয়া দে-
 শীয় এক ব্যক্তিও স্পার্টা নগরীয়দিগের প্রতি অতুরক্ত ছিল না।
 পরাজয় দিনাধি উহাদিগের অন্তঃকরণ সদা ঘেঘানলে দহমান
 হয়। কেহই এক মুহূর্তের নিমিত্ত সুখী ছিল না। কিরূপে বৈর-
 নির্যাতন করিব, কিরূপে পারতন্ত্র্য যোদ্ধা দূরে নিক্ষেপ করিব,
 এই চিন্তাই নিরন্তর উহাদিগের অন্তরে উদ্ভিত হইত। আরিস্টো-
 মিনিস বিবিধ আশ্বাসন বাক্যে সর্বদা উহাদিগের যুদ্ধে প্ররতি বিধান
 করিতেন। উহার। আরিস্টোমিনিসের আশ্বাসন বাক্যে প্রোৎসাহিত
 হইয়া পরিশেষে সমরে প্ররক্ত হইল। খৃষ্টের পূর্বে ৬৮৫ অব্দে
 সকলে একবাক্য হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করিল।

আরিস্টোমিনিস মেসিনিয়াদেশে অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ
 করেন। তিনি অতিশয় সাহসবান ও ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি
 যত্নবান হইয়া প্রথমে আর্গস, আর্কেডিয়া এবং ইলিস এই কয়েক
 দেশের সহিত মিত্রতা করিলেন। পশ্চাৎ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে
 একত্র করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেসিনিয়া বাসী স্পার্টা নগ-
 রীয়েরা আকস্মিক বিদ্রোহ বার্তা প্রবণ করিয়া সমুদ্র সৈন্য রণ-
 স্থলে উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে
 ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কোন পক্ষেই জয় পরাজয় হইল না।
 কিন্তু স্পার্টা নগরীয়েরা আকস্মিক বিদ্রোহ উপস্থিত দেখিয়া
 সান্তিশয় শঙ্কিত হইল এবং মেসিনিয়দিগের মনে জয়াশা জন্মিল।
 যাহা হইক, উভয় পক্ষ কিয়ৎকাল মধ্যরে বিরত ছিল। পশ্চাৎ

উভয় পক্ষই আপন আপন মিত্রগণের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরুদ্ধার সংগ্রামে প্রৱত্ত হইল ।

থেনিসের অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল । স্পার্টা-নগরীয়েরা রণস্থলে পরাভূত হইল । মেসিনিয়া দেশ কিয়ৎকাল শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত ছিল । অনন্তর, আরিস্টমিনিস সেনাগণ সমভিব্যাহারে, লেকোনিয়া দেশ আক্রমণ করিতে গেলেন এবং লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী কতিপয় নগর ও কতিপয় গ্রাম বিলুপ্তি ও উৎসাদিত করিয়া কেলিলেন । আরিস্টমিনিসের শরীরে যদি আঘাত না লাগিত তাহা হইলে তিনি স্পার্টানগরীয়দিগের অধিকৃত বহুতর প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেন সন্দেহ নাই । দৈবাৎ তাঁহার শরীরে আঘাত লাগাতে তিনি সমর হইতে বিরত হইলেন । এইরূপে দুই বর্ষ অতীত হইয়া গেল । তৃতীয় বর্ষে স্পার্টা নগরীয়েরা পুনরুদ্ধার যুদ্ধে প্রৱত্ত হইল । পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে আর্কেডিয়া দেশের সহিত মেসিনিয়া দেশীয়দিগের মিত্রতা হয় । কিন্তু আর্কেডিয়া দেশীয়েরা যথার্থ মিত্রের কর্মস্বরে নাই । উহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করাতে স্পার্টা নগরীয়েরা তৃতীয় বর্ষের যুদ্ধে জয়ী হইল । আরিস্টমিনিস কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত ও ভীত হইলেন না । তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া আইরা পর্বতের দুর্গমধ্যে অবস্থান করিলেন । বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া রহিল । আরিস্টমিনিস মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বিনির্গত হইয়া আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । স্পার্টা নগরীয়েরা তদ্বশনে চতুঃপার্শ্ব সমুদায় প্রদেশ উৎসাদিত করিয়া ফেলিল ।

আরিস্টমিনিস দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া যাহাতে সেনাগণের আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিতে না পারেন, স্পার্টা নগরীয়েরা সম্পূর্ণরূপে এই চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই । আরিস্টমিনিস একদা রজনী যোগে কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া এমিক্লি নগর পর্য্যন্ত গমন করেন এবং তথায় অপরিপািত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া নির্দোষে দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করেন । আরিস্টমিনিস

দ্বিতীয় বার ঐরূপ লুণ্ঠিত জাধ্য আভের আশ্রয় দুর্গ হইতে ব-
হির্গত হন । কিন্তু এ বারে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । প্রতা-
গমন কালে সহচরগণের সহিত শত্রুহস্তে নিপতিত হইলেন ।
বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে বন্দীকৃত করিয়া সিয়াডাস নামে এসিক্ক
এক গভীর বিবর মধ্যে নিক্ষেপ করিল । উপাখ্যানে উল্লিখিত
আছে আরিষ্টমিনিস সেই বিবর হইতে (১) উদ্ধৃত হইয়া পুনর্বার
আইরা পক্ষতে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছি-
লেন । আরিষ্টমিনিস কিয়ৎকাল এইরূপ অদ্ভুত সাহসের কর্ত্তব্য ক-
রিয়া সকল লোকের চিত্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন এবং স্বদে-
শের মান ও গৌরব রুদ্ধি করিয়াছিলেন । শেষে দেবগণের কোপে
পতিত হইয়া পরাজিত হইলেন । দেবগণ মেসিনিয়া দেশীয়দি-
গের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হওয়াতে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা স-
ম্পাদন নিমিত্ত বহুতর যত্ন পাইয়াও ইচ্ছাভাব করিতে পারিলেন
না । একাদশ বৎসরের পর খৃষ্টের পূর্ব ৬৬৮ অব্দে এক পশু
পালকের কৃতযত্নে আইরার দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল । আই-
রার দুর্গ যেভাবে শত্রু হস্তে পতিত হয়, তাহা নিম্নে উল্লিখিত
হইতেছে ।

স্পার্টা নগরীয় এক পশুপালক স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মে-
সিনিয়া দেশীয় এক গৃহস্থের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মে-
সিনিয়া দেশীয়দিগের সমুদায় নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হয় । অন-
ন্তর, ঐ ব্যক্তি কৃতঘাতা করিয়া স্পার্টা নগরীয়দিগের নিকটে সমুদায়
বলিয়া দেয় । স্পার্টা নগরীয়েরা তৎপ্রদর্শিত পথ প্রাপ্ত হইয়া আ-
ইরার দুর্গ আক্রমণ করিল । অপরূদ্ধ মেসিনিয়েরা তিন দিন, তিন
রাত্রি, প্রাণপণে যুদ্ধ করিল । শেষে হতাশ হইয়া দুর্গরক্ষণ প্রয়াস
পরিত্যাগ করিল । আরিষ্টমিনিস কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে
দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া অবরোধকারী শত্রুগুলীর মধ্যস্থান
দিয়া স্রবলীলাক্রমে চলিয়া গেলেন । তিনি মেসিনিয়া পরিত্যাগ

(১) উপাখ্যান লেখকেরা বলেন আরিষ্টমিনিস একশেঁকশিয়ারির
লোক ধরিয়া গর্ত হইতে উঠিয়াছিলেন ।

করিয়া আর্কেডিয়ায় গমন করিলেন। আর্কেডিয়েরা আদর পূর্বক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিল। তিনি কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় জেজুস্বী এবং সাহসী ছিলেন। আর্কেডিয়া দেশে স্থস্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া লোকোনিয়া দেশে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে গেলেন। তথায় বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আরিষ্টমিনিস রণস্থলে বিপুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পঞ্চাশৎ সহচরের সহিত অস্ত্রশস্ত্রহন্ত সমরশায়ী হইলেন।

মেসিনিয়া দেশীয় সংগ্রাম এইরূপে শেষ হইল। এই সংগ্রাম দ্বিতীয় মেসিনিয় সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্টের পূর্ব ৬৮৫ অব্দে আরম্ভ হইয়া ৬৬৮ অব্দে শেষ হয়। সংগ্রাম সমুদয়ে সত্তর বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। সংগ্রাম শেষ হইলে পর মেসিনিয়া দেশীয় অধিকাংশ লোক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিল। যে সকল ব্যক্তি স্বদেশে ছিল স্পার্টা নগরীয়েরা তাহাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া হেলট এই নিন্দনীয় সংজ্ঞা প্রদান করিল।

মেসিনিয়া দেশীয় কতগুলি লোক প্রথম যুদ্ধের পর ইটালির দক্ষিণাংশে রিজিয়ম নগরে গমন করিয়া তথায় বসতি করে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরও অনেকে আরিষ্টমিনিসের পুত্রদিগের সমভিব্যাহারে ঐ নগরে গমন করিল এবং তথায় স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। উহারাই কালান্তরে সিসিলির অন্তঃপাতী জেজুঙ্কি নগর অধিকার করিয়া লয় এবং আপনাদিগের দেশের নামে ঐ নগরের মেসিনা এই নাম দেয়।

মেসিনিয়াদেশীয় সংগ্রাম জয়ের পর স্পার্টা নগরীয়েরা গ্রীসদেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিল। মেসিনিয়াদেশ চির কালের মত উহারদিগের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। কহকালাবধি স্পার্টাবাসীদিগের, টিজিয়া নগর অধিকার করিয়া লইবার মানস ছিল। খৃষ্টের পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহাদিগের সেই মানস পূর্ণ হইল। স্পার্টা নগরীয়েরা ক্রমে ক্রমে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। উহারা এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী

গ্রায়সমুদায় রাজ্যেবই কার্যে হস্তক্ষেপ করিত । উহারা যাহাকে
যেৰূপ আদেশ করিত তাহাকে তদনুরূপ আচরণ করিতে হইত ।
উহাদিগের আজ্ঞা তৎক্ষণে করে, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না ।
স্পার্টানগরীয়দিগের নাম ক্রমে ক্রমে বহু দেশে বিখ্যাত হয় ।
উহাদিগের নাম এত বিখ্যাত হইয়াছিল যে, লিডিয়ান রাজা
ক্রিসসও অল্পগ্রহ লাভের বাসনা করিয়া উহাদিগের সহিত বন্ধু-
ত্ব করিবার নিমিত্ত একদা কতিপয় দূত প্রেরণ করেন ।

মেসিনিয়া দেশীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত উপাখ্যানে
বর্ণিত হইয়াছে । উপাখ্যানে বর্ণিত বলিয়া নব্য ইতিহাস লেখ-
কেরা তৎসংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না ।
কিন্তু স্পার্টা নগরের সহিত মেসিনিয়া দেশীয়দিগের যে দুইবার
যুদ্ধ হয়, তাহার যথার্থ্য বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

গ্রীসদেশ সাধারণ বৃত্তান্ত । আটিকার বিবরণ ।

পারস্য দেশীয়দিগের সহিত সংগ্রাম ।

গ্রীসদেশের মধ্যে যতগুলি নগর ছিল, প্রায় ততগুলি স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল । এক রাজ্যের লোক বাসার্থী এবং জয়ার্থী
হইয়া অপর রাজ্যে গমন করিতে যে সমস্ত ঘটনা হয়, তাহা
পূর্বে পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে গ্রীসদেশীয়দিগের
অন্য অন্য বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে । গ্রীসদেশে স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র বহুবিধ রাজ্য ছিল । সেই সকল রাজ্যের পরস্পর ঐক্য
ছিল না । ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম কালে গ্রীসদেশীয়েরা একবার
সকলে একত্বে এবং এক সেনাপতির আজ্ঞাবহ হইয়া যুদ্ধ করিতে
যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের সেই ঐক্য স্বল্প কাল মাত্র স্থায়ী হয়,
পশ্চাৎ তাহাদিগের যে চিরকালের অনৈক্য সেই অনৈক্যই রাজ্য
মধ্যে বিজড়মাণ হয় । ফলতঃ গ্রীসদেশীয়েরা এক ভাষা কহিত
এবং এক ধর্মাবলম্বী ছিল, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের আর কোন
বিষয়ে জাতিসাধারণ ঐক্য ছিল না ।

গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী সমুদায় রাজ্যের সর্বসাধারণ ঐক্য

বিধায়ক কোন নিয়ম ছিল না। সত্য বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ রাজ্যের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে একতাপ্রতিপাদক কতগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। যে সকল রাজ্যের লোক সেই বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইত, তাহারা কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সভা করিয়া ধর্মসংক্রান্ত ও রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় বিশেষের বিবেচনা ও মীমাংসা করিত ।

গ্রীসদেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের ক্রোকসিগের একা বিধায়িনী যত সভা ছিল, আফিক্টিয়নি নামে প্রসিদ্ধ সভাসকলই তাহার মধ্যে প্রধান । বিয়োগিয়া, ডেলস প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ঐ সকল সভা হইত । কিন্তু বসন্ত কালে ডেলফিতে এবং শরৎ-কালে থর্মপিলিতে যে সভা হইত, সেই সভাই সর্বাপেক্ষা প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল । আয়েনিয়া প্রভৃতি দ্বাদশ রাজ্যের লোক একবাধ্য হইয়া সেই সভা স্থাপন করে । পশ্চাৎ পিলপনিসমবাসী ডোরিয়জাতীয়েরা সেই সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট হয় । তাহাতেই সভার অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি হয় । যে-যে রাজ্যের লোক সভার নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইত, তাহারা নিজ নিজ রাজ্য হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত । প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ধর্মসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের বিবেচনা করিতেন । সভাস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই, যে যে নগরের লোক সভার নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইবে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার না করে এবং ডেলফি নগরে যে দেবালয় আছে সকলে যত্নবান হইয়া তাহার রক্ষা করে । এই উদ্দেশ্য সমাক্রমে সিদ্ধ হয় নাই । যে-যে রাজ্যের লোক সভার নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হয়, তাহারা পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত ছিল না । উপাখ্যান পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহারা প্রায়ই পরস্পরের অপকারে প্রবৃত্ত হইত । কিন্তু ডেলফির দেবালয়ের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা হইলে তাহারা যত্নবান হইয়া তাহার নিবারণ করিত । যেসকল বিদেশীয় লোক ক্রিসামনগরের মধ্যস্থল দিয়া ডেলফি নগরের দেবালয়ে গমন করিত, ক্রিসাবাসীরা তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিত । তাহাতে বি-

দেশীয় লোকেরা অতিশয় বিবিক্ত হয়। ডেল্ফির দেবালয়ে অধিক লোক গমন করিত না। তন্নিবন্ধন দেবালয়ের লাভক্ষতি হইতে লাগিল। এইসম্ভার আক্ষিক্টিয়নি সভার কর্ণগোচর হইলে পর সভার নিয়মবদ্ধ সমুদায় রাজ্যের লোক একবাঁকা হইয়া ক্রিসাবাসীদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। খৃষ্টের পূর্ব ৫৯৪ অব্দে ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দশ বৎসর কাল সমরানল প্রজ্বলিত ছিল। ৫৮৫ অব্দে এথেন্স নগরীয় ব্যবস্থাপক সোলনের (১) বুদ্ধি কৌশলে আক্ষিক্টিয়নি সভার নিয়মবদ্ধ লোকেরা জয়ী হইল। সমরানল নির্বাপিত হইল। ক্রিসা নগর সমভূমি হইল। ডেল্ফির দেবালয়ের লাভক্ষতির নিবারণ জন্য এই সংগ্রাম ঘটনা হয়। এই নিমিত্ত এই সংগ্রাম ধর্ম্মা সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গ্রীস দেশের স্থানে স্থানে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম ছিল। যে কয়েক স্থানে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত, ওলিম্পিয়া তন্মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। চারি বৎসর অন্তর এক এক বার ওলিম্পিয়ায় উৎসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। গ্রীস দেশীয় কোন ব্যক্তিরই উৎসব স্থলে গমন নিষিদ্ধ ছিল না। কোন ব্যক্তি কোন সময়ে প্রথমে ওলিম্পিয়ায় উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম করিয়া দেন, তাহার নির্ণয় নাই। ডোরিয় জাতি যে সময়ে পিলপনিসস আক্রমণ করে, তৎকালে গ্রীস দেশের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত

(১) ক্রিসা নগরীয় সংগ্রাম কালে এই দৈববাণী হয়, যাবৎ সমুদ্র ডেল্ফির দেবালয়ের সীমার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইবে, তাবৎ ক্রিসা নগর শত্রু হস্তে পতিত হইবে না। এই দৈববাণীর কথা আক্ষিক্টিয়নি সভার নিয়মবদ্ধ লোকদিগের জ্ঞতিগোচর হইলে পর তাহারা, সমুদ্রে দেবালয়ের সীমা মধ্যে প্রবেশিত করা অসম্ভব বোধ করিয়া জয় লাভ বিষয়ে হতাশ হইল। সোলন তাহাদিগকে এই পরামর্শ দিলেন তোমরা সমুদ্রে পর্য্যন্ত দেবালয়ের সীমা বৃদ্ধি করিয়া দাও, তাহা হইলেই দৈববাণীর অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধি হইবে এবং তোমাদিগের জয় লাভ হইবে। সোলন এই রূপ কৌশল ক্রান্তিতেই আক্ষিক্টিয়নি সভার নিয়মবদ্ধ লোকেরা সমুদ্রে পর্য্যন্ত ডেল্ফির দেবালয়ের সীমা বৃদ্ধি করিয়া সোৎসাৎ চিন্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভ করে। কলকঃ সোলন এইরূপ কৌশল না করিলে ক্রিসা নগর জয় হওয়া দূর হইয়া উঠিত।

হয়। তিনবছর ওলিম্পিয়ার উৎসব ক্রিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল, পশ্চাৎ ইফিটস এবং লাইকর্গাস উভয়ে ঐ উৎসব ক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন করেন। যাহা হউক, খৃষ্টের পূর্ব ৭৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত উহা বন্ধমূল হইতে পারে নাই। ঐ বৎসর অবধি নিয়মিত কালে যথাবিধি উহার অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হয়। ইলিস দেশের লোকেরা উৎসব স্থলে প্রাধান্য করিত। উৎসব কালে গ্রীস দেশী-য়েরা পরস্পর বৈরাচরণে বিরত হইত। তৎকালে কেহ কাহার প্রতি শত্রুতাচরণ না করাতে সকলেই নির্বিঘ্নে উৎসব স্থলে গমন করিতে পারিত। উৎসব বিধির অনুষ্ঠান হইলে জিউস দেব প্রীত হন এবং তাঁহার সম্যক সম্মাননা করা হয়, এই বিবেচনা করিয়া গ্রীস দেশী-য়েরা ধর্ম্মবুদ্ধিতেই উৎসব বিধির অনুষ্ঠান করিত। উৎসব স্থলে বিবিধ মল্লযুদ্ধ এবং নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি হইত। মল্লগণ উল্লম্বন, প্রলম্বন, মুটায়ুষ্টি, বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম ক্রিয়া করিত। কিন্তু মল্লগণের শস্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। মল্ল যুদ্ধ ব্যতিরিক্ত উৎসব স্থলে ঘোড়দৌড় প্রভৃতি নানা প্রকার দর্শনীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত। যাহারা যুদ্ধে জয়ী হইতেন, তাঁহারা বন্য অলিব রক্তের পত্রময় মালা পুরস্কার পাইতেন। গ্রীস দেশী-য়েরা ওলিম্পিয়ার মল্লযুদ্ধে জয় লাভ অতিশয় স্লাঘার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিত। যে নগরের যে গ্রামের এবং যে বংশের লোক জয়ী হইত, সে নগরের সে গ্রামের এবং সে বংশের অতিশয় সম্মান রুদ্ধি হইত। আপনাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি ওলিম্পিয়ার উৎসব স্থলে মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে এথেন্স ও স্পার্টা নগরী-য়েরা তাহাকে যাহার পর নাই সম্মান করিত। ওলিম্পিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থানে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম থাকাতে গ্রীস দেশীয়-দিগের বিবিধ মহোপকার লাভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, উৎসবস্থলে যাহারা জয়লাভ করিত, তাহাদিগের অন্তরময় প্রতিমূর্ত্তি নির্মিত হইত; দ্বিতীয়তঃ, কতিগণ তাহাদিগের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া কাব্য গ্রন্থ রচনা করিতেন; তাহাতে শিল্প ও কাব্য শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইত।

ট্রুয় দেশীয় সংগ্রামের পূর্বে গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী গ্রায় সমুদায় রাজ্যেই একদায়ক রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল । এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন । কিন্তু রাজা যথেষ্ট ব্যবহার করিতে সমর্থ ছিলেন না । তাঁহাকে প্রাচীন আচার ব্যবহারের পরজন্ম হইয়া চলিতে হইত । বিশেষতঃ, তিনি পুরবাসী প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্মতে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না । রাজা পুরবাসী প্রধান ব্যক্তিদিগের মতনিরপেক্ষ হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে পারিতেন না, একথা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে প্রধান ব্যক্তিদিগেরই রাজ্য বিষয়ে কর্তৃত্ব ছিল; তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেন । ট্রুয় দেশীয় সংগ্রামের পর নানা কারণ একত্র সংঘটন হওয়াতে গ্রীস দেশের অনেক স্থান হইতে রাজ্যোপাধি অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহাতে সমস্ত রাজশক্তি প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তেই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয় । ফলতঃ ট্রুয় দেশীয় সংগ্রামের পর গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী যে যে প্রদেশে রাজ্যোপাধি রহিত হইয়া যায়, সেই সেই স্থানে (১) অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হয় । যে কারণে রাজ্যোপাধি রহিত হইয়া অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হয়, অধুনা তাহার নির্ণয় হয় না । নব্য ইতিহাস লেখকেরা এই অনুমান করেন গ্রীস দেশীয়দিগের স্বভাবতঃ যেরূপ বুদ্ধি এবং যেরূপ মনের ভাব ছিল; তাহাতে তাহারা কোন রূপেই চির কাল এক ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ ছিল না; তাহারা উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিল; তাহাতেই উত্তরোত্তর তাহাদিগের সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া যায় ।

কোন দেশেই গ্রায় রাজ্যোপাধি রহিত হইয়া এক কালে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হয় না । কিয়ৎকাল রাজশক্তি প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত থাকে, পশ্চাৎ সেই রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে রাজ্যান্তর্গত বাহ্যীয় ব্যক্তিগণের হস্তগত হয়; গ্রীস দেশেও অনেক স্থলে ঐ রূপ ঘটনা হইয়াছিল । রাজ্যোপাধি রহিত হইলে পর রাজশক্তি

(১) অভিজাত শব্দে মহাকুলীন এবং তন্ত্র শব্দে রাজ্যশাসন প্রণালী । যে রাজ্যে সমুদায় রাজশক্তি মহাকুলীন (প্রধান ব্যক্তি)দিগের হস্তগত থাকে, তাহাই অভিজাত তন্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে ।

কিয়ৎকাল অভিজাত (প্রধান) দলের হস্তগত ছিল। পশ্চাৎ অভিজাত দলের লোক সংখ্যা কমিয়া গেল এবং সামান্য প্রজাগণের সংখ্যা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইলে তাহারা রাজ্যের স্বামিত্ব লাভে আকাঙ্ক্ষী হয়; তদবস্থান অভিজাত দলের লোকদিগের সহিত তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। অভিজাতদলের লোকেরা তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্য প্রজাগণের যে স্বাভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারা রাজ্যের অংশভোগী হইবার আকাঙ্ক্ষায় বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতেই যে কেবল রাজশক্তি অভিজাত দলের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া যায় এমন নহে, অভিজাতদল গৃহবিচ্ছেদ এবং পরস্পর বিরোধ প্রযুক্তও রাজশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিরোধ কালে একরূপও ঘট্টিয়া উঠিত যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি, বল ও ক্ষমতা দ্বারা সামান্য প্রজাগণকে হস্তগত করিয়া সর্বপ্রধান হইয়া রাজ্যের হইয়া উঠিত। এইরূপে যাহারা রাজশক্তি হস্তগত করিত, তাহারা লোকেরাজ্যপহারী দুরাশ্রা বলিয়া নির্দেশিত হইত। তাহাদিগের রাজ্য প্রায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। যে যে রাজ্যে একরূপ ঘটনা হইত, তদ্রূপে ব্যক্তির প্রায়ই স্পার্টা নগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিত। স্পার্টা নগরীয়েরা সাহায্য দান করিয়া রাজ্যপহারীদিগকে সেই সেই রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিত। কলতঃ আপনাদিগের প্রাধান্য লাভ হইবে বলিয়াই স্পার্টা নগরীয়েরা তাদৃশ সাহায্য দানে উদ্বুদ্ধ হইত। কিন্তু রাজ্যপহারীদিগকে দূরীভূত করা তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যাহা হউক, ঐ প্রসঙ্গে গ্রীস দেশের প্রায় সর্ব স্থলেই স্পার্টা নগরীয়দিগের প্রাধান্য লাভ হয়। গ্রীস দেশীয়দিগের রাজ্যশাসন প্রণালী পরিবর্ত্তবিষয়ক যে সমস্ত কথা সামান্যতঃ উল্লিখিত হইল, আটিকার আস্থপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা সন্নিবেশ অবগত হওয়া যায়।

আটিকা দেশীয়েরা প্রথমে অভিশয় সামান্য ও অগণ্য ছিল।

উহার কাল ক্রমে গ্রীস দেশের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে । উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে আটিকা দেশে প্রথমে কডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, প্রতি রাজ্যেই এক এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন । সিক্রপস সেই সকল রাজ্যের একতা সম্পাদন করিয়া সমুদায় আটিকাদেশকে দ্বাদশ নগরে বিভক্ত করেন । এথেন্সনগর ঐ কয় নগরের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল ।

আটিকা দেশীয়েরা চারি শ্রেণীতে বিভাজিত ছিল । ঐ চারি শ্রেণীর নাম চিরকাল সমান ছিল না । প্রথমে যিনি শ্রেণী বিভাগ করেন, তিনি ঐ চারি শ্রেণীর যে নাম দিয়াছিলেন, সে নাম ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্ত হইয়া যায় । যখন যিনি রাজা হইতেন, তাঁহার অধিকার কালে ঐ চারি শ্রেণীর পূৰ্ব্ব নাম পরিবর্ত্ত হইয়া নূতন নাম হইত । এইরূপে বহু বার ঐ চারি শ্রেণীর নাম পরিবর্ত্ত হইয়া শেষে টিলিয়ন্টিস, হপ্লিটিস, ইজিকরিস এবং আর্গেডিস এই চারি নাম হয় । এই চারি নাম বহু কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল । উপাখ্যান লেখকেরা বলেন আয়োনীয় জাতির মূল পুরুষ আইয়ন ঐ চারি শ্রেণীর টিলিয়ন্টিস প্রভৃতি চারি নাম দেন । এই চারি নাম রুঢ় নহে, যৌগিক নাম । এই চারি নামের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ ছিল । এই চারি নাম দেখিয়া যে শ্রেণী যে ব্যবসায় করিত তাহা জানিতে পারা যায় । ব্যবসায়ানুসারেই ঐ চারি শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম করণ হয় । হপ্লিটিস শ্রেণীর লোকেরা যুদ্ধ কার্যে ব্যাপ্ত ছিল । ইজিকরিস শ্রেণীর লোকেরা পশুপালন করিত এবং আর্গেডিস শ্রেণীর লোকেরা কৃষিকার্য করিত । অভিজাত দলের লোকেরাই টিলিয়ন্টিস বলিয়া নির্দেশিত হইত । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি বর্ণের যেরূপ পরস্পর ভেদজ্ঞান আছে, ঐ চারি শ্রেণীর সেরূপ ভেদজ্ঞান ছিল না । প্রথম প্রথম ঐ চারি শ্রেণীর যে কিছু ভেদজ্ঞান ছিল, কালক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায় । ঐ চারি শ্রেণীর পরস্পর কন্যা আদান প্রদানাদি ব্যবহার প্রচলিত ছিল । উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে থিসিউস আটিকা-

বাসী সমুদায় লোকের একতা সম্পাদিত করিয়া এথেন্স নগরের মহত্ব স্থাপিত করিয়া যান ।

আটিকার রাজত্ব তদ্রূপে প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত ছিল । রাজত্ব বিষয়ে সকলের সমান স্বামিত্ব ছিল । প্রধান ব্যক্তিরাই সমুদায় রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইতেন । তাহারা ধর্মসংক্রান্ত ব্যবস্থার বিষয়ের নিয়ম ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিতেন এবং সাধারণ লোকদিগকে ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন । আটিকার রাজত্ব প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত ছিল বটে, কিন্তু তথায় রাজ নিয়োগ প্রথা অপ্রবর্তিত ছিল না । প্রধান ব্যক্তিদিগের অন্যতম এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইতেন । প্রধান লোক ভিন্ন আটিকায় আর যত ছিল, তাহারা অধীন প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইত । উহাদিগের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না ।

আটিকাবাসী প্রজাগণের অনৈক্য ছিল না । রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তির অন্যায় ও অত্যাচার আরম্ভ করিলে প্রজাগণ একবাক্য হইয়া তাহার নিবারণ করিত । পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে আটিকাবাসী সমুদায় প্রজা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয় । সেই চারি শ্রেণীর অবাস্তর বিভাগ ছিল । প্রথমে প্রত্যেক শ্রেণী তিন তিন সম্প্রদায়ে পশ্চাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় ত্রিশ ত্রিশ অংশে বিভাজিত হয় । রাজা সংক্রান্ত এই সকল নিয়ম থিসিউসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু এই সকল নিয়ম এক সময়ে এক জনে করিয়াছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না । নব্য ইতিহাস লেখকেরা স্থির করিয়াছেন পূর্বোক্ত নিয়মসমূহ এক জনের কৃত নহে, আটিকাবাসীদিগের অবস্থা পরিবর্ত্ত সহকারে ক্রমে ক্রমে এই সকল নিয়মের সৃষ্টি হয় ।

এথেন্স নগরে প্রধান ব্যক্তিদিগের একটা সভা ছিল । প্রধান লোকেরাই কেবল সেই সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইতেন । সামান্য প্রজাগণ এই সভার সভ্যপদ প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাকৃত ছিল । রাজ কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে রাজা এবং রাজপুরুষদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল ; কিন্তু রাজা কিম্বা রাজপুরুষগণ অন্যায় ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে অথবা প্রধান ব্যক্তিদিগের অনভিমত কর্ম করিতে উদ্যত

হইলে প্রধান সভার সভ্যগণ বিরোধী হইতেন। প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত রাজার সর্কদ্বা বিরোধ উপস্থিত হইত। রাজোপাধি বিলোপিত করাই প্রধান ব্যক্তিদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, এথেন্সরাজ কোড্রসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণ যৎকালে পৈতৃক রাজ্যাধিকার লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন, প্রধান ব্যক্তির। সেই সময়ে সুর্যোগ পাইয়া রাজোপাধি বিলোপিত করিয়া দেন এবং রাজপদ পরিবর্ত্ত করিয়া (১) আর্কনপদ স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম এক এক ব্যক্তি আর্কনপদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে এই নিয়ম ছিল, যাহারা আর্কন পদে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন ঐ পদে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীগণ পৈতৃক আর্কন পদের অধিকারী হইতেন। আর্কন পদের প্রথম প্রতিষ্ঠা কালে যে সকল নিয়ম নিরূপিত হইয়াছিল, কালান্তরে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। যে সময়ে যে পরিবর্ত্ত হয় তাহার বিষয় ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

কোডরস বংশীয়েরাই প্রথম প্রথম আর্কন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কোডরসের পুত্র মিডন সর্বপ্রথম আর্কন পদ প্রাপ্ত হন। তিনি জাবজ্জীবন ঐ পদে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে এথেন্সনগরীয় প্রধান লোকেরা ঐ বংশের অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করেন। এইরূপে কোডরসের বংশের বার জন একাদিক্রমে আর্কন পদ প্রাপ্ত হন। কোডরসের মৃত্যুর পর এথেন্স নগরে রাজোপাধি রহিত হইয়া, স্নতন প্রকার রাজ্য শাসন প্রণালী আরম্ভ হয়। কিন্তু পুরবাসী প্রধান লোকেরা ঐ অভিনব শাসন প্রণালীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদিগের মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল রাজশক্তি এক ব্যক্তির হস্তগত না থাকিয়া সকলের হস্তগত হয়। অতএব, তাঁহারা আর্কন পদ রহিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু একবারে রহিত না করিয়া প্রথমে ঐ পদের কাল পরিমাণ সংক্ষেপ করিয়া আনিলেন। পূর্বে এই নিয়ম ছিল যিনি আর্কন

(১) আর্কন শব্দে বিচার কর্ত্তা আড়ম্বিক বিশেষ।

পদ প্রাপ্ত হইতেন তিনি যাবজ্জীবন ঐ পদে থাকিতে পারিতেন। এক্ষণে সে নিয়ম রহিত হইয়া আর্কনপদ দশ বর্ষমাত্র স্থায়ী হইল। খৃষ্টের পূর্ব ৭৫২ অব্দে এই নূতন নিয়ম হয়। তদবধি যিনি আর্কন পদ প্রাপ্ত হইতেন, তিনি দশ বৎসরের অধিক কাল ঐ পদে থাকিতে পারিতেন না। দশ বৎসর অতীত হইলে ঐ পদে অপর এক ব্যক্তি নিয়োজিত হইতেন। ক্রিয়াকাল এই নিয়ম চলিয়া ছিল। এই নিয়মাত্মসারে চারি জন আর্কন পদ প্রাপ্ত হন। এই চারি জনই মিডনের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। চতুর্থ আর্কন হিপমিনিসের অসাধুতা নিবন্ধন আর্কন নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম পুনর্বার পরিবর্তিত হইয়া খৃষ্টের পূর্ব ৬৮৩ অব্দে নূতন নিয়ম হয়। তদবধি নয় জন করিয়া বর্ষে বর্ষে আর্কন পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পূর্বে সমুদায় রাজশক্তি এক ব্যক্তির হস্তে ছিল। এক্ষণে সেই শক্তি নয় ব্যক্তির হস্তগত হইল। ঐ নয় ব্যক্তির প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র উপাধি এবং স্বতন্ত্র কার্য নির্দিষ্ট ছিল। নয় জনের মধ্যে যিনি সর্ব প্রধান হইতেন, তাঁহার উপরে ব্যবহার দর্শন প্রভৃতি কতিপয় কর্মের ভার সমর্পিত হইত। পূর্বে রাজার উপরে যে সমস্ত পৌরোহিত্য ক্রিয়া নির্বাহের ভার সমর্পিত ছিল, আর্কনপদস্থ দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎসমুদায় নিষ্পাদন করিতেন। তৃতীয় ব্যক্তির উপরে সৈন্যপতা কর্মের ভার ছিল। কিন্তু পারসীক সংগ্রামের পর ঐ ভার অন্যের উপরে সমর্পিত হয়। আর ছয় ব্যক্তি ব্যবস্থাপন কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

রাজপদ উঠিয়া গেলে রাজশক্তি ফলে ফলে প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তেই পতিত হয়। প্রধান ব্যক্তিদিগের শাসন কালে প্রজাগণ অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিল। তাঁহারা প্রজাগণের উপরে অত্যন্ত পীড়ন করিতেন। বিশেষতঃ আটকা দেশে লিখিত ব্যবস্থাপদ্ধতি ছিল না, এবং প্রধান ব্যক্তিদিগের উপরেই ব্যবস্থাপন কর্মের ভার সমর্পিত ছিল; এই উভয় কারণে প্রধান ব্যক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন, তাহাতে প্রজাগণের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। প্রজাগণ প্রধান ব্যক্তিদিগের উপরে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচার নিবন্ধন প্রজাগণের যে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট যখন

নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারা স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্যে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত আত্যন্তিক যত্ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের যত্নেই ড্রেকো নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টের পূর্বে ৬২৫ অব্দে ব্যবস্থাপন কার্যে নিয়োজিত হইলেন। অসম্ভব প্রজাগণের সান্ত্বনা নিমিত্ত প্রধান ব্যক্তিদিগকে কাজেকাজেই ড্রেকোর নিয়োগ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে হইল। ড্রেকো ব্যবস্থাপন কার্যে নিয়োজিত হইয়া যে ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রস্তুত করিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ হইল। ব্যবস্থাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইলে প্রধান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। কিন্তু ড্রেকো যে সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিলেন, তাহা প্রজাগণের নিতান্ত দুর্ষহ হইয়া উঠিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় গুরুতর অপরাধেই লোকের প্রাণ দণ্ড হইয়া থাকে; কিন্তু ড্রেকো যে নিয়ম করেন, তাহাতে সামান্য অপরাধেও প্রাণদণ্ড হইত। ড্রেকোর এইরূপ সংস্কার ছিল, কি সামান্য অপরাধ, কি গুরুতর অপরাধ, সকল অপরাধেই প্রাণদণ্ড হইতে পারে; প্রাণ দণ্ড না করিলে অপরাধের সমুচিত দণ্ড করা হয় না। ফলতঃ তিনি ব্যবস্থাপকের কার্যে নিয়োজিত হইয়া বহুতর নিষ্ঠুর নিয়ম করিয়া যান। এইরূপ কিস্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, ড্রেকো যে যে নিয়ম করেন তাহা কালীতে লিখেন নাই, রক্তে লিখিয়াছিলেন। এই কিস্বদন্তী দ্বারা ড্রেকোর কৃত নিয়মাবলীর নিষ্ঠুরতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় তদানীন্তন লোকেরা ড্রেকোর কৃত নিয়মাবলীর নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা রটাইয়া দেয় যে, তৎকৃত নিয়মাবলী রক্তে লিখিত হইয়াছিল। কি কারণে তিনি তত নিষ্ঠুর নিয়ম করেন, অধুনা তাহা অবগত হওয়া যায় না। যাহা হউক, তৎকৃত নিয়মাবলী প্রজাগণের নিতান্ত বিদ্বেষ হওয়াতে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইজিনা উপদ্বীপে প্রস্থান করেন, এবং সেই স্থানে দেহ ত্যাগ করেন।

পূর্বে প্রজাগণের মনে এই সংস্কার হয়, লিখিত ব্যবস্থাপদ্ধতি না থাকাতোই নগরীয় প্রধান ব্যক্তিয়া আমাদিগের উপরে অত্যাচার করে; ব্যবস্থাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইলে আর তাহারা

অত্যাচার করিতে পারিবে না। এই সংস্কার হওয়াতে তাহারা যত্নবান হইয়া ডেকোকে ব্যবস্থাপন কার্যে নিয়োজিত করে। কিন্তু তদ্বারা তাহাদিগের স্বাভীষ্ট লাভ হয় নাই। বরং প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বদ্ধিত হইয়া উঠিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচার উহাদিগের এত অসহ্য হইয়াছিল যে, রাজ্যভার যদি একানরূপে প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তান্তরিত হইয়া কোন দুরাচার হস্তে পতিত হয়, তাহাও উহাদিগের অনভীষ্ট ছিল না। প্রধান দলের মধ্যে কাইলন নামে এক ব্যক্তি প্রজাগণের বিরাগ দর্শন করিয়া রাজ্যলুপ্ত হইল এবং মনে মনে বিবেচনা করিল প্রজাগণ এক্ষণে প্রধান ব্যক্তিদিগের বিপক্ষ হইয়াছে, এখন রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হইলে প্রজাগণ কখনই প্রধান ব্যক্তিদিগের সহায়তা করিবে না, অতএব যদি আমি এ সময়ে রাজ্য লাভের চেষ্টা করি তাহা হইলে কুতকার্য্য হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া সে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬১২ অব্দে রাষ্ট্রবিপ্লাবনে উদ্যত হইল। মেগারার রাজ্যাপহারী থিয়াজিনিস সাহায্য দান করিবে অঙ্গীকার করিয়াছিল। কাইলন সেই সাহায্য প্রাপ্তির আশয়ে উৎসাহী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবনে প্ররুত হইল। কাইলন উচিত সময়ে স্বাভীষ্ট সম্পাদনের চেষ্টায় প্ররুত হইতে পারে নাই। থিয়াজিনিস কতগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, সেইগুলি লইয়াই কাইলন এথেন্সের দুর্গ অধিকার করিল। আটিকাবাসী প্রধান ব্যক্তিরা অকস্মাৎ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া চতুর্দিক হইতে সত্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাইলনকে দুর্গমধ্যে অবরোধ করিল। কাইলন এবং তাহার ভ্রাতা উভয়ে সুর্যোগক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু কাইলনের সহচরগণ পলাইতে পারিল না। তাহারা দুর্গমধ্যেই নিরুদ্ধ রহিল। শেষে, আর্কন মেগাক্লিস তাহাদিগের প্রাণহত্যা করিবেন না এই অঙ্গীকার করিতে তাহারা তাহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল। কিন্তু আর্কনেরা অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। উহাদিগকে স্বহস্তে প্রাপ্ত হইয়াই বধ করিলেন। তাহারা প্রাণের ভয়ে ইয়ুমিনাইডিস্ দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল না। মে-

গাঙ্ক্লিসের অভিমতে এই গুরুত্বপূর্ণ আচরিত হয়। তন্নিমিত্ত সকল লোকেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল। গ্রীস দেশে এই নিয়ম ছিল কেহ দেবস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে অবধ্য হইত। দেব জ্ঞা গৃহণ করিয়া বিষয়াস্তরে বিনিয়োগ করা এবং দেবতা স্থানের শরণগ্রাহী ব্যক্তিকে বধ করা ইত্যাদি কর্ম গ্রীস দেশীয়েরা দেবদেবী অধার্মিক লোকের কর্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। যে ব্যক্তি মোহ প্রযুক্ত ঐ সকল কর্ম করিত, সে জনসমাজে সাতিশয় নিন্দনীয় এবং সকলের অশ্রদ্ধেয় হইত। যে সকল ব্যক্তি শরণার্থী হইয়া দেবতা স্থান আশ্রয় করিয়াছিল, মেগাঙ্ক্লিসের অভিমতে তাহাদিগের বধ সাধন হওয়াতে সকল লোকে মেগাঙ্ক্লিসের উপরে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। মেগাঙ্ক্লিস দেবদেবী বলিয়া সর্বত্র নিন্দিত এবং ঘৃণিত হইতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কাইলনের বান্ধবগণ স্ত্রোত্র পাওয়া প্রজাগণের কোপোদ্দীপন করিতে লাগিল। উহার সর্বত্র এই কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মেগাঙ্ক্লিসের পাপেই এথেন্স নগরের এত দুর্দশা ঘটিয়াছে। মেগাঙ্ক্লিস নিষিদ্ধের আচরণ করাতে দেবগণ কুপিত হইয়াছেন, তাহাতেই এত বিপদ ঘটনা হইতেছে। কাইলনের বান্ধবগণের এই বাক্য, যোগ্য অবসরে প্রযুক্ত হওয়াতে সমধিক ফলোপধায়ী হইল। একে প্রজাগণের মনে (১) উপধর্ম নিবন্ধন ভয়

(১) উপধর্ম শব্দে কল্পিত ধর্ম; অনিষ্টের ঈশ্বর জ্ঞান। অদ্বিতীয় পর ব্রহ্মের আরাধনাই যথার্থ ধর্ম। মানুষ জন্ম প্রযুক্ত যথার্থ ধর্মে উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর বোধে কল্পিত দেবগণের যে পূজা ও আরাধনা করে তাহাই উপধর্ম শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে। উপধর্ম নিবন্ধন মানুষের বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হয়। উপধর্ম হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে মানুষের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা থাকে না। তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতিরেকেও মানুষের সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশীয়দিগের মন উপধর্ম প্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত ছিল। অতএব তাহারা আপোলো, জিউস, মিনর্বা প্রভৃতি কল্পিত দেব দেবীর পূজায় রত হয়। কোন মূর্তন ঘটনা হইলে তাহারা তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্ত হইত না। তাহারা আপোলো ও জিউস প্রভৃতি কল্পিত দেব দেবীর পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের নিকটে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিত। পূজক ও পূজয়িত্রীগণ অস্পষ্ট উত্তর প্রদান করিয়া বলিত, ~~আমরা দেবতার এই অনুমতি হইয়াছে~~ তোমরা এইরূপ অনুষ্ঠান কর। এইরূপে পূজক ও পূজয়িত্রীগণ গ্রীস দেশীয়দিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া স্বার্থ

জন্মিয়াছিল, তাহাতে আবার কাইলনের বাজবগণের উদ্দীপক বাক্যের যোগ হওয়াতে তাহাদিগের সেই ভয় অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। রাজ্য মধ্যে পূর্বে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রজাগণের মনে উপধর্ম নিবন্ধন ভয়ের সমধিক প্রাচুর্য্য হওয়াতে সেই গোলযোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইল। শেষে একপ হইয়া উঠিল যে, সম্বর কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত গোলযোগ নিবারণ না করিলে রাজ্য ছার খার হইয়া যায়।

তাদৃশ সঙ্কট সময়ে নগর রক্ষা করিতে পারেন একপ লোক। এথেন্সনগরে তৎকালে সোলন ভিন্ন অন্য কেহ ছিলেন না। সোলনের উপরেই সকলের চোখ পড়িল। সোলন অতি বিজ্ঞ এবং অতি বিনীত ছিলেন। সোলনের গুণাবলী কাহারও অবিদিত ছিল না। অতএব সকল লোকেরই মনে একরূপ আশা জন্মিল যদি সোলন কর্ণধারম্ভন, তাহা হইলে আমরা এ বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। সোলনেরও যে প্রকার গুণ ছিল তাহাতে তিনি যে, তাহাদিগের আশা পূর্ণ করিতে পারিবেন তাহারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সোলন এক্সিসেস্টিডিসের পুত্র, কোড্রুসের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সোলন দীর্ঘকাল স্বদেশে ছিলেন না, দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অমূল্য জ্ঞানরত্ন উপার্জন করিয়া এবং নানা দেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কাইলনের বিদ্রোহাশুষ্ঠান নিবারণের অব্যবহিত পরেই সোলন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দেশের দুর্দশার পরিসীমা নাই; সকলই

সাধন করিত। গ্রীস দেশীয়েরা তাহাদিগের বাক্যে প্রতারিত হইয়া যথার্থ কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইত না, সুতরাং আপনাদিগের ক্লেশের নিরাকরণ করিতে পারিত না। প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচারে এবং কাইলনের ধূর্তভায় এথেন্সনগরীয়দিগের যে কষ্ট হয়, তাহার তাহা বুঝিতে না পারিয়া উপধর্ম প্রভাবে মনে করিল দেবগণের কোপেই এথেন্সনগরের দুর্দশা ঘটতেছে। এই মনে করিয়া এথেন্সনগরীয়েরা মেগাক্লিস ও তাঁহার সহচর গণকে অকারণ স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দেয় এবং আপনারাও অনর্থক কষ্ট পায়। এইরূপ উপধর্ম প্রভাবে বহু স্থলে বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হয়।

গোলযোগের কাণ্ড, কোন বিষয়ে শৃঙ্খলা নাই; কেহ কাহার বাক্যের বশ নয়, সকলই স্বস্থ প্রধান; মেগারা দেশীয়েরা সেলামিস্ উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লইয়াছে, এথেন্স নগরীয়দিগের এক্রূপ সামর্থ্য নাই যে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়; উহারা বিপক্ষগণকে দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত বহুবীর্য চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই, শেষ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে। সোলন স্বদেশের এইরূপ দুর্দশা দেখিয়াও ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তিনি আপনার বুদ্ধি কৌশল ও যত্ন দ্বারা দেশীয় লোকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া তাহাদিগকে পুনরবার যুদ্ধে প্রবর্তিত করিলেন এবং স্বয়ং সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেলামিস উপদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শত্রুগণকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন। খৃষ্টের পূর্ব ৬০৪ অব্দে এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়।

পূর্বাধিই সোলনের সর্বত্র সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু সেলামিসের যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে তাঁহার যশোগান সর্বত্র গীতমান হইতে লাগিল। সেলামিসের যুদ্ধজয়ের পর তিনি নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মেগাক্লিসের উপরে সকলেই বিরূপ। মেগাক্লিসের অপরাধেই যত বিপদ ঘটনা হইতেছে, সকলের এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে। অতএব তিনি সমধিক শিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মেগাক্লিসকে এবং তাঁহার দলের লোকদিগকে এই বলিয়া লওয়াইলেন, প্রজাগণ যে নিমিত্ত তোমাদিগের উপর এত বিরক্ত, সে বিষয়ের মীমাংসা করা কর্তব্য। সোলন এইরূপ কৌশলক্রমে প্রথমে মেগাক্লিস এবং তাঁহার দলের লোকদিগের মত করিলেন। পশ্চাৎ তাঁহাদিগের বিষয়ের বিচারের নিমিত্ত তিন শত প্রধান লোক নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা বিচার করিয়া সকলকেই দোষী ঘোষণা করিলেন। দোষীগণ খৃষ্টের পূর্ব ৫৯৭ অব্দে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। এথেন্স নগরীয়দিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল মেগাক্লিসের পাপে এথেন্সনগর পতিত হইয়াছে, নগরের পাতিত্য নিবন্ধন দেবগণ অপ্রসন্ন হইয়াছেন, যাবৎ নগরের পবিত্রতা সম্পাদিত না হইবে তাবৎ দেবগণ প্রসন্ন

হইবেন না । অতএব সোলন নগরের পবিত্রতাসাধন নিমিত্ত দ্বি-ট উপদ্বীপ হইতে এপিমিনাইডিসকে আনাইলেন । এপিমিনাইডিসের এইরূপ খ্যাতি ছিল যে, দেবগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হইয়া থাকে ; যাহাতে দেবগণের কোপ শাস্তি হয় তাদূশ স্বস্তায়ন কর্মে তিনি সবিশেষ পারগ । এই প্রকার খ্যাতি থাকাতে তিনি পরম যত্নে এথেন্সনগরে আনীত হইলেন । এপি-মিনাইডিস এথেন্সনগরে উপনীত হইয়া ধর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষের যথা-বিধি অনুষ্ঠান করিলেন । তাহাতে প্রজাগণের ভয় শাস্তি হইল । উহার। তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিল । অনন্তর এপিমিনাইডিস স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন ।

এপিমিনাইডিসের অনুষ্ঠিত শাস্তি কর্ম্ম দ্বারা প্রজাগণের উদ্বেগ শাস্তি হইলে পর উহার। রাজ্য সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে মনোনিবেশ করিল । রোমনগরের ন্যায় এথেন্সনগরে ঋণাদান বিষয়ক অতি নিষ্ঠুর নিয়ম প্রচলিত ছিল । অধমর্ণগণ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে উত্তমর্ণের। তাহাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করিত এবং দাসগণের ন্যায় তাহাদিগকে দেশান্তরে বিক্রয় করিত । এই নি-ষ্ঠুর নিয়ম প্রচলিত থাকাতে অনেকেই নিতান্ত দুঃবস্থা গুস্ত হ-ইয়াছিল । যে সকল ব্যক্তি ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতেছিল, তাহার। প্রাণপণে এই চেষ্টা করিতে লাগিল যে, প্রচলিত রাজ্য শাসন প্রণালী এবং রাজকীয় নিয়মাদির কোন রূপে পরিবর্ত্ত হয় । প্রচলিত রাজ্য শাসন প্রণালী এবং রাজকীয় নিয়মাদির পরিবর্ত্তন বিষয়ে তা-হারাই যে কেবল যত্নশীল হইয়াছিল এমন নহে, রাজ্যের সমু-দায় প্রজাই তদ্বিষয়ে যত্নবান হয় । কি কৃষক, কি পশুপালক, কি বণিক্, রাজ্যের সমুদায় লোকই বিষয় বিশেষে অসুখী ছিল, অত-এব তাহার। সকলেই প্রচলিত রাজ্য শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন বিষয়ে অতিশয় উৎসুক প্রদর্শন করিতে লাগিল । ওদিকে, প্র-ধান ব্যক্তির। রাজ্যের মধ্যে অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী ছিল । রা-জ্যের উৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমি সকল উহাদিগের হস্তগত ছিল । সা-মান্য প্রজাগণের ঋণ গ্রহণের আবশ্যকতা হইলে তাহার। প্রধান

ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিত । তাহাতে প্রধান ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট লাভ ছিল । কিন্তু পূর্বরীতির পরিবর্ত্ত হইলে উহাদিগের লাভাংশের ক্ষতি হয় । অতএব যাহাতে পূর্বরীতির পরিবর্ত্ত না হয় উহারা সেই চেষ্টা করিতে লাগিল । এইরূপে উভয় পক্ষ আপন আপন ইচ্ছা-সাধনে উদ্যত হইলে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল । সোলন উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জে প্রবৃত্ত হইলেন । উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মধ্যস্থ করিল । সোলন খৃষ্টের পূর্ব ৫৯৪ অব্দে আর্কন উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নূতন রাজাশাসনপ্রণালী স্থাপন করিবার এবং নূতন ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলেন । তিনি ব্যবস্থাপন কার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া যে যে সূতন নিয়ম করেন, তাহার বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে ।

ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন প্রজাগণের যথেষ্ট কষ্ট হইতে ছিল, সোলন সেই কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত অগ্রে ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের সংশোধন বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন । এথেন্সনগর প্রচলিত ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের এক প্রকরণে এই বিধি ছিল, যদি অধমর্ণ ঋণপরিশোধে অসমর্থ হয় তাহা হইলে উত্তমর্ণ তাহাকে রুদ্ধ করিয়া দাসবৎ বিক্রয় করিতে পারিবে । যে অংশে এই বিধি ছিল সোলন তাহা রদ করিলেন । ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের ঐ নিষ্ঠুর অংশ রহিত হওয়াতে অনর্থের মূল এককালে উৎপাটিত হইল । অসমর্থ অধমর্ণদিগের যে সকল ভূমি বন্ধক ছিল, সোলন মুক্ত করিয়া দিলেন । সোলনের প্রযত্ন দ্বারা অধমর্ণের পক্ষে বহুতর উপকার হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহাতে উত্তমর্ণের পক্ষে আভ্যন্তিক ক্ষতি হয় সোলন এরূপ করেন নাই । ফলতঃ তিনি কোন পক্ষের অন্যায়ে ও অহিত না করিয়া সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন ।

যে সকল বিষয়ের অগ্রে মীমাংসা করা অত্যন্ত আবশ্যিক, সোলন প্রথমে তাহার মীমাংসা করিয়া পশ্চাৎ অন্য অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন । ডেকো যে সকল নিয়ম নিবন্ধ করিয়া যান সোলন তাহার সমুদায়ই প্রায় রক্ষিত করিলেন । ইত্যাবিষয়ক

ডেকোর যে যে নিয়ম ছিল, তাহাই কেবল অপরিবর্তিত রহিল । যাহারা পূর্বে এথেন্স হইতে নির্ধাসিত হইয়াছিল, সোলনের কৃত নিয়ম দ্বারা তাহাদিগের নির্ধাসনাক্রম রহিত হইল । তাহারা পুনরায় এথেন্সনগরে প্রত্যাগমন করিল । বিদেশীয় যে সকল ব্যক্তি আপন আপন জন্মভূমির সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিভ্যাগ পূর্কক পরিবার লইয়া এথেন্সনগরে বাস করিয়াছিল, তাহারা এথেন্সের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইল । এথেন্সের নাগরিক ব্যক্তিদিগের যে যে বিষয়ে যেরূপ অধিকার ছিল, উহাদিগেরও সেই সেই বিষয়ে সেইরূপ অধিকার জন্মিল । সোলনের পূর্বে এথেন্সনগরে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যাহার যেমন বংশে জন্ম হইত সে তদনুরূপ বিষয়ে এবং তদনুরূপ কর্মে অধিকারী হইত । প্রধান বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ম স্বতন্ত্র এবং হীন বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ম স্বতন্ত্র নিরূপিত ছিল । প্রধান বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিরা প্রধান বিষয়ে এবং প্রধান কর্মে অধিকারী ছিল । অপেক্ষাকৃত হীন বংশজাত ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত হীন বিষয়ে এবং হীন কর্মে অধিকারী হইত । সোলন জন্মাব্যাসারিণী পদমর্যাদা পরিবর্তিত করিয়া বিভাব্যাসারিণী পদমর্যাদার নিয়ম করিয়া দিলেন । যাহার অপেক্ষাকৃত অধিক বিষয় ছিল, সে অপেক্ষাকৃত প্রধান কর্মের অধিকারী হইল । যাহার অপেক্ষাকৃত বিষয় অল্প ছিল, সে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কর্মে অধিকারী হইল । সোলন বিভাব্যাসারিণী পদমর্যাদার নিয়ম করাতে এথেন্স নগরীয়দিগের বহু অনর্থের মূল জন্মনিবন্ধন অভিমান কালান্তরে উন্মূলিত হইবে এরূপ সম্ভাবনা হইল । পূর্বে যে হীন জাতির যে কর্মে অধিকারলাভ মনোরথের অবিস্ম ছিল, এক্ষণে সেই জাতির সেই কর্মে অধিকার প্রাপ্তি সহজ হইয়া উঠিল । যে ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিই উচ্চ কর্মে অধিকারী হইবে, এই নিয়ম করিয়া সোলন অতি হীন জাতিরও উচ্চ প্রাপ্য উচ্চ কর্মের অধিকারী হইবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন ।

• সোলন বিভাব্যাসারিণী পদমর্যাদার নিয়ম করিয়া কি প্রধান কি অপ্রধান এথেন্সনগরের আবর্তী লোককে স্ব স্ব বিভাব্যাসারে

চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। পাঁচশত (১) মিডিম্নস্ পরিমিত শস্য অথবা অন্য দ্রব্য যাহাদিগের বার্ষিক আয় মিডিম্নে ছিল, তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইল। তিনশত মিডিম্নস্ যাহাদিগের বার্ষিক আয়, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এবং যাহাদিগের দেড়শত মিডিম্নস্ বার্ষিক আয়, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইল। তৃতীয় শ্রেণীর আয় অপেক্ষা যাহাদিগের আয় কম ছিল, তাহারা চতুর্থ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল। রাজ্যের মধ্যে যত প্রধান রাজকর্ম ছিল তৎসমুদায় প্রথম শ্রেণীর লোকেরাই প্রাপ্ত হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকর্ম প্রাপ্ত হইতে পারিত। যে ব্যক্তি যে শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল সেই শ্রেণীর অনুসারেই তাহার কর্তব্য কর্ম নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যুদ্ধ কালে অশ্বারোহ সৈন্যের, তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা গুরু শস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্যের, চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা লঘু শস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্যের কর্ম নির্দ্ধারিত করিত।

এথেন্সনগরীয় সাধারণ সভায় পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর লোকই সভা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ সভায় কাহারও গৌরবের এবং সম্মানের ম্যুনাতিরেক ছিল না। প্রধান সভার সভাগণ যে সমস্ত বিষয় কর্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন তৎসমুদায় সাধারণ সভাবিবেচনার্থ সমর্পিত হইত। সেই সকল প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন অংশ পরিবর্ত করিবার কিম্বা তাহাতে কিছু মূতন যোগ করিবার আবশ্যকতা হইলে সাধারণ সভার সভাগণ পরিবর্ত ও যোগ করিতে পারিতেন। সোলনের পূর্বে প্রাড়্‌বিবাকদিগের হস্তে যে সকল ক্ষমতা অর্পিত ছিল, সোলনের কৃত নিয়ম দ্বারা তাহার কোন পরিবর্ত হয় নাই; বিশেষের মধ্যে এই মাত্র হইয়াছিল, তাহারা আপন আপন ক্ষমতানুসারে যে যে কর্ম নির্দ্ধারিত করিতেন, আবশ্যক হইলে নাগরিক লোকদিগের নিকটে তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হইত। অপর, প্রাড়্‌বিবাকদিগের উপরে ব্যবহার দর্শনাদি কর্মের যে ভার ছিল তাহারও পরিবর্ত হয় নাই। কিন্তু প্রাড়্‌বিবাকেরা বিচার করিয়া যে আজ্ঞা দিতেন, অর্থী ও

প্রত্যাখ্যাত উভয়ের অন্যতর কোন ব্যক্তি তাহাতে অসম্ভব হইলে
সে নাগরিক লোকদিগের নিকটে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে
পারিত ।

এথেন্সনগরে বিউলি নামে এক মহতী সভা ছিল । কোন ব্য-
ক্তি প্রথমে ঐ সভা স্থাপন করেন, অধুনা অবগত হওয়া যায়
না । কিন্তু প্রাচীন কালের লোকদিগের এইরূপ সংস্কার ছিল,
সোলন ঐ সভা স্থাপন করিয়াছিলেন । ঐ সভার চারি শত সভ্য
সংখ্যা নিয়মিত ছিল । চতুর্থ শ্রেণীর লোক ব্যতিরেকে আর তিন
শ্রেণীর লোক ঐ সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইত । সভা নিয়োগ
কালে যে সে সভ্যপদ প্রাপ্ত হইতে পারিত না । সভ্যপদাকাজী-
দিগের বয়স ও সঙ্গতির বিবেচনা ছিল । যাহার বয়স ত্রিশ বৎস-
রের নূন, সে ব্যক্তি ঐ সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইত না । যাহারা
সভ্যপদ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা এক বৎসরের অধিক তৎপদে
থাকিতে পারিতেন না । সভ্যগণ অনায়াস করিলে বৎসরান্তে নাগ-
রিক লোকদিগের নিকটে তাহার বিচার হইত । রাজ্যসংক্রান্ত
যে সকল বিষয় সাধারণ সভার বিবেচনার্থ সমর্পিত হইত, বিউলি
নামে মহাসভার সভ্যগণ প্রথমে সেই সকল বিষয়ের পাণ্ডুলেখা
করিতেন । এই কর্মই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম বলিয়া পরিগণিত
ছিল । করাদান প্রভৃতি অন্য অন্য কর্মের ভারও তাঁহাদিগের
উপরে সমর্পিত ছিল । এথেন্সনগরে এরিয়োপেগস নামে যে আর
এক সভা ছিল, অনেকে বলেন তাহাও সোলনের স্থাপিত । কিন্তু
আটিকাদেশ প্রসিদ্ধ উপাখ্যান পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায়
ঐ সভা সোলনের পূর্বাধি এথেন্সনগরে স্থাপিত ছিল । ঐ সভার
উপরে যে যে কর্মের ভার ছিল, তাহা এক্ষণে বিশেষরূপে জা-
নিতে পারা যায় না । অন্যের অজ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, গৃহে অগ্নিদান
বিষদান, হত্য প্রভৃতি যে সকল গুরুতর গর্হিত কর্ম বাজ্যমধ্যে
অস্বস্তি হইত, এরিয়োপেগসের সভ্যগণের উপরে তাহার যোগ্য-
বধান ও বিচার করিবার ভার সমর্পিত ছিল ।

যে লো-

এথেন্সনগরীয় যে সাধারণ সভার কথা পূর্বে উল্লিখিত
কাদেশ-
যাছে, তাহার সভ্যগণ প্রতিমাসে এক এক বাব সভাসংক্রান্ত

বিশ্ব হইয়া স্বকর্তব্য কর্মের আলোচনা করিতেন। সমুদায় কা-
র্যাই সভাগণের মতগ্রহণসাপেক্ষ ছিল। সভাগণ মত প্রদান
কালে বাক্য দ্বারা আপন আপন মত ব্যক্ত না করিয়া হাত তুলিয়া
মত ব্যক্ত করিতেন। মতগ্রহণকালে কে কোন শ্রেণীর
লোক এ বিবেচনা হইত না। সকলেরই মত তুল্যরূপে পরিগৃ-
হীত হইত। দরিদ্র এবং ধনী বলিয়া মতের বলাবল বিবেচনা
ছিল না। সভা স্থলে ধনবান ব্যক্তির মতের যেমন গৌরব, এক
জন সামান্য দরিদ্র প্রজার মতেরও তেমনি গৌরব ছিল। সভাগ-
ণের মধ্যে কেহ বক্তৃতা করিতে চাহিলে বক্তৃতা করিতে পারি-
তেন। কিন্তু যাহাদিগের বয়স পঞ্চাশতের অধিক, তাঁহারা অগ্রে
বক্তৃতা করিতেন। বিংশতি বর্ষের নূনে কেহ সাধারণ সভার স-
ভাপদ প্রাপ্ত হইয়া সভার কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।

এথেন্সনগরে হেলায়িয়া নামে একটী প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ ছিল।
ছয় হাজার লোক ঐ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারাসনে আসীন হইয়া
ব্যবহার দর্শন করিত। যাহারা প্রথম নিয়োজিত হইত, তাহা-
রাই চিরকাল তৎপদে অধিষ্ঠিত থাকিত না। বর্ষে বর্ষে ছয় হা-
জার করিয়া লোক বিচারকের পদে নিয়োজিত হইত। নগরের
কোন ব্যক্তিরই ঐ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক পদ প্রাপ্তি নিষিদ্ধ ছিল
না। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কেহ ধর্ম্মাসনে আসীন
হইতে পারিতেন না। সোলনের একরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে, প্রধান
ধর্ম্মাধিকরণে সামান্য বিষয়ের বিচার হয়। যে সকল বিষয়ের অ-
নুষ্ঠান হইলে প্রচলিত রাজ্যশাসন প্রশালী এবং রাজকীয় বিধির
বিরুদ্ধ ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা হইত, প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে স-
চরাচর সেই সকল বিষয়েরই বিচার হইত।

মানুষের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না, ক্রমে ক্রমে পরি-
বর্ত্ত হইয়া যায়। অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে পূর্বতন নিয়মাদির
ওর্ত্তন আবশ্যিক হয়। সোলন পরিণাম দর্শিতাশূণ্য প্রভাবে ইহা
রণ প্রণয়ন অবগত ছিলেন। অতএব তিনি নাগরিক লোকদিগের
বহার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার এবং নিয়মের দোষ সংশোধন
কিন্তু প্রভার সমর্পণ করিয়া যান। নাগরিক লোকেরা, আবশ্যক

হইলেন, পূৰ্ণ নিয়মাদির পরিবর্তন এবং দোষ সংশোধন করিত । এথেন্স নগরে এই নিয়ম ছিল সন্তানের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত মাতাপিতা আপন আপন সন্তানের শিক্ষা কার্যের ভার গ্রহণ করিতেন । ষোড়শ বর্ষের পর দুই বৎসর কাল উহারা ব্যায়াম ও অস্ত্র শিক্ষা করিত । ব্যায়াম ও অস্ত্র শিক্ষা কালে উহাদিগকে অত্যন্ত কঠিন নিয়মের পরতন্ত্র থাকিতে হইত । উহাদিগকে ব্যায়াম ও অস্ত্র শিখাইবার নিমিত্ত রাজ্যতন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র লোক নিয়োজিত হইত । তাহারাই ব্যায়াম ও অস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা দান করিত । অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে পর উহাদিগকে কেবল অস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত । অষ্টাদশ বর্ষের পর উহারা নাগরিক পদ প্রাপ্ত হইত । এথেন্সের নাগরিক লোকেরা যে যে বিষয়ে এবং যে যে কর্মে অধিকারী ছিল, উহারা সেই সেই বিষয়ে এবং সেই সেই কর্মে অধিকারী হইত । ষাটি বৎসর বয়স পর্যন্ত উহাদিগকে যুদ্ধে যাইতে হইত ।

এথেন্সনগরে স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার প্রথা ছিল না । এথেন্সনগরীয়েরা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অমুরাগ প্রদর্শন করা দুঃস্বপ্নের থাকুক, প্রত্যুত বিরাগই প্রদর্শন করিত । স্ত্রী লেখা পড়া শিখিলে তৎ সহবাসে স্বামীর যে অতুল আনন্দ সুখ লাভ হইয়া থাকে, এথেন্স নগরীয়েরা তাহাতে বঞ্চিত ছিল । এথেন্সনগরীয় স্ত্রীগণের প্রকাশিত স্থলে গমন অসম্ভব ছিল না ।

আটিকা দেশ সমুদ্রের নিকটবর্তী । আটিকা দেশ সমুদ্রের নিকটস্থ দেখিয়া সোলন এই বিবেচনা করিলেন, এ দেশে নৌবিদ্যার বিলক্ষণ অমুশীলন হইতে পারে; এ দেশের লোক যদি নৌবিদ্যার অমুশীলন করে, তাহা হইলে দেশের উত্তরোত্তর সৌভাগ্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে । এই বিবেচনা করিয়া তিনি আটিকা দেশে জাহাজ নির্মাণ প্রথা প্রবর্তিত করিলেন এবং এই নিয়ম প্রচার করিয়া দিলেন যে, জাহাজ সকলের ব্যবহার যোগ্যতা সম্পাদন নিমিত্ত যত প্রয়োজনীয় যত লোক আবশ্যক, দেশীয় লোকদিগকে তৎ সমুদায় যোগাইতে হইবে । পূর্বে আটিকা দেশ বাসী সমুদায় লোকের চারি শ্রেণীতে বিভাগের কথা উল্লিখিত

হইয়াছে। এই চারি শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী বার বার অংশ করিয়া সমুদায়ে আটচল্লিশ অংশে বিভক্ত হয়। সোলন সেই আটচল্লিশ অংশের প্রত্যেকের উপরে এক এক জাহাজের আবশ্যক দ্রব্য ও লোক যোগাইবার ভার সমর্পণ করিলেন।

বাণিজ্য ও শিল্প এই উভয় কার্যের বাহাতে সমধিক বৃদ্ধি হয়, সোলন তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের সমাগম ও বসতি না হইলে স্বদেশীয় বাণিজ্য এবং শিল্প কার্যের সবিশেষ ত্রীবৃদ্ধি হয় না। সোলনের এই সংস্কার হওয়াতে তিনি বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্তিশয় সাদর ব্যবহার করিতেন। বিদেশীয় যে সকল ব্যক্তি আটিকায় আসিয়া বাস করিত, সোলন বিবিধ যত্নে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এক দেশের লোক যদি দেশান্তরে গিয়া বসতি করে, তাহা হইলে সে সেদেশের লোকের ন্যায় সকল কর্ম্ম এবং সকল বিষয়ে অধিকারী হয় না; বিশেষতঃ সে বিদেশীয় বলিয়া সকলের উপেক্ষিত হয়; অনেক স্থলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে সকল বিদেশীয় ব্যক্তি আটিকায় গিয়া বসতি করিত, তাহারা সোলনের শাসনানুসারে সর্বত্র সমাদৃত হইত এবং আটিকাবাসীদিগের ন্যায় কোন কোন বিষয়ের এবং কোন কোন কর্ম্মের অধিকার প্রাপ্ত হইত। বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি সোলনের এইরূপ স্নেহ ও সাদর ব্যবহার থাকাতে, বিদেশীয় বহু ব্যক্তি আটিকায় গিয়া বসতি করে; তাহাতে শিল্প ও বাণিজ্য কার্যের সবিশেষ ত্রীবৃদ্ধি হয়। যে সকল বিদেশীয় লোক আটিকায় বসতি করিত, তাহাদিগকে বিদেশীয় বলিয়া কেবল কিছু কিছু কর প্রদান করিতে হইত।

সোলনের পূর্বে আটিকাদেশে দাসগণের যে অবস্থা ছিল সোলনের কৃত নিয়ম দ্বারা তাহার কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। গ্রীস-দেশের অন্তঃপ্রাণী অন্য অন্য স্থানের দাসগণের অবস্থা অপেক্ষা আটিকাদেশীয় দাসগণের অবস্থা অনেক উত্তম ছিল বটে, কিন্তু সর্বত্র উৎকৃষ্ট ছিল না। কোন কোন বিষয়ে আটিকাদেশীয়েরা দাসগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। ঐ

নিষ্ঠুর ব্যবহার আটিকাদেশীয় রাজকীয় বিধির অননুমোদিত ছিল না। যে বিধির অননুমোদিত ছিল, সোলন তাহা রহিত করেন নাই। সোলন এমন বিজ্ঞ হইয়াও তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত করিলেন না কেন? ইহার উত্তর দান স্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মানুষ কখন সর্বতোভাবে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইতে পারে না। সোলন কেবল ভ্রম বশতই উক্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত করেন নাই। গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য স্থানের লোকদিগেব ঐ বিষয়ে ঘেঁরুপ কুসংস্কার ছিল, সোলনও ঐ বিষয়ে সেইরূপ কুসংস্কার পরতন্ত্র ছিলেন; অন্য অন্য স্থানের লোক অপেক্ষা ঐ বিষয়ে তিনি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই।

সোলন যে যে নিয়ম নিবদ্ধ করেন, তৎসমুদায় কাষ্ঠ ফলকে ক্ষোদিত হইয়া প্রথমে এথেন্সের দুর্গ মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ অধিকতর সুবিধার নিমিত্ত আইটানিয়ম নামক প্রধান সভার উপবেশন স্থানে স্থাপিত হয়। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে ব্যবস্থাপন ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে পর সোলন দেশ ভ্রমণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। দশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্য-গমন করেন নাই। সোলন যে সময়ে দেশ ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে লিডিয়ার অধিপতি ক্রিসস এবং ইজিপ্টের অধিপতি আমেসিস এই উভয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। খৃষ্টের পূর্ব ৫৬২ অব্দে সোলন এথেন্সনগরে ফিরিয়া আইলেন। এথেন্সে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দেশের মধ্যে তিনটা দল হইয়াছে; তিন দলেই পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার কৃত রাজ্যশাসন প্রণালী এবং তৎকৃত ব্যবস্থাপদ্ধতির উৎসাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; তিন জন প্রধান লোক তিন দলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন; লাইকর্গস্ এক দলের, মেগাক্লিস্ দ্বিতীয় দলের এবং পিসিস্ট্রেটস তৃতীয় দলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। সোলন বিবাদ শান্তি করিয়া পরস্পরের ঐক্য সম্পাদন নিমিত্ত যন্তর যত্ন পাইলেন, কিন্তু তাঁহার যত্ন বিফল হইল।

• পিসিস্ট্রেটসের অভিশয় বস্তুতঃ শক্তি এবং দানশক্তি ছিল। তিনি ঐ উভয় গুণদ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া স্বয়ং রা-

জোশ্বর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি স্বয়ং স্বশরীরে আঘাত করিয়া, বিপক্ষগণই যেন বাস্তবিক তাঁহার শরীরে আঘাত করিয়াছে এইরূপ ভান করিয়া, প্রজাগণের সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার শরীরে আঘাত চিহ্ন দেখাইয়া এই কথা कहিলেন, আমি সর্বদা তোমাদিগের হিত চেষ্টা করি বলিয়া আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে; বিপক্ষগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া এই আঘাত করিয়াছে। প্রজাগণ তাঁহার ক্লান্ত বাক্যে ভুলিয়া গেল এবং তাঁহার শরীরে আঘাত চিহ্ন দর্শন করিয়া সেই আঘাত বাস্তবিক শত্রুকৃত বোধ করিয়া তাঁহার শরীর রক্ষার্থ একদল সৈন্য নিয়োগের অমুমতি করিল। পিসিস্ট্রেটস সেই সৈন্য হস্তগত করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। মেগাক্লিস এবং তাঁহার বাঙ্কবগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজ্যাপহরণোদ্যত পিসিস্ট্রেটস কোন রূপে স্বাভীষ্ট সাধনে সমর্থ না হন, সোলন অগ্রে এই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তদবধি তিনি আর রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। লাইকর্গস এবং তাঁহার বাঙ্কবগণ তৎকালে শাস্তভাবে রহিলেন। অতএব লোকে বোধ করিতে লাগিল যে, তাঁহারা পিসিস্ট্রেটসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টের পূর্ব ৫৬০ অব্দে পিসিস্ট্রেটসের অন্যায়গৃহীত রাজত্ব আরম্ভ হইল।

পিসিস্ট্রেটস অতিশয় চতুর ছিলেন, রাজ্যপদ হস্তগত হওয়া-তেই সন্তুষ্ট হইলেন; লোকের নিকটে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করা অনাবশ্যক এবং অনিষ্টকলক বিবেচনা করিয়া রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন না। তিনি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় থাকিতেন। তিনি মধ্য মধ্যে সোলনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। সোলন রাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। খৃষ্টের পূর্ব ৫৫৯ অব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। রাজ্যপদ পিসিস্ট্রেটসের হস্তগত হইল বলিয়া লাইকর্গস ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তিনি শুভ সময় প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন। সুসময় উপস্থিত হইলে তিনি মেগাক্লিসের সহিত যোগ করিয়া

পিসিস্ট্রেটসকে এথেন্স হইতে তাড়িয়া দিলেন । পিসিস্ট্রেটসের অমায়োপান্ত রাজত্ব এক বৎসরের বড় অধিক কাল ছিল না ।

লাইকর্গস এবং মেগাক্লিস উভয়ে একপরামর্শী হইয়া পিসিস্ট্রেটসকে এথেন্সনগর হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া আপনারা রাজত্ব করিতে লাগিলেন । প্রজাগণ তাঁহাদিগের উভয়ের উপরেই বড় তুষ্ট ছিল না । উভয়ের পরস্পর প্রণয়ও ছিল না । ক্রুরপে পরস্পর পরস্পরের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন, উভয়ের আন্তরিক এই চেষ্টা ছিল । মেগাক্লিসের মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে তিনি পিসিস্ট্রেটসের সহিত যোগ করিলেন ; তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পূর্বপদ প্রাপ্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন । পিসিস্ট্রেটস তন্মত গ্রহণই হইয়া এথেন্সে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ ক্ষত্রের সহায়তা দ্বারা স্বপদ প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই উভয়ের প্রণয় ভঙ্গ হইয়া গেল । পিসিস্ট্রেটস মেগাক্লিসের কন্যার সহিত পরিণীত পত্নীর ন্যায় ব্যবহার না করাতে মেগাক্লিস এবং তাঁহার বান্ধবগণ সেই অপমানে অতিশয় কুপিত হইয়া লাইকর্গসের সহিত পুনরায় যোগ করিলেন । সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া পিসিস্ট্রেটসকে পুনরায় নগর হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন ।

পিসিস্ট্রেটস এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া ইরিট্রিয়ায় গমন করিলেন এবং, আর কখন নষ্ট রাজ্যের উদ্ধার চেষ্টা করিবেন না এই সঙ্কল্প করিলেন । কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিপিয়েস সর্বদা তাঁহার উৎসাহ শক্তির সন্মুখগণ করাতে ঐ চেষ্টায় তাঁহার পুনঃ প্ররুতি জন্মিল । এথেন্সনগর আক্রমণের উদ্দেশ্যে হইতে লাগিল । পিসিস্ট্রেটস গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্বসদৃশ রাজ্যাপহারী অন্য অন্য রাজগণের সহিত যোগ করিলেন । এইরূপে উদযোগ করিতে করিতে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল । শেষে তিনি একদল বেতনভুক সৈন্য লইয়া সারাথনে উপনীত হইলেন । বিপক্ষগণ তাঁহার আগমন সমাচার শ্রবণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইল । এথেন্স হইতে সারাথনে যাই-

বার পশ্চিমদ্যে উভয় সেনাদলের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধকাল কর্তব্য সমুচিত সাবধানতা না থাকাতে পিসিস্ট্রেটসের বিপক্ষগণ রণস্থলে পরাজিত হইল। পিসিস্ট্রেটস তৎক্ষণাৎ এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে সকল ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা যদি আর কোন অনিষ্ট চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি কাহাকে কিছু বলিবেন না। বিপক্ষপক্ষীয় সেনাগণ এই আশ্বাসন বাণী শ্রবণ করিয়া মমর পরাজ্য হইল। পিসিস্ট্রেটস পুনর্বার নির্বিন্যাসে এথেন্সের অধীশ্বর হইলেন।

এথেন্সের রাজত্ব দুই দুই বার পিসিস্ট্রেটসের হস্ত পরিভ্রম্য হইয়া যায়। রাজ্য ভয় করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অন্তেষ তিনি এ বারে বিশেষ রূপে আত্মসাধন হইলেন এবং বাহাতে হস্তগত রাজ্য চিরস্থায়ী হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে শরীর রক্ষার্থ কতগুলি ভিন্নদেশীয় বেতনভুক সৈন্য নিয়োজিত করিলেন, এবং যে সকল প্রধান ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানদিগকে আধি স্বরূপ লইয়া ন্যাক্সস উপদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ প্রজাগণের অমুরাগভাজন হইবার জন্য সাধ্যানুরূপ যত্ন পাইতে লাগিলেন। প্রজামুরাগ ব্যতিরেকে রাজ্য চিরস্থায়ী হয় না। যে রাজ্যে রাজা ও প্রজা পরস্পর অমুরক্ত হয়, সেই রাজ্যই চিরকাল স্থির হইয়া থাকে। আর, যে রাজ্যে ইহার বিপরীত হয়, সে রাজ্যে বিপরীত ঘটনা হয়। পিসিস্ট্রেটস প্রজারঞ্জন করিবার আশয়ে যে যুে কর্ণে প্রজাগণের প্রীতি জন্মে সেই সেই কর্ম্ম আবহন করিলেন। সৌধ, প্রাসাদাদি নির্মাণ দ্বারা নগরের শোভা সম্পাদন করিলেন। তিনি এথেন্স নগরীয়দিগকে সমুদ্রযুদ্ধে পারদর্শী করিবার অভিপ্রায়ে জাহাজাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তৎসমুদয়ের ব্যবহারযোগ্যতা সম্পাদন নিমিত্ত আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী এবং লোক জনেরও সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। কলতঃ পিসিস্ট্রেটস প্রজাগণের প্রীতিকর নানাবিধ কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দশ বৎসর কাল

নির্ধিষ্ট রাজ্য ভোগ করিয়া খৃষ্টের পূর্ব ৫২৭ অব্দে দেহ পরি-
ত্যাগ করেন ।

পিসিস্ট্রেটস এথেন্সের অধিপতি হইয়া যে যে বিষয়ের অন্বে-
ষণ করিয়া যান, ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । পিসি-
স্ট্রেটসের অধিকার কালে এথেন্সনগরীয়েরা নৌযুদ্ধে সমধিক পা-
রদর্শী হইয়াছিল । তিনি নিজ বন্ধু লিগ্‌ডেমিসকে ন্যাক্সস উপ-
দ্বীপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সাইজিয়ম নগরের উদ্ধার
সাধন করেন । এই উভয়বিধ ক্রিয়া দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণ হই-
তেছে পিসিস্ট্রেটসের অধিকার কালে এথেন্স নগরীয়েরা নৌযুদ্ধে
বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিল । তদ্ব্যতিরেকে ঐ উভয় ক্রিয়া সম্পন্ন
হওয়া সম্ভাবিত নহে । কারণ, ন্যাক্সস উপদ্বীপ এবং সাইজিয়ম
নগর উভয় স্থানই সমুদ্রগর্ভস্থ । নৌযুদ্ধে নৈপুণ্য লাভ ব্যতিরেকে
ঐ উভয় স্থান অধিকার করা সহজ নয় । মিটিলিননগরবাসীরা
সাইজিয়ম নগর এথেন্সনগরীয়দিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করে ।
এথেন্স নগরীয়েরা বহু দিন পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার করিবার
চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই । পিসি-
স্ট্রেটসের অধিকার কালে তাহার উদ্ধার হয় । পিসিস্ট্রেটস সাইজি-
য়ম নগর অধিকার করিয়া আপনার উপপত্নী পুত্র হেজিসিস্ট্রেট-
সের হস্তে তাহার রক্ষাভার সমর্পণ করেন । আপন উপপত্নী
পুত্রের হস্তে তাহার রক্ষাভার সমর্পণ করিবার তাৎপর্য্য এই, যদি
কখন পুনরায় ভাগ্যবিপর্যায় হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ স্থানে
গিয়া আশ্রয়লাভ করিতে পারিবেন । পিসিস্ট্রেটস সোলনের
কৃত নিয়ম পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম করেন নাই । নগরের মধ্যে
যত দরিদ্র প্রজা ছিল, তিনি তাহাদিগের প্রতি স্যুতিশয় স-
দয় ব্যবহার এবং দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন করেন । তিনি তাহা-
দিগের অনেককে নগরবাস পরিত্যাগ করাইয়া গ্রামে বসতি ক-
রান এবং তাহাদিগের উপরে কৃষিকার্য্য নির্বাহের ভার সমর্পণ
করেন ।

পিসিস্ট্রেটসের অধিকার কালে এথেন্স নগরে আপোলোদেবের
মন্দির প্রভৃতি অনেক রম্য কৃষ্টি, সৌধ ও প্রাসাদ নির্মিত হয় ।

তদ্বারা নগরের শোভাসম্পত্তি সমধিক বর্ধিত হইয়াছিল । তিনি জিউসদেবের মন্দিরের পত্তন করেন ; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই ; বহু শতাব্দী পরে রোমের সম্রাট হেড-য়ান ঐ মন্দিরের নিৰ্ম্মাণ সমাপন করেন । এথেন্স নগরের কিয়দূরে পিসিস্ট্রেটস লাইসিয়ম নামে এক উপবন করেন । ঐ উপবন মধ্যে বহুবিধ সুসমৃদ্ধ অট্টালিকা নিৰ্ম্মিত হয় । ঐ স্থানে এথেন্স নগরীয় যুবকগণ ব্যায়াম ক্রিয়া নিৰ্ব্বাহ করিত । বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাদি নিৰ্ম্মাণে যে ব্যয় হয়, পিসিস্ট্রেটস ভূমির উপস্থানের দশমাংশ গ্রহণ করিয়া সেই ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করেন । যে কোন রূপে দীনগণকে প্রতিপালন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । অতএব তিনি খনবান ব্যক্তিদিগের নিকটে কর গ্রহণ করিয়া অট্টালিকাদি নিৰ্ম্মাণ কার্যে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন । উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে পিসিস্ট্রেটসের পূর্বে হোমরের কাব্য গ্রন্থের সমুদায় অংশ পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং একস্থানস্থ ছিল না , তিনি সমুদায় সংগ্রহ করিয়া একত্র করেন । যাহা হউক, তিনি বিদ্যারসজ্জ ও গুণগ্রাহী ছিলেন । তাঁহার বিদ্যারসজ্জতার প্রমাণ এই, তিনি লোকের উপকারার্থ এক পুস্তকাগার স্থাপিত করেন । যে ইচ্ছা সে সেই পুস্তকাগারের পুস্তক, দর্শনার্থ প্রাপ্ত হইত । তিনি যে সময়ে পুস্তকালয় স্থাপন করেন, তখন গ্রীস দেশের মধ্যে একটাও পুস্তকালয় ছিল না । তিনি সর্ব প্রথম পুস্তকালয় স্থাপন করেন ।

এথেন্স রাজ্য পিসিস্ট্রেটসের পৈতৃক রাজ্য নহে । ঐ রাজ্যে তাঁহার স্বত্ব জন্মিবার হেতু ছিল না । তিনি বিবিধ উপায়ে ঐ রাজ্য হস্তগত করিয়া লন । অতএব তাঁহাকে রাজ্যাপহারী বলিতে হয় । রাজ্যাপহারীরা জায়ই চুরাচার ও প্রজাপীড়ক হইয়া থাকে । কিন্তু পিসিস্ট্রেটস অন্য অন্য রাজ্যাপহারীর ন্যায় প্রজাপীড়ক ছিলেন না । তিনি প্রজাগণের পরম হিতৈষী ছিলেন । তিনি এথেন্স নগরীয়দিগের হিতার্থ বিবিধ সংক্রিয়ার অমুষ্ঠান করেন । এথেন্স নগরীয়েরা নানাপ্রকারে তাঁহার নিকটে ঋণী ছিল । পিসিস্ট্রেটস নানাবিধ সংক্রিয়ার অমুষ্ঠানদ্বারা প্রজাগ-

ণের পরম শ্রেমাস্পদ হইয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে দেহ পরিত্যাগ করেন । তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যাধিকার লইয়া নগর মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই । হিপিয়েস, হিপার্কস্ এবং থেসালস নামে তাঁহার তিন পুত্র নির্বিবাদে রাজ্যাধিকারী হইলেন । তাঁহারা যেরূপে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন, তদ্বশনে সকলের বোধ হইতে লাগিল, তাঁহাদিগের পরস্পর অভিশয় সম্ভাব আছে । সকল কার্য্যেই সর্ব্বজ্যোষ্ঠ হিপিয়েসের প্রাধান্য নিরূপিত হইল ।

পিসিস্ট্রেটসের পুত্রগণ নিজ পিতার অনুকরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন । মধ্যম হিপার্কসকে নিজ পিতার ন্যায় অভিশয় বিদ্যামুরাগী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তাঁহারা বহু বিষয়ে সাবধান হইয়া পিতার অনুকরণ করিয়া চলিয়া ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগের পিতা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে সাবধান ছিলেন, তাঁহারা তেমন সকল বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন নাই । যে সকল ব্যক্তির উপরে তাঁহাদিগের দ্রোহ জন্মিত, তাঁহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য অতিগর্হিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইলেও তাঁহারা তদবলম্বনে পরাণ্ডমুখ হইতেন না । যাহা হউক, তাঁহাদিগের অধিকার কালে এথেন্স নগরীয়েরা পরম সৌভাগ্য শালী এবং পরম সুখী হইয়াছিল । নিম্নলিখিত দুর্ঘটনা না হইলে বোধ হয় পিসিস্ট্রেটসের সম্ভান সমুত্তিগণ চিরকাল অকণ্টকে এথেন্সের রাজত্ব ভোগ করিতে পারিতেন । নিম্নলিখিত দুর্ঘটনা হওয়াতে পিসিস্ট্রেটসের সম্ভানেরা রাজ্যপরিভ্রষ্ট হইলেন এবং তদানীন্তন রাজ্য শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল ।

হিপার্কস হর্মোডিয়স্ নামে এথেন্স নগরীয় এক যুবক ব্যক্তির অভিশয় (১) অপমান করেন । অসিরিজিটন নামে এক ব্যক্তির সহিত হর্মোডিয়সের বন্ধুত্ব ছিল । সেই ব্যক্তি তাহাকে বৈরসাধনে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল । হর্মোডিয়স্ বন্ধু বাকো

(১) উপাখ্যান লেখকেরা বলেন হিপার্কস হর্মোডিয়সের ভগিনীকে প্রলোভিত করিয়া বিপথগামিনী করেন । তাহাতে হর্মোডিয়স অভিশয় অবমানিত হয় ।

প্রোৎসাহিত হইয়া বৈরনির্যাতনের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। অনন্তর, উভয় বন্ধু একবাক্য হইয়া বর্তমান রাজবংশ নিধনের সঙ্কল্প করিয়া প্যানাথেনিয়া নামক উৎসব দিবসে স্বাতিপ্রোত সিদ্ধি করিবে, স্থির করিল। উৎসব দিবস উপস্থিত হইলে উভয় বন্ধু সহচরগণ সমভিব্যাহারে সসজ্জ হইয়া উৎসব স্থানে গমন করিল। হিপার্কাস উৎসব স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্রোহ শ্রমত বান্ধবগণ ঐ স্থানে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তম্বিক্লান মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। হর্মোডিয়সও সেই স্থানে নিহত হইল। আরিস্টজিটন ধরা পড়িল। যে সকল ব্যক্তির হস্তে অস্ত্র ছিল, তাহারাও ধৃত হইল। খৃষ্টের পূর্ব ৫১৪ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। আরিস্টজিটনের বিচার হইয়া দোষ সপ্রমাণ হইলে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের অমুমতি হইল। আরিস্টজিটন মরিবার সময়েও কৌশলক্রমে বৈরনির্যাতন করিয়া গেল। হিপিয়েসের বন্ধুগণও বিদ্রোহের যন্ত্রণা মধ্যে ছিলেন এই কথা বলিয়া আরিস্টজিটন হিপিয়েসের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ জন্মাইয়া দিল। তদবধি হিপিয়েসের মনে শঙ্কা ও সন্দেহের সাতিশয় প্রাচুর্য্যব হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে অতি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন। যাহার প্রতি অণুমাত্র সন্দেহ জন্মিতে লাগিল তাহারই প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনুষ্য হত্যার অতি সহজ ও সামান্য কথা হইয়া উঠিল। দুরাত্মা হিপিয়েসের কোপে পতিত হইয়া যে দিন মনুষ্য হত্যা না হইত, সে দিনই ছিল না। হিপিয়েস মনুষ্য হত্যা করিয়াই যে কেবল ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, তিনি প্রজাগণের নিকটে নিয়মাধিক কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অন্য অন্য রাজগণ কর বৃদ্ধি করিয়া তদ্বারা যেরূপ দেশের উপকার করিয়া থাকেন, হিপিয়েসের সেরূপ দেশের উপকার করা উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি প্রজাগণের নিকটে নিয়মাধিক কর গ্রহণ করিয়া মনুলেন ইন কোষগৃহগত করিলেন। এই সকল অগ্রিয় ও গর্হিত কর্মের অনুষ্ঠান করাতে তাঁহার প্রতি সকল লোকেরই বিদ্বেষ বৃদ্ধি জন্মিল। সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। হিপিয়েস আপনাকে সর্বজনবিদিত এবং সকলের অবজ্ঞাত দেখি-

রা এই বিবেচনা করিলেন যে, প্রজাগণ আমার প্রতি অভ্যস্ত বিরক্ত হইয়াছে ; যদি কদাচিৎ প্রজাগণের বিরাগমূলক কোন অপদের ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমার আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে ; অতএব অগ্রে কোন উপায় নির্ণয় করা আবশ্যিক । এই বিবেচনা করিয়া তিনি ভিন্ন দেশীয় স্বসদৃশ চুরাচার রাজগণের সহিত সৌহার্দ্য বন্ধন করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল । তিনি যে আপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়া উঠিল ।

পিসিস্ট্রেটস এথেন্স নগরের অধীশ্বর হইলে পর তাঁহার বিপক্ষগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করেন । পিসিস্ট্রেটস উত্তমরূপে প্রজাপালন করাতে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় অমুরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অধিকার কালে তাঁহার বিপক্ষগণের প্রত্যাগমনের আশা ছিল না । হিপিয়েসের প্রতি প্রজাগণের বিরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রত্যাগমনের আশা জন্মিল । অতএব তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন । ক্লিস্থিনিস তৎকালে পিসিস্ট্রেটসের বিপক্ষ দলের প্রধান ছিলেন । অতুল অর্থ সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত ছিল । তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ডেল্‌ফির আপোলোদেবের পুত্রয়িত্রীকে বশ করিলেন । অতঃপর স্পার্টা নগরীয়েরা যত বার দৈববাণী জানিতে যায়, তত বারই এই দৈববাণী হয় যে, তোমরা হিপিয়েসকে এথেন্স হইতে দূরীভূত করিয়া এথেন্সের স্বাধীনতা সম্পাদন কর । বার বার এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে স্পার্টা নগরীয়েরা হিপিয়েসকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে আটিকাদেশে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিল ।

স্পার্টা নগরীয়দিগের প্রেরিত সৈন্যদল ফেলিরণ নামক স্থানে অবতীর্ণ হইল । কিন্তু উহারা ঐ স্থলে থেসেলিয়াদেশীয় সৈন্যগণের নিকটে পরাজিত হইল । হিপিয়েস থেসেলিয়া দেশীয় সৈন্যগণকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন । স্পার্টা নগরীয়েরা থেসেলিয় সৈন্যগণের নিকটে পরাস্ত হইয়া রণ প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই । স্পার্টা নগরের অধিপতি ক্লিয়োমিনিস স্বয়ং সৈন্য-

পত্নী গ্রহণ করিয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। থেসেলিয় সৈন্যগণ এ যুদ্ধে পরাভূত হইল। হিপিয়েস শক্তিত হইয়া আপনার সন্তানদিগকে এথেন্স হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু উহারা ঘটনাক্রমে স্পার্টা নগরীয়দিগের হস্তেই পতিত হইল। স্পার্টা নগরীয়েরা হিপিয়েসকে বলিয়া পাঠাইল, যদি তুমি আটিকাদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার সন্তানগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করি। হিপিয়েস অগত্যা খৃষ্টের পূর্ব ৫১০ অব্দে এথেন্স নগর পরিত্যাগ করিয়া সাইজিয়মে গিয়া বসতি করিলেন। ক্রিস্থিনিস্ এবং তাঁহার দলবল এথেন্স নগরে প্রবল হইয়া উঠিলেন। হিপিয়েসের প্রস্থানের পর তাঁহার যে সকল বন্ধু বান্ধব এথেন্সে ছিল, ক্রিস্থিনিস্ এবং তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা তাহাদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন এবং পিসিস্ট্রেটসের বংশাবলী আর কখন এথেন্সে আসিতে পারিবে না, এই আজ্ঞা প্রচারিত করিয়া দেন।

হিপিয়েসের প্রস্থানের পর ক্রিস্থিনিস্ এথেন্সের অধীশ্বর হইলেন। পিসিস্ট্রেটস প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রগত্যা না করিয়া সামান্য প্রজাগণের পক্ষে অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতেই তিনি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রিস্থিনিস্ পিসিস্ট্রেটসের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া প্রজাপক্ষে পক্ষপাতী হইলেন। প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার বিরোধীপক্ষ হইলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সঙ্কুচিত না হইয়া স্বসংকল্পিত কার্য সাধনে প্ররুত হইলেন। এথেন্স নগরে বহু কাল অবধি (১) অভিজাততন্ত্র প্রচলিত ছিল। ক্রিস্থিনিস্ ঐ রাজ্যতন্ত্র উন্মূলিত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্বতন রাজ্য শাসনপ্রণালী পরিবর্তিত করিয়া মৃত্যু ন রাজ্য শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রজাগণের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিলে পর তিনি আপনার অভীষ্ট কার্য ডেল্ফির আপোলোদেবের

(১) অভিজাত শব্দে মহাকুলীন, প্রধান ব্যক্তি; উক্ত শব্দে রাজ্য শাসনপ্রণালী। যে রাজ্যে সমুদায় রাজশক্তি প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত থাকে, তাহাই অভিজাততন্ত্রশব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে।

অমুমোদিত কি না, অগ্রে জানিলেন। তাঁহার পক্ষেই অমুকুল দৈববাণী হইল। অনন্তর, তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্বসংকল্পিত কার্য আরম্ভ করিলেন। আটিকাদেশীয় সমুদায় লোক শ্রেণী চতুষ্টয়ে বিভাজিত ছিল। ক্রিস্তিনিস্ সেই পূর্বতন শ্রেণী বিভাগ রহিত করিয়া সমুদায় আটিকা দেশ প্রথমে দশ অংশে বিভাগ করিয়া সেই দশ অংশের ডিমস্ নামে আবার কতগুলি অবাস্তুর বিভাগ করিলেন। এক একটা অবাস্তুর বিভাগে এক একটা প্রদেশ হইল। প্রতি প্রদেশেই এক একটা গ্রাম অথবা নগর প্রধান রূপে পরিগণিত হয় এবং সেই সেই প্রদেশে সেই সেই স্থানের এক এক ব্যক্তি শাসনকর্তৃত্বপদে নিয়োজিত হইলেন। ক্রিস্তিনিস্ পূর্বোক্ত বিভাগ করিয়া আপনাদল পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দাসগণকে এবং বিদেশীয় ব্যক্তিদিগকে এথেন্স নগরীয়দিগের তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ফলতঃ তিনি অভিনব রাজ্য শাসনপ্রণালী স্থাপন করাতে সামান্য প্রজাগণের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইল এবং প্রধান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া গেল।

পূর্বে চারি শ্রেণীর অনুসারে এক শত করিয়া সমুদায়ে প্রধান সভার চারি শত সভ্য ছিল। ক্রিস্তিনিসের কৃত স্মৃতন শ্রেণী বিভাগ হইলে দশ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী হইতে পঞ্চাশ জন করিয়া প্রধান সভার সভ্যপদে নিয়োজিত করা হয়, তাহাতে সমুদায়ে প্রধান সভার পঁচাত্তর সভ্য হইল। ক্রিস্তিনিসের কৃত অভিনব রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপিত হইবার পূর্বে অবধি প্রজাগণের সাধারণ সভা প্রতিমাসে চারিবার করিয়া হইতে আরম্ভ হইল। পূর্বে যে একপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, ক্রিস্তিনিস্ সেই একটা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দশটা ধর্ম্মাধিকরণ করিলেন। তিনি আর্কনের সংখ্যাগত কোন বৈলক্ষণ্য করিলেন না। আর্কনের সংখ্যা পূর্বের মতই রহিল। এথেন্সনগরে অক্টোজিম বলিয়া এক বিবাসনী প্রক্রিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অত্যাচার অথবা অন্যবিধ হুক্রিয়া দ্বারা যে ব্যক্তি সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠিত, কিম্বা রাজ্যের অহিতকারী বলিয়া যাহার প্রতি সকলের সন্দেহ জন্মিত, প্রজাগণ তাহার নাম লিখিয়া এক নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিত,

পশ্চাৎ সেই নাম দেখিয়া নগর হইতে সেই ব্যক্তির নির্ধাসন করা হইত। এই বিবাসনীর প্রক্রিয়া (অক্টেসিজম) ক্লিস্থিনিসের কৃত, এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন।

ক্লিস্থিনিস এথেন্সনগরীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের অনভিমত কার্যের অমুষ্ঠান করিতে তাঁহার উপরে সকল প্রধান লোকেরই বিদ্বেষ জন্মিল। অতএব সকলে একবাক্য হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টায় প্ররম্ব হইল। স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহার পক্ষ থাকিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা অসাধ্য ব্যাপার, এই বিবেচনা করিয়া এথেন্সনগরীয় প্রধান ব্যক্তিরা বিবিধ উপায়ে স্পার্টানগরীয়দিগকে আপনারদিগের দিকে ভাঙাইয়া আনিল। স্পার্টানগরের রাজা ক্লিয়োমিনিগ্ এথেন্সনগরীয় প্রজাপণকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, ক্লিস্থিনিস্ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশ অভিশস্ত; এথেন্স রাজ্যে ঐ বংশের লোকের যাবৎ আধিপত্য থাকিবে তাবৎ নগরের ভদ্রস্থতা নাই; অতএব তোমরা ঐ অভিশস্ত বংশকে বিবাসিত করিয়া দাও। ক্লিস্থিনিস্ স্পার্টারাজের অতিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি আমি এখন নগরমধ্যে থাকিবার চেষ্টা পাই তাহা হইলে সমুদায় তত্ত্ব আকুলীভূত হইবে; অতএব এখন এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প, এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন দলবল লইয়া, এথেন্স হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্লিস্থিনিস্ এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া গেলেও স্পার্টারাজের সন্তোষ জন্মিল না। স্পার্টারাজ নিজ বন্ধু আইসাগোরাসকে আটিকাদেশের রাজপদে অতিবিক্ত করিতে অভিলাষী হইলেন। আইসাগোরাস এথেন্সনগরীয় অভিজাত দলের সৰ্বপ্রধান ছিলেন।

স্পার্টারাজ আইসাগোরাসকে এথেন্সের রাজপদ প্রদান করিবার সংকল্প করিয়া একদল সৈন্য লইয়া আটিকাদেশ আক্রমণ করিলেন, এবং তিনি যেন আটিকার অধীশ্বর হইয়াছেন, এইরূপ ভাবে স্বচ্ছাস্থরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আইসাগোরাসের যে যে গোত্রের উপরে রাগ ছিল, তিনি তাহাদিগের সকলের নাম নির্দেশ করিয়া দিলেন। স্পার্টারাজ সেই সেই গোত্র-

জাত ব্যক্তিদিগকে এথেন্স হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সমুদ্রাশ্রিত সাত শত পরিবার বিবাসিত হইল। অনন্তর, স্পার্টারাজ এথেন্সের তৎকাল প্রচলিত রাজ্যতন্ত্র পরিবর্তিত করিয়া অভিজাত তন্ত্র স্থাপিত করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তাহাতে তদ্রূপ প্রজাগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। স্পার্টারাজ এবং তাঁহার বন্ধু আইসাগোরাস উভয়ে প্রজাগণকে কুপিত দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত দলবল সহিত এথেন্সের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রোষাবেশ পরবশ প্রজাগণ তাঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া রহিল। তাঁহার গত্যন্তর না পাইয়া কিছু দিন পরে অবরোধকারী ব্যক্তিদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। প্রজাগণ স্পার্টানগরীয়দিগকে এবং আইসাগোরাসকে নির্বিঘ্নে গমন করিতে দিল। কিন্তু এথেন্সনগরীয় যে সকল ব্যক্তি আইসাগোরাসের পক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বধ করিল। এই ঘটনা হওয়াতে ক্রিস্তিনিস সাতশয় উল্লাসিত হইয়া খৃষ্টের পূর্ব ৫০৮ অব্দে সমুদয় বিবাসিত লোক সম্ভাব্যাহারে এথেন্সে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্পার্টার অধিপতি ক্লিয়োমিনিস্ এথেন্সনগরে অবমাননাগ্রস্ত হইয়া অতিশয় অসুখী হইলেন। তেজস্বী ব্যক্তির তেজোবধ প্রাণবধ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হয়। ক্লিয়োমিনিস্ স্বদেশে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কিরূপে এথেন্সনগরীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া অপমান শাস্তা হৃদয় হইতে উদ্ধার করিবেন, নিরন্তর সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এথেন্সনগরীয়দিগের প্রতি তিনি মুহূর্ত্তকালও উদাসীন ছিলেন না। এথেন্সনগর পুনর্বার আক্রমণ করা তাঁহার একান্ত পণ হইল। কিন্তু সাহসসম্পন্ন না হইয়া যুদ্ধ করিতে গেলে পাছে পূর্বের ন্যায় পুনর্বার অপ্রতিভ হইতে হয়, এই ভয় প্রযুক্ত তিনি ঐ নগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্বে করিন্থ, বিয়োশিয়া এবং (১) ক্যালসিস এই কয়েক স্থানের লোকের সহিত মিত্রতা করিলেন, এবং যত্নবল সহায় করিয়া যুগপৎ আটিকাদেশের নানা দিক আক্রমণ

(১) ক্যালসিস ইয়ুবিরার রাজধানী।

করিলেন। যে সকল ব্যক্তি স্পার্টানগরীয়দিগের সহায়তা করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই রণস্থলে প্রবেশ করিয়া এই বোধ জন্মিল যে, আমরা ক্লিয়োমিনিসের কথায় নিরপরাধ আটিকাদেশ বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়া অন্যায কৰ্ম করিয়াছি। অতএব তাহারা লজ্জিত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্বক আপন আপন আলয়ে চলিয়া গেল। স্পার্টানগরীয় উভয় রাজারও যুদ্ধকালে একমত্য হইল না! অতএব যুদ্ধ প্রয়াস পরিত্যক্ত হইল। এথেন্সনগরীয়েরা এই বিপদের সময়ে সাহায্যার্থী হইয়া পারস্যরাজের নিকটে দূত প্রেরণ করে। কিন্তু দূতগণ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই।

স্পার্টানগরীয়েরা চলিয়া গেলে পর, যে সকল ব্যক্তি স্পার্টার সহায় হইয়া আটিকাদেশ আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, এথেন্সনগরীয়েরা তাহাদিগের উপরে বৈরত্বাধন করিতে উদ্যত হইল। উহারা সসজ্জ হইয়া প্রথমে বিয়োগিয়া দেশে যুদ্ধ করিতে গেল। বিয়োগিয়েরা রণস্থলে পরাজিত হইল। এথেন্সনগরীয়েরা উহাদিগের সাত শত লোক বন্দীকৃত করিয়া লইল। অনন্তর, উহারা ইয়ুবিয়ায় গমন করিল। ঐ স্থানেও যুদ্ধে জয়ী হইল। ইয়ুবিয়া হস্তগত হইলে পর আটিকা দেশীয় চারি হাজার লোক তত্ত্ব রাজধানী ক্যালসিসে বসতি করিল। এথেন্স নগরীয়েরা ক্যালসিসের ধনবান ভূস্বামীদিগের হস্ত হইতে সমুদায় ভূমি গ্রহণ করিয়া ক্যালসিসবাসী আটিকার লোকদিগকে বিভাগ করিয়া দিল। এথেন্স নগর এইরূপে গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রু উভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। এথেন্স নগরে যত দিন প্রধান ব্যক্তিদিগের আধিপত্য ছিল, তাবৎ ঐ নগরের লোকেরা প্রতিবেশী অভিসামান্য শত্রুর সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ক্লিহিনিস এথেন্সনগরে প্রধান ব্যক্তিদিগের কর্তৃত্ব বিলোপিত করিয়া তৎপরিবর্তে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত করিলে পর সেই রাজ্যতন্ত্রের গুণেই উত্তরোত্তর ঐ নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঐ নগর ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশী সমুদায় নগর অপেক্ষা প্রধান হইয়া

উঠিল । ক্রিস্থিনিস যে, অতিশয় বিজ্ঞ ছিলেন এবং স্বদেশীয় লোকদিগের স্বভাব এবং চরিত্র উত্তম রূপে অবগত ছিলেন, সুতন রাজ্যতন্ত্র স্থাপন করাতেই তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ।

এথেন্স নগরের বহিঃস্থ শত্রুগণ ক্রিয়াকাল যুদ্ধে ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু উহারা একবারে সমর চেষ্টা পরিত্যাগ করে নাই । বিয়োশিয়া দেশীয়েরা এথেন্স নগরের নিকটে পরাস্ত হইয়া অবধি ঘেমানলে দহমান হইতে ছিল । উহারা এথেন্সের চিরবৈরি ইজিনাবাসীদিগের সহিত যোগ করিয়া বৈরসাধনে প্ররুত্ত হইল । বিয়োশিয়েরা উত্তর হইতে আটিকাদেশ আক্রমণ করিল । ও দিকে ইজিনার লোকেরা অসংখ্য জাহাজ লইয়া উপকূলবর্তী জনপদ উৎসাদিত ও বিলুপ্তি করিতে লাগিল । এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল । যুদ্ধ দুই এক বর্ষে শেষ হয় নাই । উভয়পক্ষ মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ করিত, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিত । সমরানল প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর কাল প্রজ্বলিত ছিল । পঞ্চাশৎ বর্ষের পর এথেন্স নগরীয়েরা খৃষ্টের পূর্ব ৪৫৬ অব্দে যুদ্ধে জয়ী হইল । এই যুদ্ধে এথেন্স নগরীয়েরা জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, এবং ইজিনা দেশীয়দিগের প্রায় সমুদায় জাহাজ বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করে ।

পূর্বের উল্লেখ করা গিয়াছে, হিপিয়েসের প্রতি এথেন্স নগরীয় প্রজাগণের বিরাগ দর্শন করিয়া ক্রিস্থিনিস্ হিপিয়েসকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার মানসে ডেল্ফির আপোলোদেবের পূজয়িত্রীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করেন এবং তাহাকে এই কথা শিখাইয়া দেন যে, স্পার্টার লোকেরা দৈববাণী জানিতে আইলৈ তোমি তাহাদিগকে বলিবে, যেতোমরা হিপিয়েসকে পদচ্যুত করিয়া এথেন্সের স্বাধীনতা সম্পাদন কর । আপোলোর পূজয়িত্রীও অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্রিস্থিনিসের নির্দেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন । তাহাতেই স্পার্টা নগরীয়েরা হিপিয়েসকে পদচ্যুত করে । স্পার্টা নগরীয়েরা আপোলোর পূজয়িত্রীর প্রভারণা অগ্রে জানিতে পারে নাই । ক্রমে ক্রমে ঐ প্রভারণা প্রকাশ হ-

ইয়া পড়িলে স্পার্টা নগরীয়েরা, হিপিয়েসকে এক জনের প্রবঞ্চনা বাক্যে পদচ্যুত করা অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে, তাবিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত উদযুক্ত হইল । হিপিয়েসকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত স্পার্টা নগরীয়েরা যে চেষ্টা করে, তাহার আরো নিগূঢ় কারণ ছিল । সে কারণ এই, ক্লিস্থিনিসের কৃত রাজ্য শাসনপ্রণালী এথেন্সে বদ্ধমূল হওয়াতে তাহার প্রভাবে দিন দিন এথেন্সের অতাপ বর্দ্ধিত হইতে ছিল । তদ্বশনে স্পার্টা নগরীয়দিগের মনে ঈর্ষা ও শঙ্কার উদয় হয় । অতএব উহারা এই বিবেচনা করিল, এই সময়ে হিপিয়েসকে এথেন্সের রাজপদে অভিষিক্ত করিতে পারিলে এথেন্সের সৌভাগ্যক্ষির পথে কটিক রোপণ করা হয় । এই তাবিয়া হিপিয়েসকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্নবান্ হয় । উহারা হিপিয়েসের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে আপনাদিগের মিত্রগণের অভিমত জানিবার জন্য এক সভা করিয়া সভা স্থলে আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয়ের প্রস্তাব করিল । করিষু দেশের প্রতিনিধি সসিক্লিস আপত্তি করিয়া কহিলেন, তোমরা এথেন্স নগরে এক জন ছুরাচার অত্যাচারী রাজাকে অভিষিক্ত করিয়া তত্রতা লোকদিগের স্বাধীনতা বিলোপিত করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? অন্য অন্য দেশেয় প্রতিনিধিগণও সসিক্লিসের বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সকলে একবাক্য হইয়া স্পার্টা নগরীয়দিগের মতবিরোধী অভিপ্রায় প্রকাশ করিল । তাহাতে স্পার্টা নগরীয়দিগের অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল । হিপিয়েস হতাশ হইয়া অতঃপর পারস্য দেশে ডেরায়সের নিকটে গমন করিলেন এবং পারস্যরাজ যাহাতে এথেন্সনগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, সাধ্যানুসারে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

হোমরের সময় অবধি পারস্য দেশীয় সংগ্রাম পর্য্যন্ত

১ গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগর এবং

শিল্প ও শব্দ বিদ্যাাদি বৃত্তান্ত ।

গ্রীস দেশীয়দিগের এই স্বভাব ছিল, তাহারা দীর্ঘকাল এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিত না । উহারা মধ্যে মধ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া বসতি করিত । খৃষ্টের পূর্ব ৬০০ অব্দে ভূমধ্যস্র সাগর ও (১) শ্যামসাগর এই উভয়ের তীরদেশে তাহাদিগের প্রায় আড়াই শত নগর নিবেশিত হয় । যুদ্ধ, গৃহবিচ্ছেদ, প্রজারক্তি, দারিদ্র্য অথবা বানিজ্য ইহার অন্যতর কোন কারণ উপস্থিত হইলে গ্রীস দেশীয়েরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিত ।

গ্রীস দেশীয়েরা বাসার্থী হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক যখন দেশান্তরে গমন করিত, তখন তাহারা সাধারণ অগ্নিস্থান হইতে সংস্কারপূত অগ্নি লইয়া যাইত । উহারা যে দেশে গিয়া বসতি করিত, সে দেশের আচার ব্যবহারাদি গ্রহণ না করিয়া সর্বত্রই স্বদেশীয় আচার, ব্যবহার ও রীতি, নীতির অনুসারে চলিত । উহারা যে যে দেশে গিয়া বসতি করে, সেই সেই দেশে তাহাদিগের ভাষার এবং সভ্যতার সমধিক প্রাচুর্য্য হয় । গ্রীস দেশীয়েরা ভিন্ন দেশে যত নগর নিবেশিত করে, ততত্যা ব্যক্তিদিগের গ্রীসদেশের প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল । গ্রীসদেশের সহিত কদাচিত্ যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা হইলে তাহারা অগ্রে বিপুলতর যত্নে যুদ্ধ পরিহার করিবার চেষ্টা করিত । তদ্বিষয়ে একান্ত কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে শেষে যুদ্ধে লিপ্ত হইত । কিন্তু উ-

(১) ইউরোপ ও আসিয়া এই উভয় খণ্ডের মধ্য স্থলে আসিয়ামাইন-রের উত্তরাংশে যে সমুদ্র আছে, গ্রীস দেশীয়েরা তাহাকে ইউগজাইমস বলিত । ইংরাজী ভাষায় ঐ সমুদ্রকে ইউগজাইন ও ব্যাক্সিস বলে । ব্যাক্সিস এইটী যৌগিক নাম । ব্যাক্স শব্দে কাল, শ্যাম; সি শব্দে সাগর । ঐ সমুদ্রের উপরিভাগ নিম্নত কাল দ্বিহার জালে জড়িত থাকে, এই নিমিত্ত উহাকে ব্যাক্সিস বলে । এস্থলে যোগার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাক্সিস শ্যামসাগর শব্দে নির্দিষ্ট হইল ।

পায় সত্ত্বে কোনরূপে যুদ্ধে প্রৱৃত্ত হইত না। গ্রীস দেশের প্রাতি তাহাদিগের অতিশয় ভক্তি ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের রাজ্যতন্ত্র গ্রীস দেশের শাসন পরতন্ত্র ছিল না। গৃহশত্রু অথবা বহিঃশত্রুগণ যখন যখন তাহাদিগের উপরে উৎপাত করিত, তখনই তাহারা গ্রীস দেশের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিত।

ট্রয় দেশীয় সংগ্রামের অব্যবহিত পরেই ইয়োলিয় জাতীয়েরা আসিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমাংশে কতগুলি নগর নিবেশিত করে। যে সকল ব্যক্তি দেশান্তরবাসে অভিলাষী হইয়া আসিয়ামাইনরে গমন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এক দল প্রথমে লেসবস উপদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া তথায় ছয়টি নগর নিবেশিত করে। ইয়োলিয় জাতির অন্য অন্য দল আইডাপার্কত অবধি হর্মস নদীমুখ পর্য্যন্ত আসিয়া মাইনরের পূর্ব উপকূল অধিকার করিয়া তথায় এগারটি নগর নিবেশিত করে। আসিয়ামাইনরের ঐ অংশ তৎকালে পিলাস্জিয় জাতির হস্তগত ছিল; ঐ জাতি আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া গেল। ইয়োলিয় জাতীয়েরা আসিয়ামাইনরে যে একাদশ নগর স্থাপন করে, কিয়ুমা তন্মধ্যে প্রধান। কিয়ুমা এবং লেসবস এই উভয় স্থানের লোকে ট্রোয়াস দেশে ত্রিশটি নগর নিবেশিত করে।

ডোরিয় জাতীয়েরা যে সময়ে পিলপনিসস জয় করে, তৎকালে আয়োনিয় জাতীয় যে সকল ব্যক্তি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা হর্মস নদী অবধি মিয়াণ্ডর পর্য্যন্ত ইয়োলিসের দক্ষিণ উপকূলবর্তী জনপদ অধিকার করিয়া তথায় কতগুলি নগর নিবেশিত করে। আয়োনিয় জাতীয়েরা যৎকালে ইজিয় সমুদ্র পার হইয়া যায়, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সাইক্রেডিস এবং অন্য অন্য উপদ্বীপে বসতি করে। আয়োনিয় জাতীয়েরা আসিয়ামাইনরের উপকূলে যে যে স্থানে বসতি করে, সেই সেই স্থানে পিলাস্জিয়, কেরিয় এবং লিলিজিস্ এই তিন জাতির বসতি ছিল। আয়োনিয়েরা বসতি করিলে কেরিয় ও লিলিজিস্ এই উভয় জাতি তথা হইতে দূরীকৃত হয়। আয়োনিয়দিগের সমুদয়ে যে বাঁটী নগর অধিকৃত হয়, মাইলিটস তন্মধ্যে প্রধান ছি-

ল । দ্বাদশ নগরের মধ্যে দশটি পূর্বাধিই ছিল, আয়োনিয়েরা কেবল দুটি নগর নুতন স্থাপন করে। এই দুই নগরের একের নাম ক্রেজোমিনি, অপরের নাম কোসিয়া । কাকিয়স ও সেমস এই উভয় উপদ্বীপও আয়োনিয়জাতির অধিকৃত হয় । এই জাতির নিবেশিত ও অধিকৃত সমুদায় নগরেরই পরস্পর ঐক্যবন্ধন ছিল ।

জয়শীল ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক ভিন্নদেশবাসবাস-নাপরবশ হইয়া বিজিত একিয় জাতীয় এবং সজাতীয় বহুসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়া মাইনরে গমন করে এবং আসিয়া মাইনরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ এবং তমিকটবর্তী কতগুলি উপদ্বীপ অধিকার করিয়া তথায় বসতি করে । ডোরিয় জাতীয় যত লোক বিদেশে বাস করিতে যায়, তাহাদিগের মধ্যে আর্গস নগরীয় আলখিমিনিসের বিদেশ বাসার্থ যাত্রাই অতিশয় বিখ্যাত । আলখিমিনিস বাসার্থদিগকে ক্রিট ও রোডস এই উভয় উপদ্বীপে লইয়া যান । ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক ট্রিজিন হইতে যাত্রা করিয়া হেলিকার্নেসস নামক নগর স্থাপন করে । লেকোনিয়া হইতে যাত্রা যায়, তাহাদিগের দ্বারা নাইডস নগর স্থাপিত হয় । যে সকল ব্যক্তি এপিডরস হইতে গমন করিয়াছিল, তাহারা কন্ উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লয় । ডোরিয় জাতীয়েরা হেলিকার্নেসস প্রভৃতি যেকয়েক নগর স্থাপন করে, তদ্ব্যতী ব্যক্তিদিগের পরস্পর দূরতর ঐক্যবন্ধন ছিল । কিছুকাল পরে হেলিকার্নেসসের সহিত অপর নগরবাসীদিগের বিচ্ছেদ হইয়া যায় । এই কয় নগর ভিন্ন সমুদ্রের উপকূলে এবং দেশের মধ্যে ডোরিয় জাতির স্থাপিত আরো কতগুলি নগর ছিল । কিন্তু এই সকল নগরের সহিত পূর্বোক্ত কয়েক নগরের সৌহার্দ্ব ছিল না । ট্রয়দেশীয় সংগ্রামের পর গ্রীসদেশীয়েরা পরস্পর পরস্পরের রাজ্য-অধিকার করিতে দেশ মধ্যে কয়েককাল বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় । তন্নিবন্ধন কিছু কাল গ্রীসদেশীয়দিগের দূরদেশে বাসার্থ গমনে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মে । অনন্তর, দেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হইলে গ্রীসদেশীয়দিগের দূরদেশে বাসার্থ গমনে-

জ্বরও নিরন্তর হয় । দীর্ঘকাল আর কেহ বাসার্থী হইয়া দূর দেশে গমন করিতে উৎসুক হয় নাই ।

দীর্ঘকাল গত হইলে পর ইয়োলিয়, ডোরিয় এবং আয়োনিয়, এই কয় জাতির কতক কতক লোক দূর দেশ বাসার্থী হইয়া গ্রীস দেশ হইতে ইটালির দক্ষিণ অংশে এবং সিসিলি উপদ্বীপে গমন করে এবং তথায় বহুতর নগর নিবেশিত করে । আয়োনিয় জাতীয়েরা ক্যাম্পেনিয়ায় ক্যুম্মা নামে যে নগর স্থাপন করে, ঐ নগর সর্কাপেক্সা পুরাতন, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন । ঐ নগর যে সময়ে স্থাপিত হয়, তাহার বহু কাল পরে থিয়োক্লিস নামে এথেন্স নগরীয় এক ব্যক্তি ক্যালসিস্ ও ন্যাক্সস এই উভয় স্থান হইতে বহু লোক লইয়া সিসিলিতে গমন করেন এবং তথায় ন্যাক্সস নামে নগর স্থাপন করেন । খৃষ্টের পূর্বে ৭৩৫ অব্দে ঐ নগর স্থাপিত হয় । থিয়োক্লিসের পর ক্যালসিসনগরীয় অনেক লোক ক্রমে ক্রমে ইটালিতে যায় । উহার। ঐ দেশে সমুদ্রের অপর কূলে লিয়োন্টিনাই, ক্যাটানা, মেসিনি এবং রিজিয়ম এই কয় নগর স্থাপন করে ।

গ্রীস দেশীয়েরা সিসিলি উপদ্বীপে যত নগর নিবেশিত করিয়াছিল, সিরাকিযুক্ত তন্মধ্যে অতি প্রধান । করিঙ্ক দেশীয় ডোরিয় জাতীয়েরা ৭৩৪ অব্দে ঐ নগর স্থাপিত করে । ঐ নগর কালক্রমে সিসিলি উপদ্বীপের প্রধান রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয় । করিঙ্ক দেশীয়েরা সিসিলি উপদ্বীপেই যে, কেবল বসতি করিয়াছিল এমন নহে, উহার। কর্ণাইরায় এবং আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপকূলেও বাস করে । মেগারা দেশীয়েরা (১) প্রপন্টিস এবং (২) বস্‌পোরস, এই উভয়ের উপকূলে বাইজান্টিয়ম প্রভৃতি কতিপয় নগর নিবেশিত করে । খৃষ্টের পূর্বে ৬৫৮ অব্দে বাইজান্টিয়ম নগর স্থাপিত হয় । অপর, মেগারা দেশীয়েরা সিসিলি উপদ্বীপে হাইব্লা নামক নগর স্থাপন করে । হাইব্লার লোকেরা খৃষ্টের পূর্বে ৬২৯

(১) সমুদ্র বিশেষ । ইউগ্‌জাইন (১) ইজিয় এই উভয় সমুদ্রের সহিত উহার যোগ আছে । এক্ষণে ঐ সমুদ্রের মার্মারা নাম হইয়াছে ।

(২) মোহানা । ঐ মোহানা দ্বারা ইউগ্‌জাইন সমুদ্রের সহিত প্রপন্টিসের যোগ হইয়াছে ।

অঙ্কে সেলিনস নগর নিবেশিত করে । ক্রিট ও রোডস এই উভয় স্থানের লোকেরা খৃষ্টের পূর্ব ৬১০ অব্দে আপন আপন দেশ হইতে কতগুলি লোক লইয়া গেলানগর, এবং খৃষ্টের পূর্ব ৪৮২ অব্দে এগ্রিজেন্টম নগর স্থাপিত করে । ডোরিয় জাতীয় যে সকল ব্যক্তি সিরাকিযুজ হইতে নির্বাসিত হয় তাহারা, এবং স্যেসিনিয় লোকেরা হিমিরান নগর নিবেশিত করে । সিসিলি উপদ্বীপে গ্রীস-দেশীয়েরা, প্রথম বসতির পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইটালির দক্ষিণ অংশে অধিকাংশ প্রধান প্রধান নগর নিবেশিত করিয়াছিল । উহাদিগের নিবেশিত সিরাগিস ফোন্টন, লক্রাই, ট্যারেণ্টম এবং মেটাপন্টম, এই কয় নগরের লোকে কতগুলি যুডন নগর নিবেশিত করিয়া ইটালিতে উহাদিগের অধিকার বিস্তারিত করে । গ্রীস দেশীয়েরা ইটালিতে যত নগর নিবেশিত করিয়াছিল, পসিডোনিয়া তন্মধ্যে সর্বপ্রধান । পসিডোনিয়ার মহত্ত্ব চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ।

থেরা উপদ্বীপের লোকেরা আফ্রিকার উত্তর উপকূলবর্তী (১) সাইরিন দেশ অধিকার করিয়া তথায় বসতি করে । সাইরিন নগরের লোকেরাই আবার সম্মিলিত জনপদে চারিটা নগর স্থাপন করিয়াছিল । ঐ স্থানে লিবীয় জাতির বসতি ছিল । গ্রীস দেশীয়েরা ঐ স্থান যখন প্রথম আক্রমণ করে, তখন লিবিয়েরা আত্মসংরক্ষণ বিপক্ষতাচরণ না করিয়া অল্পে অল্পেই উহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল । কালক্রমে উহাদিগের প্রভাব বর্ধিত হইলে লিবিয়েরা সান্তিশয় শক্তিত হইয়া উহাদিগের উদযোগ্য খী প্রভুশক্তির উন্নয়নে উদ্যত হইল । তাহাতে উহাদিগের সহিত লিবীয়দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল । লিবিয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইল । যুদ্ধস্থলে তাহাদিগের বিস্তর লোক নিহত হইল । তাহারা পরাস্ত হওয়াতে ঐ প্রদেশে গ্রীস দেশীয়দিগের রাজশক্তি বদ্ধমূল হইল ।

সাইরিনদেশে প্রথমে একনায়ক রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল । কালক্রমে তাহার পরিবর্তন হইয়া যায় । খৃষ্টের পূর্ব ৬৩৭ অব্দে

(১) সাইরিন কেবল দেশের নাম নহে ; নগরেরও নাম সাইরিন ।

আর কতগুলি সূতন লোক আসিয়া এই দেশে বসতি করে। অনন্তর, তৎকালীন প্রজাপন তৎদেশে প্রচলিত তদানীন্তন রাজ্যশাসনপ্রণালী রহিত করিয়া সূতন রাজকীয় ব্যবস্থাদি প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত মোণ্টিনিয়া দেশ হইতে ডিমনার্ক নামে এক ব্যক্তিকে অনাইল। ডিমনার্ক সাইরিন দেশের ব্যবস্থাপন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমে তৎকালীন যাবতীয় ব্যক্তিকে শ্রেনীভেদে বিভাজিত করিলেন এবং এরূপে রাজ্যশাসনপ্রণালী নিৰ্দ্ধারিত করিলেন যে, সমুদায় রাজশক্তি রাজার হস্তবহির্ভূত হইল। ডিমনার্ক যে রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপন করিয়া যান, কালক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবনদ্বারা তাহারও পরিবর্তন হইয়া যায়।

আয়োনিয় এবং ডোরিয় এই উভয় জাতি আসিয়া খণ্ডে যে সকল নগর নিবেশিত করে, সেই সেই নগরের পরস্পর ঐক্য ছিল। কিন্তু ঐক্যাংশে উহাদিগের দৃঢ়তা ছিল এরূপ বোধ হয় না। দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎসব উপলক্ষে উহাদিগের সময়ে সময়ে একত্র সমাগম হইত। আবশ্যক হইলে, সমাগম স্থলে রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়েরও আলোচনা হইত। আসিয়া খণ্ডে গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত নগর সকলের পরস্পর দৃঢ়তর ঐক্য না থাকিলেও সৌভাগ্য সম্পত্তির ন্যূনতা ছিল না। যদি উহাদিগের ঐক্যাংশে দৃঢ়তা থাকিত, তাহা হইলে উহার সর্বাংশে সর্বোৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইত সন্দেহ নাই। গ্রীস দেশে যে সময়ে একনায়ক রাজ্যতন্ত্র রহিত হইয়া সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়, আসিয়া খণ্ডে গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত নগরবাসীরাও সেই সময়ে সাধারণ তন্ত্র স্থাপন করে। মাইলিটস নগরের লোকেরা নৌযুদ্ধে পরম প্রাণীয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নগরের লোকেরা আসিয়া খণ্ডের বহু স্থলে এবং শ্যামসাগরের (ইউগ্জাইন) উপকূলে বহুতর নগর নিবেশিত করে। তাহাতে গ্রীস দেশীয়দিগের আধিপত্য বহু দূর বিস্তারিত হয়।

আয়োনিয়, ইয়োলিয় এবং ডোরিয় এই তিন জাতির মধ্যে আয়োনিয়ের আসিয়াখণ্ডে নগরাদিনিবেশনবিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল, এই দুই জাতি সেরূপ পারে নাই। আ-

যোনিস জাতীয়েরা যে সকল নগর বিবেশিত করে, তত্ত্বতা লোকেরা শিল্প, বাণিজ্য এবং শরশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল । আয়োনিসেরা আসিয়ামাইনরে কোসিয়া নামের নগর বিবেশিত করে, তত্ত্বতা লোকেরা স্পেন দেশে এম্পোরাই নামে নগর, এবং খৃষ্টের পূর্ব ৬০০ অব্দে পল্লদেশে ম্যাসিলিয়া নামে নগর স্থাপিত করে । ডোরিয় জাতীয়েরা আসিয়ামাইনরে যত স্থান অধিকার করিয়া কসতি করিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল রোডসের লোকেরা পল্ল ও স্পেন এই উভয় দেশে কতিপয় নগর বিবেশিত করে । ইজিপ্ট দেশীয় রাজা স্যামেটিকস খৃষ্টের পূর্ব ৬৫০ অব্দে গ্রীস দেশীয়দিগের প্ররুত্তি লওয়াইয়া স্বদেশে লইয়া যান এবং তথায় উহাদিগকে বাসস্থান প্রদান করেন ।

যত লোক গ্রীস দেশ হইতে আসিয়াখণ্ডে গিয়া কসতি করে, প্রথমে তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল । তাহারা কোন বিষয়ে অসুখী ছিল না । দিন দিন তাহাদিগের বাণিজ্য কার্যের সমধিক প্রীতি হয় এবং অতুল অর্থসম্পত্তি হস্তগত হয় । তাহারা শিল্প ও শাস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ পটু হইয়াছিল । কিন্তু তাহাদিগের এই সুখের অবস্থা বহুদিন স্থায়িনী হয় নাই । লিডিয়া দেশীয়েরা তাহাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়া লয় । শেষে তাহারা স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত হইয়া পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় । লিডিয়া দেশের অধিপতি জাইগিস প্রথমে কলোকন নগর গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ স্মির্না ও মাইলিটস এই উভয় রাজ্য আক্রমণ করেন । জাইগিসের লোকান্তর গমনের পর তাহার উত্তরাধিকারী আর্ডিস প্রাইন নগর অধিকার করিয়া লইলেন । সেডিয়াটিস এবং এলিয়াটিস লিডিয়ার এই উভয় রাজ্য মাইলিটস নগরবাসীদিগের সহিত ঝুঁঝ বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাইলিটস রাজ্য অবশেষে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই । শেষে খৃষ্টের পূর্ব ৬১২ অব্দে লিডিয়া ও মাইলিটস এই উভয় রাজ্যের পরস্পর মৈত্রী ও সন্ধি হয় । লিডিয়ার অপর রাজ্য ক্রিসস ইকিসসনগর জয় করিয়া লন । কিন্তু তিনি পরাজিত ইফিসবাসীদিগের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করেন । ক্রিসস অতিশয় প্রতাপাবিত ছিলেন ।

গ্রীস দেশীয়েরা আসিয়াখণ্ডে যত নগর নিবেশিত করে, তৎসমুদায়ই স্বল্প কাল মধ্যে ক্রিসসের অধীনতা স্বীকার করে । ক্রিসস গ্রীস দেশীয়দিগের তত্ত্বজ্ঞান সমুদায় নগর স্ববশে আনিয়ন করেন বটে, কিন্তু তিনি স্ববশীকৃত নগরবাসীদিগের সহিত একরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, উহাদিগকে নিরস্ত্র কর প্রদান ব্যতিরিক্ত আর কোন বিষয়েই পারতন্ত্র্য স্থাপনের সম্মত করিতে হয় নাই । উহার আশ্রয় আপন আপন নগরের ব্যবসায়িক কার্য আশ্রয় পাইয়া সম্পাদন করিত । উহাদিগের প্রতি ক্রিসসের তাদৃশ সদয় ব্যবহার করিবার কারণ এই, ক্রিসস অতিশয় গুণজ্ঞ ছিলেন । গ্রীস দেশীয়েরা শিল্পাদি বিবিধ বিষয়ে যে, তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে ক্রিসস তাহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত ছিলেন । তিনি সর্বদাই তাহাদিগের প্রশংসা করিতেন এবং তাহাদিগের প্রতি সতিশয় উদ্ব্যর্থ ও দানশৌণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন । গ্রীস দেশের সর্বস্থলেই তাহার যশোগান গীতমান হয় ।

ক্রিসস অরাজকের নিকটবর্তী উপদ্বীপ সকল স্ববশে আনিয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তদ্বিষয় হইতে নিবারণিত হন । অনন্তর, তিনি লিসিয়া এবং সিলিসিয়া ব্যতিরিক্ত হেলিস্ নদী পর্য্যন্ত আসিয়ামাইনরের সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লন ।

ক্রিসসের এত যে সৌভাগ্য, এত যে সুখ্যাতি, এত যে শৌর্য্য প্রকাশ, শেষে তৎসমুদায়ই অভ্যস্ত হইল । খৃষ্টের পূর্ব ৫৪৬ অব্দে পারস্যের অধিপতি সাইরসের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে তিনি রণস্থলে পরাভূত হইলেন । পারস্যরাজ তাহাকে সমর বন্দীকৃত করিয়া লইয়া গেলেন । লিডিয়া রাজ্য পারস্যরাজের হস্তগত হইল । গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত নগরবাসীরাও পারস্যরাজের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল । লিডিয়া দেশীয়েরা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয় ও যোদ্ধা ছিল । যুদ্ধ কার্যেই তাহাদিগের অধিক কাল পর্য্যাবসিত হইত । সাইরস তাহাদিগকে জয় করিয়া যুদ্ধ প্রয়োজনযোগী শস্ত্র ব্যবহার নিষেধ করিয়া দিলেন । তদবধিতা-

হারা যুদ্ধাতিরিক্তকালকর্তব্য। শিল্পাদি কার্যের অল্পতান আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অতিশয় বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন তাহাদিগের সেই শৌর্য্য, সেই পুরুষকার, সেই সমরামুরাগ, সমুদায়ই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সাইরস গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগরবাসীদিগকে জয় করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু জয় কার্য শেষ না হইতেই তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। অতএব তিনি নিজ প্রতিনিধিগণের উপরে জয় কার্যের ভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগরবাসীরা পারস্য দেশীয়দিগকে এই কথা বলিল, আমরা যে নির্যম্মে ক্রিসসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলাম, তোমরা যদি আমাদের সহিত সেই নিয়মে চল, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু পারস্য দেশীয়েরা সে কথায় সম্মত হইল না। অতএব তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্পার্টা নগরে দূত প্রেরণ করিল। দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া কিরিয়া আইল। সাইরসের সেনাপতি ম্যাজেরিস গ্রাইন এবং ম্যাগ্নিসিয়া এই উভয় নগর অধিকার করিয়া লইলেন। হার্পেগস ম্যাজেরিসের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি আয়োনিয়জাতির উপনিবেশিত নগরবাসীদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কোসিয়া নগরবাসীরা দেখিল, পারস্য দেশীয়দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার চেষ্টা করা বিফল। অতএব তাহারা ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশে বাসার্থী হইয়া গমন করিল। তাহারা প্রথমে কর্শিকার অন্তঃপাতী আল্ফালিয়া নগরে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে কার্থেজ এবং ইট্রিউরিয়া এই উভয় দেশের লোকে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে কতগুলি মিসিলিয়ায় আর কতগুলি ইটালির দক্ষিণ অংশে রিজিয়মনগরে গমন করিল। তাহারা রিজিয়মে যায়, তাহারা ঐ স্থানে ইলিয়া নগর স্থাপন করিল। কোসিয়ার দৃষ্টান্তানুসারী হইয়া টিয়সের লোকেও প্রেসের উপকূলবর্তী জনপদে গমন করিল এবং ঐ স্থানে আবডিরা

নামে এক নগর স্থাপন করিল। হার্পেগস এইরূপে আয়োনীয়-
জাতির উপনিবেশিত নগর সকল জয় করিলেন। কোন কোন
উপদ্বীপের লোকে স্বৈচ্ছাপূর্ব্বকই পারস্য দেশীয়দিগের অধীনতা
স্বীকার করিল।

হার্পেগস ইয়োলিয় এক আয়োনীয় জাতির নিবেশিত
নগর সকল জয় করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন।
কেরিয়ার লোকেরা বিনা যুদ্ধেই পারস্যদেশীয়দিগের অধীনতা-
স্বীকার করিল। কিন্তু লিসিয়ার লোকেরা স্বদেশের স্বাধীনতা র-
ক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। পারস্যদেশীয়েরা জ্যান্থস নগর অব-
রোধ করিলে পর তত্রতা লোকেরা পুত্র কলত্র সহ নগর ত্যজীভূ-
ত করিয়া অন্তশত্রু হস্তে নগর হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধ করি-
তে করিতে শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। অন্য অন্য নগরের
লোকেও ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। যে যে নগর হার্পেগসের
নিকটোন্নত না হইয়া প্রতিপক্ষতাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, হার্পে-
গস সে সে নগর জয় করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। এইরূপে আসি-
য়া মাইনরের চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত প্রায়
সমুদায় নগরই স্বল্পকাল মধ্যে পারস্যরাজের হস্তগত হইল।

পলিক্রেটিস নামে এক ব্যক্তি তৎকালে সেমস উপদ্বীপের
সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল। সেমস রাজ্য তাহার পৈতৃক রাজ্য না-
হে। সে সেমস রাজ্য অপরূপ করিয়া লয়। এক শত জাহাজ ঐ রা-
জ্যপহারীর অধিকৃত ছিল। মাইলিটস বাসীদিগের সহিত তাহার
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই এসঙ্গে পারস্য দেশের সহিত যুদ্ধ ঘটনা-
র সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। দেশের মধ্যে তাহার অনেক শত্রু
ছিল। অতএব সে পারস্যরাজের সহিত শত্রুতা না করিয়া তা-
হার অমুগ্রহাভ্যাজী হইল এবং পারস্যরাজ বাহাঙ্কত তুষ্ট
হইন, সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইজিপ্ট দেশের সহিত পারস্যরাজের সংগ্রাম উপস্থিত হও-
য়াতে পলিক্রেটিস আপনার কতগুলি জাহাজ দিয়া পারস্যরাজে-
র সহায়তা করিল। বাহাদিগের হইতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা
ছিল, পলিক্রেটিস তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া দিল। কিন্তু

তাহার ঐ অসদভিসন্ধি ব্যক্ত হইয়া পড়িল । সে যেসকল ব্যক্তি-
কে জাহাজে তুলিয়া দেয়, তাহারা তাহাকেই বধ করিবার উদ্দেশে
আক্রমণ করিল । কিন্তু কৃতকার্য হইতে না পারিয়া স্পার্টানগরের
নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । স্পার্টানগরীয়েরা যে সাহায্য দান
করে, তদ্বারা তাহাদিগের ইচ্ছাসিদ্ধি না হওয়াতে তাহারা কিয়ৎ-
কাল ইজিয়সমুদ্রে বিলুপ্তনার্থ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্রিট উপদ্বী-
পে সিডোনিয়ানগরে বসতি করিল । এই ঘটনা হওয়াতে পলি-
ক্রেটিস পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল এবং পারস্য-
রাজের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া স্বাধিকার বিস্তার করিতে
লাগিল । একদা ঐ ধূর্ত কৃতঘ্নের কুহকে পড়িয়া সার্ডিসে গমন
করে । খৃষ্টের পূর্ব ৫২২ অব্দে ঐ স্থানে নিহত হয় ।

গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত ও অধিকৃত নগর ও জনপদের
বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । এক্ষণে গ্রীস দেশীয়দিগের শি-
ল্প বিদ্যা, শব্দশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে-
ছে । গ্রীস দেশীয়দিগের যেমন দিন দিন সৌভাগ্য সম্পত্তির বৃদ্ধি
হইতে আরম্ভ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বিষয়েরও ত্রিভুজি হয় ।
আসিয়াবাসী আয়োনিয়জাতীয়েরা বাণিজ্যবিষয়ে এবং শিল্প
প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে সর্বাধিক অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে ।
যদ্বারা মানুষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় এবং যদ্বারা দেশের সৌ-
ভাগ্য ও শোভা বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ কল্যাণকরী ক্রিয়ার অমূল্যতানে
গ্রীস দেশবাসী আয়োনিয়জাতীয়েরা সর্বিশেষ অমুরাগী ছিল ।
বাণিজ্য বিষয়ে এবং শিল্পাদি কতিপয় বিষয়ের অমূল্যতানে অন্য
কোন জাতিই প্রথম প্রথম উহাদিগের প্রতিযোগিতা করিতে স-
মর্থ হয় নাই । ডোরিয়জাতির অধিকৃত করিন্থ প্রভৃতি কতিপয়
নগরে শিল্পাদিশিক্ষার উপযোগী কতিপয় বিদ্যালয় ছিল বটে,
কিন্তু আয়োনিয় জাতীয়েরা ঐ সকল বিষয়ে সকলকে অতিক্রম
করিয়াছিল । আয়োনিয় জাতীয়েরা যৎকালে ঐ সকল বিষয়ে
সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎকালে এথেন্স নগরে ঐ স-
কলের সমধিক চর্চা ছিল না । আয়োনিয়া এবং সেমসের লোকে-
রা প্রাচীন কালে বহুতর সুসমৃদ্ধ দেবমন্দির নির্মাণ করে । খ্রীস্ট-
পূর্ব

ময়ী প্রতিমূর্তি হাঁচে ঢালিবার কোশল প্রথম সময়ে সৃষ্ট হয়। প্রস্তরে ক্ষোদ্যকারি করা এবং নানা প্রকার কারিকরি উদ্যোগ গ্রীস দেশীয়দিগের অপরিকৃত ছিল না। যে সকল দেবগৃহ নির্মিত হইত, তাহার বহির্ভিত্তিতে নানাবিধ আকৃতি ও প্রতিমূর্তি ক্ষোদিত হইত। গ্রীস দেশীয়েরা পূজা করিবার উদ্দেশে বহুবিধ দেবপ্রতিমা নির্মাণ করিত। কারিকরেরা সেই সকল প্রতিমার নির্মাণ কালে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারিত না। তাহাতে দেবপ্রতিমার গঠন সৌষ্ঠব হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দেবগৃহ প্রভৃতি সর্বজন দর্শনীয় অট্টালিকার শোভা সম্পাদনের নিমিত্ত বহির্ভিত্তিতে যে যে প্রতিমূর্তি নির্মিত হইত, তাহার নির্মাণ কালে কারিকরেরা স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার সুন্দর গঠন করিত। গ্রীস দেশীয়দিগের এই প্রথা ছিল, ওলিম্পিয়া প্রভৃতির উৎসব স্থলে অনুষ্ঠীয়মান মল্লযুদ্ধাদিতে যাহারা জয় লাভ করিত, তাহাদিগের সম্মানার্থ প্রতিমূর্তি নির্মিত হইত। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে গ্রীস দেশীয়দিগের শিল্পবিষয়ে সাতিশয় নৈপুণ্য লাভ হয়। উহাদিগের শিল্প বিষয়ে এত নৈপুণ্য লাভ হইয়াছিল যে, অন্য দেশের লোকে উহাদিগকে ঐ অংশে অতিক্রম করা দূরে থাকুক, উহাদিগের তুল্যতা প্রাপ্তও হইতে পারে নাই।

গ্রীস দেশে প্রথমাবস্থায় শিল্পাদি বিবিধ বিষয়ের ন্যায় কাব্য শাস্ত্রেরও সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। হোমর আদি কবি। হোমরের ন্যায় হিসিয়ড নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ দুই মহা কবি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তৎকালে অন্য কোন কবি ছিলেন না, ইহা কোনরূপে সম্ভাবিত বোধ হয় না। বোধ হয়, হোমর এবং হিসিয়ডের নাম অধিকতর বিখ্যাত হওয়াতে, তৎকালে যে সকল কবি ছিলেন, তাহাদিগের নাম এবং তাহাদিগের কৃত কাব্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নব্য ইতিহাস লেখকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন হিসিয়ডের নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমুদায় তৎকৃত নহে; অন্য কবিকৃত কাব্য গ্রন্থও তাঁ-

হার নামে প্রচলিত হইয়াছে । হিসিয়ডও হোমরের ন্যায় কবি সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন । হিসিয়ড বিয়োশিয়া দেশে আফ্রো-নগরে জন্ম গ্রহণ করেন । কোন সময়ে তিনি প্রোতুভুত হন, তাহার নির্ণয় নাই । কিন্তু অনেকে বলেন হিসিয়ড হোমরের পর, খৃষ্টের পূর্ব ৮৫০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন ।

গ্রীস দেশে দ্বিবিধ পদ্যময় প্রবন্ধের সৃষ্টি হয় । একবিধ ইতিবৃত্তময়, অন্য বিধ সঙ্গীতময় । কবিগণ কোন কল্পিত অথবা বাস্তবিক বৃত্তান্ত লইয়া যে পদ্যময় প্রবন্ধ প্রণয়ন করিতেন, তাহাই ইতিবৃত্তময় কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইত । আর, যে সকল পদ্য বীণাবাদন পুরঃসর গীতমান হইত, তাহা সংগীতময় কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইত । এই উভয়বিধ কাব্যেরই গ্রীস দেশে সমধিক প্রচলিত হইয়াছিল । ইতিবৃত্তময় কাব্যের যে সময়ে সমধিক অমূল্যলীন হয়, তৎকালে সংগীতময় কাব্যের অমূল্যলীন ছিল কি না, এ বিষয় সন্দেহস্থল । পিস্তারের গ্রন্থ তিন সংগীতময় পদ্যগ্রন্থ প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়াছে । লুক্সাবিশিষ্ট যে শ্লোকপরিপাটী অধুনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করিয়া গ্রীক ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রশংসা করেন এবং সংগীতময় পদ্য গ্রন্থ বিলোপপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে বধেষ্ঠ ক্ষোভ করিয়া থাকেন । ডোরিয় ও ইয়োলিয় এই উভয় জাতি সংগীতময় কাব্যের অধিকতর অমূল্যলীন করে । ইয়োলিয় জাতীয়দিগের মধ্যে আর্কিলোকস, হিপোনাক্স, এবং আলসিউস এই তিন ব্যক্তি সংগীতময় কাব্য বিষয়ে অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । আর আয়োনিয় জাতীয়দিগের মধ্যে আনাক্রয়ন, ইবিকস, মিনর্নস এবং (১) স্যাকো এই কয় ব্যক্তি এই বিষয়ে স্মৃতিশর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা হন ।

দেশ, যত দিন অত্যন্ত অমড়া অবস্থায় থাকে, তত দিন তাহাতে লেখাপড়ার চর্চা হয় না । লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হইলে

(১) স্যাকো খৃষ্টের পূর্ব ৬০৭ অব্দে লেসবস উপদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন । হিরডোটস বলেন স্যাকো ক্যামাড্রিনিমের কন্যা । তিনি কবিস্বশক্তি ও সৌন্দর্য্য স্বর্ণ দ্বারা সন্নিবেশিত বিখ্যাত ছিলেন ।

প্রথমে পদ্যের সৃষ্টি হয়, পর্শচাং গদ্যা লিখিবার প্রথা আরম্ভ হয় । বিদ্যামুখশীলনের প্রথম আবস্থা কালে একবারে কখন গদ্যা লিখিবার প্রথা আরম্ভ হয় না । সকল দেশেই এই রীতিক্রমে লেখাপড়ার চক্র । ইহাতে আরম্ভ হইয়াছে ! সভ্যদেশ মাত্রেই আদ্যকালের ইতিহাস পাঠ করিলে এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় । গ্রীসদেশেও ঐরূপ যে সময়ে পদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বহুকাল পরে গদ্যা লিখিবার প্রথা আরম্ভ হয় । সাইরস উপদ্বীপে ফেরিসাইডিস নামে এক ব্যক্তি প্রথম গদ্যা লিখিতে আরম্ভ করেন । বোধ হয়, খৃষ্টের পূর্ব ৫৫০ অব্দে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । মাইলিটস নগরে ক্যাডমস নামে একব্যক্তি প্রথমে গদ্যো ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন । যাঁহারা প্রথমে ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা ইতিহাসের স্বরূপ অবগত ছিলেন না । অতএব তাঁহারা অদ্ভুত অলৌকিক ও কল্পিত বিষয় লইয়া আপন আপন গ্রন্থ পরিপূর্ণ করেন । ফলতঃ তৎকালে ইতিবৃত্তময় যে পদ্য গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, যাঁহারা প্রথমে গদ্যা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই পদ্য গ্রন্থ গদ্যে বিন্যস্ত করেন । কোন দেশেই প্রথমে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার রীতি আরম্ভ হয় নাই । তাহার কারণ এই প্রথমাবস্থার লোকদিগের অন্তঃকরণ রূথাভিমানের পরিপূর্ণ থাকে এবং তদানীন্তন লোকেবা অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণেই সমধিক সমুৎসুক হয়, সুতরাং গ্রন্থকারেরাও স্বদেশীয়লোকের চিত্তরঞ্জন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের আরোপিত গুণ বর্ণন করেন এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া লোকের চিত্ত চমৎকার করিবার চেষ্টা করেন । তাহাতেই আদ্যকালে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার রীতি আরম্ভ হয় না ।

অতিপ্রাচীনকালে গ্রীসদেশে শব্দশাস্ত্রাদির ন্যায় দর্শনশাস্ত্রেয়ও অল্পশীলন হইতে আরম্ভ হয় । কিন্তু প্রথম প্রথম দর্শনশাস্ত্র স্বতন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল না । খৃষ্টের পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দর্শনশাস্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয় । ঐ সময়ে সাত জন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন । ঐ সাত ব্যক্তি কেবল

ঈশ্বর চিন্তনে রত এবং অলৌকিক বিষয়ের অমুসন্ধান প্রবৃত্ত না হইয়া সকলেই ব্যবহারিক কার্যে সমধিক অবহিত হন । তাঁহারা সকলেই লোক ব্যবহারজ্ঞ ও অর্থশাস্ত্রে সর্বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন । তাঁহারা ব্যবস্থাপন কার্যে ব্যাপৃত এবং প্রাড়্‌বিবাকের পদে অধিষ্ঠিত হন । ঐ সময়ে আরো কতগুলি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহারা এই দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থের আদিকারণত্বের প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । মাইলিটস নগরে খেলিস নামে এক পণ্ডিত সৰ্ব্ব প্রথম দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ বক্তৃতিদিগের এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন । ঐ ব্যক্তি সোলনের সমকালের লোক । তিনি এই মত প্রচার করেন, জলই সমুদায় পদার্থের আদি কারণ । তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পরে মাইলিটস নগরে এনাক্সিমিনিস নামে অপর এক পণ্ডিত জন্মেন । তিনি এই মত প্রচার করেন বায়ু হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । আর, ইফিসবাসী হিরাক্লাইটস বলেন, অগ্নিই সমুদায়ের মূল কারণ । পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ জগতের আদিকারণামুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়া, যিনি যেমত প্রচার করুন এবং তাঁহাদিগের মত যেরূপ আয়োজিক ও অসঙ্গত হউক, তাঁহাদিগের তাদৃশ অমুসন্ধান প্রবৃত্তি মূলকই ক্রমে ক্রমে গ্রীস দেশীয়দিগের এই স্থির হয় যে, জগতের কারণভূত এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর আছেন ; সমুদায় পদার্থই তাঁহার সৃষ্ট ; তিনি সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া পদার্থ সকলের আকৃতি, গতি ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন ; তিনি নির্লিপ্ত এবং জগৎ ভিন্ন ; তিনি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সেই নিয়মামুসারে এই জগৎ চলিতেছে ।

আয়োনিয় জাতীয়েরা যে সময়ে দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ বক্তৃতিদিগের সম্প্রদায় প্রবর্তিত করে, তৎসমকালেই ইটালির দক্ষিণে ইলিয়া নগরে আর এক সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয় । ঐ নগরে যে সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়, জেনোকেনিস তাহার আদিপ্রবর্তক । জেনোকেনিস খৃষ্টের পূর্ব ৫৩৬ অব্দে কলোফন হইতে ইলিয়া নগরে উঠিয়া যান । জেনোকেনিস বলিতেন, জগদতিরিক্ত আত্মা নাই, জগৎই চৈতন্যস্বরূপ । এই মূল হইতেই তাঁহার সমুদায় মত প্র-

বর্ত্তিত হয়। তাঁহার শিষ্য পার্মিনিডিসও তন্মতাবলম্বী হন। তাঁহার মতে এবং তাঁহার গুরুর মতে আংশিক ভেদমাত্র ছিল। জিনো ও মেলিসস এই দুই ব্যক্তি পার্মিনিডিসের শিষ্য। তদানীন্তন লোকদিগের বিশেষতঃ তদানীন্তন দর্শনশাস্ত্রাবলম্বীদিগের মতখণ্ডন করাই তাঁহাদিগের প্রধান কৰ্ম ছিল।

থেলিস যে মত প্রচারিত করেন, প্রতিপোষক প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূৰ্ব্বক সেই মত প্রণালীক্রমে লিপিবদ্ধ করেন কি না, এক্ষণে অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার শিষ্য এনাক্সিমেণ্ডর সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া এক গদ্য গ্রন্থ করেন। আয়োনিয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পঞ্চাস্তরে জেনোফেনিস এবং পার্মিনিডিস পদ্যে লিখিয়া আপনাদিগের মত প্রচারিত করেন। এগ্রিজেন্টম নগরবাসী এম্পিডক্লিস ঐ রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

পিথাগোরাস খৃষ্টের পূৰ্ব্ব ৫৭০ অব্দে যে দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিখ্যাত। পিথাগোরাস সেমস উপদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মাদিবিষয়ক বখাৰ্খ র্ত্তান্ত অবগত হওয়া অত্যন্ত দুৰূহ। তাঁহার র্ত্তান্ত মধ্যে অনেক অলৌকিক ও অদ্ভুত র্ত্তান্ত প্রবেশিত হইয়াছে। পিথাগোরাস ইজিপ্ট প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবধ বিষয়ের জ্ঞানোপার্জন করেন। স্বভাবতই তাঁহার গণিত শাস্ত্রাবগাহিনী বুদ্ধি ছিল। তিনি গণিত ও ঋগোল সংক্রান্ত বহু বিষয়ের আবিষ্কৃত্য করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অস্বদেশীয় নৈরায়িকদিগের যেরূপ মত আছে জীবাত্মানিত্য; জীবাত্মা যখন যে দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই দেহের ধ্বংস হইলে জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস হয় না; পিথাগোরাসেরও সেইরূপ মত ছিল।

পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পলিক্রেটিস সেমস উপদ্বীপের অধিপতি ছিল। পলিক্রেটিস সেমসের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের উপরে পীড়ন ও দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। পিথাগোরাস তৎকৃত অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক

ইটালিতে গমন করিয়া ইটালির অন্তঃপাতী ফ্রোটন নগরে অবস্থিতি করিলেন। তথায় দেখিলেন, নগরবাসী লোকেরা সঙ্ঘে নাই; নগরমধ্যে দুই দল হইয়াছে, প্রধান ব্যক্তিদিগের এক দল, আর, তদিতর ব্যক্তিদিগের এক দল; এই উভয় দল ঘোরতর বিরোধ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; তাহাতে সমুদায় তন্ত্র আকুলীভূত হইয়াছে। পরিশেষে প্রধান ব্যক্তিদিগের দল প্রবল হইয়া উঠিল। পিথাগোরাস ঐ দলে যোগ দিলেন। তিনি যোগ দেওয়াতে ঐ দলের বহুতর উপকার হয়। ইটালিতে গ্রীস দেশীয়দিগের যত উপনিবেশিত নগর ছিল, তৎসমুদায় স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া পিথাগোরাস প্রধান বংশোৎপন্ন তিন শত যুবক-ব্যক্তির এক সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। তাঁহার সম্প্রদায় স্থাপন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া দর্শনশাস্ত্রের অমুশীলন করিবেন।

পিথাগোরাস যে সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তদন্তর্গত লোকেরা কেবল দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন এমত নহে, তাঁহারা ধর্ম ও রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত বিষয়েও উদাসীন ছিলেন না। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনারদিগের পর্যালোচিত সমুদায় কার্যাই ধর্মবুদ্ধি হেতুক গুহ্য ভাবিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ সম্প্রদায়ের অমুষ্ঠিত কার্যসকল অধুনা অবগত হইবার সম্ভাব্য নাই। যে সময়ে দেশের সমুদায় লোকই অজ্ঞান ভিমিরে আচ্ছন্ন থাকে, সে সময়ে যে সকল ব্যক্তির অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের অবভাস হয়, তাঁহারা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের অজ্ঞানাজ্ঞাকার দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন উদ্ধৃতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, পিথাগোরাস এবং তাঁহার শিষ্যগণ তদানীন্তন ভ্রমাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ভ্রম নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত সেরূপ উদ্ধৃতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা শাস্তভাবে আপনারদিগের মতপ্রচারণ ও দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে ক্রমে ক্রমে স্মৃত প্রবিষ্ট করিবার নিমিত্তই বস্ত্রবান্ ছিলেন।

পিথাগোরাস এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা অভিজাততন্ত্রপক্ষে পক্ষপাতী ছিলেন। তাহাতে অন্য অন্য প্রজাগণ বিপক্ষ হ-

ইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের নামে বহু অপবাদ দেয়। সিবারিস নগরীয় প্রজাগণ একদা অভিজাতদের অতিশয় বিপক্ষ হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন প্রধানপক্ষীয় পাঁচ শত লোককে স্বদেশ পরিভ্রমণ পূর্বক ক্রোটন নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অনন্তর, সিবারিস নগরীয়েরা ক্রোটন নগরের প্রধান সভার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল, যে সকল লোক সিবারিস হইতে ক্রোটন নগরে গমন করিয়াছে, আপনারা তাহাদিগকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। ক্রোটন নগরীয় প্রধান সভা পিথাগোরাসের পরামর্শক্রমে সিবারিস নগরীয়দিগের প্রার্থনা অগ্রাহ করিল। তন্মূলক যুদ্ধ ঘটনা হইল। মাইলোনামে পিথাগোরাসের এক শিষ্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। যুদ্ধস্থানে বিপর্যয় পরাস্ত হইল। মাইলো জয়ী হইলেন। সিবারিস নগর উৎসাদিত হইল। খৃষ্টের পূর্ব ৫১০ অব্দে ঐ নগর উৎসাদিত হয়। সিবারিস নগর জয়ের পর তথায় যে কিছু দ্রব্য লুণ্ঠ হইল, ক্রোটন নগরীয় প্রধান পক্ষীয়েরা তৎসমুদায় আপনারাই গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে ক্রোটন নগরীয় প্রজাগণ প্রধান ব্যক্তিদিগের নিতান্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল। পিথাগোরাস এবং তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের উপরে উহাদিগের রাগ ছিল। যে গৃহে ঐ সম্প্রদায়ের সভা হইত, প্রজাগণ কোথপ্রযুক্ত খৃষ্টের পূর্ব ৫০৪ অব্দে সেই গৃহে অগ্নিপ্রদান করিল। অনেকেই ঐ স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যাহাণ জীবিত ছিল, তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পিথাগোরাস উহার অব্যবহিত পরেই মেটাপন্টম নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পিথাগোরাসের সম্প্রদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। প্রজাগণ প্রবল হইয়া উঠিল। ক্রোটন নগরেই যে, কেবল প্রধানের প্রজাগণের সমধিক প্রাচুর্য্য হইয়াছিল এমন নহে, ইটালির দক্ষিণাংশের সমুদায় নগরেই উহাদিগের প্রাচুর্য্য হয়। কিন্তু উহারা সঙ্ঘর্ষে অধিক সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রধান পক্ষীয়েরা প্রায়ই উহাদিগকে বিরুদ্ধ ও অস্থিতি করিত।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পারসীকদিগের সহিত গ্রীস দেশীয়দিগের সংগ্রাম ।

এথেন্স নগরের প্রাধান্য লাভ ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে পলিক্রেটিস সেমস উপদ্বীপের অধিরাজ্যে অধিরূঢ় হয় । তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে পর মি-
য়াগুয়স নামে এক ব্যক্তি তাহার রাজ্যে অপহরণ করিয়া রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করে । পলিক্রেটিসের সাইলোসন নামে এক জা-
তা ছিলেন । তিনি জাতুরাজ্যে অপহৃত দেখিয়া তদধিকার প্রাপ্তি
বিষয়ে যত্নবান হইলেন । কিন্তু তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে,
তিনি অন্যদ্বীপ সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া রাজ্যাপহারীকে রাজ্য-
চ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে পারেন । অতএব তিনি পা-
রস্যরাজের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । ডেরায়স তৎকা-
লে পারস্যদেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন । যুদ্ধের পূর্বে
৫২১ অব্দে ডেরায়স পারস্য দেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ।
তিনি সাইলোসনের প্রার্থনাবাক্যে সম্মত হইয়া ওটেনিস নামে এক
ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া একদল পারসীক সেনা সমভিব্যাহারে
সেমেসে পাঠাইয়া দিলেন । পারসীক সেনাপতি স্বপ্রভুর নির্দেশ
সাধনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অজ্ঞান্যাসে কৃতার্থতা
লাভ করিতে পারেন নাই । সেমস উপদ্বীপবাসী তাবৎ লোকই
প্রায় নিহত হইল । শেষে সাইলোসন নির্মমুষ্য উপদ্বীপের অ-
ধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন ।

সেমস উপদ্বীপের বিষয়ে হস্তক্ষেপের পর পারস্যরাজ সিথি-
য়া দেশ জয় করিতে যান । ঐ প্রসঙ্গে তিনি থ্রেস ও ম্যাসিডো-
নিয়া এই উভয় দেশ স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন । তা-
হাতেই গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক হয় ।
কি কারণে সিথিয়া দেশীয়দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত
হয়, ঐ যুদ্ধে তিনি কত দূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, আর যুদ্ধের
যথাবস্থিত আত্মপুর্ষিক রূপান্তরই বা কি, এ সকল এক্ষণে নিশ্চিত-
রূপে অবগত হওয়া যায় না । কলতঃ, পারস্যরাজ স্বয়ং যুদ্ধে গমন

করিয়াছিলেন এবং তিনি যদ্বার্থে যুদ্ধযাত্রা স্বীকার করেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারেন নাই; এই হইল কথা ব্যতিরেকে ঐ যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা বৃত্তান্তও নিঃসন্দেহ রূপে অবগত হওয়া যায় না। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, ডেরায়স প্রায় দশ লক্ষ লোক লইয়া যুদ্ধে গমন করেন এবং তাঁহার গ্রীক প্রজাগণ তাঁহাকে ছয় শত যুদ্ধের জাহাজ প্রদান করে। পারস্যরাজ ডেনিযুবনদীর উপরে এক সেতু নির্মাণ করাইয়া সৈন্যসহ নদী পার হন। নদী পার হইয়াই সেতু ভাঙিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার মনে উদয় হয়, প্রত্যাগমনকালে সেতুর প্রয়োজন হইবে, এই হেতু তিনি ষাট দিন কাল নিয়মে সেতু রক্ষা করিতে অমুজ্ঞা করেন। অনন্তর, সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিথিয়ার অভিযুখে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তের শেষভাগ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভাব্য ও পূর্বাগম বিরুদ্ধ; অতএব অতঃপর সমুদায় বৃত্তান্ত আত্মপুর্কিক বর্ণন করা আবশ্যক বোধনা করিয়া এইমাত্র নির্দেশ করা যাইতেছে, পারস্যরাজের সিথিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ দুরৈখ্যক, শেষে তাঁহাকে পলাইতে হইয়াছিল। তিনি যে সকল দ্রব্য মাষগ্রী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আনিতে পারেন নাই। আর, বাহারা পীড়িত হইয়াছিল তাহাদিগকে ফেলিয়া আইসেন। পারস্যরাজ ষাট দিন কাল নিয়ম করিয়া ডেনিযুবনদীর উপরি বিরচিত সেতু রক্ষা করিতে বলিয়া যান। ষাট দিন অতীত হইলে এথেন্স নগরীস্ মিগ্‌ট্যেডিস গ্রীস দেশীয়দিগকে এই পরামর্শ দেন, তোনরা সেতু ভাঙিয়া দাও, তাহা হইলেই তোমরা একবারে পারসীকদিগের পারতন্ত্র্য যোক্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য হয় নাই। মাইলিটসের অধিপতি হিটায়সের পরামর্শক্রমে সেতুভঙ্গোদ্যম নিবারণ হয়। ডেরায়স অব্যবহিত পরেই প্রত্যাগমন করেন। সিথিয়া দেশে তাঁহার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়, তথাপিও তাঁহার এত সৈন্য ছিল যে, তিনি আগমন সময়ে নিজ সেনাপতি মেগাবেজসকে ইয়ুরোপে থাকিয়া থ্রেস এবং হেলিস্পন্টস্থিত গ্রীসদেশীয় যাবতীয় নগর জয় করিবার অমুমতি করিয়া তাঁহার হস্তে

অশীতি সহস্র সৈন্য সমর্পণ করিয়া আসিলেন। ডেরায়স স্বদেশে উপস্থিত হইয়াই হিষ্টায়সের পুরস্কার করিলেন। মিল্টায়েডিস যে সময়ে সেতু ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সময়ে হিষ্টায়স নিবারণ না করিলে পারস্যরাজকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত। হিষ্টায়সের প্রযত্নেই তাঁহাকে বিপদে পতিত হইতে হয় নাই। পারস্যরাজ এক্ষণে উৎকৃত সেই মহোপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ঐহীমন নদীর উপকণ্ঠবর্তী এক প্রদেশ পুরস্কার দিলেন। মাইলিটসের রাজ্য আরিক্টংগোরাসের হস্তে সমর্পিত হইল। হিষ্টায়স পুরস্কারলব্ধ জনপদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মেগাবেজস ইয়ুরোপে থাকিয়া প্রথমে পেরিস্ নগর অধিকার করিলেন, এবং, থেস দেশের মধ্যে যে যে জাতি পূর্বে তাঁহার প্রভুর পরাধীনতা স্বীকার করে নাই, তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে স্বশে আনয়ন করিলেন। অনন্তর, তিনি পিয়োনীয় জাতীয়দিগকে জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পিয়োনীয়জাতীয়দিগকে আসিয়াথগে লইয়া বাস করান, ডেরায়সের এই অভিপ্রেত ছিল। মেগাবেজস নিজ প্রভুর নির্দেশানুসারে ঐ জাতির কতগুলিকে ফ্রিজিয়ায় বসতি করাইলেন। কিন্তু ঐ জাতির অধিকাংশ লোক ইউক্সডঃ চতুর্দিকে হুড়িয়া পড়িল। এই সকল কার্য সম্পাদিত হইলে পর মেগাবেজস ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য স্বশে আনয়ন করিতে অভিলাষী হইলেন। ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য তৎকালে ক্ষুদ্ররাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ রাজ্যে তৎকালে ইলিরিয় ও পিলাস্জিয় এই উভয়জাতির বসতি ছিল। গ্রীসদেশীয়েরা ঐ রাজ্যের লোকদিগকে অসভ্য বলিত। ম্যাসিডোনিয়ার রাজবংশ হিরাক্লিজ হইতে উৎপন্ন। আমিন্টাস তৎকালে রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মেগাবেজস প্রথমে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ রাজসমীপে উপনীত হইয়া ভূমি ও জল প্রার্থনা করিল। পারস্যদেশীয়দিগের এই নিয়ম ছিল, তাহারা যে নগর স্বশে আনয়ন করিবার অভিলাষ করিত, অগ্রে তত্রত্য রাজার নিকটে ভূমি ও জল প্রার্থনা করিত। ভূমি ও জল প্রার্থনা করিলেই বুঝিতে হইত, পারস্যদেশীয়েরা

অধীনতা স্বীকারের কথা কর্হিড়েছে। পারস্যদেশীয় দূতগণ ম্যাসিডোনিয়ার রাজসদীপে ভূমি ও জল প্রার্থনা করিলে তিনি পারস্যরাজের অধীনতাস্বীকারে সম্মত হইলেন এবং সমাগত দূতগণের সম্মানার্থ মহাসমৃদ্ধি করিয়া ভোজের আয়োজন করিলেন। দূতগণ ভোজনকালে অতিব্রীড়াব্যঞ্জক অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিল। তদর্শনে রাজকুমার আলেকজান্ডার সাতিশয় কুপিত হইয়া সেই ভোজনগৃহেই সমুদায় দূতের প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কি মেগাবেজস কি ডেরায়স কেহই কখন ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই।

ঐ সময়ে হিষ্টায়স থেসরাজ্যে মর্সাইনস নামে এক নগর স্থাপন করেন। দিন দিন তাঁহার প্রভাব সাতিশয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদর্শনে মেগাবেজসের মনে শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি নিজ প্রভুর নিকটে আপন শঙ্কার কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন। হিষ্টায়স স্বদেশে থাকিলে যদি কদাচিৎ তাহা হইতে কোন অনিষ্ট ঘটনা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া ডেরায়স এই মনস্থ করিলেন, হিষ্টায়সকে আপনার নিকটে আনিয়া কৌশলক্রমে আটক করিয়া রাখিবেন। অনন্তর, তিনি হিষ্টায়সকে বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার সহিত কোন বিষয়ের পরামর্শ আছে, তুমি একবার সার্ভিসে আসিবে। ডেরায়স তৎকালে সার্ভিসে ছিলেন। হিষ্টায়স সেইস্থানে গেলেন। পারস্যরাজ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়া কহিলেন, বন্ধু! তোমার অদর্শনে আমার অতিশয় কষ্ট হয়; তোমার ন্যায় আমার পরমাত্মীয় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই যে, তাঁহার নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য নির্বাহ করি; অতএব তোমাকে কিছুকাল আমার নিকটে অবস্থান করিতে হইবে। পারস্যরাজ এই রূপে কপটনাটক প্রস্তাবনা করিয়া তাঁহাকে সুসায় লইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত একত্র ভোজন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা পারস্যরাজ কৌশলক্রমে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিলেন। ওদিকে ডেরায়সের সেনাপতিগণ ইয়ুস ও লেম্নস উপদ্বীপ এবং ইজিয়সমুদ্রের উত্তরাংশে গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত সমুদায় নগর সম্পূর্ণরূপে

স্ববশে আনয়ন করিলেন। ফলতঃ, খৃষ্টের পূর্ব ৫০৫ অব্দে সিক্কিনদীর তীর অবধি থেসেলির উপকণ্ঠ পর্যন্ত সমুদায়দেশ পারস্যরাজ্যের অধিকৃত হয়।

এ সময়ে অতিবিশাল পারস্যরাজ্যের সহিত খ্রীসদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বিবাদ ঘটনার সূত্র হয়। যে কারণে বিবাদ ঘটনার সূত্রপাত হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ন্যাক্সস উপদ্বীপে তত্রতা প্রধান ব্যক্তিদিগের একটা এবং তদিত্তর প্রজাগণের একটা, এই দুটা দল ছিল। উভয় দলের সর্বদা বিরোধ উপস্থিত হইত। প্রজাগণ প্রবল হইয়া একদা তত্রতা প্রধান ব্যক্তিদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিল। বিবাসিত ব্যক্তিরা মাইলিটসের অধিপতি আরিস্টোগোরাসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। আরিস্টোগোরাস ঐ সুযোগে ন্যাক্সসের অধিপত্য লাভ করিতে পারিবেন, বিবেচনা করিয়া পারস্যরাজ্যের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা আর্টেকর্নিসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, ন্যাক্সস উপদ্বীপ জয় করা অতি সহজ কর্ম্ম। আর, ঐ উপদ্বীপ জয় করিতে যে ব্যয় লাগিবে উৎসমুদায় স্বয়ং দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। আর্টেকর্নিস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সম্মত হইয়া দুই শত ক্লাহাজ দিয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন। পারস্যদেশীয় এক ব্যক্তি বহিজসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত হইলেন। আরিস্টোগোরাস নিজ আয়োনিয় সৈন্যগণকে পোত মধ্যে গ্রহণ করিয়া উক্ত উপদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন। পথি মধ্যে প্রবহণাধ্যক্ষের সহিত আরিস্টোগোরাসের বিবাদ হইল। প্রবহণাধ্যক্ষ পারসীক সেই রাগে আরিস্টোগোরাসের সংকল্পিত সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ন্যাক্সসবাসীদিগকে পোপনে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমাদিগের বিপদ আসন্নতর-বর্ত্তী হইয়াছে, তোমরা সাবধান হও। ন্যাক্সসবাসীরা সেই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে নগর বৃদ্ধার উপায় বিধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের যত দূর কৃতিসাধ্য, নগর রক্ষার উপায়িক সমুদায় অমুষ্ঠান করিল। এই হেতু আরিস্টোগোরাস কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ন্যাক্সসে উপস্থিত

হইয়া কিয়ৎকাল উপদ্বীপ অধরোধ করিয়া রহিলেন । শেষে তাঁহার সমভিব্যাহারে যে স্রব্য সামগ্রী ছিল, তৎসমুদায় নিঃশেষতা প্রাপ্ত হইল । কাজেকাজেই তাঁহাকে অকুতর্থাৎ, অবমানিত ও লজ্জিত হইয়া মাইলিটসে ফিরিয়া যাইতে হইল । খৃষ্টের পূর্ব ৫০১ অব্দে এই ঘটনা হয় ।

আরিস্টগোরাস ন্যাক্সস উপদ্বীপের আধিপত্য লাভের লোভ করিয়া শেষে বিষম বিপাকে পড়িলেন । এই উপদ্বীপের জয়-কার্য্য সম্পন্ন না হওয়াতে তাঁহার অপমান, লজ্জা ও বিস্তর অর্থ হানি হইয়াছিল । তদ্বিম পারসীক শাসনকর্ত্তা আর্টেফর্নিসের নিকটে তাঁহার নিষ্কৃতিলাভ অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল । ন্যাক্সসে যাইবার পূর্বে আরিস্টগোরাস পারসীক শাসনকর্ত্তা আর্টেফর্নিসের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ন্যাক্সসের জয়কার্য্য সম্পাদন করিবেন ; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞারক্ষা করিতে পারেন নাই । আর্টেফর্নিস তেমন লোক ছিলেন না যে, তাঁহার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয় সম্পন্ন করিতে না পারিয়া কেহ নিস্তার পাইতে পারেন । অতএব আরিস্টগোরাস বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, রাষ্ট্রবিপ্লবন ব্যতিরেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ান্তর নাই । এই বিষয় লইয়া তিনি মনোমধ্যে আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে হিষ্টায়সের নিকট হইতে এক দূত আসিয়া উপস্থিত হইল । দূতমুখে শুনিলেন পারস্যরাজ কোশলক্রমে হিষ্টায়সকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন । হিষ্টায়স দূতদ্বারা আরিস্টগোরাসকে গোপনে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার স্বদেশীয় ব্যক্তিদ্বিগের বিদ্বেষ প্ররুতি ব্যতিরিক্ত আমার মৃত্যু লাভের অন্য কোন উপায় নাই । অতএব যাহাতে আমি উদ্ধার হইতে পারি, তুমি সেই চেষ্টা করিবে । অনন্তর, আরিস্টগোরাস নিজ বিশ্বস্ত বান্ধবগণকে একত্র করিয়া এই বিষয়ের মুকুণায় প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার বান্ধবগণও পারসীকদিগের রাজাশাসন প্রণালীতে অসন্তুষ্ট ছিলেন । অতএব তাঁহার সকলেই এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন । ইতিহাস লেখক হেকেটিউস তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার অনেক চেষ্টা করেন ।

কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। যুদ্ধ করাই সকলের
অভিমত হইল। আরিস্টোগোরাসের অজ্ঞাগণ সাধারণতঃ পক্ষে প-
ক্ষপাতী ছিল। আরিস্টোগোরাস তাহাদিগের অনভিমতে রাজ্যপদ
স্বহস্তে গ্রহণ করাতে তাহার। তাঁহার উপর বিরক্ত ও বিরূপ
ছিল। তিনি এক্ষণে অজ্ঞাগণের অমুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায়
প্রভুশক্তি পরিত্যাগ করিলেন।

আরিস্টোগোরাস প্রভুশক্তি পরিত্যাগ দ্বারা নিজ অজ্ঞাগণের সন্তোষ
সাধন করিয়া পশ্চাৎ সাহায্যার্থী হইয়া গ্রীস দেশে গমন করি-
লেন। গ্রীস দেশের মধ্যে স্পার্টা নগর তৎকালে সর্বপ্রধান ব-
লিয়া পরিগণিত ছিল। আরিস্টোগোরাস প্রথমে ঐ নগরে উপস্থিত
হইয়া স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার
সমভিব্যাহারে পিতৃলফলকে ক্ষোদিত এক ভূচিত্র ছিল। সেই
ভূচিত্র দেখাইয়া স্পার্টারাজকে কহিলেন, আপনি এই ভূচিত্র দ-
র্শন করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি যে উদ্দেশ্য সাধন করিব
বলিয়া সাহায্যার্থী হইয়া আপনকার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি,
আমার সে মনোরথ সিদ্ধ হওয়া দুর্লভ ব্যাপার নহে। এই কথা
কহিয়া তিনি স্পার্টারাজের প্ররোচনার্থ অর্থ দান অঙ্গীকার ক-
রিলেন। অর্থ লাভের কথা শুনিয়া স্পার্টারাজের মন চঞ্চল হই-
ল। তিনি সাহায্যদানের অঙ্গীকারে উন্মুখ হইলেন। কিন্তু তাঁ-
হার এক বালিকা কন্যা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল। তাহাতে
তিনি আরিস্টোগোরাসকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

স্পার্টানগরে অভীকসিজি না হওয়াতে আরিস্টোগোরাস ত-
থ। হইতে এথেন্সনগরে গমন করিলেন। এথেন্সনগরীয়েরা তাঁ-
হার প্রার্থনা বিফল করে নাই। এথেন্সনগরে অল্প প্রয়াসে আ-
রিস্টোগোরাসের অভীকলাভ হইবার কারণ এই, এথেন্সনগরীয়েরা
পূর্বেই শুনিয়াছিল, পারস্যরাজ শরণাগত হিষ্টিয়েসকে এথেন্স-
রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধবান আছেন। অতএব
উহার। এই বিবেচনা করিল, পারস্যরাজের অধীন আসিয়াখণ্ড-
বাসী আয়োনিয় জাতীয়েরা যদি বিজোহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা
হইলে পারস্যরাজকে তাহাতেই আবদ্ধ হইতে হইবে, তিনি আব

হিপিয়েসকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া উহার আরিষ্টগোরাসের প্রার্থনাবাক্যে কুড়ি খান জাহাজ পাঠাইয়া দিল। ইয়ুবায়ার অন্তঃপাতী ইরিট্রিয়া-নগরের লোকেরাও পাঁচ খান জাহাজ দিয়া আরিষ্টগোরাসের সাহায্য করিল। এথেন্সের ও ইরিট্রিয়ার লোকেরা খেটের পূর্ব ৪৯৯ অব্দে যাত্রা করিল। উহার ইফিসসে একবার অবতীর্ণ হইল। ঐ স্থান হইতে বহুসংখ্য আয়োনীয় জাতীয় লোক লইয়া বরাবর সার্ডিসনগরের অভিমুখে গমন করিল। তত্ৰতা পারসীক শাসনকর্ত্তা বিপ্লবগণের আগমন সমাচার শ্রবণ করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গ্রীস দেশীয়েরা দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নগর বিলুপ্তিত, উৎসাদিত ও দাহিত করিয়া ইফিসসে ফিরিয়া গেল। পারসীক শাসনকর্ত্তা যত পারিলেন, সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীস দেশীয়দিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ইফিসনগরের নিকটে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎকার হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। গ্রীস দেশীয়েরা রণস্থলে পরাজিত হইল। আয়োনীয় জাতীয়েরা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িল। এথেন্স ও ইরিট্রিয়া এই উভয় নগরের লোকেরা স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

এই সমাচার যখন ডেরায়সের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি একবারে ক্রোধে অধীর হইলেন। এথেন্সনগরীয়েরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করাতে তাঁহার যত ক্রোধ হইয়াছিল, আয়োনীয় জাতীয়েরা বিদ্রোহে প্ররত্ত হওয়াতে তাঁহার তত ক্রোধোদয় হয় নাই। তিনি আপনার এক জন অমুচরকে এই অমুমতি করিয়া রাখিলেন, তুমি প্রতিদিন এথেন্স নগরীয়দিগের কথা স্মরণ করিয়া দিকে। আয়োনীয়জাতির বিদ্রোহামুগ্ধান প্ররত্তি দিন দিন বর্দ্ধমান হওয়াতে তিনি তাঁহার শান্তিবিষয়ে অগ্রে মনোনিবেশ করিলেন। ধূর্তরাজ হিফায়স ঐ সময় আপনার পলায়নের সময় উপস্থিত ভাবিয়া পারস্যরাজকে এই কথা বলিলেন, যদি আপনি অমুমতি করেন তাহা হইলে আমি আয়োনিয়ার উপস্থিত হইয়া অতিশীঘ্র বিদ্রোহানল নির্বাণ করিতে পারি। এই কথাই তিনি গমনামুমতি প্রাপ্ত হইলেন। আয়োনীয় জাতীয়েরা ঐ স-

মরে গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত বাইজান্টিয়ম প্রভৃতি নগরবাসীদিগকে লওয়াইয়া বিজ্রোহে প্রবর্তিত করে। কেরিয়া দেশের এবং সাইপ্রাস উপদ্বীপের লোকেরা তাহাদিগের দ্রুতচেষ্টার অমুসরণ করিল। পারসীক সেনাপতিগণ উপস্থিত বিজ্রোহের নিবারণ বিষয়ে সমধিক দক্ষতা এবং অনল্প সতর্কতা প্রদর্শন করিলেন। কেরিয়ার অন্তঃপাতী ও প্রপন্টিসের উপকূলবর্তী যে যে নগর বিজ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পারসীক সেনাপতি ডরিসিস্ তাহাদিগের সকলকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। ফিনিশিয়া দেশীয়েরা যে এক দল জাহাজ পাঠাইয়া দেয়, তদ্বারা সাইপ্রাস উপদ্বীপের বিজ্রোহ প্রশমিত হইল। এই সকল কাৰ্য্য অমুষ্ঠিত হইলে পর পারসীকেরা সৰ্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া আয়োনিয় এবং ইয়োলিয় জাতীয়দিগের নিবেশিত নগর সকল আক্রমণ করিতে গেল। আরিস্টোগোরাসের এত দিন পর্য্যন্ত জয়ের আশা ছিল; কিন্তু ক্রেজোমিনি ও কিয়ুমা এই উভয় নগরের লোকেরা পারসীকদিগের নিকটে পরাস্ত হইলে পর তাঁহার জয়শা একবারে উন্মূলিত হইল। তিনি হতাশ হইয়া খেসের অন্তঃপাতী মর্সাইনস-নগরে গমন করিয়া ঐ নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছু করিয়া চিহ্নিত পারিলেন না। শেষে তিনি ঐ স্থানেই নিহত হইলেন।

হিফায়সও ঐ সময়ে সার্ডিসে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তিনি তথায় মধিক কাল থাকিতে পারেন নাই। বিজ্রোহীদিগের সহিত তাঁহার যোগ আছে তাহা পারসীক শাসনকর্ত্তা আর্টেকর্নিসের অজ্ঞাত ছিল না, আর্টেকর্নিস ইহা কৌশলক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানাইলেন। তখন তিনি তথায় দীর্ঘ কাল অবস্থান পরামর্শসিদ্ধিবাদ না করিয়া কাইয়ুসে গলায়ন করিলেন। বিজ্রোহ প্রবৃত্ত গ্রীস দেশীয়েরা যদি তাঁহাকে অবিশ্বাস নী করিত, তাহা হইলে তিনি বিজ্রোহিদলে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভব চিন্তে তাহাদিগের অধ্যাক্ষতা করিতেন। কিন্তু গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহাকে আদর ও বিশ্বাস না করাতে তিনি অসহায় ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির ন্যায় কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ জমণ করিতে লাগিলেন। শেষে লেসবসে গমন করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঐ স্থানে তিনি

কতগুলি জাহাজ সংগ্রহ করিয়া বাইজান্টিয়াম নগরে গমন করিলেন। যে যে নগরের লোক তাঁহাকে আয়োনিয়ান রাজা বলিয়া স্বীকার ও সম্মাননা করিতে সম্মত না হইয়াছিল, তিনি সেই সেই নগরের যত বাণিজ্যের জাহাজ পাইতে লাগিলেন তৎসমুদায় আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে আয়োনিয়ান বিজ্ঞোহানল ক্রমশঃ নির্ভাণপদবী প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পারসীকেরা মাইলিটস জয়ের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান হইল। তাহারা ছয় শত সাংগ্রামিক জাহাজ একত্র করিল। আয়োনিয় জাতীয়দিগের সমুদায়ে তিন শত ত্রিপাদ্ম খান জাহাজ হস্তগত ছিল। উহারা ঐ সকল জাহাজ লইয়া লেড উপদ্বীপে অবস্থান করিল। আয়োনিয় জাতীয়দিগের অপেক্ষা পারসীকদিগের অনেক অধিক জাহাজ ছিল বটে, কিন্তু উহারা সমুদ্রমাধ্যে আয়োনিয় জাতীয়দিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। উহারা চাতুরী প্রয়োগ দ্বারা আয়োনিয় জাতীয়দিগকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিল না। যাহা হউক, শেষে উহারা জয় লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধকালে যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যিক, আয়োনিয় জাতীয়েরা সেরূপ সাবধান হয় নাই। উহাদিগের অবদানতা দর্শন করিয়া উহাদিগের পক্ষ কতগুলি লোক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, উহাদিগকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিল। অতএব তাহারা গোপনে পারসীকদিগের সহিত যোগ করিল। অনন্তর, পারসীকেরা আক্রমণ করিলে প্রথমে সেমসের লোকেরা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। অন্য অন্য অনেকেই উহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। যাহা হউক, গ্রীস দেশীয় কতগুলি লোক শেষ পর্য্যন্ত, প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরিশেষে তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে পরাভব হইল। ২২৪ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। ঐ বিপদ ঘটনার অব্যবহিত পরেই মাইলিটস নগর বিপক্ষহস্তে পতিত হইল। পর বৎসর বিপক্ষগণ আয়োনিয় জাতীয়দিগের সমুদায় নগর এবং ইজিয় সমুদ্রের উত্তর দিক্‌র্তী ব্যব-

ভীষ্ম নগর স্ববশে আনয়ন করিল। এবং তত্ৰতা লোকদিগকে জতিশয় ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। বাইজান্টিয়ম এবং ক্যাল-সিডন্ এই উভয় নগরের লোকেরা পারস্যীদিগের ভয়ে আপন আপন দেশ পরিত্যাগ করিয়া ইয়ুগ্জাইন্ সমুদ্রের উপকূলবর্তী মেসেদ্রিয়া নগরে গিয়া বসতি করিল। এবং ঐ স্থানে এক নুতন নগর স্থাপন করিল। কসোনিসস বলিয়া। প্রসিদ্ধ থ্রেসিয় প্রায়ো-দ্বীপে মিল্টায়েডিসের অনেক স্থাবর বিষয় ছিল। সিথিয়া দেশ হইতে ডেরায়সের প্রত্যাগমন অবধি মিল্টায়েডিস্ ঐ স্থানেই বাস করিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত উপদ্রবের সময়ে আত্ম রিপদ আশঙ্কা করিয়া এথেন্সনগরে প্রস্থান করিলেন।

বিদ্রোহপ্রবৃত্ত গ্রীস দেশীয়েরা স্ববশে নীত হইলে পর পা-বসীকেরা উহাদিগের উপরে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পীড়ন আরম্ভ করিল। পূর্বে উহাদিগের অনেক অংশে স্বাধীনতা ছিল। এক-ণে সেই স্বাধীনতার নাম গন্ধ রহিল না। কিন্তু বিদ্রোহের আরম্ভ অবধি যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তৎসমু-দায় নিবৃত্ত হইয়া সকল বিষয়েই অশৃঙ্খলা হইল। যাহা হউক, উহাদিগকে স্বাধীনতাবিলোপনিবন্ধন দীর্ঘ কাল অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। পারস্যরাজের জামাতা মার্ডোনিয়স আর্টেকর্নিসের পদে নিয়োজিত হইলে পর তাঁহার প্রসাধেই গ্রীসদেশীয়দিগের ক্লেশের শাস্তি হয়। যে যে নগরের লোক বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহানল নির্ধাপিত হইলে পর আর্টেকর্নিস্ সেই সেই নগরের প্রচলিত রাজ্যতন্ত্র পরিবর্তিত ক-রিয়া সেই সেই নগরের রাজপদে এক এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মার্ডোনিয়স শাসিত্বপদে নিয়োজিত হইয়া সেই সেই ব্যক্তিকে রাজপদচ্যুত করিয়া পুনর্বার সেই সেই নগরে পু-নর্বতন রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত করিয়া দিলেন।

এথেন্স ও ইরিট্রিয়া এই উভয় নগরের লোকেরা বিদ্রোহ প্রবৃত্ত গ্রীস দেশীয়দিগের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিল। পা-বস্যরাজ ডেরায়স তন্নিবন্ধন তাহাদিগের উপরে অতিশয় কুপিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহানল প্রশমন চেষ্টায় ব্যস্ত সমস্ত

থাকাত্তে এত দিন বৈরসাধর্মের অবসর প্রাপ্ত হন নাই । বিজ্ঞোহ শান্তি হইলে তিনি ঐ উভয় নগরের লোকের সমুচিত শান্তি করিবার মানসে এবং স্বপ্রত্যাপ বিস্তার করিবার উদ্দেশে মার্ভো-নিয়সকে গ্রীস দেশে পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার সমভিব্যাহারে অনেক যুদ্ধ জাহাজ ও অসংখ্য সৈন্য গমন করিল । তিনি জাহাজ সকল ইজিয় সমুদ্রে দিয়া পাঠাইয়া অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া থ্রেসদেশের ভিতর দিয়া স্থলপথে গ্রীসদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পশ্চিমধ্যে এথস পর্বতের অনতিদূরে অতিশয় ঋতু হওয়াতে কুড়ি হাজার লোক এবং তিন শত জাহাজ বিনষ্ট হইল । ওদিকে মার্ভোনিয়সের সমভিব্যাহারী সেনাগণেরও অতিশয় বিপদ ঘটনা হইল । থ্রেসদেশীয় কতগুলি লোক এক দিবস রজনীযোগে শিবির আক্রমণ করিল । তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হইল । এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, মার্ভোনিয়স বিবেচনা করিলেন, অতঃপর গ্রীসদেশ আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় নহে । অনন্তর, তিনি খ্রিস্টের পূর্ব ৪২২ অব্দে সেনাগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন ।

ডেরারস গ্রীসদেশ জয় করিবেন স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন । এই সকল বিপদ ঘটনা হওয়াতে তিনি নিরস্ত হইলেন না । পুনর্বার যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল । গ্রীস দেশের প্রধান প্রধান নগরে প্রথমে দূত প্রেরিত হইল । দূতগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রতা লোকদিগকে পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকারের কথা কহিল । স্পার্টা আর এথেন্স এই উভয় নগরে যে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহারা নিহত হইল । যাহা হউক, অনেকেই পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল । ইজিনা প্রভৃতি কতিপয় উপদ্বীপের লোকেও পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকার করিল । এথেন্সনগরের সহিত ইজিনার বহু কালের বিরোধ ছিল । এথেন্স নগরীয়েরা সেই ঐরমূলক ইজিনাবাসীদের নামে এই অপবাদ দিয়া স্পার্টানগরে দূত পাঠাইয়া দিল যে, ইজিনাবাসীরা পারস্যরাজের সহিত বোঁগ করিয়া গ্রীস দেশের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে । স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিস এক দল সৈন্য লইয়া

ইজিনাবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন । ইজিনাবাসীরা তাঁত হইয়া প্রধান প্রধান দশ ব্যক্তিকে স্পার্টারাজের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, আমরা কখনই গ্রীস দেশের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত নহি, আপনকার যদি সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, সেই সন্দেহ তত্ত্বনের নিমিত্ত আমরা আপনকার হস্তে এই দশ ব্যক্তিকে আধিস্বরূপ নিহিত করিতেছি । স্পার্টারাজ এই দশ ব্যক্তিকে এথেন্স নগরে পাঠাইয়া দিলেন । ইজিনাবাসীরাও এথেন্সনগরীয়দিগের প্রতাপকার চেষ্টা হইতে বিরত ছিল না । ঐ উভয় রাজ্যের মধ্যে মধ্যে বিরোধ হইতে লাগিল । ইতিমধ্যে পারসীকদিগের গ্রীস দেশ আক্রমণ করিবার সমুদায় উদ্যোগ হইয়া উঠিল ।

ডেটিস্ এবং আর্টেকনিস নামে দুই ব্যক্তির উপরে যুদ্ধ কার্যের সমুদায় ভার অর্পিত হইল । খৃষ্টাব্দ পূর্ব ৪৯০ অব্দে ছয় শত যুদ্ধজাহাজ সিলিসিয়ায় একত্র হইল । উক্ত পারসীক সেনাপতিদ্বয় তাহাতে সমুদায় সৈন্য তুলিয়া লইলেন । সেনাগণ ইজিয় সমুদ্র পার হইল । পারসীকেরা পথিমধ্যে ন্যাকসস প্রভৃতি কতিপয় উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করিল । অনন্তর, উহারা ইরিট্রিয়াননগর আক্রমণ করিতে চলিল । ইরিট্রিয়ার লোকেরা আসন্ন বিপদের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া এথেন্সনগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল । ইয়ুবিয়ায় আটিকাদেশীয় চারি হাজার লোকের বসতি ছিল । তাহাদিগের উপরেই ইরিট্রিয়া নগর রক্ষার অঙ্গুমতি হইল । কিন্তু উহাদিগের সহিত ইরিট্রিয়দিগের মতের ঐক্য না হওয়াতে উহারা আটিকায় কিরিয়া গেল । পারসীকেরা প্রথমে ক্যারিষ্টস নগর জয় করিয়া পশ্চাৎ ইরিট্রিয়া অবরোধ করিল । ইরিট্রিয়ানগরীয় কতগুলি কৃতঘ্ন ব্যক্তি পুরদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল । পারসীকেরা নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় দেবগৃহ লুণ্ঠ করিয়া পশ্চাৎ ঐ স্থানে অগ্নি প্রদান করিল । অনন্তর, নাগরিক লোকেরা বন্দীকৃত হইয়া আলিয়ার প্রেরিত হইল । ইরিট্রিয়ানগর অধিকৃত হইলে পর বিশক্ষপক্ষী যেরূপ আটিকার উপকূলভিত্তিতে বাজা করিল ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দুরায়া হিপিয়েস স্বরাজ্য হইতে

দূরীকৃত হইয়া পারস্যরাজের শরণাগত হয় । ঐ দুরায়াই পারসীকদিগের এথেন্সনগর আক্রমণপ্ররম্ভের মূল কারণ । ঐ ব্যক্তি পারস্যদেশে অবস্থান করিয়া পারসীকদিগকে বিস্তর অপাইয়া এথেন্সনগরের আক্রমণ বিষয়ে প্ররম্ভিত করে । পারসীকেরা যখন গ্রীসদেশ আক্রমণ করিতে যায়, তখন ঐ দুরায়া সেই সমভিব্যাহারে ছিল । ঐ ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া পারসীক সেনাগণকে স্বদেশে লইয়া গেল । পারসীক সেনাগণ ম্যারাথন নামক অভিপ্রশস্ত পরিসর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল । এথেন্সনগরীয়েরা শত্রুর আগমন সমাচার শ্রবণ করিবামাত্র রণসজ্জা করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল । যে সমস্ত ব্যক্তির শস্ত্র গ্রহণ সামর্থ্য ছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধে উৎসুক হইল । দাসগণও স্বাধীনতালাভের আশয়ে শস্ত্র গ্রহণ করিল । যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সনগরীয়দিগের মিত্রতা ছিল, তাহারা সমাচার প্রাপ্তি মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল । স্পার্টানগরে তৎক্ষণাৎ এক দূত প্রেরিত হইল । দূত স্পার্টানগরে উপস্থিত হইয়া এথেন্সনগরীয়দিগের উপস্থিত বিপদের সমাচার দিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল । স্পার্টানগরে উপধর্ম্মমূলক এই ব্যবহার ছিল, ক্ষয়পক্ষের পর চন্দ্রকলা স্মৃতন বুদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে উহারা যুদ্ধ যাত্রা স্বীকার করিত না । বিশেষতঃ শত্রুগণ হইতে উহাদিগের সহস্রা বিপদ ঘটবারও সম্ভাবনা ছিল না । অতএব উহারা তৎকালে দূতের প্রার্থনা পরিপূরণ না করিয়া তাহাকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিল, আমরা কিছু দিন পরে সাধ্যানুসারে এথেন্সনগরের সহায়তা করিব । দূত অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইল । এথেন্সনগরীয়েরা তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া কতগুলি মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিতে চলিল ।

এথেন্সনগরে তৎকালে এই নিয়ম ছিল । যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দশ ব্যক্তি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেন । যুদ্ধ স্থলে সকলে পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ করিতেন । এ যুদ্ধেও সেই নিয়মানুসারে মিলিটায়েডিস প্রভৃতি দশজন সেনাপতি পদে নিয়োজিত হইলেন । ক্যালিমেকস প্রধান আর্কনপদে অধিরূঢ় ছি-

লেন, তিনি সকলের প্রধান হইলেন । স্পার্টানগরীয়দিগের আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত, কি, কালাতিপাত না করিয়া তখনই যুদ্ধ করা উচিত, এই কথা লইয়া সেনাপতিগণের মত ভেদ হইল । মিল্টায়েডিস বলিলেন নগর মধ্যে হিপিয়েসের অনেক আত্মীয় আছে, তাহারা যদি কুতস্থতা করে তাহা হইলে জয়লাভ দূরে থাকুক, বিপদের পরিসীমা থাকিবে না ; বিলম্ব করিতে গেলে আমি যে আশঙ্কা করিতেছি তাহাই ঘটিয়া উঠিবে ; অতএব বিলম্ব না করিয়া এখনই যুদ্ধ করা বিধেয় । কেহ মিল্টায়েডিসের প্রদর্শিত যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না । সকলেই তাঁহার মতে মত করিলেন । অবিলম্বে যুদ্ধ করাই স্থির হইল । মিল্টায়েডিসের পাল উপস্থিত হইলে তিনি এথেন্সনগরীয় সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া এক উন্নত ভূত্যাগে ব্যূহ রচনা করিলেন এবং পারসীকদিগের ব্যূহ রচিত দেখিয়া নিজ সেনাগণকে আক্রমণ সঙ্কেত করিলেন । তাহারা সঙ্কেত পাইবামাত্র দ্রুতবেগে পারসীক সৈন্য মধ্যে পতিত হইল । পারসীক সেনাগণ মিল্টায়েডিসের সেনাগণের অল্পতা দেখিয়া মনে করিল ইহাদিগের মৃত্যু নিকট হইয়াছে, তাহাতেই আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে । এই বিবেচনা করিয়া উহার মিল্টায়েডিসের সেনাগণকে অনানর ও উপেক্ষা সহকারে গৃহণ করিল । কিন্তু মিল্টায়েডিস যুদ্ধকালে এরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন যে, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে পারসীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল । অসভ্য জাতি যুদ্ধে পরাজিত হইলে যেরূপ কাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাই হইল । পারসীক সেনাগণ ভয়ে দশ দিক্ শূন্য দেখিয়া প্রাণপণে পলাইতে আরম্ভ করিল এবং সকলেই একবারে জাহাঁজে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল । যুগপৎ বহু লোকের পোতাধিরোহণ প্রয়াসে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল । বহু লোক সমুদ্র কূলে জলময় ভূমিতে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিল । অনেকেই পোতে আরোহণ কালে দেহ বিসর্জন করিল । বিনষ্টাবশিষ্ট পারসীক সেনাগণ জাহাঁজে আরোহণ করিয়া আটিকার অপর দিক্ আক্রমণ করিতে গেল । কিন্তু এথেন্সনগরীয়েরা

উহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া উহাদিগের পৌঁছবার পূর্বে সমুদ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইল । অতএব উহাদিগের চেষ্টা সকল না হওয়াতে উহারা অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্বক হতাশ হইয়া আসিয়ায় ফিরিয়া আইল । এইরূপে মারাথনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ শেষ হইল । খৃষ্টের পূর্ব ৪৯০ অব্দের অগস্ট মাসে এই যুদ্ধ শেষ হয় ।

মারাথনের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে এথেন্সনগরীয়দিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না । উহারা আপনাদিগকে সান্ত্বনয় গৌরবান্বিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিল । উত্তরকালের এথেন্সনগরীয়দিগের এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, উহারা যত যুদ্ধে জয়ী হয় তন্মধ্যে মারাথনের যুদ্ধে জয়লাভই উহাদিগের অধিকতর গৌরবের বিষয় । তাদৃশ গৌরববুদ্ধি হওয়াও অসম্ভব নহে । মারাথনে উহাদিগের এবং পারসীকদিগের যে সৈন্য একত্র হইয়াছিল, উভয় সৈন্যের তারতম্য বিবেচনা করিলে অনেক মূলাতিরেক বোধ হয় । ঐ উভয় সৈন্যের ভেদবোধক উপমান উপমেয়তাব কল্পনা করিতে গেলে, সমুদ্রের নিকট গোম্পদ যেমন, পর্বতের নিকটে একটা সর্ষপ যেমন, পারসীক সৈন্যের নিকটে এথেন্সনগরীয়দিগের সৈন্য সেইরূপ বোধ হয় । স্বদেশান্তরিত কতগুলি লোক একত্র হইয়া যে, সেই অগণ্য পারসীক সৈন্যকে সমর ভূমিতে জয় করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের অল্প জ্ঞাঘার বিষয় নহে ; বিশেষতঃ ঐ যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে সমস্ত ইয়ুরোপ খণ্ডের বিশেষতঃ গ্রীস দেশের স্বাধীনতা অক্ষত হইল । যুদ্ধস্থলে যে যে বাস্তবিক ঘটনা হইয়াছিল, অধুনা সে সমুদায় অরগত হইবার উপায় নাই । ঐ যুদ্ধের ষাণ্ডারী বৃত্তান্তই অভূতান্তি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে । সমুদায় পদার্থ যখন নীহারজালে আচ্ছন্ন হয়, তখন যেমন একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষকেও ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতে থাকে, সেইরূপ যুদ্ধ সংক্রান্ত অতি সামান্য বৃত্তান্তও এথেন্সনগরীয় ইতিহাসলেখকের অহঙ্কারোক্ত-ভটিতে অসামান্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাতেই যুদ্ধ সংক্রান্ত ষাণ্ডারী বৃত্তান্ত রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে । ঐ যুদ্ধের স-

সুদায় কাণ্ড যেক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে যুদ্ধসংক্রান্ত একটা বিষয়ও সম্ভাষ্য বলিয়া বোধ হয় না। যাবৎ ম্যারাথনের যুদ্ধে জয় লাভ না হইয়াছিল, তাবৎ এথেন্সনগরীয়েরা আপনাদিগের ক্ষমতা আপনারা জানিতে পারে নাই। ঐ যুদ্ধে জয় লাভের পর অবধি আপনাদিগের ক্ষমতা জানিতে পারিল।

উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, ছয় লক্ষ পারসীক সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। আর, এথেন্সনগরীয়দিগের সমুদায়ে দশ হাজার মাত্র। পারসীকদিগের ছয় হাজারেরও অধিক লোক সমবশায়ী হয়। আর, এথেন্সনগরীয়দিগের এক শত বিরনকুট জন হত হয়। এথেন্সনগরীয়দিগের প্রধান সেনাপতি ক্যালিমেকস রণস্থলে দেহ পরিত্যাগ করেন। যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ স্থানে অদ্যাপি একটা পর্বতাকার উন্নত ভূখণ্ড বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে রণহত এথেন্সনগরীয়দিগের দেহ সমাহিত হয়। যুদ্ধের দিবসে স্পার্টানগরীয়েরা উপস্থিত না থাকাতে এথিনিয়দিগের অধিকতর গৌরব রক্ষি হয়। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে স্পার্টানগরীয়েরা দুই হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে উপস্থিত হইল। রণস্থল শবময় দেখিয়া উহার গৃহ প্রত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমন কালে স্পার্টাই বোধ হইতে লাগিল, উহাদিগের মনে এইরূপ ভাবোদয় হইয়াছে যে, আমরা যুদ্ধ কালে উপস্থিত না হইয়া গর্হিত কৰ্ম্ম করিয়াছি; স্বদেশের প্রতি আমরা দিগের কর্তব্য কর্ণের অনুষ্ঠান করা হয় নাই।

ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে মিল্‌টায়েরিসের মনে কিছু অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। তিনি জয়োদ্ধত হইয়া স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, যদি তোমরা আমাকে সম্মান খানি যুদ্ধের জাহাজ দাও তাহা হইলে আমি তোমাদিগের রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দি। এথেন্সনগরীয়েরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। তিনি সসৈন্য হইয়া পেরস উপদ্বীপে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানে এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার নিজের শত্রুতা ছিল। তাহাকে জব্দ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পেরস আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কৃতার্থতা

লাভ করিতে পারিলেন না । পেরসের লোকেরা তাঁহাকে দুরী-
ভূত করিয়া দিল । তাঁহার আঁটুতে এক আঘাত লাগিল । তিনি
অকৃতার্থ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন । পেরিক্লিসের পিতা
জ্যাণ্টিপস তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন পেরসে
যুদ্ধ করিতে বাইবার আবশ্যকতা ছিল না ; মিলটায়েডিস নি-
স্প্রয়োজন এথেন্সনগরীয়দিগের ব্যয় করাইয়াছেন । মারাথনের
যুদ্ধে জয়ী হইয়া অবধি তাঁহার কোন কোন অংশে ঔদ্ধত্য প্র-
কাশ হয় । তমিবন্ধন প্রজাগণ তাঁহার উপরে বিরক্ত ছিল । তাঁ-
হার নামে অভিযোগ হইলে কেহই সপক্ষতা করিল না ।
তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইলে প্রায় লক্ষ টাকা দণ্ড হইল ।
এক কালে তত অধিক অর্থ দানে অসমর্থ হওয়াতে তিনি কারা-
গারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । আঁটর ক্ষত রক্ষি হইয়া কারাগারেই
তাঁহার মৃত্যু হইল । একজন গণনীয় যুদ্ধবিশারদ প্রধান সেনা-
পতির তাদৃশ গুরুতর দণ্ড এবং তাদৃশ দুর্বস্থা হওয়াতে এথেন্স-
নগরীয়দিগের অতিশয় নিন্দা হয় । কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয় নিয়-
মের উল্লঙ্ঘন, অসদাচরণ এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের কথা যেরূপ
শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার
দণ্ড হওয়া কোন ক্রমে অনুচিত নহে । তবে এইমাত্র বলা যাই-
তে পারে যে, তাঁহার গুরুতর দণ্ড হইয়াছিল ।

মারাথনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর কোথায় পারসীকদিগের
চৈতন্য জন্মিলে, তাহা না হইয়া তাহারা ক্রোধে নিতান্ত অধীর
হইয়া উঠিল । অজ্ঞের শীঘ্র চৈতন্য হয় না । অজ্ঞেরা আপনা-
কেই বড় জ্ঞান করে । কি রণপাণ্ডিত্য, কি সাহস গুণ, উভয় বি-
ষয়েই গ্রীস দেশীয়েরা পারসীকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পারস্য-
রাজ ডেরায়স তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন মারাথ-
নের যুদ্ধে আসার যে সৈন্য গিয়াছিল যত আবশ্যক তত যায়
নাই, তাহা কেই পরাজয় হইয়াছে । এই মনে করিয়া তিনি রা-
জ্যস্থ সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন । কি সৈ-
ন্য, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি খাদ্য জব্য, যুদ্ধ কালের আবশ্যক সমুদায়
উপকরণ সামগ্রী তিন বৎসর কাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত

হইল । চতুর্থ বর্ষে ইজিপ্টদেশে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহ শান্তির চেষ্টা হইতে লাগিল । ইতিমধ্যে পারস্যরাজানতা রায়সের মৃত্যু হইল । খৃষ্টের পূর্ব ৪৮৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু এই ডেরায়সের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর পুত্র জাত প্রিয়তম পুত্র জরক্লিস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তাঁহার মিত্র ও অমাত্যগণ নানা মন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে নিজ পিতার সংকল্পিত বিষয়ের সিদ্ধিকার্য্যে আবর্তিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । পারসীকেরা গ্রীস দেশীয়দিগের নিকটে একবার পরাস্ত হইয়া আসিয়াছে ; দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গেলেই যে, জয়ী হইবে তাহার প্রশংসা কি, গ্রীসদেশীয় অল্প লোকে যখন অসংখ্য পারসীক সৈন্য জয় করিয়াছে তখন পারসীকেরা উহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যে, কখন প্রবল হইয়া উঠিতে পারিবে ইহা সম্ভাবিত নহে । এই সকল আলোচনা করিয়া যদি জরক্লিস তত্ত্বোৎসাহ হইয়া রণপরাজু হন । এই ভয়ে তাঁহার মিত্র ও অমাত্যগণ এই যুক্তি দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, পারসীকেরা এক বার যে, গ্রীস দেশে পরাভূত হইয়াছে, দ্বন্দ্বক্রমে কেবল সে ঘটনা হইয়াছে ; বাস্তবিক পারসীকদিগের কাপুরুষতা বা আযোগ্যতা হেতুক হয় নাই । যে সকল ব্যক্তি জরক্লিসকে গ্রীসদেশ আক্রমণের পরামর্শ দেয়, মার্ডোনিয়স তাহাদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন । গ্রীসদেশীয় কঙগুলি কৃত্রিম ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে স্বেচ্ছায় গমন করিয়া সমুদ্রজন সমর্থ বচনপরিপাটী দ্বারা মার্ডোনিয়সের বাক্যের প্রতিপোষকতা করে । শেষে গ্রীসদেশ আক্রমণ করা স্থির হইল । কিন্তু গ্রীসদেশে বাইবার পূর্বে জরক্লিস বিদ্রোহ প্ররক্ত ইজিপ্টদেশীয়দিগের দমনে প্ররক্ত হইলেন । তিনি যে বর্ষে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাহার পর বৎসর ইজিপ্টদেশ শাসিত হইল । ইজিপ্টদেশে বশীভূত হইলে পর জরক্লিস গ্রীস দেশ আক্রমণের অমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । চারি বৎসর কাল আসিয়াথের প্রায় তাবৎ লোকই অভিশয় বিব্রত হইয়াছিল । জরক্লিস যে স্থানে যুদ্ধের ঘে উপকরণ প্রাপ্ত হইলেন তৎসমুদায় আহরণ করিলেন । চারি বৎসরের পর

লাহোর অভিযুক্ত সমুদায় যুদ্ধ সাক্ষী সংগৃহীত হইল। সেনা-ভূতনায়কসে পার হইতে পারিবে বলিয়া তিনি হেলিম্পটে এক অকুণ্ঠ সেতু নির্মাণ করাইলেন। মার্ডোনিয়স যে সময়ে গ্রীস জ্যেষ্ঠ যান, তৎকালে এথেন্স পর্বতের নিকটে ঝড় হওয়াতে তাঁহার জাহাজ ভগ্ন হইয়া বিস্তর ক্ষতি হয়। পুনরায় সেই পর্বত বেষ্টিত করিয়া ষাইতে হইলে যদি সেইরূপ ঘটনা হয়। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত যে গ্রীষ্মকাল ভূভাগ দ্বারা এথেন্স পর্বত মূলদেশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে, জরক্লিস সেই ভূমিখণ্ড কাটিয়া জাহাজ যা-ইবার এক পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এই সকল অমুঠান সাক্ষ হইলে, জরক্লিস খৃষ্টের পূর্ব ৪৮০ অব্দের বসন্ত কালে সেনা সমভিব্যাহারে সার্ডিস হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সেনামধ্যে নানাজাতীয় লোক সমাবেশিত ছিল। পারসীক সেনাগণ হেলিম্পটে পার হইয়া ডোরিসকস্ দেশাভিমুখে গমন করিল। ঐ স্থানে এক বার সমুদায় সৈন্য পর্যাবেক্ষিত হইল। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, সমুদারে সত-রলক্ষ পদাতি এবং আশী হাজার অশ্বাবোহ সৈন্য গণনা করা হইল। জাহাজ সকলও ঐ সময়ে ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সমুদায়ে চারি হাজার দুই শত সাত খান জাহাজ গণিত হইল। ডোরিসকস্ ছাড়িয়া সেনাগণ সমুদ্রতীরবাহী হইয়া থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ার ভিতর দিয়া বরাবর দক্ষিণাভিমুখে চলিল।

গ্রীস দেশীয়েরা প্রথমে কোন উদ্যোগ করে নাই। জরক্লিসেব অমুঠীয়মান সমুদায় ব্যাপার যখন তাহাদিগের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাহারা অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল। প্রধান প্রধান রাজ্যের লোকদিগের তৎকালে এই বোধ জন্মিল যে, সর্ব সাধারণের ঐক্য ব্যতিরিক্ত উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু গ্রীস দেশে সর্ব সামঞ্জস্যে ঐক্য বিধান সহজ ব্যাপার নহে। পারসীকেরা থেসেলিদিগকে অধীনতা স্বীকারের কথা বলিলে তাহারা তদ্বিষয়ে সন্মত হইল। থেসেলিদেশ এবং ইটাপর্বত এই উভয় স্থানের মধ্যস্থলে যত জাতির বসতি ছিল, তাহারাও পারস্যরাজের

অধীনতা স্বীকার করিল। ফোঁসিস্ দেশীয়েরা অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল না। কিন্তু ডোরিয় এবং বিয়োশিয়েরা অধীনতা স্বীকারে সম্মতি প্রদান করিল। থেস্‌পিয়া এবং প্ল্যাটিয়া এই উভয় নগরের লোকেরা পারস্যরাজের কথা অগ্রাহ করিল। গ্রীস্ দেশের উত্তরাংশে যত রাজ্য ছিল, তত্ৰত্য লোকদিগের ভীৰুতা ও স্বার্থপরতা নিবন্ধন এইরূপে গ্রীস দেশীয়দিগের ঐক্য সম্ভাবনা দূরগত হইল। পিলপনিসসের মধ্যে যত দূর স্পার্টার প্রাচুর্য ছিল, তত দূরের লোকেরা একবাক্য হইল। আর্গস এবং একিয়া এই উভয় স্থানের লোকের স্পার্টানগরের উপরে রাগ ছিল, সেই হেতু তাহারা কোন পক্ষেই পক্ষপাতী না হইয়া উদাসীন রহিল। এথেন্স এবং স্পার্টা এই উভয় নগরের লোকেই কেবল বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে আসন্ন বিপদ নিবারণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এথেন্সনগরে তৎকালে থেমিষ্টক্লিসের সান্নিধ্য প্রাচুর্য ছিল। তিনি এথেন্সনগরে সর্বো সর্বা ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে সমুদায় কার্য অমুষ্ঠিত হইত। এথেন্সের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইলে আমারই অবিসম্বাদিত প্রাধান্য লাভ হইবে, এই ভাবিয়া তিনি এথেন্সের প্রাধান্য সংস্থাপন বিষয়ে নিত্য যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির অতিশয় তীক্ষ্ণতা ছিল। অনালোচিত-পূর্ব এমন কোন মূতন বিষয় হঠাৎ উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারা যায় সে উপায় তৎক্ষণাৎ উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। আরিষ্টাইডিস্ নামে তৎসমকক্ষ আর এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম থেমিষ্টক্লিসের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। অসাধারণ ন্যায়পরতা এবং লোভশূন্যতা দ্বারা তিনি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের ন্যায় তাঁহার কার্যদক্ষতা ছিল না বটে, কিন্তু স্বদেশের যৌভাগ্যবৃদ্ধি এবং সর্বোত্তর মহত্ত্ব লাভ হইলেই আপনার সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ হইবে বলিয়া থেমিষ্টক্লিস যেমন স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে এবং প্রাধান্য সংস্থাপন বিষয়ে যত্নবান ছিলেন, আরি-

ক্লেইডিস্ সেরূপ ছিলেন না। তিনি স্বার্থার্থই স্বার্থপ্রার্থিশূন্য হইয়া স্বদেশের হিতসাধনে ঐকান্তিক যত্নবান ছিলেন। তাদৃশ বিভিন্নস্বভাব ব্যক্তিব্যয়ের সৌহার্দ্য থাকা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। সর্বদাই তাঁহাদিগের বিরোধ হইত। খৃষ্টের পূর্ব ৪৮৩ অব্দে থেমিস্ক্লিস্ কৌশল করিয়া গ্রীস দেশে প্রচলিত বিবাসনী প্রক্রিয়া দ্বারা আরিক্লেইডিসকে নগর হইতে নির্বাসিত করিয়া দেন। স্পৃহীত নামা আরিক্লেইডিস্ দেশান্তরিত হইলে পর থেমিস্ক্লিস নিঃসপত্ত হইয়া একাকী আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন।

থেমিস্ক্লিস পারসীকদিগের যুদ্ধাভ্যুত্থানের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া গ্রীস দেশীয়দিগের ঐক্যবিধান বিষয়ে অতিশয় যত্নবান হইলেম। তাঁহার যত্নে করিন্থরাজ্যে গ্রীস দেশীয়দিগের একটা সভা হইল। সেই সভার সভ্যগণ প্রথমে শপথ পূর্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী যে যে রাজ্যের লোক উভয় সত্ত্বেও পারসীকদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, সেই সেই রাজ্যের সমুদায় দ্রব্যের দশমাংশ গ্রহণ করিয়া ডেল্ফির আপোলোদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। অনন্তর, তাঁহার পারসীকদিগের আগমনপথ রুদ্ধ করিবার উপায় বিধান করিলেন। পারসীক পদাতি সৈন্য পাছে থার্মপিলির পথ বহিয়া আগমন করে, এই শঙ্কা করিয়া সেই পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পিলপিনিসিয় একদল সেনাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। আর, ইয়ুবির শাখা সাগরে প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তথায় একদল জাহাজ প্রেরণ করিলেন। সমুদায়ে দুই শত একান্তর খান জাহাজ সংগৃহীত হয়। এথেন্সনগর হইতেই উহার অধিকাংশ আইসে। স্পার্টানগরীয় ইয়ুরিবাইডিসের উপরে জাহাজের অধ্যক্ষতাবার সমর্পিত হইল।

পারস্যদেশীয়দিগের জাহাজসকল সিপায়াস অন্তরীপের নিকটে উপস্থিত হইলে বড় একঝড় উঠিল। তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত ঐ ঝড় প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। চারি শত জাহাজ বিঘট হইল। বিস্তর লোক মরিল। অবশিষ্ট জাহাজ সকল পেগাসি

নামক উপসাগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল । গ্রীস দেশীয়দিগের জাহাজ সকল প্রথমে আর্টিমিসিয়নে অবস্থান করিয়াছিল । কিন্তু পারসীকদিগের ভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায় । যখন তাহারা পারসীকদিগের তাদৃশ বিপদ ঘটনার সমাচার শ্রবণ করিল, তখন ক্রমশঃ হইয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে ফিরিয়া গেল এবং সাহস পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় পনর খান জাহাজ আক্রমণ করিয়া গ্রহণ করিল । এই কয়েক খান জাহাজ এই স্থানে আটকিয়া ছিল, অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে যাইতে পারে নাই । ঝড় হওয়াতে পারসীকদিগের বিস্তর ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা ক্ষতি বোধ করে নাই, এই কথা যখন গ্রীস দেশীয়দিগের কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাহারা পুনরায় নিতান্ত নিরাশ হইল । গ্রীস দেশীয়দিগের সংগৃহীত জাহাজ সকল একত্র করিয়া রাখা ভার হইয়া উঠিল । জাহাজগুলি একত্র করিয়া রাখিবার নিমিত্ত থেমিষ্টক্লিসকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইল । যাহা হউক, অবিলম্বে গ্রীস দেশীয়দিগের অতিশয় সুবিধা হইয়া উঠিল । পুনরায় ঝড় হইয়া পারসীকদিগের বিস্তর ক্ষতি হইল । তাহাতে গ্রীস দেশীয়েরা সাহসী হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিল । প্রথমে মিলিসিয়াদেশীয় কতিপয় জাহাজ গৃহীত ও বিনাশিত হইল । অতঃপর তুয়ল সংগ্রাম হইল । তুয়ল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পারসীকদিগের জাহাজ সকল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং বহুতর ক্ষতি হইল । গ্রীস দেশীয়দিগেরও অর্দ্ধেক জাহাজ অকর্ষণ্য হইয়া গেল । তাহাতে গ্রীসদেশীয়েরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল । বিশেষতঃ এই সময়ে থর্ম্মপিলির সমাচার উহাদিগের কর্ণগোচর হওয়াতে উহারা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল ।

পারসীকদিগের পথ রোধ করিবার উদ্দেশে পিলপনিসস হইতে থর্ম্মপিলিতে যে সেনাদল প্রেরিত হয়, স্পার্টানগরের রাজা লিয়োনিডাস সেনাপতি হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যান । স্পার্টানগরের তিন শত, টিজিয়ানগরের পাঁচ শত, কোসিসদেশের এক হাজার, থেম্পিয়ার সাত শত এবং পিলপনিসসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য স্থানের প্রায় দুই হাজার, সমুদায়ে প্রায় সাড়ে চারি

হাজার লোক লিয়োনিডাসের সমভিব্যাহারে গমন করে । সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই সৈন্যই যথেষ্ট হইবে । ইহারা পথ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে বিপক্ষগণ কোনক্রমে ঘাইতে পারিবে না । পৰ্ব্বতের উপর দিয়া যে আর একটা পথ আছে, লিয়োনিডাস প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই । পশ্চাৎ জানিতে পারিয়া তিনি ফোর্সিদেশীয়দিগকে ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন । থর্মপিলির পথ রোধে শ্রুত গ্রীস দেশীয়েরা যখন শুনিল, অসংখ্য পারসীক সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন তাহারা ভয়ে অস্থির এবং পলায়নে উন্মুখ হইল । তাহাদিগকে স্থির করিয়া রাখা লিয়োনিডাসের বিষম ভার হইয়া উঠিল । তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকটে সস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন । জরক্লিস্ মনে করিয়াছিলেন, গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহার উপস্থিতি সমাচার শ্রবণ করিবামাত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে । কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, তাহারা প্রস্থান না করিয়া স্থিরচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন । অনন্তর, তিনি পথরোধী গ্রীসদেশীয়দিগকে বন্দীকৃত করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন । তাঁহার সেনাগণ বারম্বার আক্রমণ করিল, কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিল না । ঐ আক্রমণ প্রয়াসে তাঁহার অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল ।

জরক্লিস্ গ্রীস দেশীয়দিগের স্থিরপ্রতিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, সাহস এবং পুরুষকারের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া অভিষ্টসিদ্ধি বিষয়ে হতাশ হইলেন । ঐ সময়ে একিয়ালটিস নামে গ্রীস দেশীয় এক অধম লোক জরক্লিস্কে পৰ্ব্বতের উপরের পথ দেখাইয়া দিল । পারস্যরাজের একদল সেনা ঐ স্বদেশদ্রোহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৰ্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিল । ফোর্সিদেশীয়েরা ঐ পথ রোধ করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পথ রোধে সমর্থ না হইয়া প্রস্থান করিল । বিপক্ষগণ নির্ঝরোধে পৰ্ব্বতের অপর পার্শ্বে অবতীর্ণ হইল । এই সমাচার শ্রুতপিলির পথরোধী গ্রীকদিগের কণ্ঠগোচর হইলে পর লিয়োনিডাস সক-

লকে বলিলেন, যাঁহার ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাউন । কিন্তু স্পার্টাবাজ স্বয়ং এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী স্পার্টানগরীয়েরা প্রাণ পণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন । লিয়োনিডাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় সকলেই চলিয়া গেল । কেবল থেস্পিয়ানগরের লোকেরা এবং থিবিস্ নগরীয় চারিশত লোক স্পার্টানগরীয়দিগের সমভিব্যাহারে রহিল । তুরাশয় এফিয়া-লটিসের অনুবর্তী পারসীক সেনাদল পর্ত হইতে অবতীর্ণ হইয়া থার্মপিলির পথের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হইলে, স্পার্টানগরীয়েরা যুগপৎ উভয়তঃ আক্রান্ত হইল । লিয়োনিডাস বিবেচনা করিলেন, এখন আর জীবনরক্ষার প্রত্যাশা নাই, অতএব কাপুরুষের ন্যায় রুথা জীবন পরিত্যাগ না করিয়া যাহাতে স্বদেশের উপকার হয়, তাহাই করা কর্তব্য । এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন দলবল লইয়া অস্ত্রশস্ত্রহস্তে বেগে নির্গত হইলেন । পারসীকেরা দৃবীকৃত হইল । উহারা পুনরায় আক্রমণ করিল । স্পার্টানগরীয়েরা পুনরায় উহাদিগকে দূর করিয়া দিল । এইরূপ চারি বারের পর স্পার্টানগরীয়েরা এক পর্ত মध्ये নিরুদ্ধ হইয়া সকলে নিঃশেষে নিহত হইল । লিয়োনিডাস প্রথমেই সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন । উহাদিগের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও জীবিত ছিল না যে, সে স্পার্টানগরে গিয়া ঐ বিপদ ঘটনার সমাচার দেয় । স্পার্টানগরের যত লোক ঐ স্থানে নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের দেহ ঐ স্থানেই সমাহিত হয় । তাহাদিগের সমাধিস্তম্ভের উপরে এই কথা ক্ষোদিত ছিল “হে পথিক তুমি স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে গিয়া এই কথা বল, তোমাদিগের দেশীয় লোকেরা স্বদেশীয় (১) নিয়মের পরিত্যক্ত হইয়া দেহ বিসর্জন করিয়াছে ,” । খ্রিস্টের পূর্ব ৪৮০ অব্দের গ্রীষ্মকালে, থার্মপিলির যুদ্ধ হয় । ঐ যুদ্ধে পারসীকদিগের প্রায় কুড়ি হাজার লোক হত হয় ।

জরক্লিস্ এইরূপে গ্রীসদেশে প্রবেশ পা প্রাপ্ত হইয়া ডো-

(১) স্পার্টানগরীয়দিগের এই নিয়ম ছিল তাহারা প্রাণান্তেও যুগপৎ হইতে পলায়ন করিত না ।

গ্রীস-দেশের ভিতর দিয়া ফোঁসিসদেশ আক্রমণ করিতে গেলেন। ফোঁসিস-দেশীয়েরা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়া পার্শ্বত মধ্য আশ্রয় গ্রহণ করিল। পারসীকেরা যাহা সম্মুখে প্রাপ্ত হইল, তাহাই উৎসন্ন করিতে লাগিল। উহাদিগের প্রধান সৈন্যদল বিয়োশিয়াদেশের ভিতর দিয়া বরাবর আটিকায় গমন করিল এবং এক ক্ষুদ্রদল ডেল্ফির মন্দির লুণ্ঠ করিতে গেল। উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে, ডেল্ফির লোকেরা নগর রক্ষার চেষ্টা না করিয়া আপোলোদেবের উপরে নগর রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আপোলোদেব বিপদ-কালে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। পারসীকেরা নগরে পদার্পণ করিবামাত্র ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল। পার্শ্বত পক্ষের শত্রু হইতে রহৎ রহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিত হইতে লাগিল। অনেকের নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। পরিশেষে পারসীকেরা ভীত হইয়া প্রস্থান করিল। ডেল্ফির লোকেরা উহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবিরোধে উহাদিগের প্রাণ সংহার করিল।

এথেন্সনগরীয়েরা মনে করিয়াছিল পিলপনিসসের লোকেরা আটিকা রক্ষার্থ বিয়োশিয়ায় একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু তাহারা অবিলম্বে জানিতে পারিল, পিলপনিসসের লোকেরা তাহা করে নাই; পিলপনিসসের লোকেরা পিলপনিসসের প্রবেশ পথই কেবল রুদ্ধ করিয়া আছে। তখন তাহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ডেল্ফির আপোলোদেবের প্রত্যাদেশ জানিতে লোক পাঠাইল। আপোলোদেবের এই প্রত্যাদেশ হইল, তোমরা যদি দারুময় প্রাচীরের পশ্চাত্তাগে অবস্থান কর, তাহা হইলে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে। অসুমান হয়, থেমিস্ক্লিস আপোলোদেবের পূজয়িত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়া তাদৃশ প্রত্যাদেশের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাদৃশ অসুফুট দৈববাণী হয়। অতএব তাদৃশ দৈববাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবা থেমিস্ক্লিসের পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। তিনি এথেন্সনগরীয়দিগকে বলিলেন দারুময় প্রাচীর শব্দের দৈববাণীসম্মত অর্থ জাহাজ; তোমরা জাহাজের যুদ্ধ ব্যতিরিক্ত অন্য যুদ্ধে পারসীক-

দিগকে পরাভব করিতে পারিবে না; অতএব তোমরা নৌযুদ্ধের উপরেই নির্ভর কর। থেমিষ্টক্লিসের কৃত দৈববাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা সকলের হৃদয়ঙ্গম ও গ্রাহ্য হইল। আর্টিমিসিয়মে এথেন্সনগরীয়দিগের যুদ্ধজাহাজ ছিল। তাহারা স্ত্রী পুত্রাদি রক্ষণের সমুপায় করিবার অভিপ্রায়ে সে স্থান হইতে স্যালামিসে জাহাজ লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, এবং মিত্রগণকে সমভিব্যাহারে যাইবার অনুরোধ করিল।

ওদিকে পারসীকেরা বিয়োশিয়ার ভিতর দিয়া এথেন্সনগরান্তিমুখে গমন করিতে লাগিল। থেম্পিয়া এবং প্ল্যাটিয়া বিয়োশিয়াদেশীয় এই উভয় নগর ভক্ষীকৃত হইল। বিয়োশিয়ার অন্য অন্য নগরের লোকেরা পারসীকদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। থেমিষ্টক্লিস এথেন্সনগরীয়দিগকে নগর পরিত্যাগের পরামর্শ দিলেন, তাহারা তদনুসারে নগররক্ষক দেবতার উপরে নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নগর পরিত্যাগ করিল এবং আপন আপন পুত্র কলত্রাদি পরিবারগণ এবং অনায়াসবাহ্য অস্ত্রাবর বিষয় সকল লইয়া স্যালামিস, ইজিনা এবং টিজিন এই কয়েক স্থানে গমন করিল। তত্রত্য লোকেরা উহাদিগকে অতিশয় সমাদর করিল। কেবল দুর্গমধ্যে কতগুলি লোক ছিল, তন্মধ্যে এথেন্সনগরে জনমানব ছিল না। স্যালামিসে গ্রীস দেশীয়দিগের সমুদায়ে তিন শত আশীখান জাহাজ একত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ স্থানে যুদ্ধবিষয়ক কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার নিমিত্ত একটা সভা হইল। সভাস্থলে এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল যে, স্যালামিস পরিত্যাগ করিয়া পিলপনিসসের নিকটে জাহাজ লইয়া অবস্থান করা কর্তব্য, তাহা হইলে পিলপনিসসবাসীদিগের নিকটে সাহায্য প্রাপ্তি হইতে পারিবে। এই প্রস্তাবে প্রায় সকলেই সম্মত হইল। এই প্রসঙ্গ লইয়া সভায় বাদানুবাদ ও পরামর্শ হইতেছে এমন সময়ে সমাচার আইল পারস্যরাজ আর্টিকাদেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিলেন। যে সেনাগণ এথেন্সের দুর্গরক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়াছে। যাবতীয় দেবালয় বিলুপ্ত হইয়াছে। দুর্গে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত

ছুষ্টনীর সমাচার শ্রবণ করিয়া গ্রীস দেশীয় জাহাজের অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন । তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া যে, স্যালামিসে স্থির হইয়া থাকেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না । থেমিক্লিস তাঁহাদিগকে বলিলেন যদি তোমরা স্যালামিস পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে কোনরূপেই উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না । এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না । তখন তিনি ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা একান্তই যদি আমার কথা অগ্রাহ্য কর, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এথেন্সনগরীদেরা এখনই এই জাহাজে করিয়া পরিবার ও বিষয় বিভব লইয়া ইটালিতে গমন করিবে এবং সেই স্থানে বাস করিবে । এই কয়েকটা শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র তাঁহার অভিপ্রার্থসিদ্ধি হইল । সকলেই স্যালামিস্ পরিত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন ।

গ্রীস দেশীয়েরা স্যালামিস্ পরিত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেও থেমিক্লিস নিশ্চিত হইতে পারিলেন না । তাঁহার মনে এই শঙ্কা উপস্থিত হইল, কালবিলম্ব হইলে যদি পিলপনিসসবাসীদিগের মত পরিবর্ত হয়, তাহা হইলে আমার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইবে ; অতএব যাহাতে শীঘ্র যুদ্ধ হয় এরূপ কোন উপায় করা কৰ্ত্তব্য । এই ভাবিয়া, তিনি যেন স্বদেশজোহে প্ররক্ত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া পারসীক জাহাজের সর্বাধ্যক্ষের নিকটে আপনার এক বিশ্বস্ত দাসদ্বারা এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, গ্রীসদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্যালামিসে দলবদ্ধ হইয়া আছে, তাহারা অধিক কাল প্রণয়পূর্বক তথায় দলবদ্ধ থাকিবে এরূপ বোধ হয় না, তাহারা পলাইবার উপক্রম করিতেছে ; তুমি যদি এই স্থলে তাহাদিগকে স্বেক্রমণ কর স্বজাতিসে তোমার জয় লাভ হইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহারা দলভঙ্গ করিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়া পড়িলে তাহাদিগের প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । তখন তাহাদিগকে জয় করা কষ্টসাধ্য হইবে । এই পরামর্শ পারসীকদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তাহারা তৎ-

কথা তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইল । যে অপ্রশস্ত শাখাসাগর মধ্যস্থ-
লৈ থাকাতে স্যালামিস, আটিকা ও মেগারা হইতে পৃথগ্ভূত
হইয়াছে, পারসীকেরা রাজিকালের মধ্যে জাহাজ লইয়া তাহা
অবরোধ করিল । রজনী প্রভাত হইলে দ্রুত হইল পারসীকদি-
গের জাহাজে সন্মুখ পরিপূর্ণ হইয়াছে ; আটিকার উপকূলে
পারসীক সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে ; জরক্লিস
স্বয়ং যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া এক উন্নত স্থানে সিংহাসন স্থাপন
করিয়া উপবেশন করিয়াছেন । অনন্তর, পারসীকদিগের জাহাজ
সকল শাখাসাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । অতিসঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে
অসংখ্য জাহাজ প্রবিষ্ট হওয়াতে জাহাজ সকলের নির্গম, প্র-
বেশ ও পার্শ্বপরিবর্তন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্বাহ হওয়া অসাধ্য হ-
ইয়া উঠিল ।

পারসীকদিগের জাহাজ সকল সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে প্রবিষ্ট দেখি-
বাগাত্র গ্রীসদেশীয়েরা আক্রমণ করিল । পারসীকদিগের অতিরূ-
হদাকার জাহাজসকল স্থানাভাব প্রযুক্ত পরস্পর সংলগ্ন হওয়া-
তে উহাদিগের যেরূপ অনায়ত্ত হইয়াছিল, গ্রীস দেশীয়দিগের
অনতি বৃহৎ জাহাজ সকল সেরূপ অনায়ত্ত হয় নাই । গ্রীস দে-
শীয়দিগের জাহাজের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট স্থান থাকাতে তাহারা
অনায়াসে আপনাদিগের আয়ত্তমত জাহাজ ফিরাইয়া সাহস
পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল । মহত্ব মধ্যে পারসীকদিগের জাহা-
জে মহাগোলযোগের কাণ্ড উপস্থিত হইল । সাহসসম্পন্ন গ্রীস
দেশীয়েরা পারসীকদিগের যত ক্ষতি করিয়াছিল, উহাদিগের
জাহাজে জাহাজে লগ্ন হওয়াতে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হ-
ইল । পারসীকদিগের যে পরাজয় হইবে যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহা
অবধারিত হইয়াছিল । সারাদিন যুদ্ধের পর গ্রীসদেশীয়েরা জয়ী
হইল । পারসীকদিগের বিনষ্টবশিষ্ট জাহাজ সকল ফেলিরনের
অতিযুখে প্রস্থান করিল । গ্রীসদেশীয়েরা সে পর্য্যন্ত উহাদিগের
পশ্চাৎ ধাবমান হয় নাই । আরিষ্টাইডিসের যত্ন দ্বারা এই যশ-
স্কর জয় কার্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । এথেন্সনগরীয়েরা আরিষ্টা-
ইডিসকে নগর হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিল । কিন্তু তিনি

স্বদেশের প্রতি এত অল্পরক ও স্বদেশের হিতচিন্তনে এত আসক্ত ছিলেন যে, তিনি স্বদেশের বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সারা মিনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সমরানলে পূর্ণ আছতি প্রদান করেন। এই যুদ্ধে পারসীকদিগের পাঁচশত এবং গ্রীস দেশীয়দিগের কেবল চল্লিশ খান জাহাজ বিনষ্ট হয়। জরক্লিসের তখন পর্য্যন্তও এত সৈন্য ছিল যে, তিনি সঙ্কল্পে পুনর্বার যুদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এই বোধ করিলেন, এই প্রকার আর একবার পরাজয় হইলে আগাকে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইতে হইবে, অতএব এই বেলা প্রস্থান করা কর্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পলায়নোন্মুখ হইলেন। মার্ডোনিয়স তাঁহার প্রস্থানবিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, আপনি তিন লক্ষ সৈন্য আমার হস্তে সমর্পণ করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি ঐ সৈন্য লইয়া সমুদায় গ্রীস দেশ জয় করিব। জরক্লিস এই প্রস্তাবে তুষ্ট ও সম্মত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বিরুদ্ধপক্ষীয় জাহাজ সকল সেরোনিয় উপসাগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরাতিমুখে প্রস্থান করিলে, গ্রীস দেশীয়দিগের অনেকেই উহাদিগের পশ্চাৎকাবনে উৎসুক হইল। কিন্তু ইয়ুরিবাইডিস্ স. কলকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, এরূপ চেষ্টা করিতে গেলে বিপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব এ চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত। থেমিষ্টক্লিসও ঐ মতে মত দিলেন। পারসীকেরা (১) সাইক্লোডিস্ পর্য্যন্ত গমন করিলে পর যে যে উপদ্বীপের মোবে পারসীকদিগের সহায়তা করিয়াছিল, গ্রীস দেশীয়েরা তাহাদিগের দণ্ডবিধানের প্রবৃত্ত হইল। জরক্লিস যত শীঘ্র গ্রীস দেশ হইতে চলিয়া যান ততই ভাল, এখানে অধিক দিন থাকিলে ঐ জাহাজি কি উৎপাত উপস্থিত হয়। এই ভাবিয়া থেমিষ্টক্লিস পারস্যরাজের ভয় প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে এই সমাচার পাঠাইয়া দিলেন যে, হেলিস্পন্টের উপরে যে নেতু নির্মিত হইয়াছে, গ্রীস দে

(১) ন্যাক্সস, পেরস, প্রভৃতি ইজিয়সমুদ্রের কয়েকটি উপদ্বীপ সাইক্লোডিস নাম দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ডেলস এই সকল উপদ্বীপের মধ্যস্থ

শীঘ্রেরা তাহা ভাঙিয়া দিবার মজ্জনা করিতেছে । পারস্যরাজ এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে বিহ্বল হইসেন এবং অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হেলিস্পন্টের দিকে গমন করিলেন । শীত সম্মুখ হওয়াতে শীতকাল যাবৎ থেসেলিতে মার্ডোনিয়সের বাস করিবার বাসনা ছিল, অতএব তিনি থেসেলি পর্য্যন্ত পারস্যরাজের সমভিব্যাহারে গেলেন । পারস্যরাজের গ্রহ্মান কালে তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ হইয়াছিল। তিনি সেখান হইতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, স্রোতোবেগে সেতু ভগ্ন হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহাকে সসৈন্য পার করিবার নিমিত্ত অনেক জাহাজ প্রস্তুত আছে । তিনি পার হইয়া এবাইডসে গমন করিলেন । ইজিয় সমুদ্রের উত্তরাংশে গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত যত নগর ছিল, তন্মধ্যে কতিপয় নগরের লোক ঐ সময়ে পারসীকদিগের নিবেশিত পারতন্ত্র্য যোক্তা নিক্ষেপ করিতে উদযুক্ত হইল । পারসীক সেনাপতিগণ উহাদিগের উদ্যম ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না । পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে উপদ্বীপের লোক পারসীকদিগের সহায়তা করিয়াছিল, গ্রীস দেশীয়েরা তাহাদিগের দণ্ড বিধান প্ররক্ত হয় । থেমিস্ক্লিস ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন । তিনি প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কোন কোন উপদ্বীপের লোককে ক্ষমা করেন । তন্নিবন্ধন তাঁহার বিমল যশঃ প্রভা মলিন হইয়া যায় । তথাপিও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি কতিপয় গুণের প্রশংসাগান গ্রীস দেশের সর্ব্বস্থানে তৎকালে শ্রীযমাণ হয় । অন্য কথা কি, স্পার্টানগরীয়েরাই তাঁহাকে তাহাদিগের জাহাজের সর্বাধ্যক্ষ ইয়ুরিবাইডিসের তুল্য সম্মান করে ।

যে সময়ে স্যালামিসে যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে মিসিলিবাসী গ্রীকেবা এক মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল । হিমিরানগরে কার্থেজবাসীদিগের সহিত ঐ যুদ্ধ ঘটনা হয় । হেমিল্কার প্রধান সেনাপতি হইয়া তিন লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে ঐ যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন । তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হন ।

স্যালামিসের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এথেন্সনগরীয়েরা আটিকায় ফিরিয়া গেল। তাহারা পুনরুন্নয়ন গৃহ নির্মাণ এবং কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। পর বৎসর বসন্ত কালে অত্যন্ত যত্নবান হইয়া যুদ্ধের বিবিধ আয়োজন করিতে লাগিল। যুদ্ধাভ্যুত্থানের প্রয়োজন এই, পারসীকেরা তৎকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই। মার্ডোনিয়স যুদ্ধাভিলাষী হইয়া থেসেলিতে ছিলেন। পারসীকদিগের জাহাজ সকলও ইজিয় সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। মার্ডোনিয়সের তৎকালে এই বোধ হইল, যত দিন এথেন্সনগরীয়েরা গ্রীস দেশ রক্ষার চেষ্টা করিবে, তত দিন গ্রীস দেশ জয় করা সহজ নহে, এথেন্সনগরীয়দিগকে কোনরূপে স্বপক্ষে আনিতে পারিলে গ্রীস দেশ স্বল্পায়াসে হস্তগত হয়। এই পস্থা উদ্ভাবন করিয়া তিনি মাদিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্দ্রকে এথেন্সনগরে পাঠাইয়া দিলেন। আলেকজান্দ্র পারস্যরাজের সহিত এথেন্সের সৌহার্দ ও সন্ধি করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এথেন্সনগরীয়েরা এই উত্তর প্রদান করিল, সূর্য্য যাবৎ গগনমণ্ডলে বিরাজমান হইবেমি তাবৎ পারস্যের সহিত এথেন্সের সন্ধি হইবে না। এই কথা শুনিয়া মার্ডোনিয়সের সমুদায় আশা উন্মূলিত হইল, এবং, এথেন্সের সহিত পারসীকদিগের সন্ধি হইবার কথা শুনিয়া গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোকের মনে যেশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল। মার্ডোনিয়স ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এথেন্সনগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। থেসেলি ও বিয়োশিয়া এই উভয় স্থানের লোকেরা উৎসাহ পূর্ব্বক তাহার সহায়তা করিতে লাগিল। এথেন্সনগরীয়েরা পিলপিনিসবাসীদিগের মিলটে ভূয়োভূয়ঃ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহারা সাহায্য দান করিবে অঙ্গীকারও করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে প্রার্থিত সাহায্য লাভ হয় নাই। তাহাতে এথেন্সনগরীয়েরা পরিবার লইয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দে স্যালামিসে প্রস্থান করে। মার্ডোনিয়স এথেন্সে উপনীত হইয়া দেখিলেন, পুরপ্রাচীরের ঠোপারভাগে জনমানব নাই। তদদর্শনে তিনি মনে করিলেন এথিনি.

যেরা যখন এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তাহাদিগকে স্বপ্নীয়াসে স্ববশে আনিয়ন করা সহজ নহে । এই মনে করিয়া তিনি পুনর্বার এথেন্সনগরীয়দিগের নিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন । এবারেও পূর্বের মত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন । স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে এথেন্সের সাহায্যদানে বিমূখ হইয়া কেবল আত্মরক্ষণে ব্যগ্র ছিল । তদর্শনে এথেন্স, মেগারা এবং প্লাটিয়া এই কয় নগরের লোকে উহাদিগের স্বার্থপরতা দোষের উল্লেখ করিয়া বহু আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক বিস্তর তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করে । শেষে উহারা স্পার্টাব শিশুরাজ ক্লিফার্কসের রক্ষাধিকারে নিযুক্ত পসেনিয়াসকে যুদ্ধ গমনে অমুমতি করিল । পসেনিয়াস পাঁচ হাজার স্পার্টানগরীয় লোক লইয়া বিয়োশিয়ায় অভিযুখে যাত্রা করিলেন । প্রতিবাক্তির সম্ভাব্যাহারে সাত জন করিয়া হেলট (দাস) ছিল । মার্ডোনিয়স আটিকায় ছিলেন । তিনি ভাবিলেন বিয়োশিয়ায় গমন করিলে সেখানে থিবিসনগরের এবং বিয়োশিয়ার অন্য অন্য নগরের লোকের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিব । এই ভাবিয়া বিয়োশিয়ায় গমনোদ্যত হইলেন । কিন্তু বিয়োশিয়ায় যাইবার পূর্বে আটিকার সমুদয় পদার্থ উৎসাদিত করিলেন । মার্ডোনিয়স বিয়োশিয়ার গিয়া ইরিথ্রনগর এবং আ-সোপস নদী এই উভয়ের মধ্যস্থলে শিবির সমিবেশ করিলেন । তথায় শিবির স্থাপন করিয়া পসেনিয়াসের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন ।

পসেনিয়াস যে সময়ে উত্তরাভিমুখী হইয়া গমন করেন, তৎকালে আরিস্টাইডিস এথেন্সনগরীয় একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন । পিলপনিসস হইতেও অনেক সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইল । গ্রীসদেশীয়দিগের সমুদায়ে একলক্ষ দশ হাজার সৈন্য একত্র হইল । গ্রীস দেশীয় সেনাপতি সখিরন পর্বতের উপত্যকায় ইরিথ্রন সন্নিকর্ষে শিবির সমিবেশ করিল । ঐ স্থানে একবার যুদ্ধ হইল । যুদ্ধস্থলে গ্রীস দেশীয়েরা পরাসীক অম্বারোহ সৈনিকগণকে পরাভব করিল । ঐ স্থান অ-পেক্ষা অধিকতর নিঃশঙ্ক স্থানে শিবির সমিবেশিত করিবার মানস

করিয়া পসেনিয়াস প্ৰাটিয়া জনপদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মার্ভোনিয়সও সটেনজা তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উক্ত সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ব্যাপ্ত না হইয়া দশ দিন পর-
স্পরের সম্মুখবর্তী হইয়া অবস্থান করিল। মার্ভোনিয়স শেষে
আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন।
যুদ্ধের পূর্ব দিন রাত্রিতে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডর
এথেসনগরীয়দিগের নিকটে গমন করিলেন, এবং, পারসীকেরা
যুদ্ধ করিবে স্থির করিয়াছে, এই সমাচার দিয়া তাহাদিগকে সসজ্জ
হইতে কহিলেন। পসেনিয়াস তদনুসারে রণসজ্জা করিতে লাগি-
লেন। গ্রীস দেশীয়দিগের রণসজ্জার অনুষ্ঠান দেখিয়া মার্ভোনি-
য়সের এই ভ্রম জ্ঞানিল, গ্রীস দেশীয়েরা তয় প্রযুক্ত রণস্থল হই-
তে পলায়নের উপক্রম করিতেছে। এই ভ্রম হওয়াতে মার্ভোনি-
য়স অত্যন্ত বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা সেই
বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বস্থানচ্যুত হইয়া এক অননুকূল স্থা-
নে পতিত হয়। অতএব ঐ দিন রাত্রিতে তাহারা অনুকূল স্থান
প্রাপ্তির আশয়ে প্ৰাটিয়ানগরের সন্নিকর্ষে যাইতে লাগিল। তদর্শ-
নে তাহারা পলাইতেছে বলিয়া মার্ভোনিয়সের পুনর্বার ভ্রম জ-
ন্মিল। তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মার্ভো-
নিয়স এবং তাঁহার পারসীক সেনাগণ অসীম সাহস সহকারে যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি যুদ্ধস্থলে সংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত
হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পতন হওয়াতেই যুদ্ধ
শেষ হইল। তাঁহার সেনাগণ তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে প্রস্থান
করিল। আর্টেবেজস চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া মার্ভোনিয়সের
সহায়তা করিতে যাইতে ছিলেন। তিনি ঐ সমাচার শুনিয়া ত-
থায় না গিয়া ফোসিসের ভিতর দিয়া হেলিস্পটের দিকে গমন
করিলেন। গ্রীস দেশীয় যে সকল ব্যক্তি পারসীকদিগের সহায়তা
করিতে গিয়াছিল, তাহারাও প্রস্থান করিল। থিবিসনগরের
লোকেরাই কেবল প্রাণপণে এথেসনগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধ ক-
রিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট পারসীক সেনাগণ শিবির মধ্যে
আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনন্তর, এথেসনগরীয়েরা তাহাদিগের

শিবিরে প্রবিষ্ট হইল । তখন আর আত্মরক্ষার চেষ্টা করা বার্থ ভাবিয়া পারসীক সেনাগণ নিরস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান রহিল । এবে-
ক্ষনগরীয়েরা উহাদিগকে মেঘপালের ন্যায় বধ করিতে লা-
গিল । উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, পারসীকদিগের তিন লক্ষ
সৈন্যের মধ্যে কেবল তিন হাজার লোক পলাইয়া প্রাণরক্ষা
করিয়াছিল । শিবির মধ্যে বিপুল অর্থরাশি এবং অন্য অন্য
নানাবিধ দ্রব্য দৃষ্ট হইল । পসেনিয়াস হেলটদিগকে তৎসমুদায়
একত্র সংগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন । সমুদায় দ্রব্য একত্র
সংগৃহীত হইলে, তাহার দশম অংশ আপোলো, জিউস, পসাই-
ডন এবং এথিনা এই কয় দেবতার প্রতিমূর্তি এবং ত্রিপদ নির্মা-
ণার্থ উৎসৃষ্ট হইল । প্লাটিয়ার যুদ্ধে পসেনিয়াস প্রধান সেনাপতি
ছিলেন । গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহার সবিশেষ সম্মাননার নিমিত্তে
জয়লব্ধ দ্রব্যরাশি হইতে তাঁহাকে মহাভূলা উপহার প্রদান
করিল । পশ্চাৎ, তাহার যেমন প্রাণ্য বিবেচনা করিয়া সকলেই
উহার অংশ প্রাপ্ত হইল ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর্টেবেজস প্লাটিয়ার যুদ্ধে পার-
সীকদিগের পরাভব দর্শন করিয়া আসিয়াথণ্ডের অভিমুখে প্র-
স্থান করেন । পথিমধ্যে থেসদেশীয়েরা তাঁহাকে সৈন্য পুনঃ
পুনঃ আক্রমণ কবে এবং তাঁহার সেনাগণের আহার সামগ্রীও
অতিশয় দুঃপ্রাপ্য হয় । এই উভয়বিধ কারণে তাঁহার সমভি-
বাহারী অনেক লোক কালগ্রাসে পতিত হইল । অনন্তর, তিনি
বহু কষ্টে আসিয়াথণ্ডে উপনীত হইলেন । ম্যাসিডোনিয়ার রাজা
আলেগজাণ্ডর যুদ্ধকালে গ্রীস দেশীয়দিগের যথেষ্ট আত্মকূল্য
করিয়াছিলেন । তন্নিবন্ধন তিনি পুরস্কার স্থলে এথেন্সনগরের
নাগরিকদিগের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন । গ্রীস দেশ এইরূপে
পারসীকদিগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইল । বিয়োশিয়ায়
গ্রীস দেশীয় যে সমস্ত লোক একত্র হইয়াছিল, তাহারা ঐ স্থান
পরিভ্রমণ করিবার পূর্বে আরিষ্টাইডিসের পরামর্শক্রমে পরস্পর
এই বলিয়া একবন্ধন করিল যে, উত্তর কালে যদি তিসদেশীয়
কোন শত্রু গ্রীসদেশ আক্রমণ করে, আমরা সকলে একবা-

ক্য হইয়া তাহার নিবারণ বিষয়ে যত্ন করিব; এবং, গ্রীস দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বদেশেই হইয়া পারসীকদিগের সহায়তা করিয়া ছিল, তাহাদিগের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এইরূপে একাবধান করিয়া তাহারা থিবিসনগরীয়দিগের দণ্ডবিধানার্থ উদ্যত হইল। স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণপণে যত্নবান হওয়া সকলেরই কর্তব্য। যে ব্যক্তি স্বদেশের হিতাশুষ্ঠানে যত্ন না করিয়া তাহার অনিষ্টাচরণের চেষ্টা করে, তাহার পরামর্শ ও কৃতঘ্ন আর নাই। জন্ম ভূমির দ্রোহ করা মাতৃদ্রোহের তুল্য। মাতৃদ্রোহী কৃতঘ্নের যেমন নিন্দুতি নাই, জন্ম ভূমির দ্রোহকারী কৃতঘ্নেরও সেইরূপ নিন্দুতি নাই। থিবি-
 সনগরের লোকেরা গ্রীস দেশের অপকার চেষ্টা করিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, সে অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নহে। তথাপি প্ল্যাটিয়ার যুদ্ধাগত গ্রীস দেশীয়েরা এই স্থির করিল যে, তাহারা থিবিসনগরের যাবতীয় লোকের দণ্ড বিধান না করিয়া কেবল কতিপয় প্রধান দোষীর দণ্ড বিধান করিবে। এই স্থির করিয়া তাহারা থিবিসনগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পুরবাসীদিগকে বলিল যাহারা প্রধান দোষী তাহাদিগকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ কর। নগরবাসীরা সে কথা অণু হু করিলে নগর অবরুদ্ধ হইল। বিংশতি দিবসের পর দোষীগণ আপনারাই বলিল আমাদিগকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ কর। থিবিসনগরীয়েরা দোষীগণকে পরিত্যাগ করিল। পসেনিয়াস তাহাদিগের অনেকের প্রাণবধ করিলেন।

সম্পদ সম্পদের, বিপদ বিপদের অসুগামিনী হয়। যে দিবস পারসীকেরা প্ল্যাটিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়, ঐ দিবসেই উহারা আসিয়ার উপকূলে অপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। স্পার্টার রাজা লিয়োটিকিডিস গ্রীস দেশীয়দিগের জাহাজ সকলের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত হইয়া ডেকসে অবস্থিতি করেন। তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া, বিপক্ষগণ কি করে, কোথায় যায়, এই সকল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সেমস উপদ্বীপ হইতে কতিপয় দূত আসিয়া তাহার সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার অগ্রে আগমন প্রয়োজন ব্যক্ত করিল। তাহাদিগের আগ-

মন প্রয়োজন এই; সেমস উপদ্বীপে যে রাজ্যভক্ত এচলিত ছিল, তদ্বিত্য এক ব্যক্তি সেই রাজ্যভক্ত বিস্তারিত করিয়া স্বহস্তে রাজত্ব গ্রহণ করে; সেই রাজ্যাপহারীকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত এ-জাগণের আতান্তিক যত্ন হয়। অতএব জাহাজ লিয়োটিকিডিসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করে। দূত মুখে সমস্ত প্রবণ করিয়া স্পার্টারাজ সেমস উপদ্বীপের অভিমুখে জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। সেমসের রাজ্যাপহারী, পারসীকদিগের অতিশয় পক্ষ ছিল। পারসীকেরা এই ব্যক্তির সহায়তা করিবার নিমিত্ত জাহাজ লইয়া এই স্থানে ছিল। গ্রীসদেশীয়দিগের জাহাজ সকল উপদ্বীপের সমিহিত হইবামাত্র পারসীকেরা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া মাইকেল পর্বতের অতিনিকটে উপনীত হইল। এই স্থানে পারসীকদিগের ষাট হাজার সৈন্য ছিল। আয়োনীয়ার লোকদিগকে স্ববশে রাখিবার জন্য এই ষাট হাজার লোক এই স্থানে অবস্থিতির অমুমতি প্রাপ্ত হয়। পারসীকদিগের পোতসম্প্রদায় উক্ত পর্বতের সমীপবর্তী হইলে পর পারসীক সেনাগণ জাহাজসকল সমুদ্রকক্ষে টানিয়া তুলিল, এবং, তত ব্যস্ততার সময়ে যে সমস্ত উপায় হইতে পারে জাহাজের রক্ষার্থ সে সকল উপায় করিল। গ্রীসদেশীয়েরা শত্রুগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার দেখিয়া যুদ্ধ বিষয়ে নিতান্ত উৎসুক হইয়া সেমস হইতে শত্রু সমীকর্ষ উপস্থিত হইল এবং ঘোষণা দ্বারা আয়োনীয়দিগকে এই কথা জানাইল, যদি তোমাদিগের স্বাধীনতাস্বত্বের স্মরণ থাকে এবং তোমরা স্বাধীনতা স্মরণসম্মুখে অভিলাষী হও, তাহা হইলে স্বাধীনতার রক্ষণ বিষয়ে যত্নবান হও। এই সময়ে যুদ্ধার্থী গ্রীস দেশীয়েরা এই জনরব শ্রবণ করিল যে, বিয়োগিয়াদেশে ভার্ডোনিয়স পরাভূত হইয়াছে। এই জনরব শ্রবণমাত্র জাহাদিগের সাহস দিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পারসীকেরা যুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া মাইকেল পর্বতের উপত্যকায় বাহ রচনা করিল। এথেন্স ও স্পার্টা এই উভয় নগরের লোকেরা বিপক্ষগণকে আক্রমণ পূর্বক তাড়াইয়া লইয়া গেল। বিপক্ষগণ, আপনাদিগের জাহাজের রক্ষার্থ চতুর্দিকে যে রুতিবিধান করিয়াছিল, ভয় প্রযুক্ত তাহার মধ্যে

- একটি হইল । গ্রীস দেশীয়েরাও উহাদিগের পশ্চাৎ ধারণা হইয়া সেই বৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিল । পারসীকেরা শত্রুসম্মুখীন হইয়া ক্রিয়াকাল রণ করিয়াছিল, শেষে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল । সেমস এবং আয়োনিয়া এই উভয় স্থানের লোকেরা অবিলম্বে গ্রীস দেশীয়দিগের সহিত মিলিত হইল । এ যুদ্ধেও পারসীকদিগের অসংখ্য লোক হত হইল । কেবলকিছুগুলি লোক পলাইয়া সার্ডিসে উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল । যুদ্ধে কি হয়, জানিবার জন্য জরক্লিস তখন পর্য্যন্ত সার্ডিসে ছিলেন । জয়শীল গ্রীস দেশীয়েরা পারসীকদিগের শিবির মধ্যে অপৰ্য্যাপ্ত
- লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইল ; অনন্তর, পারসীকদিগের জাহাজ সমুদায় ভস্মীভূত করিয়া সেমসে ফিরিয়া গেল ।

পারসীকেরা পরাস্ত হইলে পর ইউরোপ এবং ইজিয় সমুদ্র উপদ্বীপবাসীরা নিরাপদ ও নিষ্কটক হইল । আয়োনিয়ার লোকদিগেরই কেবল পুনরায় বিপদ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা ছিল । তন্মিন্ন আর কোন স্থানে পারসীকদিগের হইতে উৎপাত হইবার সম্ভাবনা ছিল না । গ্রীস দেশীয়েরা আয়োনীয়দিগকে পারস্যরাজের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার কোন সন্মুখ্য কল্পিতে না পারিয়া উহাদিগকে বলিল, তোমরা এক্ষণে যে কোন রূপে পার, পারসীকদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন কর । এই কথা কহিয়া তাহারা স্বগৃহে প্রতিগমনে উন্নত হইল । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে কর্সোনিসসে মিল্টায়েডিসের যে রাজত্ব ছিল, তাহা স্থানান্তরিত হইয়া যায় । পেরিক্লিসের পিতা জ্যান্টিপস সেই রাজত্বের উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন । স্পার্টা ও গিলপনিসসব পারসীকদিগের তদ্বিষয়ে স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না । অতএব তাহারা এথেন্সনগরীয়দিগের উপরেই এই বিষয়ের ভার সমর্পণ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল । এথেন্সনগরীয়েরা সেফ্টস অবরোধ করিল । সেফ্টসের দুর্গ দুর্বল । অতএব তাহারা দুর্গভেদে সমর্থ হইল না । কিন্তু দুর্গের প্রয়াসও পরিভ্রাণ করিল না । দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল । শীতকাল অতীত হইয়া গেল । খৃষ্টের পূর্বে ৪৭৮ অব্দের বসন্তকালে খান্দাসামগ্রীর অত্যন্ত অশ্রুতল হওয়াতে দুর্গ

মধ্যস্থ পারসীকেরা এক দিবস রক্তনীযোগে পলায়নের উপক্রম করিল। পলায়ন কালে অনেকেই হত ও ব্যাপাদিত হইল। সে-ফটসবাসী গীস দেশীয়েরা পুরবার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। এথেন্স-নগরীয়েরা অবিরোধে পুরপ্রবেশ করিল। সেফটস গৃহীত হইলে পর এথেন্সনগরীয়েরা স্বদেশে যাত্রা করিল।

এথেন্সনগরীয়েরা স্বদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল দেশ সম-ভূমি হইয়াছে ; নগরের আর সে শোভা নাই ; নগর এককালে ত্রিভুজ হইয়া গিয়াছে ; রহৎ রহৎ অগূর্ষ অসমৃদ্ধ অটালিকা সকল ভূমিসাৎ হইয়াছে। নগর নির্মাণের পুনরুদ্ধোগ হইল। এতি ব্যক্তিই আপন আপন গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে গৃহসকলের যেরূপ শৃঙ্খলা ও দেখিবার সৌষ্টব্য ছিল, এবারে সেরূপ হইল না। দেবালয় সকলের পুনর্নির্মাণ তৎকালে বন্ধ রহিল। থেমিষ্টক্লিস ও আরিষ্টাইডিস উভয়ে নগর রক্ষার উপায় বিধানে বিশেষরূপে ননোনিবেশ করিলেন। এথেন্সনগরের যে সমস্ত প্রাচীর বিপক্ষগণ ভাঙিয়া ফেলে, তাহা অধিকতর আয়তরূপে পুনর্নির্মিত হইতে আরম্ভ হইল। তদদর্শনে এথেন্সের মিত্রগণ শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হইল। স্পার্টানগরীয়দিগের মনেও অতিশয় ঈর্ষা জন্মিয়াছিল। অতএব উহাদিগের এই চেষ্টা হইল, এথেন্সনগরীয়েরা কোনরূপে প্রাকার নির্মাণ হইতে বিরত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে স্পষ্ট নিষেধ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না; আর নিষেধ করিলেই বা তাহারা কথা রক্ষা করিবে কেন; নিষেধ করিতে গেলে বরং বিপরীত ঘটনা হইবার সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া উহারা বহুভাবে এথেন্সনগরীয়দিগকে এই পরামর্শ দিল, তোমাদিগের নগরের প্রাচীর নির্মাণে, প্রয়োজন নাই; নগরের প্রাচীর নির্মাণ করা কেবল শত্রুপক্ষের সুবিধা করিয়া দেওয়া এইমাত্র; শত্রুগণ যখন গ্রীসদেশ আক্রমণ করিতে আসিবে, তখন তাহারা দিবা প্রাকারবেষ্টিত নগরমধ্যে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিয়া গীস দেশ উৎসাদিত করিতে পারিবে; শত্রুর শঙ্কায় তোমরা এই গুরুতর ব্যাপারের অসুষ্ঠান করিতেছ কেন; আর কেনই বা নিরর্থক অর্থরাশি নষ্ট করিতেছ; পিলপনিসসে যথেষ্ট

স্থান আছে, রিপকপক্ষ আক্রমণ করিলে এই স্থান গ্রীস দেশীয় সমুদায় লোকের বাসস্থানে এবং আশ্রয়দানে পর্যাপ্ত হইতে পারিবে। থেমিষ্টক্লিস স্পার্টানগরীয়দিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৌশলক্রমে তাহাদিগের শ্রেণিভেদ দূতগণকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং যাহাতে প্রাচীরনির্মাণ শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহাব্যয়ে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন।

থেমিষ্টক্লিস যখন দেখিলেন, প্রারম্ভ প্রাচীর নির্মাণ প্রায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কেহ সহসা নগর আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে, একপ সম্ভাবনা নাই, সেই সময়ে তিনি একবার স্পার্টানগরে গমন করিলেন এবং ঐ নগরের লোকদিগকে এই কথা বলিলেন, তোমরা একপ বিবেচনা করিও না যে, এথেন্সনগরীয়েরা নিকোখোঁসে যে উপায় অবলম্বন করিলে আত্মরক্ষা এবং গ্রীস দেশের রক্ষা হয়, তদ্রিষয় তাহারা বিলক্ষণ অবগত আছে। স্পার্টানগরীয়েরা থেমিষ্টক্লিসের এই সাহসিক বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, কিন্তু অভ্যাসবশে সে ভাব গোপন করিয়া রাখিল। এথেন্সনগরের প্রাচীরাদি নির্মাণ কার্য পরিসমাপ্ত হইলে, পর থেমিষ্টক্লিস ফেলিরন, মিউনিকিয়া এবং পাইরিয়ুস এই তিন স্থানে বোহারা প্রাচীর নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ঐ তিন স্থানই নির্দিষ্টে জাহাজ থাকিবার উৎকৃষ্ট স্থান। তন্মধ্যে কেবল ফালিরনে এথেন্সনগরীয়দিগের জাহাজাদি থাকিত। আরো তিনি ঐ সময়ে পাইরিয়ুসে বণিজ্য কার্যের সুবিধার নিমিত্ত একটা নগর নিবেশনের মনোরথ করেন। তাহার সে মনোরথও সুসিদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর নানাজাতীয় বণিকগণ পাইরিয়ুসে আসিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিল।

এথেন্সনগর এইরূপে প্রাকারাদি দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত হইয়া কেবল যে, শত্রুর দুর্গম ও দুর্গ হইয়াছিল, এমন নহে, ঐ নগরের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রতাপবৃদ্ধিও হইয়া উঠিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৭ অব্দের বসন্তকালে গ্রীস দেশীয়েরা একবার হইয়া পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিল। জাহাজসকল একত্র সংগৃহীত হইল। পসেনিয়াস সমুদায় জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষ হই-

লেন । আরিকাইডিস এবং মিল্টায়েডিসের পুত্র সাইমন এই দুই ব্যক্তি এথেন্সনগরীয় সৈন্যের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত হইলেন । গ্রীস দেশীয়েরা প্রথমে সাইপ্রসে গমন করিয়া ঐ স্থান পারসীকদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করিল । অনন্তর, উত্তরাতিমুখে গমন করিয়া বাইজাণ্টিয়ম অবরোধ করিল । ঐ স্থানও পারসীকদিগের হস্তগত ছিল ; কিন্তু গ্রীস দেশীয়েরা অতিশীঘ্র গ্রহণ করিল । বহু যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে পসেনিয়াসের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া গেল । তিনি অতিশয় গর্ভিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন । সমভিযাহারী মিত্রগণের প্রতি সাহস্কার ব্যবহার এবং প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না । তিনি এমন মদাজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, তাদৃশ অমুচিত ব্যবহার করিলে সকলের কোপে পতিত হইয়া পরিণামে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, তৎকালে তাঁহার ঐ বোধ ছিল না । ঐ সময়ে তাঁহার নোমধ্যে এই উদয় হইল, যদি আমি পারস্যরাজের হস্তে গ্রীস দশ সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমার গ্রীস দেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ প্রাপ্তি হইতে পারে । এই মনোরথ উদ্ভিত হওয়াতে তিনি জরক্সিসের নিকটে ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন এবং তাঁহার কণার পানিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা হইলেন । জরক্সিস্ তৎকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং স্মৃতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । পসেনিয়াস যখন দেখিলেন তাঁহার প্রস্তাব পারস্যরাজের পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন যার তিনি কাহারও নিকটে আপনার অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখিলেন না; একবারেই পারস্যরাজনিযোজিত শাসনকর্ত্তার মায়া ধুম ধাম আরম্ভ করিলেন ।

পসেনিয়াসের দুর্য্যবহার দর্শন করিয়া সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল । পক্ষান্তরে এথেন্সনগরীয় সেনাপতিদিগের সোম্য ব্যবহার সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল । পসেনিয়াসের সমভিযাহারী গ্রীসদেশীয়েরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এথেন্সনগরীয় সেনাপতিদিগের অধীনতা স্বীকার করিল এবং পিলপনিসস ও ইজিনা এই উভয় স্থানের লোক ব্যতিরিক্ত গ্রীস দেশীয় সমুদায় লোকই

সকল বিষয়ে এথেন্সনগরীয়দিগকে প্রাধান্য পদ প্রদান করিল। আরিষ্টাইডিস এথেন্সনগরের প্রাধান্য লাভের মূল কারণ তাঁহার বিবেচনা, বিজ্ঞতা এবং সমাচরণের গুণে এথেন্সনগরের তাদৃশী ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। এথেন্সনগরের সর্বোপা প্রাধান্য লাভ হইলে পর, যে উপায় অবলম্বন করিলে সে প্রাধান্য অবিহত ও অবিদ্ধত হয়, আরিষ্টাইডিস তদ্বিধানে যত্ন শীল হইলেন। তাঁহার এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রীস দেশীয়ের প্রবল হইয়া উঠে এবং পারসীকেরা তাহাদিগের নিকটে নত হয়। অপর, এথেন্সনগরীয়েরা সর্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যুগ কালে সকল রাজ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক প্রধান সেনাপতি কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করে। আরিষ্টাইডিসের এই ইচ্ছা ছিল বটে যে এথেন্সনগরীয়েরা গ্রীস দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হয়; কিন্তু তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না, এথেন্সনগরীয়েরাই সর্বত্র আধিপত্য রাজত্ব করিবে, আর সকলে তাহাদিগের অধীন হইয়া থাকিবে। বাহা ইউক, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছিল। এথিনিয়েরা সর্বপ্রধান হইয়া উঠিল। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্য লোকদিগের স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, কেবল সর্বসাধারণ বিপদ অথবা সাধারণের অন্তঃস্থ কার্য্য উপস্থিত হইলে এথেন্সনগরীয়েরা কর্তৃত্ব করিত।

পূর্বে গ্রীস দেশের মধ্যে স্পার্টানগরের সর্বপ্রাধান্য ছিল। কেবল এক ব্যক্তির নিৰ্ব্বুদ্ধিতা ও কৃতঘ্নতা প্রযুক্তি হেতুক সেই প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা পসেনিয়াসকে পদচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্তে অন্য সেনাপতি নিয়োগ করিল। কিন্তু এ নিয়োগ স্বার্থাযোগ্য কালে হয় নাই। অতএব তাহাতে ফল দর্শিল না। যে যে সেনাপতি স্পার্টা হইতে নূতন প্রেরিত হইলেন, তাহাদিগকে এথেন্সনগরীয় সেনাপতিগণের অধীন হইয়া থাকিতে হইল। স্পার্টানগরীয়েরা সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্বক স্বদেশে প্রস্থান করিল। বাহা ইউক, পিলপনিসসে স্পার্টানগরীয়দিগের প্রাধান্য ছিল। উহার পিলপনিসসবাসীদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র মৈত্রী বন্ধন করিল।

তদবধি গ্রীস দেশের মধ্যে দুটি প্রধান দল হইল । পিলপনিসসবাসীদিগের একটি, আর অন্য অন্য গ্রীস দেশীয়দিগের একটি । পিলপনিসসের অন্তঃপাতী যে যে রাজ্যের লোক একত্র হইয়া পরস্পর মৈত্রী বন্ধন করে স্পার্টানগরীয়েরা তন্মধ্যে প্রধান, তদিতর গ্রীস দেশীয় অন্য অন্য যে যে রাজ্যের লোক পরস্পর মৈত্রী বন্ধন করে এথেন্সনগরীয়েরা তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয় । পিলপনিসসবাসীদিগের সহিত যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহার যাবৎ শেষ না হইয়াছিল তাবৎ এথেন্সনগরের প্রাধান্য ছিল । খৃষ্টের পূর্ব ৪০৪ অব্দে পিলপনিসিস সংগ্রাম শেষ হয়, এথেন্সনগরের প্রাধান্যও বিলোপিত হয় ।

আরিষ্টাইডিস এথেন্সনগরের বহু হিত সম্পাদন করেন । তাঁহা হইতে এথেন্সের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয় এবং অন্য অন্য নগরের সহিত মৈত্রী বন্ধন হয় । তিনি সেই মৈত্রীদাতার নিমিত্ত কতগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন । তন্মিত্ত তিনি রাজ্যসংক্রান্ত অনেক বিষয়েরও পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন । পূর্বে যে সে আর্কন পদ এবং এরিয়োপেগস সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারিত না । ঐ উভয় পদপ্রাপ্তি বিষয়ে বিভ্রামুসারিণী ব্যবস্থা নিরূপিত ছিল । কিন্তু কালক্রমে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল । আরিষ্টাইডিস পূর্ব নিয়ম পরিবর্ত্ত করিয়া দিলেন । তদবধিনগরের সমুদায় লোকই আর্কন পদ এবং এরিয়োপেগসের সভ্য পদ প্রাপ্তি বিষয়ে অধিকারী হইল । আরিষ্টাইডিসের উপরে তাবৎ লোকের বিজাতীয় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল । তাঁহার যাবজ্জীবিতকাল সেই ভক্তি ও সেই বিশ্বাসের কখন অন্যথা হয় নাই ।

পসেনিয়াস স্পার্টানগরে উপনীত হইলে তাঁহার নামে এই অভিযোগ হইল যে, তিনি কৃতঘ্নতা করিয়া গ্রীসদেশ পারস্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । তাঁহার শোধের বিষয়ে বহু অমুসন্ধান হইল । কিন্তু দোষ সপ্রমাণ হইল না । অভিযোগ অগ্রাহ হইল । পসেনিয়াস অভিযোগমুক্ত হইয়া কর্তৃপক্ষের অমুমতি না লইয়াই বাইজান্টিয়মে গমন করিলেন । ঐ স্থানে গিয়া প্রকাশ্যরূপে পুনর্বার বিদ্রোহ মন্ত্রণা আরম্ভ করি

লেন । এই সমাচার কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে পর তাঁহারা প-
সেনিয়াসকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের অমুমতি করিলেন । পসেনিয়াস
স্পার্টানগরে উপস্থিত হইলে, তিনি বাস্তবিক দোষী কিনা তদ্বি-
ষয়ের বিচার হইল । কিন্তু এবারেও তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইল
না । তিনি বিনা দণ্ডে মুক্ত হইলেন । অনন্তর, তিনি এই মনে ক-
রিলেন যদি হেলটদিগকে বিক্রোহান্ত্রুষ্ঠানে প্রবর্তিত করা যায়
এবং পারস্যরাজের সাহায্য লাভ হয়, তাহা হইলে আমি নিঃ-
সংশয় গ্রীস দেশের রাজা হইতে পারিব । এই মনে করিয়া পা-
রসীকদিগের সহিত ঐ বিষয়ের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন । পাছে
তাঁহার মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি পারসীকদিগের
নিকটে যে পত্র পাঠাইয়া দিতেন তন্মধ্যে লিখিয়া দিতেন, আমি
যে ব্যক্তিকে পত্র সহ পাঠাইয়া দিতেছি, এ যেন পুমরায় স্পার্টা-
নগরে কিরিয়া আসিতে না পারে । একবার এক দূত ঐ পত্র
খুলিয়া দেখিয়াছিল । পত্র মধ্যে ঐ পাঠ দেখিয়া সে অতিশয়
ভীত ও ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত রত্নান্ত্র কর্তৃপক্ষের
গোচর করিল । কর্তৃপক্ষীয়েরা শুদ্ধ ঐ প্রমাণে পরিতুষ্ট না হ-
ইয়া একপ কৌশল করিলেন যে, পসেনিয়াস স্বয়ংই স্বমুখে সমু-
দায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন । কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে রুদ্ধ করি-
বার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু তিনি পলাইয়া (১) এথিনার মন্দির মধ্যে
প্রবেশ হইলেন । পলায়িত পসেনিয়াসের শোণিত পাতদ্বারা
সেই পবিত্র দেবস্থান অপবিত্রিত করিতে শক্তি হইয়া কর্তৃপক্ষী-
য়েরা সেই দেবালয়ের ছাদ খুলিয়া ফেলিলেন এবং দেবগৃহের
প্রবেশদ্বারে প্রাচীর গাঁথিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন । পসেনিয়াস
কিছু দিন ঐ অবস্থাতে রহিলেন । মৃতপ্রায় হইলে মন্দির হইতে
বহিরাগত হইলেন । দেবালয়ের সীমা উত্তীর্ণ হইবামাত্র তাঁহার
প্রাণত্যাগ হইল । পসেনিয়াস দেবালয়ের সীমামধ্যে মরেন নাই,
তথাপিও স্পার্টানগরীয়েরা উপধর্মবিমোহিত চিত্তকে স্থির ক-
রিয়া রাখিতে পারে নাই । দেবগণ কুপিত হইয়া পাছে স্পার্টা-

(১) গ্রীসদেশ সাধারণ এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে ব্যক্তি দেবস্থানে
আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে অবধ্য হইত ।

নগরের অক্ষয় করেন, এই ভয়ে তাহাদিগের অন্তঃকরণ সন্ত
বাকুল হইতে লাগিল ।

পসেনিয়াসের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে থেমিষ্টক্লিসেরও
ভাগ্য বিপর্যয় হইল । থেমিষ্টক্লিস পসেনিয়াসের ন্যায় বহু যুদ্ধে
জয়ী হওয়াতে অত্যন্ত গৰ্বিত হইয়াছিলেন । অহঙ্কারবিমোহিত
হইলে মানুষের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা থাকে না । থেমিষ্টক্লিস অ-
হঙ্কার দোষে অপরিণামদর্শী হইয়া উঠিলেন । কিন্তু পসেনিয়াস
যে রূপে গ্রীসদেশ পারস্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হ-
ইয়া আপনার কুডখুতাশ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, থেমিষ্ট-
ক্লিস কখন সেরূপ করেন নাই । থেমিষ্টক্লিস অত্যন্ত ধনলুপ্ত ও
অভিশয় আত্মস্ত্রি ছিলেন । তাঁহার ঐ উভয় দোষ সকলের জা-
ত হইলে দেশের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিল ।
পূর্বে দেশের লোকে তাঁহার যে অমুরাগ ও স্তুতি করিত,
তাহা ক্রমে ক্রমে হাস হইতে লাগিল । যাহারা তদপেক্ষায় বয়ঃ
কনিষ্ঠ, তাহাদিগের দিনদিন খ্যাতি হ্রাস হইতে লাগিল । তাঁ-
হার প্রতি প্রজাগণের অত্যন্ত বিরাগ জন্মিলে পর তাঁহার বিপক্ষ
গণ প্রজাগণকে এই বলিয়া লওয়াইতে লাগিল যে, থেমিষ্টক্লিস
যে রূপে দুরাকাজ্ঞাপরবশ, তিনি স্বদেশে থাকিলে স্বদেশের স্বা-
ধীনতা রক্ষা হওয়া ভার হইবে, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া দেও-
য়াই কর্তব্য । এই কথা ক্রমে ক্রমে প্রজাগণের প্রবৃত্তি জন্মিল ।
প্রজাগণ বিবাসনীর প্রক্রিয়া দ্বারা থেমিষ্টক্লিসকে স্বদেশ হইতে
নির্বাসিত করিয়া দিল । তিনি খৃষ্টের পূর্ব ৪৭১ অব্দে আর্গসে
গিয়া বাস করিলেন ।

থেমিষ্টক্লিস যে সময়ে আর্গসে ছিলেন, সেই সময়ে পসেনি-
য়াসের দ্বিত্বোদ্যমপ্রণা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং তিনি দোষী হ-
ন । স্পার্টানগরীয়েরা থেমিষ্টক্লিসকেও সেই সঙ্গে জড়াইয়া দেয় ।
তাহার কারণ এই, এথিনিয়েরা যে সময়ে এথেন্সনগরের প্রাকার
বেষ্টন নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়ে স্পার্টানগরীয়েরা
তদ্বিবারণের চেষ্টা করে, থেমিষ্টক্লিস কৌশল করিয়া তাহা-
দিগের চেষ্টা ফল হইতে দেন নাই, তাহাদিগের সেই রাগ ছি-

ল। তাহার। এক্ষণে বৈরসাধনের উত্তম অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখি-
 নিয়দিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল যে, পসেনিয়াসের দোষের
 বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল, থেমিষ্টক্লিস বি-
 জ্রোহমন্ত্রণা মধ্যে ছিলেন; অতএব তাঁহারও সমুচিত দণ্ড বিধান
 করা কর্তব্য। থেমিষ্টক্লিসের নামে যে দোষ আরোপিত হয়,
 তৎকালে কি, পরেই বা কি, কোন কালে সে দোষ সপ্রমাণ হয়
 নাই; তথাপিও তাঁহার বিপক্ষগণ দোষাশ্রয় প্রবণ করিয়া অ-
 ভিশয় জ্ঞপ্ত হইল এবং তাঁহাকে ধরিয়। আনিবার নিমিত্ত তৎক্ষ-
 ণাৎ আগসে লোক পাঠাইয়া দিল। থেমিষ্টক্লিস পূর্বে ঐ বিষয় জা-
 নিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কর্নাইরায় পলায়ন করিলেন। ক-
 র্ণাইরা হইতে ইপাইরসে গেলেন। ঐ স্থানের রাজা আড্মিটস
 তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্বক আশ্রয় প্রদান করিলেন। থেমিষ্ট-
 ক্লিস আড্মিটসের আশ্রয়ে অধিক কাল থাকেন নাই। আড্মিটস
 তাঁহার আবশ্যক জব্য সামগ্রীর সংযোগ করিয়া দিলেন। তিনি
 তথা হইতে পিড্নায় গমন করিলেন। পিড্ণা হইতে বহু কষ্টে
 ইকিসসে গেলেন। তাঁহার আসিয়ায় উদ্ভীর্ণ হইবার অব্যবহিত
 পরেই (খ্রিস্টের পূর্ব ৪৬৫ অব্দে) পারস্যরাজ জরকসিসের মৃত্যু
 হইল। আর্টেজরকসিস রাজ্যধিকারী হইলেন। থেমিষ্টক্লিস
 আর্টেজরকসিসের নিকটে গমন করিলেন, এবং, আমি পারসীক-
 দিগের হিত চেষ্টা করিয়া এই প্রকার ছদ্ম শাস্ত হইয়াছি, এই
 কথা বলিয়া তথায় প্রবিষ্ট ও প্রতিপন্ন হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে
 পারস্যরাজের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পারস্যরাজ তাঁ-
 হাকে এত ভাল বাসিতে লাগিলেন যে, তদ্বশত তাঁহার সম্ভাসদ-
 গণ ভ্রান্তিশয় ঈর্ষান্বিত হইলেন। কিন্তু কাল পরে পারস্যরাজ
 তাঁহাকে অনিয়ামাইনরে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার রক্তির
 নিমিত্ত ম্যাগনেসিয়া, মাইয়স এবং ল্যাম্বেকস এই তিনটি সমৃদ্ধি-
 সম্পন্ন নগর প্রদান করিলেন। ঐ তিন নগর হইতে তাঁহার যে
 আশ্রয় হইত, তাহাতে তাঁহার রাজার মত চলিত। তিনি ম্যাগনে-
 সিয়ায় থাকিতেন। তাঁহার বিরূপে মৃত্যু হয়, নিশ্চয় বলিতে পা-
 রা যায় না। সচরাচর সকলে বলিয়া থাকেন, তিনি পারস্যরাজের

নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিতে না পারিয়া
আত্মহত্যা সম্পাদন করেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

এথেন্সনগরের আধান্য । গিলগনিয়
সংগ্রামের আরম্ভ ।

পারসীকেরা যদি পুনরায় গ্রীসদেশ আক্রমণ করে, যত দিন
এই শঙ্কা ছিল, তত দিন গ্রীসদেশীয়েরা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া আত্ম-
রক্ষণেই ব্যস্ত ছিল । কিন্তু সেই শঙ্কা নিঃশেষে দূরীকৃত হইলে প-
র তাহারা পারসীকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল । গ্রীস-
দেশীয়েরা আসিয়াথেন্ডে বহুতর নগর নিবেশিত করে, তৎসম্পর্কে
পারসীকদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ হয় । মিল্টায়েডিসের
পুত্র সাইমন প্রধান উদ্যোগী হইয়া স্বদেশীয়বাস্তুদিগকে ঐ
বিষয়ে প্রবর্তিত করেন । সাইমন একজন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলে-
ন না এবং দণ্ডনীতিতেও সবিশেষ ব্যাপন্ন ছিলেন না । তিনি যুদ্ধ-
কার্যেই অতিশয় দক্ষ ছিলেন । বহু যুদ্ধে তাঁহার সমর নৈপুণ্যের
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । প্রথমে তিনি স্যালামিসের যুদ্ধে
খ্যাতি লাভ করেন । তদবধি তাঁহার উপরে সকলের দৃষ্টি পতিত
হয় । তিনি ক্রমে ক্রমে থেমিস্ক্লিসের প্রতিযোগী হইয়া উঠি-
লেন । তাঁহার যশঃপ্রভা দিন দিন বদ্ধমান এবং থেমিস্ক্লিসের
যশঃপ্রভা দিন দিন ক্রীয়মাণ হইতে লাগিল । আইয়ন, ক্যারিউস
প্রভৃতি কতিপয় স্থান জয় করিয়া তিনি অতিশয় যশস্বী হন ।
তদ্ব্যতীত ন্যাক্সস উপদ্বীপে জয়লাভই তাঁহার অধিক গৌরবের হু-
ইয়াছিল । সাইমন খৃষ্টের পূর্বে ৪৬৬ অব্দে ঐ উপদ্বীপ জয় ক-
রেন । ন্যাক্সস উপদ্বীপের লোকেরা পূর্বে এথিনিয়দিগের মিত্র
বলিয়া পরিগণিত ছিল । কিন্তু এথিনিয়েরা উহাদিগের সহিত মি-
ত্রবৎ ব্যবহার করিত না । তদ্বিবজ্ঞান ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সহিত
বিচ্ছেদ হইয়া যায় । শেষে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে সাইমন উহা-
দিগকে অবরোধ করিয়া স্ববশে আনয়ন করেন । তদবধি উহাদি-
গের মিত্রনাম খুঁটিয়া গেল । উহারা এথিনিয়দিগের নিভান্ত অ-

ধীন হইয়া পড়িল । অনন্তর, এথিনিয়েরা উহাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল । উহাদিগের দুর্দশা দর্শন করিয়াও এথিনিয়দিগের অন্য অন্য মিত্র বিক্রোহাভ্যুত্থানের চেষ্টা হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই । প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে বিক্রোহে প্ররম্ভ হইল এবং ক্রমে ক্রমে এথিনিয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইল ।

খৃষ্টের পূর্ব ৪৬৫ অব্দে পারসীকদিগের প্রায় তিন শত পঞ্চাশ খান যুদ্ধের জাহাজ প্যাঙ্কিলিয়ায় ইয়ুরিমিডন নদীমুখে একত্র হয় । সাইমন এথিনিয়দিগের আড়াই শত জাহাজ লইয়া শত্রুসম্মুখীন হইলেন । পারসীকেরা যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল । সাইমন পারসীকদিগের দুই শত জাহাজ জলমগ্ন করিয়া দিলেন এবং স্থলে উহাদিগের যত সৈন্য ছিল, তাহাদিগকেও পরাজিত করিলেন । প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পারসীকদিগের আর আশীখান জাহাজ দেখিতে পাইলেন । ঐ সকল জাহাজ পারসীকদিগের সাহায্যার্থ গমন করিতে ছিল । সাইমন তৎসমুদায় এককালে বিনষ্ট করিলেন । অনন্তর, তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন । থ্রেসদেশের অন্তঃপাতী কর্সোনিমসে পারসীকদিগের অবশিষ্ট যে সৈন্য ছিল, সে স্থান হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন । খৃষ্টের পূর্ব ৪৬৪ অব্দে থ্রেসদেশীয় স্বর্ণের খনি লইয়া থ্রেস উপদ্বীপবাসীদিগের সহিত এথেন্সনগরের কলহ উপস্থিত হয় । থ্রেসবাসীরা প্রথমে সমুদ্র যুদ্ধে পরাজিত হইল । পশ্চাৎ সাইমন উহাদিগের উপদ্বীপ অবরোধ করিলেন । উহারা এই বিপদের সময়ে স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । এথেন্সনগরের ত্রিহন্ধি দেখিয়া স্পার্টানগরীয়েরা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয় । অতএব তাহারা ঐ অবসর গ্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে আটিকা আক্রমণের উদ্দেশ্যে করিতে লাগিল । যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে এমন সময়ে এক দিবস ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল । সমুদায় লোকোনিয়াদেশ কাঁপিয়া উঠিল । বড় বড় প্রস্তর খণ্ড টেক্জিটস পর্ত্ত হইতে পতিত হইল । তাহাতে সকলেই অত্যন্ত শঙ্কিত হইল । বিস্তর লোক হত এবং

বস্তুর ক্ষতি হইল। কত শত গৃহ ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইল। পার্টিানগরে কেবল পাঁচটি বাড়ী ছিল। কুড়ি হাজারেরও মধিক লোক নিহত হয়। স্পার্টানগরীয়েরা হেলটদিগকে দাসত্ব স্থলে বদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগের উপরে অতিশয় অত্যাচার করিল। হেলটেরা স্পার্টানগরীয়দিগের এই দারুণ বিপদ দর্শন করিয়া নেন করিল, দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার এই সময়। এই ভাবিয়া তাহারা একবারে চতুর্দিক হইতে বেগে ধাবমান হইল। হেলটরা যে প্রকার কুপিত হইয়াছিল, স্পার্টারাজ আর্কিডেমস তৎকালে প্রত্যাশমমতিস্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া পারিলে এক ব্যক্তিও প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইত। তাঁহা হইতেই কেবল নাগরিক লোকেরা পরিত্রাণ পাইল। ওদিকে স্পার্টানগরীয়দিগের রবৈরী মেসেনিয়াদেশীয়েরা বিদ্রোহে প্ররুত হইল। এই সকল পদ ঘটনা হওয়াতে স্পার্টানগরীয়েরা থেসসবাসীদিগের সাহায্যদানে অসমর্থ হইল। থেসসবাসীর আত্মরক্ষণে অশক্ত হইয়া থেসসনগরীয়দিগের পরাধীনতা স্বীকার করিল।

মেসেনীয়েরা বিদ্রোহে প্ররুত হইয়া আইথিনি নগরে অবস্থান করে। স্পার্টানগরীয়েরা উহাদিগকে অবশেষে আনয়ন করিতে না পারিয়া অগ্নানবদনে এথেন্সনগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। উহারা ইতিপূর্বে আটিকাদেশ আক্রমণ করিবার দ্যোগ করিতে ছিল। এক্ষণে অনায়াসে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জার উদয় হইল না। বড় আশ্চর্য। যাহা হক, তৎকালে এথেন্সনগরে অভিজাতদের অতিশয় প্রাধুর্ভাব ছিল। সাইমন এই দলের প্রধান ছিলেন। এথেন্সনগরীয় অতিশয় দলের লোকেরা স্পার্টানগরীয়দিগের পক্ষে সবিশেষ পক্ষপাতী ছিল। অতএব তাহারা প্রার্থিত সাহায্যদানে সম্মত হইল। সাইমন একদল সেনা সমভিব্যাহারে আইথিনি অবস্থান করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবশেষে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাতে স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহাকে প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে সৈন্য সহ বিদায় করিয়া দিল। তাহাতে এথেন্সনগরীয়েরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তৎ-

স্পার্টানগরীদিগের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিচায়ন করিয়া উহাদিগের চিরবৈরী আর্গসবাসীদিগের সহিত মিত্রতা করিল। এদিকে মেসেনিয় সংগ্রামের বিরাম ছিল না। মেসেনিয় দেশীয়েরা খ্রিস্টের পূর্ব ৪৫৫ অব্দ পর্যন্ত যুদ্ধিয়াছিল। শেষে উহার পক্ষহারা নগর সমর্পণ করিয়া সপরিবারে গিলপনিসস হইতে উঠিয়া গেল। এথেন্সনগরীয়েরা সদয় হইয়া উহাদিগকে নগপাটস নামে এক নগর বাসার্থ প্রদান করিল। ঐ স্থানে উহার বাক্য করিতে লাগিল। কিন্তু বৈরনির্মাত্তন সত্ত্বেও উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরুক রহিল।

সাইমন এথেন্সনগরীয় অভিজাতদের অধিনায়ক ছিলেন। একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এথেন্সনগরে প্রধানতর ব্যক্তিদিগের যে আর একটি দল ছিল, পেরিক্লিস সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন। পেরিক্লিস ক্লিস্থিনিসের বংশে জ্যান্টপসের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবাবধিই বিবধ বিষয়ের জ্ঞানোপার্জনে আসক্ত ছিলেন। তদানীন্তন বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার প্রণয় ছিল। মানা বিষয় জানা থাকিলে রাজতত্ত্ব সংক্রান্ত ঋণাত্মক কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে, এই বলিয়াই তিনি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিলেন। সাইমন যৎকালে যুদ্ধকার্যে ব্যাপ্ত ছিলেন, পেরিক্লিস সে সময়ে প্রধানতর প্রজাগণের সত্য নানাবিষয়ক প্রস্তাব লইয়া অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। অলৌকিক দর্শনসৌষ্টব্য অসামান্য বক্তৃতাশক্তি বিজ্ঞতা ও সন্ধিবেচনা এই সমস্ত গুণদ্বারা তিনি অবিলম্বে প্রধানতর প্রজাগণের কার্যখুরক্ষার এবং সাইমনের প্রতিযোগী হইয়া উঠিলেন।

অভিজাতদের বিষয়বিশেষে ক্ষমতাবিশেষ এবং অধিকাংশ বিশেষ ছিল। তদিতর প্রজাগণের সে ক্ষমতা এবং সে অধিকার ছিল না। প্রজাগণ সেই ক্ষমতা এবং সেই অধিকার পাইবার নিমিত্ত যত্নশীল হয়। অভিজাতদের তাহার বিরোধী হয়। সাইমন অভিজাতদলে পক্ষপাতী এবং তদিতরদের স্বার্থবিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজাগণের ঐতিহ্যের চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার অভুল ঐশ্বর্য ছিল। তিনি প্রজাগণের চির্তরঞ্জন করিকার নিমিত্ত মুক্ত হইতে তাঁহাদিগকে ধন দান করিতেন। একরূপ করিকার চাংপর্য এই, তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন প্রজাগণ যদি আমার বশীভূত থাকে, তাহা হইলে কখন আমার অনিষ্ট বিষয় প্রসূত হইবে না। আমার অনভিলষিত বিষয়ে প্রস্তুতি বিধান করিলে আমার এবং আমার দলস্থ ব্যক্তিদিগের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, পেরিক্লিসের অধিক সঙ্গতি ছিল না। তিনি দাতৃত্ব অংশে সাইমনের প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ ছিলেন। তাঁহার যেরূপ স্বভাব ছিল, বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গতি থাকিলেও, সাইমন যেমন বিবেচনা শূন্য হইয়া মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন, তিনি কখন সেরূপ করিতেন না। তিনি দেখিলেন দরিদ্র প্রজাগণ ধনী ব্যক্তিদিগের নিতান্ত প্রত্যাশাপন্ন ও অতিশয় বশ্য। তদ্বশমে তিনি বিবেচনা করিলেন, দরিদ্র প্রজাগণ ধনী ব্যক্তিদিগের দানশক্তির উপরে নির্ভর না করিয়া যদি সাধারণ আয় হইতে জীবনোপায় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের অধিক সম্মানের ও গৌরবের হয়। এই বিবেচনা করিয়া বাহাতে প্রজাগণ সাধারণ আয় হইতে জীবনোপায় প্রাপ্ত হয়, তিনি স্বতঃ পরিত্রস্ত সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও ঐ বিষয়ে কথোঁকি আমুকূল্য করেন। একিয়াল্টিস নামে তাঁহার এক বন্ধু ঐ বিষয়ে প্রধান উদ্বোধনী ছিলেন। একিয়াল্টিস অতি সচরিত্র, সদাশয় এবং স্বভাবতঃ নির্ভর ছিলেন। পেরিক্লিসের চরিত্রও অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি প্রজাগণের অমুগ্রহাপেক্ষী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নীচ প্রস্তুতি ছিল না। প্রজাগণের অমুগ্রহীত হইবেন বলিয়া, তিনি কখন অমুচিত আচরণ করেন নাই।

একিয়োগেস সভা প্রজাগণের উত্তীর্ণলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ঐ সভার প্রত্যেক অতিজাত দলের অতিশয় প্রাচুর্য্য হয়। পেরিক্লিস এবং তাঁহার বন্ধুগণ ঐ সভার ক্ষমতা হাস করিয়া আনিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন। অতিজাতদল তাঁহাদিগের সংকল্পিত সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইবার বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। এথেনসনগরী-

য়েরা আইথমি অবরোধ করিয়া কূড়কার্য্য হইতে না পারিতে প্লাটানগরীয়েরা উহাদিগকে হেয়জ্ঞান করে। তন্নিবন্ধন ঐ সময়ে সাইমন এবং অভিজাতদের উপরে প্রজাগণের অভ্যস্ত বিরাগ জন্মে। অতএব তৎকালে অভিজাতদের স্বার্থবিষাক্ত কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া তদ্বিষয়ে সকলের অনুমতি লাভ করা কঠিন ব্যাপার নহে। পেরিক্লিসের বন্ধু একিয়ালটিস এরিয়োপেগসের শক্তিশাসনবিধিক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ঐ বিষয় সর্ব্ববাদী সম্মত করিয়া তুলিলেন। সাইমন নগরমধ্যে থাকিলে পাছে কোন উপদ্রব উপস্থিত হয়, বোধ হয়, এই ভয়ে আবাবহিত পরেই তিনি বিবাসনীপ্রক্রিয়াদ্বারা নির্বাসিত হইলেন।

ঐ সময়ে (খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬০ অব্দে) কতিপয় লিবিয়জাতির অধিপতি ইনেরস বিদ্রোহ প্রবৃত্ত হইয়া পারসীকদিগের অধীনতা পরিত্যাগে উদ্যত হন। ইজিপ্টদেশের পশ্চিমে তাঁহার রাজত্ব ছিল। তিনি বিদ্রোহ প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার নিজ প্রজাগণ এবং ইজিপ্টদেশের অধিকাংশ লোক তাঁহার সহিত মিলিত হয়। পারস্যরাজ আর্টেজরকসিস ঐ সমাচার অবগত করিয়া বিদ্রোহীদের দমনার্থ একদল সেনা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে এথেন্সনগরীয়দিগের দুই শত যুদ্ধজাহাজ সাইপ্রসের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ইনেরস জাহাজের অধ্যক্ষের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রবহণাধ্যক্ষ প্রার্থিত সাহায্যদানে উন্মুখ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। ইনেরস তাঁহার সহায়তায় রণস্থলে পারসীকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। অনন্তর, এথেন্সনগরীয়েরা মীলনদ বহিয়া বরাবর মেক্সিসে গমন করিল। মেক্সিসনগরের কিয়দংশ পারসীকদিগের হস্তগত ছিল। এথিনিয়েরা ঐ নগর অবরোধ করিল। অনূন পাঁচ বৎসরকাল উহার নগর অবরোধ করিয়াছিল। শেষে পারসীকদিগের বহুতর সৈন্য ঐ স্থানে আগত হইয়া ব্যতিব্যস্ত করান্তে কাজেকাজেই উহাদিগকে নগর নিরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে হইল। উহার নগর নিরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়াই পরিত্রাণ পায়

নাই । মীলনদের অন্তর্ভুক্তি এক উপদ্বীপ মধ্যে পারসীকেরা উ-
হাদিগকে চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া আটকিয়া ফেলিল। ঐ স্থানে
প্রায় তাবৎ লোকই প্রাণত্যাগ করিল। তাহারা জীবিত ছিল,
তাহারা পলাইয়া প্রথমে সাইরিন পশ্চাৎ তথা হইতে এথেন্স-
নগরে গমন করিল। ইনোরস পারসীকদিগের হস্তে পণ্ডিত হইয়া
খৃষ্টের পূর্ব ৪৫৫ অব্দে ব্যাপাদিত হইলেন ।

স্পার্টানগরের সহিত অপ্রণয় হওয়াতে করিন্থবাসীদিগের স-
হিতও এথিনিয়দিগের বিচ্ছেদ হয়। করিন্থবাসীদিগের সহিত যেমন
সৌহার্দ ভঙ্গ হয়, মেগারা তেমন এথিনিয়দিগের অধিকৃত হয়।
অতএব করিন্থবাসীদিগের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে এথিনিয়দিগের
বিশেষ ক্ষতিবোধ হয় নাই। কিন্তু এই ঘটনা হওয়াতে করিন্থ,
ইজিনা এবং আর্গলিসের উপকূলবর্তী যাবতীয় নগরের লোকেরা
এথেন্সনগরের অভ্যন্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল। উহারা খৃষ্টের পূর্ব
৪৫৭ অব্দে যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিল। যুদ্ধ ঘোষণার পর ক-
য়েকবার যুদ্ধ হইল। এথিনিয়েরা কয়বারেই অসীম সাহস সহ-
কারে বিপক্ষগণকে পরাভব করিল। এথিনিয়েরা ঐ যুদ্ধে মাইর-
নিডিসকে প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে। মাইরনিডিস
করিন্থিয়দিগকে একরূপে পরাভব করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের
এক জনও জীবিত ছিল না। যে সময়ে করিন্থের সহিত এথেন্সন-
গরের যুদ্ধ হয়, তৎকালে এথিনিয়দিগের সমুদায় সৈন্য স্বেশে
ছিল না। তাহাদিগের অনেক সৈন্য ইজিপ্টদেশে ছিল। ইজি-
প্টদেশে এথিনিয় সেনাগণের অবস্থিতিহেতুক পারস্যরাজ আর্টে-
জরক্সিস অভ্যন্ত অসুখী ছিলেন। কিন্তু তাহার একপনামার্থী
ছিল না যে, তিনি কোনরূপে উহাদিগকে ইজিপ্ট হইতে দূরী-
ভূত করিয়া দেন। কৌশলক্রমে উহাদিগকে দূরীভূত করিবার
দংকল্প করিয়া এই মন্ত্রণা করিলেন, যদি স্পার্টানগরীরেয়া এই
দময়ে এথেন্সনগর আক্রমণ করে তাহা হইলে উহাদিগকে কাজে
কাজেই ইজিপ্ট পরিত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে। অতএব স্পা-
র্টানগরীয়দিগকে কোন রূপে এই বিষয়ে প্রবর্তিত করা কর্তব্য।
এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া পারস্যরাজ স্পার্টানগরে এক দূত পাঠা-

ইয়া দিলেন। কিন্তু স্পার্টানগরে উপনীত হইয়া নিজ প্রভুর বক্তব্য নিবেদন করিলেন এবং স্পার্টানগরীয়দিগের আলোচন নিমিত্ত প্রচুর উৎকোচ দান অঙ্গীকার করিল। কিন্তু, স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালপর্যন্ত আইথিমির অবরোধ কার্যে ব্যাপ্ত ছিল, সুতরাং তাহারা পারস্যরাজের প্রার্থনাপরিপূরণ করিতে পারিল না।

পেরিক্লিস এই সমস্ত রূপান্তর অবগত হইয়া আপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্ভিন্ন হইলেন। যে স্থানে এথিনিয়দিগের জাহাজ আসিয়া থাকিত, এথেন্সনগর অবধি সেই স্থান পর্যন্ত কিয়ৎকাল পূর্বে এক দীর্ঘতর প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ হয়। পেরিক্লিস তাহা সম্বন্ধ সম্পূর্ণ করিলেন। তাহার তত দুরা করিবার বিশেষ কারণ এই, তিনি বিলম্বণ জানিডেন এথেন্সনগরীয় অভিজাত দলের মধ্যে একরূপ অনেক লোক আছে তাহারা কোনরূপে যদি একরূপ আশা পায় যে, শত্রু হস্তে নগর সমর্পণ করিলে আমরা পূর্বের ন্যায় প্রভাব ও কমতাশালী হইব তাহা হইলে তাহারা বিপক্ষ হস্তে নগর নিক্ষেপ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করে না। স্পার্টানগরীয়েরা যেসময়ে ফোসিস দেশ আক্রমণ করিতে যায় তৎকালে তাহারা এথেন্সনগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এথিনিয় অভিজাত দলের অনেকে ঐ বিষয়ে সাহায্য দান অঙ্গীকার করে। কিন্তু এথেন্সনগরের অন্য অন্য লোকেরা অগ্রে ঐ বিষয়ের সমাচার পাইয়া কৃতঘ্নদিগের অতীকৃষি সিদ্ধি হইতে দেয় নাই। শেষে ঐ উপলক্ষে খৃষ্টের পূর্ব ৪৫৭ অব্দে বিয়োগিশিয়াদেশে ট্যানেগ্রা নামক নগরের নিকটে স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত এথিনিয়দিগের এক যুদ্ধ হয়। থেসেলিয়দিগের কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত এথিনিয়েরা সমরে পরাভূত হইল। সমরে পরাজয় হওয়াতে উহাদিগের অত্যন্ত অপমান বোধ হয়। ভূমিসিক্ত উহারা পর বৎসর বিয়োগিশিরদিগের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্ররত্ত হইল। মাই-রমিডিস প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। এবারে এথিনিয়েরা জয়ী হইল। বিয়োগিশিরেরা পরাজিত হইল। ইনোকাইটোনগরে এই যুদ্ধ হয়। বিয়োগিশিরেরা পরাজিত হইলে ট্যানেগ্রার প্রাচীর সমুদায় ভূমিসাৎ করা হইল। অতঃপর ফোসিস ও বিয়োগিশিয়া এই উ-

তদ্রূপে এথিনিয়সদিগের সাতিশয় প্রাচুর্য্য হইয়া উঠিল।
উহার অরক্ষিত পরে ইজিনার লোকেরা এথেন্সনগরের স্বাধী-
নতা স্বীকার করিল।

ইজিপ্টদেশে এথিনিয়সদিগের যে বিলাস ঘটনা হয়, তাহার স-
মাচার প্রাপ্ত হইয়া নগরবাসীরা কিঞ্চিৎ তদ্রোৎসাহ হইয়া না-
ই। তাহারা পূর্বে স্পার্টানগর ও তাহার মিত্রগণের সহিত যেমন
উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, এমনও সেইরূপ যুদ্ধ করিতে
লাগিল। খৃষ্টের পূর্ব ৪৫৫ এবং ৪৫৪ এই দুই বর্ষে তাহারা
পিলপনিসসের উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া এবং পিলপনিসসের অন্ত-
র্ভুক্ত বহু স্থান বিলুপ্তি করে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এথেন্সনগরের অভিজাতদের একটী
এবং তদিতর ব্যক্তিদিগের একটী এই দুটী দল ছিল। অভি-
জাত দলের প্রায় তাবৎ লোকই অত্যন্ত অব্যবহিতচিত্ত এবং নি-
তান্ত স্বার্থপর ছিল। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ঘুরিলে তাহারা ক-
র্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা শূন্য হইত। অপর দলের উন্নতি দর্শন
করিলে তাহারা অভিযয় ঈর্ষ্যা কাতর হইত। এই দলের উপরে
তাহাদিগের এমনি দ্বেষ তাব ছিল যে, এই দলকে জড় করিবার
অভিপ্রায়ে তাহারা এথেন্সের রাজত্ব রিপাবলিক রাজ্য হস্তে সমর্পণ
করিবার সত্তত চেষ্টা করিত। এথেন্সরাজ্য বিপক্ষ হস্তে পতিত হ-
ইলে আপনাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে এবং আপনাদি-
গকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইবে, এসকল কতি তাহারা সামান্য
জ্ঞান করিত। এথেন্সরাজ্য বিপক্ষ হস্তে পতিত হইলে বিরোধী
দল যে, জড় ও দুর্দশাগ্রস্ত হইবে, ইহাই তাহারা মহালাভ
জ্ঞান করিত। পেরিক্লিস তাহাদিগের এই অসৎ সংকল্প জানিতে
পারিয়া বিবেচনা করিলেন, এসময় সমুদায় সদাশয় সাধুস্বভাব
ব্যক্তিদিগের একতাবা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই বিবেচনা
করিয়া তিনি সাইমনের প্রবল বিপক্ষ হইয়াও স্বয়ং তাঁহার স্ব-
দেশে প্রত্যাগমনের প্রস্তাব করিলেন। সাইমন খৃষ্টের পূর্ব ৪৫৩
অর্ধে এথেন্সনগরে আগত হইলেন। এই সময়ে অভিজাতদের
লোকেরা গোপনে এফিক্লাজটিসের প্রাণ বধ করে। তাহাতেও

সাইমনের সহিত যোগ করা পেরিক্লিসের একান্ত অতিশয়ী হইয়াছিল। বহুদেশে সাইমনের সহিত যোগ করা হয়, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছিল। সাইমন এথেন্সনগরে প্রত্যাগমন করিলে পর তিন বৎসর কাল গ্রীসদেশ মধ্যে কোন উপদ্রব ছিল না। তিন বৎসর অতীত হইলে পাঁচ বৎসরকাল নিয়মে গ্রীসদেশীয়দিগের পরস্পর সন্ধি বন্ধন হয়। ঐ সময়ে সাইমন ইজিপ্টদেশে পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যান।

ইজিপ্টদেশে আমাটিউস নামে একব্যক্তি পারসীকদিগের অধীনতা পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া বিজ্ঞোহে প্ররম্ব হয় এবং এথিনিয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। এথিনিয়েরা তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিল। সাইমন দুইশত জাহাজ লইয়া সাইগ্রসে গমন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া আমাটিউসের সাহায্যার্থ কতিপয় জাহাজ পাঠাইয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট জাহাজ লইয়া স্বয়ং সিটিয়ন অবরোধ করিলেন। খৃষ্টের পূর্বে ৪৪৯ অব্দে ঐ স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল। খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুল হওয়াতে তাঁহার সেনাগণ সিটিয়নের অবরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশগমনে উন্মুখ হইল। উহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে পশ্চিমধ্যে ফিনিসিয়া এবং সিলিসিয়া এই উভয় দেশের এক মল জাহাজ দেখিতে পাইল, এবং তাহাদিগের সহিত সময়ে ব্যাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিল। অনন্তর উহারা আর এক যুদ্ধে জয়ী হইল। এথিনিয়দিগের যে সকল জাহাজ আমাটিউসের সাহায্যার্থ ইজিপ্টদেশে গমন করিয়াছিল, তাহারা কার্যসিদ্ধি করিয়া ঐ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর সকলে একত্র হইয়া এথেন্সনগরাভিমুখে গমন করিল।

সাইমন বিবাসন স্থান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইলে কতিপয় বৎসর গ্রীসদেশের মধ্যে কোন গোলযোগ ছিল না। সাইমনের মৃত্যুর পর বৎসর গ্রীসদেশীয়দিগের পুনরায় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। ডেল্ফিনগরে আপোলোদেবের যে মন্দির ছিল, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ঐ নগরের লোকদিগের উপরেই সমর্পিত ছিল। ফোণিসদেশীয়েরা উহাদিগের হস্ত হইতে

বলপূৰ্ণক সেই ভার গ্রহণ করে । ভবিষ্যন্তন ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল । স্পার্টানগরীয়েরা ডেল্কিয়দিগের পক্ষ হইয়া; উহারা যে বিষয়ে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার উদ্ধার করিয়া দিল । কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা যেমন ডেল্কি পরিত্যাগ করিল, পেরিক্লিস অমনি একদল থেসেলিয় সৈন্যলইয়া ডেল্কিতে গমন করিলেন এবং স্পার্টানগরীয়দিগের অস্থিতিত কার্ঘ্যের অন্যথা করিলেন ।

বায়োশিয়ায় এথিনিয়দিগের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব ছিল । খৃষ্টের পূৰ্ব ৪৪৭ অব্দে তথায় রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হওয়াতে সেই প্রাধান্য বিলোপিত হইল । ঐ দেশে যে সকল লোক এথিনিয়দিগের প্রতিপক্ষ ছিল, তাহারা প্রবল হইয়া উঠিল । বায়োশিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার পর চতুর্দিকের লোকেই এথেন্সের অধীনতা পরিত্যাগে উদ্যত হইল । সাইমন পাঁচ বৎসরকাল নিয়ম করিয়া সম্বন্ধস্থাপন করিয়া যান । খৃষ্টের পূৰ্ব ৪৪৫ অব্দে সেই নিয়মিতকাল পূর্ণ হওয়াতে ইয়ুবিরায় লোকেরা প্রথমে বিদ্রোহে প্ররম্ব হইল । পেরিক্লিস বিদ্রোহ শাস্তি করিতে গেলেন । কিন্তু তিনি ইয়ুবিরায় উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন, মেগারানগরেও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; ঐ স্থানে এথিনিয়দিগের যে সমস্ত দুর্গরক্ষক সৈন্য ছিল, তাহাদিগের অধিকাংশ ব্যাপাদিত হইয়াছে; এবং আটিকা আক্রমণাভিলাষী হইয়া পিলপনিসস হইতে একদল সেনা আসিতেছে । পেরিক্লিস আটিকা আক্রমণের উপক্রম শুনিবামাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । দেখিলেন বিপক্ষগণ আটিকা বিলুপ্তন আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু তিনি তৎকালে বিপক্ষগণকে নিবারণ করিবার অন্যবিধ উপায় দেখিতে না পাইয়া উৎকোচদান দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিদিগকে হস্তগত করিলেন । বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া আটিকার আক্রমণ প্রয়াস পরিত্যাগ করিল । পেরিক্লিস এইরূপে পিলপনিসিয়দিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পুনরায় ইয়ুবিরায় গমন করিলেন এবং তত্রতা বিদ্রোহ প্ররম্ব ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন । পেরিক্লিস নিজ বুদ্ধিকোশল ও পরাক্রম দ্বারা সর্বত্র

বিজয়ী হইলেন-এইটো, কিন্তু এথিনিয়দিগের নিতান্ত ইচ্ছা হইল সকলের সন্ধি স্থাপিত হয়। স্পার্টানগরীয়েও যুদ্ধ বিষয়ে অনিচ্ছা ছিল। যুদ্ধের পূর্বে ৪৪৫ অব্দে ত্রিশ বৎসরকাল নিয়মে সন্ধি হইল। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী যে যে স্থান এথিনিয়দিগের অধিকৃত ছিল, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইল। আর, এথিনিয়দিগের সহিত উহাদিগের যে সৌহার্দ্য ছিল, তাহার বিচ্ছেদ হইয়া গেল। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী যে যে স্থান এথিনিয়দিগের আশ্রয় ছিল, তাহা হস্তান্তরগত হওয়াতে পূর্বে তাহাদিগের ঘেরাপা-সর্বত্র অব্যাহত আধার ছিল, তাহার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। কিন্তু সমগ্র যুদ্ধে পারদর্শিতা হেতু, উপকূলবর্তী জনপদে তাহাদিগের যে আধিপত্য ছিল, তাহার ব্যাঘাত জন্মে নাই। সন্ধি বিধান কালে থিউসিডাইডিস প্রভৃতি অভিজাতদলীয় কতগুলি লোক সন্ধিবিষট্টনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু পেরিক্লিসের তৎকালে আত্যন্তিক প্রাচুর্য্যব খাকাতে তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

পেরিক্লিসের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক উদ্দেশ্য এই, এথেন্সের স্বাভাব্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই স্বাভাব্য অবিকৃত ও অখণ্ড থাকে। দ্বিতীয়, এথিনিয়েরা যে সর্বোত্তর মহত্ত্বলাভ করিয়াছিল, তাহার যথার্থ, সেই মহত্ত্বলাভের যথার্থ যোগ্যপাত্র তাহাদিগের এই বোধ জন্মে। পেরিক্লিসের এই দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছিল। আরিস্টাইডিস প্রথমে যখন এথেন্সনগরকে প্রধানপদে রাখিয়া অন্যান্য রাজ্যের সহিত মৈত্রী করেন, তৎকালে তিনি যে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, কালান্তরে তাহার বহু পরিবর্তন হইয়া যায়। মৈত্রীবন্ধনবদ্ধ গ্রীকেরা ডেলসে এক ধনাগার স্থাপিত করে। আরিস্টাইডিস জীবিত থাকিতেই সেই ধনাগার এথেন্সে নীত হয়। অনন্তর, সাইমন অনেক স্তুতি করিয়া যান। আরিস্টাইডিসের সময়ে যে যে রাজ্যের লোক একত্র হইয়া এথেন্সনগরকে সহিত মিত্রতা করে, তন্মধ্যে যাহারা হীনবল ছিল সাইমন তাহাদিগকে একত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এথিনিয়েরা মনে করিলে তাহাদিগকে অনায়াসে স্ববশে আনিয়ন করিতে পা-

রিত । কলভ পেরিক্লিসের পূর্বেই এথেন্সের আধিপত্য বহুদূর বিস্তারিত হইয়াছিল, পেরিক্লিসকে তদ্বিধিত্ত অধিকতর কষ্ট পাইতে হয় নাই । যে যে রাজ্য এথেন্সনগরের দিতান্ত অধীন হইত, এথেন্সনগরীরে তাহা রাজ্যতন্ত্র রহিত করিয়া তথায় (১) প্রাকৃততন্ত্র স্থাপিত করিত । তদ্ব্যতীত প্রজাগণ তাদৃশ রাজ্যতন্ত্রে সম্মত কি না, এখিনিয়েরা এ বিবেচনা করিত না । স্বাধীন রাজ্যমধ্যে এখিনিয়দিগের বলপূর্ব্বক সূতন রাজ্যতন্ত্র স্থাপিত করিবার রীতি থাকিতে এখিনিয়দিগের মিত্রগণের বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হইত । তাহাদিগের অধিকতর অনিষ্ট ও কষ্টের কারণ এই যে, তাহারা স্বদেশের ধর্মাধিকরণমধ্যে সকল বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে অসম্মত ছিল না, তাহাদিগকে এথেন্সনগরে গিয়া বিষয় বিশেষের মোকদ্দমা করিতে হইত । তদ্বিষয় তাহাদিগের বিস্তর ক্ষতি, কষ্ট ও অসুবিধা হইত । পূর্বে প্রায় নয় লক্ষ টাকা এথেন্সনগরের বার্ষিক আয় নির্দিষ্ট ছিল । পেরিক্লিস তাহার দুই করিয়া প্রায় বার লক্ষ করেন ।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪০ অব্দে যে ঘটনা হয়, তদ্বারা এথেন্সনগরের প্রভাব অধিকতর বর্ধিত হইয়া উঠে এবং পেরিক্লিস আপনায় সমরপ্রবীণ ও পুরুষকার প্রদর্শনের উত্তম অবসর প্রাপ্ত হন । নেমস উপদ্বীপে অভিজাততন্ত্র প্রচলিত ছিল । তদ্ব্যতীত প্রজামণ্ডল প্রজাগণ সেই রাজ্যতন্ত্র উন্মূলিত করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া এথেন্সনগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । পেরিক্লিস তাহাদিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন । চল্লিশ খান জাহাজ তাহাব সমভিব্যাহারে গেল । তিনি সেমসে উপনীত হইয়া প্রাকৃততন্ত্র স্থাপন করিলেন, এবং পাছে অভিজাততন্ত্রপক্ষীয়েরা কালান্তরে তাহার স্থাপিত রাজ্যতন্ত্রের কোন বিঘ্ন করে, এই ভয়ে তিনি অভিজাততন্ত্রপক্ষীয় একশত ব্যক্তিকে আধিস্বরূপ লই-

(১) প্রাকৃত, প্রকৃতি স্বাধিক ; তন্ত্র, রাজ্যশাসন । প্রকৃতি শব্দে যাবতীয় প্রজা বুঝায় । যে রাজ্যে সমুদায় প্রজার স্বাধিক থাকে, কিন্তু কর্তৃক অংশে প্রধানতর প্রজাগণের প্রধান্য থাকে, তাহাই প্রাকৃততন্ত্র শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে ।

হালেননসে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, সেমসের দুর্গরক্ষার্থ একদল সৈন্য রাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পেরিক্লিস সেমস হইতে প্রস্থান করিলে পর তৎক্ষণাৎ অভিজাতদলীয় কডগুলি লোক পারসীকদিগের সহিত যোগ করিল এবং একদল বেতনভুক সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ পূর্বক তাঁহার স্থাপিত দুর্গরক্ষক এথিনিয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া সেমসের ভূতপূর্ব রাজ্যভক্ত পুনঃ প্রচলিত করিল; আর যে সকল ব্যক্তি আধিস্বরূপ গৃহীত হইয়া লেমনসে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া এথেন্সনগরের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিল; অনন্তর স্পার্টা ও স্পার্টার মিত্রগণের নিকটে সাহায্যার্থ আবেদন করিল। কিন্তু তাহারা সন্ধিতত্ত্ব ভয়ে তাহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। এই রূপান্তর এথেন্সনগরীয়দিগের কর্ণপোচর হইলে পর পেরিক্লিস পুনরায় একদল জাহাজ সমভিব্যাহারে করিয়া সেমসে গমন করিলেন। সেমসের লোকেরা শঙ্কাপ্রযুক্ত তাঁহার সম্মুখীন হইতে না পারিয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পেরিক্লিস পরিখাখনন দ্বারা নগরের চতুর্দিক রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, ফিনিসিয়াদেশীয় একদল জাহাজ আসিতেছে শুনিয়া তিনি কিয়দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অল্পপস্থিতিকালে সেমসবাসীদিগের কিঞ্চিৎ সুরবিধা হইয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আইলে সে সুরবিধা ঘুচিয়া গেল। তখন তাহার আত্মরক্ষণবিষয়ে বিধম ব্যগ্র হইল। নয় মাস যুদ্ধের পর নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রাচুর্য হওয়াতে তাহাদিগকে কাজে কাজেই এথেন্সনগরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। বাইজাণ্টিয়নগরের লোকেরা সেমসবাসীদিগের সপক্ষতা করিতাছিল, এই নিমিত্ত তাহাদিগেরও সেমসবাসীদিগের ন্যায় দুঃখবস্থা ঘটিল।

সেমস উপদ্বীপের জয়কার্য সম্পন্ন হইলে পর পেরিক্লিস এথেন্সনগরে প্রতিগমন করিলেন। এথেন্সনগরীয়দিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাহারা তাঁহার বশোপগান করিতে লাগিল। সেই উপদ্বীপে জয়লাভ হওয়াতে এথেন্সরাজ্যের সীমা ও মহিমা বৃদ্ধি হইল। অতঃপর এথিনিয়েরা অবিরোধে আধিপত্য

করিতে লাগিল। এথেন্সরাজ্যের স্বায়ত্ত্ব প্রতিপাদন এবং দরিদ্র প্রজাগণের প্রতিপালন উদ্দেশ্য করিয়া এথিনিয়েরা, যে যে স্থানে নগর নিবেশিত করিলে অধিকতর উপকার লাভ হয়, সেই সেই স্থানে নগর নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিল। বাসার্থী লোকেরা ন্যাক্সস, এণ্ড্রস এবং ইয়ুরিয়ার অন্তঃপাতী ওরিসস এই তিন স্থানে গমন করিল। অপর, আফিপলিস ও থিউরিয়াই এই উভয় স্থানে নুতন নগর নিবেশিত হইল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৩ অব্দে থিউরিয়াই নগর নিবেশিত হয়। ঐ স্থানে বানার্থ উপনিমন্ত্রিত হইয়া গ্রীসদেশের নানা স্থান হইতে রহুলোকের সমাগম হয়। সুগ্রসিক ইতিহাস লেখক হিরটডস এবং সুগ্রসিক বাণী লিসিয়াস ইহারা ঐস্থানে আসিয়া বাস করেন।

গ্রীসদেশের মধ্যে যত রাজ্য ছিল, এথেন্সরাজ্য সর্বাংশে তাহাদিগের সর্কাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। আপনাদিগের যে সর্বোত্তর মহত্ত্ব লাভ হইয়াছে, তৎকালে এথেন্সনগরীয় প্রতিবাক্তিরই সে অমুভব হইয়াছিল। এথেন্সনগরের যে সকল লোক সমুচিত জীবনোপায় নির্দ্ধারিত না থাকাতে অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতেছিল, পেরিক্লিস তাহাদিগের সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি নগর মধ্যে সৌধ, প্রাসাদ, প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং প্রাচীরাদি নির্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তদ্বারা কেবল যে, দীন হীন প্রজাগণের প্রতিপালনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল এমত নহে, নগরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন, নগর রক্ষার উপায় বিধান এবং শিল্পশাস্ত্রের সমধিক অমুশীলন হয়। পূর্বে এথেন্স হইতে পাইরিবুস পর্য্যন্ত দুইটা প্রাচীর নির্মিত হয়, এক্ষণে পেরিক্লিস আর একটা প্রাচীর নির্মাণ করাইলেন। তাঁহার সময়ে এথেন্সের দুর্গমধ্যে অনেক দেবালয় নির্মিত হয়। পার্থিনন বলিয়া গ্রসিক মিনর্কায় মন্দির উল্লেখ্য অধিকতর সমৃদ্ধ। ঐ মন্দির ফিডিয়াসের কৃত বিবিধ কারুক্রিয়া দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। যে বিষয়ে লোকের উৎসাহ থাকে এবং উৎসাহ দিবার লোক থাকে, সেই বিষয়েরই অধিকতর শ্রীরুদ্ধি হয়। পেরিক্লিস শিল্পকার্য্যে সমধিক অমুরাগ প্রদর্শন

করাতে তাহার সময়ে শিল্পবিদ্যার সবিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। পেরিক্লিস এথেন্সনগর মধ্যে সৌধ, প্রাসাদ প্রভৃতি যুহুৎ হুৎ অট্টালিকার নির্মাণ এবং তাহার শোভা সম্পাদন কার্যেই যে, কেবল সাধারণ অর্থ ব্যয় করেন এমন মর্মে, তিনি প্রজাগণের কৌতুককরী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও অনেক সাধারণ ধন ব্যয় করিয়া ছিলেন। পূর্বে এথেন্সনগরে উৎসব দর্শন বিষয়ক যে নিয়ম ছিল, তাহাতে ধনবান ব্যক্তিরাই কেবল উৎসব দর্শন জন্য আনন্দ সুখ অনুভব করিত, দীন হীন প্রজাগণ তদ্বিষয়ে বঞ্চিত ছিল। পেরিক্লিস দরিদ্র প্রজাগণের উৎসব স্থলে গমন যোগ্যতা সম্পাদন নিমিত্ত সূতন নিয়ম করিয়া দিলেন। তাহাতে কি ধনবান, কি দরিদ্র সকলেই স্বচ্ছন্দে উৎসব স্থলে গমন করিয়া আনন্দসুখ অনুভব করিতে লাগিল। অপর, তিনি এই নিয়মকরেন, প্রাডুবিবাক ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি ব্যবহার দর্শকের (জুরির) কার্যে নিয়োজিত হইবে, তাহারা পূর্বে যেমন বিনা বেতনে ব্যবহার দর্শন কার্য্য নির্বাহ করিত, এখন সেরূপ না করিয়া পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ বেতন প্রাপ্ত হইবে। এই সকল নিয়ম অনিষ্টকর ও অন্যায় বলিয়া তৎকালের লোকদিগের বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু উত্তর কালে যখন দ্রব্য সামগ্রী মহাশয় এবং লোকের দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন এই সকল নিয়ম দ্বারা রাজ্যের বিস্তর অর্থ ক্ষতি ও অনিষ্ট হয়। উত্তরকালে এথেন্সনগরে সাধারণ সভার সভ্যগণের সভা প্রবেশার্থ অর্থ দান করিবার নিয়ম হয়। অনেকে বলেন পেরিক্লিস এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহাদিগের জ্ঞান্টিমাত্র।

পারসীক সংগ্রাম পর্য্যন্ত এথেন্সনগরে বিদ্যার সম্যক অনুশীলন ছিল না। সমরানল নির্মাণ হইবার অবাবহিত জারে বিদ্যার অভিশয় চুট্টা হইতে আরম্ভ হয়। একরূপ চুট্টা হইয়াছিল যে, এথিনিয়দিগের বীরত্ব গৌরব অপেক্ষা বিদ্যা গৌরব অধিক হইয়া উঠিল। এথেন্সনগরে শিল্প ও শরশাস্ত্রের বিশেষরূপে অধ্যয়ন হয়। যে সকল ব্যক্তি শিল্প ও শর শাস্ত্রে কৃতবিদ্যা হইত, এথিনিয়ের তাহাদিগের যৎপরোনাস্তি সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা

করিত এবং তাহাদিগকে গুণাত্মক পুরস্কার প্রদান করিত। তাহাতে শিল্প ও শব্দবিদ্যার মহীয়সী প্রীতি হয়। এথেন্সনগরে শব্দবিদ্যার যে সবিশেষ প্রীতি হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, তথায় বহুতর নাটকের সৃষ্টি হয়। দৃশ্য ও শ্রাব্যনামে কাব্যের যে উভয়বিধ প্রভেদ আছে, তন্মধ্যে দৃশ্য কাব্য যেমাত্রিক তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বপ্রধান। শব্দবিদ্যার সবিশেষ প্রীতি না হইলে কখন নাটকের সৃষ্টি হয় না। পেরিক্লিসের সময়ে প্রধান প্রধান নাটককর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করেন। ফাইনিকস এথেন্সনগরে সর্বপ্রথম করণরস প্রধান নাটক রচনা করেন। তৎকৃত গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালের লোকেরা তৎকৃত গ্রন্থের অভ্যন্ত প্রশংসা করিতেন। ইস্কাইলস নাটক রচনার অভিনব প্রণালী আবির্ভাবিত ও প্রচারিত করিয়া যে অসামান্য রচনানৈপুণ্য প্রদর্শিত করেন, তাহাতে তাহাকে করণরসান্বিত নাটকের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গণনা করা সমধিক সম্ভব হয়।

সফোক্লিস ইস্কাইলসের সমকালের লোক। কিন্তু তিনি ইস্কাইলস অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইস্কাইলস সফোক্লিস অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু গ্রীকভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সফোক্লিস ও ইস্কাইলস উভয়ের কৃত গ্রন্থের ভারতম্য বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কল্পনাশক্তি, ললিত রচনা, ও শব্দবিন্যাস এই কয় বিষয়ে ইস্কাইলস অপেক্ষা সফোক্লিসের শ্রেষ্ঠতা ছিল। সফোক্লিসের কৃত গ্রন্থের সর্বস্থানেই তাহার অসাধারণ কল্পনাশক্তি সমভাবে দৃষ্ট হয়। তাহার শব্দবিন্যাসের এমনি চমৎকারিতা ছিল যে শব্দগুলি শ্রুত হইলে কণে মধুধারা বর্ষণ করিত। এথেন্সনগরীয়েরা সফোক্লিসের অভ্যন্ত সম্মান করিত। তৎকৃত এক নাটক গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার এত ভুত হইয়াছিল যে, যে সময়ে পেরিক্লিস সেমস উপদ্বীপে যুদ্ধ করিতে যান, তৎকালে (খৃষ্টের পূর্ব ৪৪০ অব্দে) তাহার সফোক্লিসকে সেনাপতি পদে অতিবিস্তৃত করে। মাহুঘের অন্তঃকরণের ভাবচিরকাল একরূপ থাকে না। এথিনিয়দিগের গ্রন্থের গুণজ্ঞতা এবং রসজ্ঞতা পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। সফোক্লিস স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ইয়ুরিপিডিস গ্রন্থকার হইয়া উ-

হিলে সফোক্লিসের গ্রন্থে লোকের অনাদর হইতে লাগিল। তা-
হারা গ্রীক ভাষার বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন সফোক্লিসের প্রতি-
পত্তি লোপ হইবার প্রকৃত কারণ ছিল না। ইয়ুরিপিডিডেমের গ্রন্থ
সফোক্লিসের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

আটিকার করণ ও হাস্য উভয় রস প্রধান নাটকের সৃষ্টি হয়।
নাটকপাঠে অসীম আনন্দ অমৃতত্ব হইয়া থাকে। আনন্দসুখামু-
ত্তব ব্যতিরিক্ত উক্ত উভয়বিধ নাটক পাঠের অন্য কোন ফল ছি-
ল না। একরূপ নহে, এই সকল গ্রন্থ পাঠদ্বারা ধর্ম, ধর্মনীতি ও রা-
জনীতি বিষয়ক জ্ঞান জন্মিত। করণরসাস্থিষ্ট নাটক কর্তারা ক-
ল্পিত বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচনা করিতেন। আর, প্রতিদিন যে
সকল ঘটনা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বাস্তবিক বৃত্তান্ত অবলম্বন
করিয়া হাস্যরসপ্রধান নাটক রচিত হইত। অতএব ধর্ম, ধর্ম-
নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতির শিক্ষাদান বিষয়ে হাস্যরসপ্রধান
নাটকের যেরূপ উপযোগিতা ছিল, করণরসাস্থিত নাটকের সেরূ-
প ছিল না। হাস্যরস প্রধান নাটক গ্রন্থে তদানীন্তন লোক-
দিগের দোষ গুণের বিষয় ভঙ্গিক্রমে বর্ণিত হইত। হাস্যরসপ্রধান
নাটক রচয়িতারা একরূপ কৌশল করিয়া আপন আপন গ্রন্থে
দোষী ব্যক্তিদিগের দোষের বিষয় উল্লেখ করিতেন, যে, শ্রবণ-
মাত্র সকলেই বুঝিতে পারিত, কবি ভঙ্গিক্রমে অমূকের দোষের
কথা উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃগণের প্রমোদবর্জন করিতেছেন। দো-
ষী ব্যক্তি ও গুনিয়া তৎকালে অভিশয় লঙ্ঘিত, পশ্চাৎ আত্ম
দোষ পরিত্যাগে যত্নবান হইত। প্রধান পদারূঢ় ব্যক্তিরও হাস্য-
রস নাটক রচয়িতা কবিগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি-
তেন না। ইসলামীন্তন কালে মুসল্লি যন্ত্রের স্বাধীনতা থাকাতে যেরূপ
উপকার দর্শিতেছে এথেন্সনগরে হাস্যরসপ্রধান নাটকের বহুল
প্রচার থাকাতে সেইরূপ উপকার দর্শিয়াছিল। কলতঃ হাস্যরস
নাটক রচয়িতা কবিগণ হইতে অনেক পাপক্রিয়া ও অনেক ভ্রম
প্রমাদের নিরাকরণ হইয়াছিল। পিলপনিসিয় সংগ্রাম কালে
হাস্যরসপ্রধান নাটকের সবিশেষ শ্রীর্দ্ধি হইয়াছিল।

পেরিক্লিস একদা এথেন্সনগরে অদ্বিতীয় ও সকলের মান্য

হইয়া উঠিয়াছিলেন । প্রজাগণের নিকটে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল । প্রজাগণ তাঁহার একান্ত অমুগত ও মিতান্ত বশ্য ছিল । কলভঃ তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা ছিল না । উদ্বিগ্ননে অনেকের মনে হিংসা, ঈর্ষ্যা ও ঘেৰভাব জন্মিল । যে সকল ব্যক্তির মনে হিংসা, ঈর্ষ্যা ও ঘেৰভাব জন্মিয়াছিল, তাহারা তাঁহার চরিত্রবিষয়ে নানা দোষের কথা তুলিয়া দিতে আরম্ভ করিল । তাহা শ্রবণ করিয়া লোকের মনেও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল । তাঁহার চরিত্রের কোন কোন অংশ কিছু কিছু দোষ ছিল । অতএব তাঁহার চরিত্রবিষয়ে লোকের সন্দেহ হওয়া অসম্ভাবিত নহে । তিনি রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া যে যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, বিপক্ষগণ তাহাতেও দোষারোপ করিতে লাগিল । বাহা হউক, বিপক্ষগণ একবারেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার নামে কোন বিষয়ের অভিযোগ করিতে সাহসী হয় নাই । তাহারা প্রথমে তাঁহার বন্ধুগণের নামে অভিযোগ আরম্ভ করিল । তাহারা এইরূপে করিয়াছিল, পেরিক্লিসের বন্ধুগণের দোষ প্রমাণ হইলে তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইবে । সর্ক্যাগ্রে ফিডিয়াসের নামে এই অভিযোগ হইল যে, পার্থিননে এথিনাদেবীর প্রতিমূর্তি নিস্কাণার্থ তাঁহার হস্তে যে স্বর্ণ সমর্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহার কতক অংশ অপহরণ করিয়াছেন । কিন্তু অভিযোক্তারা এই বিষয়ে কুসংগত লাভ করিতে পারে নাই । যে স্বর্ণ প্রতিমূর্তিতে বিন্যস্ত হয়, এই স্বর্ণ ভাগ্যক্রমে একরূপে ন্যস্ত হইয়াছিল যে, অনান্যাসেই প্রতিমা হইতে সমুদার খুলিয়া লওয়া গেল । পশ্চাৎ ওজন হইলে দৃষ্ট হইল, স্বর্ণ কিছু দ্রাব কম নাই ; অভিযোক্তারা কেবল বিষমূলক মিথ্যা করিয়া অভিযোগ করিয়াছে । বাহা হউক, অভিযোক্তারা আপনারদিগের বাক্য সম্ভাষণ করিতে না পারিয়া প্রতিশয় অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া নীরব হইল । পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ একবার অপ্রতিভ হইয়াও কান্ত হইল না । তাহারা পুনরায় এই কারিকরের দ্বারা অভিযোগ করিল । এখানে তাহাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইল । তাহাদিগের শেষবারের অভিযোগের তাৎপর্য্য এই, এথিনাদেবীর হস্তে যে ঢাল প্রস্তুত করিয়া

দেওয়া হয়, তাহাতে অনেক মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। সেই চিত্রিত প্রতিকৃতি মধ্যে কারিকরের নিজের প্রতিমূর্তিও অঙ্কিত ছিল। পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ এই ছল ধরিয়া বলিল কিডিয়াস এখিনা দেবীর হস্তস্থিত চন্দের উপরিভাগে আপনার মূর্তি অঙ্কিত করিয়া অধাৰ্ম্মিকতা ও নাস্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিডিয়াস বিচারে দোষী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এই স্থানেই তাঁহার প্রাণ প্রয়াণ হইল।

পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ তাঁহার বন্ধুকে অপদস্থ ও বিপদান্ত করিয়া সাহসী হইল। অনন্তর, উহার আম্পেসিয়া নামে এক রমণীকে বিপদে পতিত করিতে উদ্যুক্ত হইল। এই রমণী তৎকালে এথেন্সনগরে রূপবতী ও গুণবতী মধ্যে গণনীয় ছিলেন। তাঁহার সহিত পেরিক্লিসের অতিশয় প্রণয় ছিল। এই রমণী বিপক্ষগণের আক্রান্ত হইলে পর পেরিক্লিস তাঁহার বিপদ নিজ বিপদের ন্যায় বোধ করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ অতিশয় ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ এই এক ছল প্রাপ্ত হয়। অপর তদানীন্তন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সহিত পেরিক্লিসের অত্যন্ত বন্ধুতা এবং ধর্ম্মবিষয়ক মতের অভিন্নতা ছিল। অজ্ঞানান্ধ সামান্য লোকদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক যে মত ছিল, তাহা উপধর্ম্মমূলক। অতএব তদানীন্তন সামান্য লোকদিগের সহিত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতভেদ হওয়া অসম্ভাবিত ও অসঙ্গত নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে সামান্য লোকদিগের মতের সহিত পেরিক্লিসের এবং তাঁহার বন্ধু তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতভেদ হওয়াতে তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া প্রতাপন্ন করিতে চেষ্টা করে। এই সকল ও অন্যবিধ নানা কারণ অবলম্বন করিয়া পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের প্রয়াস সফল হয় নাই। অতীর্ঘসিদ্ধি না হওয়াতে তাহারা শেষে তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা হইতে বিরত হইল। অতঃপর জীবিতকালের মধ্যে তিনি আর কখন তাদৃশ উৎপাতে পতিত হন নাই। তিনি উচ্চপদস্থ হইয়া জীবনাবশেষকাল সুখে ক্ষেপণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কি প্রাচীন কি নব্য উভয়

কালেরই ইতিহাস লেখকেরা তাঁহার নামে বহুতর অপবাদ দেন। কিন্তু ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে, ইতিহাস লেখকেরা তাঁহার নামে যে যে দোষের আরোপ করিয়াছেন, তিনি সে সকল দোষে দোষী ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার সময়ের কতগুলি অজ্ঞ লোক দ্বেষবশতঃ তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়, ইতিহাস লেখকেরা তাহা সত্য বোধ করিয়া আপন আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পিলপনিসিয় সংগ্রাম।

এথেন্সনগরীয়দিগের প্রভাপ ও সৌভাগ্য সম্পত্তির দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য নগরের লোকের মনে তত ঈর্ষ্যা ও শঙ্কা জন্মিতে লাগিল। বিশেষতঃ স্পার্টানগরীয়েরা তদর্শনে সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হয়। এথিনিয়দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া উহারা আপনাদিগের প্রভাব হ্রাস হইতেছে বোধ করিয়া নিতান্ত অসুখী হইল। স্পার্টা ও এথেন্স এই উভয় নগরের পরস্পর শত্রুতা জন্মিবার আরো নানা কারণ ছিল। এথেন্সনগরে আয়োনিয়জাতির বসতি ছিল। আয়োনিয়জাতীয়েরা প্রাকৃততত্ত্বপক্ষে পক্ষপাতী ছিল। যে যে নগর এথিনিয়দিগের অধিকৃত হয় এবং যে যে নগর উহাদিগের মিত্র নামে পরিচিত হয়, উহারা যত্নবান হইয়া সে সমুদায় স্থলে প্রাকৃততত্ত্ব স্থাপন করে। পক্ষান্তরে স্পার্টানগরে ডোরিয়জাতির বসতি ছিল। ডোরিয়জাতীয়েরা অভিজাততত্ত্বপক্ষে পক্ষপাতী ছিল। উহারা আপনাদিগের অধিকৃত ও মিত্র জনপদে অভিজাততত্ত্ব স্থাপনার্থ যত্নবান হয়। এই হেতু স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের মতের ঐক্য ছিল না। মতের ঐক্য না থাকিলে দেবভাব জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। অপর, যে যে নগরের সহিত এথেন্সের মিত্রতা ছিল, এথিনিয়েরা তদ্রূপ ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা সাধনের কিছুমাত্র চেষ্টা করিত না। কেবল আপনাদি-

গের প্রভাব ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিবার সত্ত্ব চেষ্টা করিত । এই দুই মিত্র তত্ত্বতা লোকেরা এথিদিয়দিগের প্রতি নিতান্ত বিরূপ এবং স্পার্টানগরীয়দিগের প্রতি অশুভ ছিল । ইত্যাদি নানা কারণের একত্র সম্ভাব হওয়াতে পিলপনিসিয় সংগ্রাম উপস্থিত হয় । সমরানল সাতাইশ বৎসর কাল প্রজ্বলিত থাকিয়া শেষে এথেন্সনগরের মহত্ত্ব তক্ষীভূত করিয়া দাহান্তাব প্রযুক্ত নির্দাণ হইয়া যায় । ঐ সাতাইশ বৎসর কাল গ্রীসদেশের প্রায় কেহই শান্তিস্বার্থ অমুত্তব করিতে পারে নাই । ঐ দারুণ সংগ্রাম ঘটনা হইবার পূর্বে উভয় বিরোধী পক্ষই, সংগ্রাম ঘটনা হইলে বহু অনিষ্ট হইবে অগ্রে বুঝিতে পারিয়া বহুতর প্রযত্নে ক্রিয়াকাল সমরানল প্রজ্বলিত হইতে দেয় নাই । শেষে একরূপ ঘটনা হইল যে, সংগ্রাম দুর্নিবার হইয়া উঠিল ।

কর্সাইরা উপদ্বীপবাসীরা ইলিরিকমের উপকূলে এপিডেম্‌নস্‌ নামে এক নগর নিবেশিত করে । তত্ত্বতা লোকদিগের গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়াতে অভিজাততন্ত্র পক্ষীয়েরা নগর হইতে বহিস্কৃত হয় । নির্দাসিত ব্যক্তিরা প্রতিবেশবাসীদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এপিডেমনসবাসী প্রজাগণকে নির্ভর নিপীড়িত করে । নিপীড়িত প্রজাগণ কর্সাইরাবাসীদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । কর্সাইরাবাসীরা তদ্বিষয়ে মনোযোগ না করিতে উহার করিষ্মদিগের নিকটে আবেদন করিল । কর্সাইরা করিষ্মদিগের নিবেশিত । কতগুলি লোক করিষ্ম হইতে কর্সাইরায় গিয়া নগর নিবেশিত করিয়া তথায় বসতি করে । কিন্তু কালক্রমে কর্সাইরাবাসীরা পরাক্রান্ত ও গর্জিত হইয়া করিষ্মদিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন এবং তাহাদিগের আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন করে । করিষ্মদিগের মনে মনে তজ্জন্য অত্যন্ত রাগ ছিল । এপিডেম্‌নসনগরীয়েরা সাহায্যার্থ আবেদন করিলে পর তাহারা বিবেচনা করিল, কর্সাইরার লোকদিগের গর্জ চূর্ণ করিবার এই উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে । অনন্তর, তাহারা এপিডেম্‌নসে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিল । সৈন্যগণ স্থলপথবাহী হইয়া বরাবর এপিডেম্‌নসে গমন করিল । কর্সাইরার লোকেরা ঐ সমাচাব অবগত হই

যা একদল জাহাজ সমভিব্যাহারে করিয়া এই নগরে গমন করিল, এবং নগরবাসীদিগকে এই কথা কহিল, তোমরা যে সকল ব্যক্তিকে নগর হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছ, জাহাজদিগকে নগর মধ্যে আত্মান কর ; আর, করিষ্মিয় সৈন্যগণকে নগর হইতে বিদায় করিয়া দাও। এপিডেমনস নগরীয়েরা এই কথা অগ্রাহ্য করিল। কর্সাইরিয় সৈন্যগণ রিবাসিত ব্যক্তিদিগের এবং অন্য অন্য লোকের সহিত মিলিত হইয়া এপিডেমনস নগর স্থলে ও জলে উভয়তঃ অবরোধ করিল। এপিডেমনসের সর্বতঃ সমিরোধবার্তা করিষ্মিয়দিগের কর্ণগোচর হইলে পর উহারা এই নগরের লোকদিগকে অবরোধগ্রহ হইতে মুক্ত করিবার মানসে বহুতর সৈন্য প্রেরণ করিল এবং কর্সাইরার সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিল। অনন্তর, আথেন্সিয় উপসাগরের প্রবেশমুখে অনতিদূরে করিষ্ম ও কসাইরা এই উভয় রাজ্যের যোড়তর নৌসংগ্রাম হইল। এই যুদ্ধে কর্সাইরিয়েরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। এপিডেমনসনগরও এই দিবসে অবরোধকারী কর্সাইরিয়দিগের হস্তগত হইল। কর্সাইরিয়েরা নগরবাসীদিগকে দাসবৎ বিক্রয় করিল, এবং করিষ্মিয় সৈন্যগণকে বন্দীকৃত করিয়া লইল। খৃষ্টের পূর্ব ৪৩৪ অব্দে এই ঘটনা হয়।

পূর্বোক্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া করিষ্মিয়েরা একবারে যুদ্ধ প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা বিপুলতর প্রযত্নসহকারে পুনরায় যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। ওদিকে কর্সাইরাবাসীরা এথিনিয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। এই সময়ে করিষ্মিয়েরাও এই অভিপ্রায়ে এথেন্সনগরে দূত প্রেরণ করিল যে, এথিনিয়েরা কোনরূপে কর্সাইরাবাসীদিগের সাহায্য দান না করে। এথেন্সনগরে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। বহু বিবেচনার পর এথিনিয়েরা কর্সাইরা বাসীদিগকে এই কথা বলিল, তোমরা বিপক্ষগণকে আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া যদি আত্মরক্ষণে ব্যাপ্ত থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সাহায্য দান করিতে পারি। অনন্তর, এই কথা অবধারিত হইল। এথিনিয়েরা এই নিয়মে কর্সাইরিয়দিগের সাহায্যার্থ দশ খান জাহাজ পাঠাই-

রা দিল । কিন্তু নিজ সৈন্যগণকে এই অমুখতি করিল, বিপক্ষগণ যাবৎ কর্সাইরিয়দিগকে আক্রমণ না করিবে, তাবৎ তোমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না । সিবোটার নিকটে কর্সাইরিয়দিগের সৈন্য পূর্ণ একশত দশ খান জাহাজ ছিল । করিন্থিয়দিগের একশত পঞ্চাশখান জাহাজ অনতিবিলম্বে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল । উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে নৌসংগ্রাম আরম্ভ হইল । এথিনিয় সৈন্যগণ যুদ্ধকালে কর্সাইরিয়দিগকে নির্ভর নিপীড়িত দেখিয়া উহাদিগের সহায়তা করিল । কিন্তু কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ হইল না । ঐ সময়ে আরো কুড়িখান জাহাজ এথেন্স হইতে আগমন করে । তাহারাও কর্সাইরিয়দিগের সহিত মিলিত হইল । অনন্তর, যখন সকলে একত্র হইয়া পুনরায় সংগ্রামে উন্মুখ হইল, তখন করিন্থিয়েরা সমরে ব্যাপ্ত না হইয়া এই কথা বলিয়া রণস্থল হইতে চলিয়া গেল যে, এথেন্সনগরীয়ে-রা অনায়াস করিয়া সম্ভ্রান্ত করিল । খৃষ্টের পূর্ব ৪৩২ অব্দে এই সকল ঘটনা হয় । এই ঘটনার পর অবধি এথেন্স ও করিন্থ এই উভয় রাজ্যের স্পষ্ট শত্রুতা আরম্ভ হইল ।

এথেন্সনগরীয়ে-রা ঐ সময়ে ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি পর্ডিকাসের সহিত বিবাদে জড়িত ছিল । পর্ডিকাস এথেন্সের মিত্রতা ত্যাগ করিয়া স্পার্টার সহিত মৈত্রীবন্ধন করিতে অন্ত্যস্ত যত্নবান হন, এবং ইজিয়সমুদ্রের উত্তরে যত নগর এথেন্সের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল, তত্বত্যা লোকদিগকে আপনার সাখানুসারে এই প্রবৃত্তি দেন যে, তাহারা এথেন্সের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করে । পর্ডিকাস যে যে নগরের লোককে এথেন্সের মিত্রতা পরিত্যাগের চেষ্টা করান, পোটিডিয়া তন্মধ্যে একটি । ঐ নগর করিন্থিয়দিগের নিবেশিত । করিন্থিয়দিগের নিয়োজিত প্রাদুর্বিবাকেরা ঐ নগরে ব্যবহার দর্শনাদিকার্য্য নির্বাহ করিত । পোটিডিয়েরা এথেন্সনগরের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগে উন্মুখ হইলে এথিনিয়েরা অগ্রে সাবধান হইয়া উহাদিগকে এই আদেশ করিল, তোমরা নগরের দুর্গ ও প্রাচীর তত্ত্ব করিয়া ফেল, এবং তোমরা যে আমাদিগের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে না, তাহার প্রা-

মাণ্যের নিমিত্ত আমাদিগের হস্তে আধিস্বকপ কীৰ্ত্তিপয় ব্যক্তিকে
সম্পর্ক কর, আর, করিস্থিরদিগের নিয়োজিত প্রাডুবিবাকদিগকে
বিদায় করিয়া দাও । এথিনিয়েরা যেমন পোটিডিয়দিগকে এই
কথা বলিল তেমনি স্পার্টানগরীয়েরা উহাদিগকে অভয় প্রদান
করিল । পোটিডিয়েরা স্পার্টার সাহায্য প্রাপ্তির আশয়ে সাহ-
সী হইয়া স্পার্টারূপেই এথেন্সনগরের অধীনতা পরিভ্যাগ করি-
ল । ইজিয়সমুদ্রের উত্তরাংশে আর যত নগর ছিল, তত্রত্য লো-
কেরা পোটিডিয়দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল । এথিনিয়েরা
পোটিডিয়দিগকে যে আজ্ঞা দেয়, তাহার। সে আজ্ঞা গ্রাহ
না করাতে এথিনিয়েরা তাহাদিগের দণ্ড বিধানার্থ একদল জা-
হাজ পাঠাইয়া দেয় । ঐ সকল জাহাজ ঐ সময়ে ঐ স্থানে
আসিয়া উপস্থিত হয় । আর্কিষ্টেটস বহিঃসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ-
তাপদে নিয়োজিত ছিলেন । তিনি ইজিয়সমুদ্রের উত্তরাংশে উ-
পস্থিত হইয়া দেখিলেন তত্রত্য প্রায় তাবৎ নগরই বিদ্রোহে প্র-
রম্ভ হইয়াছে । অতএব তিনি বিবেচনা করিলেন, আমার সহিত
যে সৈন্য আসিয়াছে, অধিক নহে; এই অল্পসংখ্য সৈন্যদ্বারা বি-
দ্রোহপ্রবৃত্ত এত নগর স্ববশে আনয়ন করা অসাধ্য । এই বিবে-
চনা করিয়া তথা হইতে ম্যাসিডোনিয়ার উপকূলভিত্তিমুখে যাত্রা
করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া পর্ডিকাসের সহিত কলহ আর-
ম্ভ করিলেন । এদিকে করিস্থিয়েরা পোটিডিয়দিগের সাহায্যার্থ
এক সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিল । এথিনিয়েরাও পুনরায় আর এ-
কদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল । ক্যালিয়াস সেনাপতি পদে অভি-
ষিক্ত হইয়া গমন করিলেন । তিনি দেখিলেন আর্কিষ্টেটস পিড-
নার অবরোধ কার্যে ব্যাপ্ত আছেন । তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে
বিনিবর্তিত করিয়া পর্ডিকাসের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন ।
অনন্তর, উভয়ে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে করিয়া স্থলপথ দিয়া
পোটিডিয়ায় গমন করিলেন । অলিম্পসনগরের অনতিদূরে এথি-
নিয় সেনাপতিবৃয়ের শত্রুসহ সাক্ষাৎকার হইল; যুদ্ধ হইল; শত্রু-
গণ পরাজিত হইল । খৃষ্টের পূর্ব ৪৩২ অব্দে ঐ ঘটনা হয় ।
পোটিডিয়দিগের সাহায্যার্থ পিলপনিসস ও করিন্থ হইতে যে সক-

ল সৈন্য আগত হয়, তাহারা অতি কষ্টে পোটিডিয়ানগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এথিনিয়েরা তৎক্ষণাৎ ঐ নগর স্থলে ও জলে উভয়তঃ অবরোধ করিল।

যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সহজে নিষ্পন্ন হইবার নহে, ইহা সকলেরই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতে লাগিল। অতএব ঐ বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার নিমিত্ত স্পার্টানগরে পিলপনিসবাসীদিগের এক সভা হইল। ঐ সভায় বহু লোকের সমাগম হয়। ইজিনা, মেগারা এবং করিন্থ এই কয়েক রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে এথিনিয়দিগের অনেক অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিল। এথিনিয় দূতগণ কার্যাস্তরের অমুরোধে স্পার্টানগরে গমন করিয়াছিল। তাহারা সভায় উপস্থিত ছিল। সভাস্থলে এথিনিয়দিগের দোষের কথা উল্লিখিত হইলে তাহারা সাহস পূর্বক এথিনিয়দিগের নির্দোষতা প্রমাণ করিল। স্পার্টার অধিপতি আর্কিডেমস সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, আমার ইচ্ছা এই তোমরা যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিদ্বারা বিবাদের মীমাংসা কর। কিন্তু তাহার কথা রক্ষা হইল না। যুদ্ধ করাই সকলের অভিমত হইল। খৃষ্টের পূর্ব ৪৩২ অব্দে যুদ্ধকল্ল স্থির হয়। স্পার্টানগরীয়েরা স্বতাবতঃ চিরক্রিয় ও অত্যন্ত সাবধান ছিল। তাহারা সহসা যুদ্ধে প্ররত্ত হইল না। যুদ্ধের উদ্‌যোগ হইতে হইতে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্বে স্পার্টানগরীয়েরা লোকের নিকটে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, আমরাদিগের যুদ্ধ করিবার কোন প্রকারে ইচ্ছা নাই; অগত্যা যুদ্ধে প্ররত্ত হইতে হইতেছে; এথিনিয়েরা যদি পোটিডিয়ানগরের অবরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করেন এবং ইজিনা ও মেগারার লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া দেন, তাহা হইলে, আমরা সন্ধিভঞ্জে প্ররত্ত হই না। ওদিকে এথিনিয়েরাও পেরিক্লিসের উপদেশানুসারে ঘোষণা করিয়া দিল, আমরাদিগের নিতান্ত মানস এই, কতিপয় অপকৃপাতী ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। অতঃপর সন্ধির অন্য কোন চেষ্টা হয় নাই।

পিলপনিসিয় সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্বে খৃষ্টের পূর্ব ৪৩১

অন্ধের বসন্তকালে এক দিবস রজনী যোগে থিবিস নগরের লোকেরা এথেন্সের দ্বিতীয় প্ল্যাটিয়াবাসীদেরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু আক্রমণকারীদের প্রায় তাবৎ লোকই বন্দীকৃত হইল এবং একশত অশীতি ব্যক্তি নিহত হইল। এথিনিয়েরা প্ল্যাটিয়াদের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য ও তৎকালোচিত আবশ্যক যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী প্রেরণ করিল এবং উহাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল, অল্পমান হইতেছে তোমাদিগের নগর অনতিবিলম্বে পুনরাক্রান্ত ও নিরুদ্ধ হইবে; অতএব তোমাদিগের নগরে যে সকল অকর্মণ্য লোক আছে তাহাদিগকে এথেন্সনগরে পাঠাইয়া দিবে। এদিকে স্পার্টা ও এথেন্স উভয়নগরে যুদ্ধের নামা আয়োজন হইতে লাগিল। স্পার্টানগরীয়েরা এই ঘোষণা করিয়া দিল যে, তাহারা গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থই কেবল যুদ্ধে প্ররূত হইতেছে। তাহাতে গ্রীসদেশের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ রাজ্যের লোক স্পার্টার পক্ষে পক্ষপাতী হইল। কিন্তু যুদ্ধ ঘটনা হইলে যে যে অনিষ্ট হইবে তাহা গণনা করিয়া সকলেই বিবাদসাগরে মগ্ন হইল। পিলপনিসসের মধ্যে আর্গসের লোকেরাই কেবল যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। তদ্ব্যতিরিক্ত পিলপনিসসের আর সমুদায় লোক একবাক্য হইল। মেগারা, কোরিন্থ, লক্জিস, কিরোনিয়া, আর্গেসিয়া, লিউকাস ও এনাক্টোরিয়ম এই কয় স্থানের লোকেও স্পার্টার সহিত মিলিত হইল। অপর, স্পার্টানগরীয়েরা পারসীকদিগের নিকটে এবং সিসিলি ও ইটালিতে ডোরিয়জাতির উপনিবেশিত যত নগর ছিল তাহাদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। পলাস্তুরে কাইয়ল, লেসবস, প্ল্যাটিয়া এই কয়েক স্থানের সমুদায় লোক এবং নপাক্টসবাসী মেসেনিয়েরা, আর, আকির্নেনিয়া জেসিথুস এবং কর্মাইরা এই কয়েক স্থানের অধিকাংশ লোক এথিনিয়দিগের সহিত মিলিত হইল। এতদ্ভিন্ন কেরিয়াদেশ, আর্গেসিয়া মাইনরে ডোরিয়জাতীয়দিগের নিবেশিত বাবতীয় নগর, আয়োনিয়া, হেলিম্পট ও থেসের উপকূলবর্তী বাবতীয় নগর, পিলপনিসস ও ক্রিট এই উভয়ের মধ্যবর্তী সমুদায় উপদ্বীপ, মিলস ও থেরা ব্যতিরিক্ত সাইক্রেডিস বলিয়া প্রসিদ্ধ বাবতীয় উ-

পত্নীপের লোক এথিনিয়দিগের অধীন ও পক্ষ ছিল। এইরূপে
প্রায় খ্রীস্টোদোমীয় সমুদায় লোক হইতে দলে বিভক্ত হইল। সমর
সাগরে অবস্থান হইল। কতিপয় রাজ্যের লোক কেবল সহরে
লিঙ্গ হইল নাই।

যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন হইলে পর স্পার্টার অধিপতি আ-
র্কিডেমস মিত্রসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া শতাব্দীর পূর্ব ৪৩১ অ-
ব্দের গ্রীষ্মকালে আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন। এথিনিয়েরা
পেরিক্লিসের উপদেশানুসারে শত্রুসম্মুখীন না হইয়া আত্মরক্ষা ক-
রিতে লাগিল। আর্কিডেমস একবারে আটিকার অন্তঃপ্রবিষ্ট
হন নাই। তিনি প্রথমে উত্তরাংশে ইনোফ্রিনগরাভিমুখে গমন ক-
রিলেন। ঐস্থানে তাঁহার কালবিলম্ব হওয়াতে এথেন্সনগরীয়েরা
ঐ অবস্থার সমুদায় অগ্রাবর বস্ত্র ভুগ্নমধ্যে লইয়া গেল। অনন্তর,
আর্কিডেমস আটিকার অন্য অন্য নগর এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সক-
ল বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উদ্দে-
শ্য এই অপমান ও ক্ষতি সঙ্ঘ করিতে না পারিয়া এথেন্সনগরী-
য়েরা যুদ্ধার্থ নির্গত হইবে। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ
হইল না। পেরিক্লিস পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না।
এথিনিয়েরা যুদ্ধার্থ নির্গত না হওয়াতে আর্কিডেমস স্বদে-
শে ফিরিয়া গেলেন। আর্কিডেমস যৎকালে আটিকায় ছিলেন,
এথিনিয়েরা সেই সময়ে সৈন্যপূর্ণ করিয়া পিলপনিসসে একশত
জাহাজ পাঠাইয়া দেয়। সৈন্যগণ পিলপনিসসের উপকূলবর্তী
প্রদেশ সকল বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করিল। লক্রিসের উপ-
কূলবর্তী প্রদেশ সকলের উৎসাদন নিমিত্ত আর একদল জাহাজ
প্রেরিত হইল। এবং ইজিনার লোকেরা স্ত্রীপুত্র সহিত তথা হইতে
দূরীকৃত হইল। এতদ্ভিন্ন আর যে যে স্থানের লোকে স্পার্টার
পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাও এথিনিয়দিগের হস্ত হইতে
পরিত্যাগ পায় নাই। এই বর্ষে থেসের অধিপতি সাইটালসিসের
সহিত এথিনিয়দিগের মিত্রতা হয়। তদ্বারা তাহাদিগের বহুতর
উপকার দর্শিয়াছিল। ম্যাসিডোনিয়ার সহিত এথিনিয়দিগের যে
যুদ্ধ ঘটনা হয়, সেই যুদ্ধে সাইটালসিস যথেষ্ট আত্মকল্যাণ করে-

ন। এই বছরের শরৎকালের মধ্যে পেরিক্লিস স্বয়ং সেনাপতি হইয়া সৈন্যসংগ সন্ধিব্যবস্থার দ্বারা আক্রমণ ও বিলুপ্ত করিল। সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ শেষ করা কোন পক্ষেরই অভিপ্রেত ছিল না। পিলপনিসসবাসীরা পাঁচ বৎসরকাল পুনঃ পুনঃ আটকা আক্রমণ করে। এথিনিয়েরাও ঐ পাঁচ বৎসরকাল মেগারার আক্রমণ হইতে বিরত ছিল না। ফলতঃ যুদ্ধারম্ভের পর পাঁচ বৎসরকাল গ্রীসদেশের মানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু এই পাঁচ বৎসরে উভয় পক্ষের জয় পরাজয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে সামান্যতঃ এই কথা নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, এথিনিয়দিগের জিত হইয়াছিল।

খৃষ্টের পূর্ব ৪৩০ অব্দের গ্রীষ্মক প্রায়তেই আর্কিডেমস পুনরায় সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনিও আটকার প্রবেশ করিলেন, এদিকে এথেন্সনগরে অভিশয় মারীভর উপস্থিত হইল। মারীভর চতুর্দশ বৎসর ছিল। মধ্যে মধ্যে এক এক বার বিচ্ছেদ হয় এই মাত্র। দুই বৎসরের মধ্যে চারি হাজার চারিশত নাগরিক লোক এবং অস্থান দশ হাজার দাস কারাগ্রাসে পতিত হয়। আটকার যাবতীয় লোক শত্রুভয়ে ভীত হইয়া পশুপথ লইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ হইয়াছিল। ঐক্য স্থানে বহু শরীরীর সমাগম হওয়াতে মারীভরের অধিকতর বৃদ্ধি হইল। এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কাহারও জীবিতাশা ছিল না। লোক সকল জীবিতবিষয়ে নিতান্ত নিরপেক্ষ হইয়া বিহিতের অননুষ্ঠান ও নিষিদ্ধের আচরণ আরম্ভ করিল। ফলতঃ ঐশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত নিয়ম প্রতিপালনে কাহারও আস্থা ছিল না। সকলেই যথেষ্টাচারী হইল। তাহাতে এথেন্সনগরের যত ক্ষতি হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে, প্রাণহানিনিবন্ধন নগরের যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি সামান্য বলিয়া গণনা করিতে হয়। এদিকে নগরমধ্যে এইরূপ সূক্ষ্ম উপস্থিত। ওদিকে স্পার্টানগরীয়েরা ক্রমাগত চল্লিশ দিন আটকার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক্ অবিরোধে বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করিল। অনন্তর, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল। এথিনিয়দিগের এইরূপে দৈবী ও মানুষ্যী উভয়বিধ আগম যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছিল বটে,

কিন্তু তাহারা বৈরনিষ্ঠাতনে পরাজিত হইল না। এথিনিয়েরা পূর্বে বৎসরের ম্যায় পিলপনিসস বিলুপ্তমার্থ একদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। সৈন্যগণ পিলপনিসসের চতুর্দিক লুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিল। আর একদল জাহাজ পোটিডিয়ায় প্রেরিত হইল। কিন্তু সাংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হওয়াতে সৈন্যগণকে অগত্য ফিরিয়া আনিতে হইল। বাহা ইউক, পোটিডিয়ার অবরোধ কার্য পরিত্যক্ত হইল নাই। নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষ সঞ্চার হওয়াতে পোটিডিয়ার শেষে এথিনিয়দিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিল। পরস্পর অপকারপ্রযুক্তিহেতুক এথেন্স ও স্পার্টা উভয় নগরের লোকদিগের প্রতি পরস্পরের এত বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছিল যে, তাহারা শেষে মিথাস্ত নৃশংসের ম্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কে অপরাধী, কে অগরাধী নয়, তাহারা সে বিবেচনাশূন্য হইয়াছিল। স্পার্টানগরীয়েরা নিরপরাধ এথিনিয় বণিকগণের প্রাণবধ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, এথিনিয়েরা শত্রুতা সাধিবার নিমিত্ত পিলপনিসিয় কতিপয় দূতকে পথিমধ্যে ধৃত করিয়া নিহত করিল।

খৃষ্টের পূর্বে ৪২৯ অব্দে এথিনিয়দিগেব যে বিপদ ঘটনা হয় তাহা তাহাদিগের পক্ষে এক প্রকার সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। নগরমধ্যে মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইবার পর প্রথমে পেরিক্লিসের সন্তান এবং প্রিয়তম বন্ধুবর্গ সাংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কাল প্রাপ্তে পতিত হন। পশ্চাৎ এই বর্ষে পেরিক্লিস ঐ রোগে দেহ বিসর্জন করেন। তাহার মৃত্যুতে এথেন্স নগরের যে ক্ষতি হইল, তাহা বর্ণনাভীত। পেরিক্লিস যে, কেমন লোক ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর এথিনিয়েরা তাহা জানিতে পারিল। পেরিক্লিস এথেন্সনগরীয়দিগের রাজা ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি এথেন্সনগরে একাধিপত্য ও প্রভুত্ব করিয়া যান। তিনি এথেন্স নগরে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। তিনি কখন কাহারও উপরে প্রভুত্ব প্রদর্শন করেন নাই। সকলের সহিত সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়া সকলকে সুশাসনে রাখিয়াছিলেন। তাহার পর এথেন্সনগরে যে সকল ব্যক্তি প্রধানপদে আরুঢ় হইল, তাহাদিগের এই তিন প্রবল দোষ ছিল। প্রথম দুর্বাকাজ্ঞা, দ্বিতীয় ধনলোভ,

তৃতীয় হিংসা ১ তাহার ঐ দোষত্রয়ের একান্ত আক্রান্ত হইল । ঐ সকল ব্যক্তি প্রত্যাগমনের অগ্রহতাজন হইব বলিয়া তাহাদিগের মনোমত কর্ত্ত করিতে লাগিল । তাহার প্রত্যাগমনের যে সমস্ত প্রাধান্য দোষ ছিল তাহার দমন না হইয়া উত্তরোত্তর তাহার উদ্দীপন হইতে লাগিল । ঐ সকল ব্যক্তির তাদৃশ পছন্দ ব্যবহার দ্বারা এথেন্স নগরের প্রভুশক্তির ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে আরম্ভ হইল । এই বর্ষে অপর এক ঘটনা হয়, তাহাতেও এথিনিয়দিগের বর্ধিত অনিষ্ট হইল । আর্কিডেমস অন্যতম বর্ষের ন্যায় এ বৎসর আটিকা আক্রমণ করিতে না গিয়া সমুদায় দল বল সহিত বরাবর প্লাটিয়া নগর আক্রমণ করিতে গেলেন । প্লাটিয়া এক সামান্য নগর । আর্কিডেমস খিলপানিসবাসী সমুদায় মিত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ নগর আক্রমণ করিতে যান । আক্রমণকারীদিগের লোক সংখ্যা করিলে প্লাটিয়াদিগকে অতি সামান্য বোধ হয় । কিন্তু তাহার অসামান্য পুরুষকার সহকারে নগর রক্ষা করিল । আর্কিডেমস শেষে অপ্রতিভ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন । তিনি প্রতিগমন কালে প্লাটিয়ার অবরোধার্থ কতগুলি সৈন্য রাখিয়া যান । খৃষ্টের পূর্ব ৪২৭ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ নগর অবরুদ্ধ ছিল । যে সকল ব্যক্তি নগর রক্ষার্থ বদ্ধশীল হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার অর্ধেক অংশ কাল গ্রাসে পতিত হইল । অবশিষ্ট তাহার জীবিত ছিল, তাহার অগত্যা অবরোধকারীদিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিল । থিবিস নগরের সহিত প্লাটিয়ার চিরকালের শত্রুতা ছিল । থিবিসনগরীয়েরা এক্ষণে সেই বৈরসাধনে উদ্যত হইল । তাহাদিগের মতামুসারে প্লাটিয়াবাসী সমুদায় ব্যক্তি একে ক্রমে নিহত হইল । এবং নগরের বাবতীয় স্ত্রীলোক বন্দীকৃত হইয়া দাসীকৃত হইল । অনন্তর, প্লাটিয়া নগর সমভূমি করা হইল । প্লাটিয়াবাসীরা এথেন্সনগরের চিরকালের একান্ত অমুরক্ত বিশ্বস্ত মিত্র । বোধ হয়, পেরিক্লিসের মৃত্যু এবং বিষম মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে এথিনিয়েরা তাদৃশ অমুরক্ত বিশ্বস্ত মিত্রগণের রক্ষার্থ সবিশেষ যত্ন করিতে পারে নাই । যে বর্ষে পেরিক্লিসের মৃত্যু হয়, সে বৎসর এথিনিয়েরা হলযুদ্ধে জয়

লাভে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা অধিকদূরে স্পার্টানগরীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছিল। আরো দিরাবাসীরা আকা-
গেনিয়া জয়ার্থে যুদ্ধবান হইলে স্পার্টানগরীয়েরা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিতে পারিল। এখিনিয় লাইপ্রাসিক প্রহরধের কথা ক কুর্শিয়োর সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের যুদ্ধ ঘটন হওয়াতে কুর্শিয়ো সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। অনন্তর লেসবসের নিকটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও তিনি জয়লাভ করিলেন। স্পার্টানগরীয়েরা পরাস্ত হইয়া করিছে প্রস্থান করিল।

খৃষ্টের পূর্ব ৪২৮ অব্দে আর্কিডেমস পূর্ববৎ আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন। এথেন্স নগরীয়েরাও যুদ্ধার্থে নির্গত না হইয়া পূর্ববৎ নগর মধ্যেই রহিল, এবং বিপক্ষগণ নগরসম্মুখকর্তব্যে আসিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তাহারা কতগুলি অশ্বারোহিনী ন্য নিয়োগ করিল। এ বৎসর লেসবস উপদ্বীপের লোকেরা বিজ্ঞোহ প্রবৃত্ত হয়। ঐ উপদ্বীপের লোকেরা অতিশয় সমৃদ্ধিশাল্য এবং প্রবল প্রতাপাশ্রিত ছিল। এথেন্সের অন্য অন্য মিত্র রাজ্যের ন্যায় লেসবসেও অভিজাতদল স্পার্টানগরীয়দিগের সম্পক্ষ এবং এখিনিয়দিগের বিপক্ষ এবং অপ্রধানদল এখিনিয়দিগের সম্পক্ষ এবং স্পার্টানগরীয়দিগের বিপক্ষ ছিল। লেসবসবাসীদিগের প্রথমে এই চেষ্টা হইয়াছিল যে, তথায় তৎকালে যে রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পরিবর্তিত হইয়া অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হয়। লেসবসের রাজধানী মিটিলিছের লোকেরা ঐ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল। উহারা ইহার কিছু পূর্বে স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে আপনাদিগের অতীতসিদ্ধিবিষয়ে আশুকুল্য প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহারা উহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করে নাই। এই সমাচার অনতিবিলম্বে এখিনিয়দিগের কর্ণগোচর হইল। মিটিলিনিয়েরা মনে করিল, এখিনিয়েরা যখন শুনিয়াছে, তখন আয়োদিগের বিজ্ঞোহপ্রবৃত্তি ব্যতিরেকে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। এই ভাবিয়া উহারা আশ্চর্য্যকার ঔপায়িক অমুষ্ঠান না করিয়াই সমুদ্র বিজ্ঞোহে প্রবৃত্ত হইল। এখিনিয়েরা প্রথমে উহাদিগকে বিরত বারণ করিল। কিন্তু উহারা কোনক্রমেই বিজ্ঞোহ

প্রেরিত হইতে নিরস্ত হইয়া আসে। অনন্তর, এথিনিয়েরা লেসবসে একদল জাহাজ পাঠাইয়াছিল। যিচিনিয়েরা অসময়ে বিদায় আরম্ভ করিয়াছিল। অল্পকাল পরেই ফিরিয়া আসে। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ সময়ের স্মৃতির আশ্রয়ঃ এথিনিয় মহিষ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের সহিত সন্ধি করিল। কিন্তু সোপনে স্পার্টানগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। এথিনিয় সাংগ্ৰামিক প্রবণাধ্যক্ষ বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সন্ধিবিধান করিয়াছিলেন, এথেন্সের নাগরিক লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইয়া এবহুনাধ্যক্ষকে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবার অনুমতি করিয়া পাঠাইল।

স্পার্টানগরীয়েরা এই সময়ে লেসবসবাসীদিগকে আপনাদিগের মিত্র স্বরূপে পরিগণিত করিয়া লইল এবং এথিনিয়েরা নিতান্ত চরবস্থা প্রাপ্ত ও পৌরুষহীন হইয়াছে ভাবিয়া লেসবসবাসীদিগকে সাহায্য দান করিবে অঙ্গীকার করিল। এথিনিয়েরা বাস্তবিক পৌরুষ হীন হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরা অসম্মত প্রযুক্ত ঐরূপ ভাবিয়াছিল। পূর্বাপেক্ষা এবর্ষে এথিনিয়দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। পোডসেনিকগণ সময়ে চুক্তির প্রায় হইয়া উঠে। উহার আটকা, স্যালামিস এবং ইয়ুবিয়ার রক্ষণবিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হয়। স্পার্টানগরীয়েরা এবং সেরজলে ও স্থলে উভয়ভাগে এথেন্সনগর আক্রমণ করিবার সংকল্প ও উপক্রম করে। কিন্তু এথিনিয়েরা অতিশয় উৎসাহশীলতা ও ক্ষিপ্ৰকারিতা প্রদর্শন করিতে উহার সংকল্পিত বিষয় সাধিত করিতে সমর্থ হয় নাই। এথিনিয়েরা এমনি উৎসাহশীলতা ও ক্ষিপ্ৰকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিল যে, স্পার্টানগর রক্ষা করাই তার হইয়া উঠিল। সুতরাং উহাদিগকে এথেন্সনগর আক্রমণ প্রয়াস পরিভ্যাগ করিতে হইল। স্পার্টানগরীয়েরা এথেন্সনগর আক্রমণ করিবার প্রয়াস পরিভ্যাগ করিল বটে, কিন্তু উহার লেসবসের উদ্ধারার্থ একদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। উহাদিগের আদিষ্ট জাহাজ সকল লেসবসে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইল। এদিকে পেকিস নামে এক ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া এথিনিয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে লেসবস আক্রমণ করিতে গেলেন। তিনি লেসবসের রাজধানী যিচিনি-

লিন জলে ও স্থলে উভয়তঃ আক্রমণ করিলেন । রাজধানীর লোকেরা কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়াছিল । কিন্তু স্পার্টানগরীয়দিগের প্রেরিত জাহাজ সকল পৌছিবার বহু বিলম্ব হওয়াতে উদ্ধারার্থে যথোচিতকালে সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া বিপক্ষহস্তে নগর সমর্পণ করিল ।

ক্লিয়োমিনিস সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া পিলপনিসিয় সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া খ্রি. পূ. ৪২৭ অব্দের প্রারম্ভে আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন । তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদ্রীয় দেশ বিলুপ্তি ও উৎসাদিত করিলেন । মিটলিননগর যে, এথিনিয়দিগের হস্তগত হয়, সে সমাচার ক্লিয়োমিনিসের কর্ণগোচর হয় নাই । অতএব তিনি লেসবস হইতে শুভ সমাচার প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় আটিকায় কিয়ৎকাল বিলম্ব করিলেন । লেসবসের উদ্ধারার্থে পিলপনিসস হইতে যে সমস্ত জাহাজ প্রেরিত হয়, এই সকল জাহাজ মিটলিননগরের বিপৎপাতের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া একবার আয়োনিয়ার উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া গৃহান্তিমুখে প্রতিগমন করিল । কিন্তু পিলপনিসসের উপকূলে পৌছিবার পূর্বে পশ্চিমধ্যে ঝড় হওয়াতে এই সকল জাহাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল । মিটলিনের লোকেরা এথেন্সনগরের পরাধীনতা স্বীকার করিলে পর পেকিস সমুদ্রায় লেসবস উপদ্বীপ স্ববশে আনিয়ন করিলেন এবং যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহীদের আহুকূল্য করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেককে প্রথমে টেনিডসে পশ্চাৎ এথেন্সনগরে প্রেরণ করিলেন । পেকিস স্বয়ং লেসবসে থাকিয়া বিদ্রোহীদের কি দণ্ডের আশঙ্কা হয় জানিবার নিমিত্ত এথেন্সনগরে লোক পাঠাইয়া দিলেন । ক্লিয়ন নামে এক ব্যক্তির তৎকালে এথেন্সনগরে অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল । এই ব্যক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় নিষ্ঠুর । উহার চর্ম ব্যবসায় ছিল । এই ছুরায়া এথেন্সনগরীয়দিগকে এই পরামর্শ দিল যে, স্ত্রী ও বালকগণকে দাসত্ব বিক্রয় করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত মিটলিনের তাবৎ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করা কর্তব্য । এথিনিয়েরা তৎক্ষণাৎ এই পরামর্শের অনুসারিনী আজ্ঞা করিয়া পাঠাইল । কিন্তু তাদৃশ নিষ্ঠুর আজ্ঞা

প্রথম জন্মের দিন এথেন্সনগরীয়দিগের মধ্যে অতিশয় অসুস্থতা প
জন্মিল। উহারা তৎক্ষণাৎ পূর্ব আজ্ঞা রহিত করিল। ডায়োডো-
টস এই প্রস্তাব করিলেন, বাহারা বিদ্রোহীদের প্রধান তাহা-
দিগেরই আশঙ্ক্য করা উচিত, নতুবা স্ববলবানদের সঙ্গে সমুদায়
লোকের আশঙ্ক্য অত্যন্ত বর্হিত। এই প্রস্তাব সকলের অতিশয়
হওয়াতে এখিনিয়েরা পেকিসকে পুনরায় এই আজ্ঞা করিয়া
পাঠাইল; আশঙ্ক্য তোমাকে প্রথম যে আজ্ঞা দিয়াছি তাহা রহিত
করিয়া দ্বিতীয় আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবে। যে জাহাজ এই আ-
জ্ঞা লইয়া যায়, ঐ জাহাজ এথেন্সনগরীয়দিগের প্রথম আজ্ঞা
সম্পাদিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে লেসবসে উত্তীর্ণ হওয়াতে
হতভাগ্য ভিটিলিনিয়দিগের আশঙ্ক্য পাইল। প্রধান দেখিয়া
বিদ্রোহীদের এক সহস্র ব্যক্তির আশঙ্ক্য দণ্ড হইল। মিটিলিন-
নগরের প্রাচীর তত্ত্ব এবং জাহাজ সকল বিনষ্ট হইল।
লেসবিয়েরা পূর্বে এথেন্সনগরের মিত্র বলিয়া পরিগণিত
ছিল। এক্ষণে উহাদিগের সে মিত্র নাম ঘুটিয়া গেল। উহারা
নিতান্ত পরাধীন হইয়া পড়িল। এই বর্ষে কর্সাইরা উপদ্বী-
পের প্রধান ও অপ্রধান উভয় দল পরস্পর বিবাদে প্ররক্ত
হয়। তাহারা বিবাদে প্ররক্ত হইয়া যেরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড করি-
য়াছিল, বোধ হয়, তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যাপারের উদাহরণ প্রাচীন-
কালের কোন ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই
ঘটনা হওয়াতে কর্সাইরিয়দিগের সৌভাগ্যের উদয়পথ চির
নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

গ্রীষ্মদেশের মধ্যেই যে কেবল সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছি-
ল একুপ নহে, ঐ সময়ে সানা স্থানে সমরান্নি প্রদীপ্ত হইয়া উ-
ঠে। সিসিলি উপদ্বীপে সিরাকিউজ ও লিমোন্টিনাই এই উভয়
নগরের পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। লিমোন্টিনাইনগরের লো-
কেরা সাহায্যার্থী হইয়া পর্জিয়ার নামে এক ব্যক্তিকে এথেন্স-
নগরে পাঠাইয়া দেয়। এখিনিয়েরা তাহার আর্থনানুসারে
খৃষ্টের পূর্ব ৪২৭ অব্দে সিসিলি উপদ্বীপে একদল জাহাজ
পাঠাইয়া গিল। উহাদিগের সিসিলি উপদ্বীপে জাহাজ পাঠাই-

বার দুই উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য এই, পিলপনিসসবাসীরা সিসিলি উপদ্বীপ হইতে কোন দ্রব্য সামগ্রী আনিতে না পারে। দ্বিতীয়, এথিনিয় সৈন্যগণ এই উপলক্ষে যদি সিসিলি উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করিতে পারে। এথিনিয়দিগের প্রেরিত পোত স-স্রদায় ইটালির দক্ষিণে রিজিয়ন্সে অবস্থান করিয়া তথা হইতে মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে লুট আরম্ভ করিল।

খৃষ্টের পূর্ব ৪২৬ অব্দের প্রারম্ভে আটিকা আক্রমণের পুন-রুদ্ধযোগ হইতে লাগিল। পিলপনিসিয় সৈন্যগণ একত্র হইল। কিন্তু ঐ বর্ষে বারম্বার ভূমিকম্প হওয়াতে স্পার্টানগরীরেরা ভীত হইয়া আটিকা প্রবেশের মানস পরিত্যাগ করিল। এথিনিয়েরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইল। অনন্তর, উহারা বিয়োশিয়া, লক্রিস এবং ইটোলিয়া এই কয় স্থান আক্রমণ করিল। তথায় বিলক্ষণ কৃত-কার্য্য হইল। সিসিলি উপদ্বীপেও এথিনিয়েরা সমধিক লাভবান হয়। মাইলি ও মেসিনি নামে তত্রত্য নগরদ্বয় উহাদিগের হস্তগত হইল। ইটালির দক্ষিণে হেলেক্স নদীতীরে যে এক বপ্রবলয়বে-ষ্টিত সুরক্ষিত স্থান ছিল, উহারা তাহাও অধিকার করিয়া লই-ল। সিরাকিউজ নগরের সহিত এথেন্সের মিত্রগণের পূর্বে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা একবারে শেষ হয় নাই। খৃষ্টের পূর্ব ৪২৫ অব্দে ঐ যুদ্ধ পুনরারম্ভ হইল। কিন্তু এথিনিয়েরা এবারে মিত্রগ-ণকে যথোচিত সাহায্য দান করিতে সমর্থ হয় নাই। আটিকা আক্রমণের পুনরুদ্ধযোগ হইল। স্পার্টার অধিপতি এজিস সেনা-পতি হইয়া আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি আ-টিকায় পনের দিনের অধিক থাকিতে পারেন নাই। পিলপনিসস হইতে অশুভ সমাচার উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে সত্ত্বর অটিকা পরিত্যাগ করিতে হইল। যে অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া এজিস স্বদেশে ফিরিয়া যান সে সম্বাদ এই, ডিমস্থিনিস নামে এথিনিয় লঙ্কপ্রতিষ্ঠ এক সেনাপতি মেসেনিয়ার অন্তঃপাতী পাইলস নগরে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ পূর্বক তথায় অবস্থান করেন। তদদর্শনে স্পার্টানগ-রীরেরা অতিশয় শঙ্কিত হইয়া এজিসের নিকটে সমাচার পাঠাই-য়া দেয়। এজিস সম্বাদ পাইবামাত্র উদ্বিগ্নচিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া

আইলেন । যে সন্ধতি ক্রমে ডিমস্থিনিসের পাইলসে বাস ঘটয়া
ঠে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ।

সকোল্লিস ও ইয়ুরিমিডন উভয়ে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত
ইয়া যে সময়ে কর্সাইরায় গমন করেন, ডিমস্থিনিস সেই সময়ে
হাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন । তিনি এথিনিয় সেনাপতিদ্ব-
য়র অমুমতি লইয়া বিপক্ষগণকে কষ্ট দিবার মানসে পিলপনি-
সর উপকূলে অবতীর্ণ হইলেন । অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন পাই-
সে জনমানব নাই । তদর্শনে ঐ স্থানে দুর্গনির্মাণের সংকল্প
রিলেন । অবিলম্বে তাহার সংকল্পিত সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল ।
প্রতিশয় ঝড় হওয়াতে যে সকল জাহাজ পাইলসে আশ্রয় লই-
রাছিল তাহার সাহায্যে তিনি আপনাদের অভিপ্রেত সুসিদ্ধ করি-
য়া লইলেন । ডিমস্থিনিস যখন পাইলসে অবস্থান করিবার প্রথম
চেষ্টা করেন, স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিল ।
মনস্তর, তাহাকে বদ্ধমূল দেখিয়া উহারা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া
প্রাতিভায় এজিসের নিকটে লোক প্রেরণ করিল । সৈন্যগণ আ-
টিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পাইলস অক্রান্ত হইল । কিন্তু
তাহাতে কলোদয় হইল না । ডিমস্থিনিস অতি সুবিবেচক ছি-
লেন । বিশেষতঃ ঐ সময়ে তিনি এথিনিয় একদল সাংগ্ৰামিক
জাহাজের সাহায্য প্রাপ্ত হন, এবং স্পার্টানগরীয় পলায়িত দা-
সগণ (হেলট) ও মেসেনিয়া দেশের লোকেরা তাহার যথেষ্ট
সাহায্য করে । তাহাতে তিনি অনায়াসে বিপক্ষগণকে প্রতি-
হত করিলেন । পোতসৈনিকগণ পাইলসের যে স্থানে পোতসাহ-
স আশ্রয় গ্রহণ করিত, স্পার্টানগরীয়েরা সেই স্থান অবরোধ
করিবার মানসে পাইলসের সম্মুখবর্তী স্ক্যাক্টিরিয়া নামে এক
জনশূন্য উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল । এপিটেডাস সেনা-
পতি পদে অভিষিক্ত হইয়া একদল সৈন্য লইয়া ঐ উপদ্বীপে
অবস্থান করিলেন এবং তথা হইতে এথিনিয়দিগকে আক্রমণ ক-
রিলেন । এথিনিয়েরা সাহস পুরঃসর তাহাকে সৈন্য পরাহত
করিয়া প্রত্যবরোধ করিল । তাহার আহারসামগ্রী ফুরাইয়া
গেল । কতগুলি সাহসিক হেলট (দাস) স্বাধীনতা লাভের আ-

শরে প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া উচিত সময়ে খাদ্যাদাদ্রী জইয়া ঐ উপদ্বীপে উপস্থিত না করিলে তাহাকে সৈন্য অঙ্গহাটের আশ্রয় প্রাপ্ত করিতে হইত । যাহা হউক, স্পার্টানগরীরেয়া বিধ্বংস-পাকে পড়িয়াছিল । উহারি এথেন্সনগরের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইল । ঐ সময়ে এথিনিয়েরা যদি সন্ধি-বিষয়ক অসঙ্গত প্রস্তাব ও প্রার্থনা না করিত, তাহা হইলে স্পার্টানগরীরেয়া আফ্লাদ পূর্বক সন্ধি বিধান দ্বারা সম্মানল নিৰ্দ্ধারণ করিত সন্দেহ নাই । এথেন্সনগরে তৎকালে দুর্ভিক্ষ ক্রিয়নের সাত্ত্বিক প্রাচুর্য ছিল । ঐ দুর্ভিক্ষের পরামর্শভূমারে এথিনিয়েরা সন্ধির এক প্রস্তাব করিল যে, তাহা কোনরূপেই স্পার্টানগরীরেয়া গ্রাহ্য করিতে পারে না ।

অব্যবহিত পরেই স্পার্টানগরীরেয়া এথিনিয়দিগকে পাইসের দুর্গমধ্যে অবরোধ করিল । নিরুদ্ধ এথিনিয়েরা আহার সাধন বিবাহে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে লাগিল । পূর্বে যখন স্পার্টানগরীরেয়া সন্ধিবিধানেনিতান্ত উৎসুক ছিল, এথেন্সের নাগরিক লোকেরা তখন দুর্ভিক্ষ বশতঃ সন্ধি করে নাই । তজ্জন্য তাহাদিগের এখন অভিশয় অমৃত্যুতাপ জন্মিল । ক্রিয়ন যুদ্ধবিষয়ে নিতান্ত তৃপ্তিজ ছিল । কিন্তু সে এমনি গর্হিত ছিল যে, নাগরিক লোকদিগের অমৃত্যুতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া অনায়াসে এক প্রস্তাব প্রকাশ করিল, নাগরিক লোকেরা যদি তাহাকে সৈন্যপত্য কর্মের ভার দেয়, তাহা হইলে সে স্পার্টানগরীয়দিগকে ক্ষ্যাক্টিরিয়া হইতে বন্দীকৃত করিয়া আনিতে পারে । এথিনিয়েরা কোতুন দেখিবার মানসে তাহাকে সৈন্যপতিপদে নিয়োজিত করিল সে সসজ্জ হইয়া পাইলসে যাত্রা করিল । ক্রিয়ন পাইলসে পৌঁছিলে পর ডিমস্থিনিস যুদ্ধিকোশল ও সমরনৈপুণ্যদ্বারা সকলবিধের সুবিধা করিয়া আনিলেন । অনন্তর, তিনি একবারে চতুর্দিক হইতে ক্ষ্যাক্টিরিয়া উপদ্বীপ আক্রমণ করিলেন । ইহার ক্রিষ্টপূর্বে ঐ উপদ্বীপের এক বর্ষে অগ্নি লাগিয়া অধিকাংশ স্থান ভস্মীভূত হয় । বিশেষতঃ মেসেনিয়া দেশীয়েরা ঐ সময়ে এথিনিয়দিগের অনেক সহায়তা করে । মেসেনিয়েরা ঐ স্থানের

যাৰতীৰ বান্ধাৰ জৰগত ছিল । তাহাদিগেৰে সহায়তা লাভ হও-
ৱাৰে বহুতৰ উপকাৰ ঘৰে । ডিব্ৰুগড় নগৰৰ বৰ্ণনাপুৰাণ ও বুদ্ধি
চাতুৰ্য্য অনন্য সংযোগ দ্বাৰা স্কাৰ্টিয়দিগেৰে স্বাধীনতাৰ এবং মে-
সিনিয়দিগেৰে সাহায্য লাভ এই সকল জটিল ঘটনা হওৱাতে
এথিনিয়দিগেৰে স্বাধীনতাৰে শত্ৰুগণকে পরাস্ত কৰিল । স্কাৰ্টিয়দিগেৰে
এক পাৰ্শ্বে একটী দুৰ্গ ছিল । এথিনিয়দিগেৰে স্পাৰ্টানগৰীয়দিগকে
ভাঙাইয়া সেই দুৰ্গত আৱিষ্ট কৰিল । উহাৰ দুৰ্গমধ্যে ক্ৰিয়াকাল
আত্মৰক্ষা কৰিয়াছিল, শেষে এথিনিয়দিগেৰে হস্তে দুৰ্গ সমৰ্পণ ক-
ৰিল । স্পাৰ্টানগৰীয় চাৰি শত কুড়িজন প্ৰথমে স্কাৰ্টিয়দিগেৰে
উপদেষ্টাৰূপে গমন কৰে । তদ্ব্যতীত দুই শত নব্বই জন জীবিত ছিল ।
উহাৰ বন্দীকৃত হইয়া এথেন্সনগৰে নীত হইল । ক্ৰিয়াকাল
প্ৰযুক্ত অবিম্ভ্যকাৰীৰ ন্যায় মে বিষয়েৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিয়াছিল,
সেই বিষয় এইৰূপ ঘটনাক্ৰমে সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল ।

পাইলস এথিনিয়দিগেৰেই হস্তগত ৰহিল । মেসিনিয়াদেশীৰ
অনেক লোক এবং হেলটদিগেৰে মধ্যে অনেক উহাদিগেৰে স-
হিত মিলিত হইল । এথিনিয়দিগেৰে এইৰূপে সহায়সম্পন্ন হইয়া
পাইলসে অৰাহ্মন পুৰস্কৃত স্পাৰ্টানগৰীয়দিগকে ব্যতিব্যস্ত কৰিয়া
তুলিল । এথিনিয়দিগেৰে স্পাৰ্টানগৰীয় যে সকল ব্যক্তিকে বন্দীকৃত
কৰিয়া লইয়া যায়, তাহাদিগেৰে উদ্ধাৰার্থ স্পাৰ্টানগৰীয়দিগেৰে কৰে
বাৰ সন্ধি কৰিবাৰ চেষ্টা কৰে । কিন্তু এথিনিয়দিগেৰে জয় লাভ হেতু
অত্যন্ত গৰ্হিত হওৱাতে সে চেষ্টা সকল হয় নাই । এথিনিয়দিগেৰে
শেষে এই কথা বলিয়া বসিল পিলপনিসসবাসীৰা পুনৰায় যদি
আটিকা আক্ৰমণ কৰে তাহা হইলে আমৰা বন্দীকৃত স্পাৰ্টান-
গৰীয় যাৰতীয় ব্যক্তিৰ প্ৰাণ বধ কৰিব ।

ঐ বৰ্ষে এথিনিয়দিগেৰে অন্য অন্য স্থানেও জয় লাভ কৰে ।
বিশেষতঃ নিসিয়াস সেনাপতি হইয়া কৰিছ ৰাজ্যে যে যুদ্ধ কৰে-
ন তাহাতে এথিনিয়দিগেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে জয় লাভ হয় । খৃষ্টেৰ
পূৰ্ব ৪২৪ অব্দে উহাদিগেৰে সোভাধোৱা সীমা ছিল না । কিছু
তেই উহাদিগেৰে অৰোংসাহেৰে প্ৰতিবন্ধকতাচৰণ কৰিতে পাৰে
নাই । উহাৰা লেকোনিয়াৰ উপকূলবৰ্ত্তী সাইথিয়া উপদ্বীপ হস্ত-

গত করিয়া লইল। এই সকল ঘটনা হওয়াতে স্পার্টানগরীয়েরা অতিশয় ভয়ানক হইল। উহারা এথিনিয়দিগের সহিত সম-
কক্ষতা প্রদর্শন প্রয়াস পরিভ্রাণ করিয়া, যে সকল স্থান রক্ষা ক-
রা অতি আবশ্যক, সেই সকল স্থান রক্ষা করিতে লাগিল। প-
ক্ষান্তরে এথিনিয়েরা প্রবিবোধে নান্ন স্থান বিলুপ্তি ও উৎসাদিত
করিতে আরম্ভ করিল। স্বদেশ মধ্যে সর্বত্রই প্রায় এইরূপে অপ্র-
তিহত জয় লাভ হওয়াতে উহারা সাতিশয় উল্লাসিত হইল।
কিন্তু উহারা যে যে ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
সিসিলি উপদ্বীপ জয় করিতে পাঠাইয়া দেয় তাঁহারা তথায় কু-
তর্থাভা লাভে সমর্থ হন নাই। যে কারণে তাঁহারা অকৃতকার্য
হন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সিসিলি উপদ্বীপে হর্মোফ্রেটিস
নামে এক ব্যক্তির অতিশয় প্রাক্ত্তাব ছিল। তিনি অতিশয় সন্ধি-
বেচক ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে সতত স্বদেশের হিত চেষ্টা
করিতেন। সিসিলিবাসীরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে উ-
হাদিগের বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হইতেছিল। তদ্বশনে হর্মো-
ফ্রেটিস তাহাদিগকে এই পরামর্শ দিলেন, তোমরা পরস্পর বি-
বাদে প্রবৃত্ত হইল। কোল আপনারা আপনাদিগের অনিষ্ট ক-
রিতেছে। তোমরা পরস্পর বিবাদ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে
অন্য দেশের লোকে অনায়াসে এই উপদ্বীপ জয় করিয়া লই-
বে; কিন্তু তোমাদিগের যদি পরস্পর সম্ভাব থাকে, কাহার
সাধ্য, এই উপদ্বীপ জয় করিতে পারে। হর্মোফ্রেটিসের বাক্যে
সিসিলিবাসীদিগের চৈতন্য জগিল। তখন তাহারা গিলানগরে
এক সভা করিয়া পরস্পর সন্ধি করিল। সিসিলি উপদ্বীপে এথি-
নিয়দিগের অনেক মিত্র ছিল। তথায় যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে তাহা-
রা এথেন্সনগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাদিগের
প্রার্থনামুসারে এথিনিয়েরা তথায় সৈন্য পাঠাইয়া দেয়। এক্ষণে
সঙ্কল্পে সলিল সৈক ছাড়া তত্ত্বতা সমরানল নির্মাণ হইলে তত-
তা এথিনিয় মিত্রগণ, আর আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন
নাই বলিয়া এথিনিয় সেনাপতিগণকে বিদায় করিয়া দিল। স-
েনাপতিগণ সিসিলি পরিভ্রাণ করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলেন

এথিনিয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল এবং এই কথা বলিয়া কোন কোন সেনাপতির দ্বন্দ্ব বিধাম করিল যে, তোমরা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সিসিলি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ।

মাতৃষের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। উৎকৃষ্ট অবস্থা কখন হীন হইয়া যায়, কখন হীন অবস্থা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। যে এথেন্সনগরীয়েরা সার্বত্রিক জয়লাভ দ্বারা অভিযয় প্রদৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগের দশাবিপর্ষায় হইতে আরম্ভ হইল, এবং স্পার্টানগরে ত্র্যাসিডাস নামে এক ব্যক্তি কার্যধুরঞ্জর হওয়াতে ঐ নগরের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ত্র্যাসিডাস অসামান্য সাহস ও স্পার্টাচুল্লভ দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তিনি পাইলস ও অন্য অন্য স্থানের অবরোধকালে স্বীয় শৌর্য ও অসামান্য পুরুষকার প্রকাশ দ্বারা আপনাকে সর্বিশেষ বিখ্যাত করিয়া ছিলেন। এথিনিয়েরা মেগারানগর স্বরশে আনয়ন করিতে উদ্যত হইলে তিনি নিজ পৌরুষ প্রকাশের উত্তম অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এথিনিয়েরা তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইয়া মেগারা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তিনি ঐ স্থানে অভিজাত-তত্ত্ব স্থাপন করিলেন। অপর, বিয়োশিয়ায় এথিনিয়দিগের কতগুলি পক্ষ লোক ছিল। তাহাদিগের অল্পরোধে এথিনিয়েরা ঐ স্থানে যুদ্ধ করিতে গেল। কিন্তু ত্র্যাসিডাসের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। অনন্তর, ডিলিয়মের যুদ্ধে এথিনিয়দিগের বিস্তর লোক শ্রান্ত হইল। এত লোক হত হইয়াছিল যে, পিলনিসিয় সংগ্রামের আরম্ভাবধি চৌদ্দবৎসরের মধ্যে কখন কোন যুদ্ধে তত লোক হত হয় নাই।

এথিনিয়েরা কোনরূপে পাইলস ও সাইথিরা পরিত্যাগ না করাত স্পার্টানগরীয়েরা পরামর্শ স্থির করিল এথিনিয়েরা পাইলসে ও সাইথিরায় অবস্থিতি করিয়া যেমন যুদ্ধ করিতেছে, আমরাও যদি এইরূপ ক্যালসিডাইসে ও থেসের উপকূলে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করি, তাহা হইলে এথিনিয়দিগকে সেই সেই স্থান রক্ষার্থ যত্নগান্ হইতে হইবে, সুতরাং পাইলস ও সাইথিরা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ত্র্যাসিডাসের উপরে যুদ্ধভার সমর্পিত হইল। তিনি স্থ-

লপথবাহী হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ত্র্যাসিডাসের উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় দিন তাহার পশ্চিম দিক দিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। সিন্সেড্রিমিগের অধিপতি আর্চিমিউসের সহিত পর্জিকানের বিবাদ ছিল, সেই কারণেই তাহার চেষ্ঠা সফল হইতে পারেনি। ত্র্যাসিডাসের কিংবদন্তি বিবরণ হইল। অনন্তর, তিনি ক্যালসিডাসের গমন করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে যে গ্রীকদের এথিনিয়দিগের পরাধীনতা শ্রম্ভালে বদ্ধ আছে, আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি, যদি কাহার স্বাধীনতা লাভের অভিলାষ থাকে, তিনি এই সময়ে চেষ্ঠা করুন। পূর্বে স্পার্টানগরীয়দিগের উপরে লোকের শ্রদ্ধা ছিল না। প্রত্যুত্তর বিবেচ্য বুদ্ধি ছিল। এক্ষণে ত্র্যাসিডাসের অসামান্য দয়ালুতা ও অসামান্য কর্তব্যবোধ করিয়া লোকের অন্তঃকরণ আত্ম ও নিতান্ত বশীভূত হইল। বিবিধপূর্ব স্পার্টার নাম লোকের আদরণীয় হইয়া উঠিল। এথেন্সের মিত্রগণের মধ্যে অনেকের এরূপ ইচ্ছা হইল যে, স্পার্টানগরের সহিত মৈত্রী করে। আকাস্তস ও টেগিসের লোকের এথেন্সের অধীনতা পরিভ্রাণ করিয়া এককালেই বিবেচ্য হইল এবং স্পার্টানগরীয় সৈন্যগণকে দুর্গ মধ্যে স্থান দান করিল। অনন্তর, দীর্ঘকাল উপস্থিত হইল। ত্র্যাসিডাস ঐ স্থানে থাকিয়া ক্রিসননদীর তীরবর্তী আন্ধিপলিসনগরের লোকদিগকে এই লওয়াইতে লাগিলেন যে, তাহারা এথেন্সের অধীনতা পরিভ্রাণ করে। তাহারা তাহার প্রবর্তনবাক্যে এথেন্সের অধীনতা পরিভ্রাণ পূর্বক স্পার্টানগরীয়দিগের হস্তে মগ্ন সমর্পণ করিল। আইয়ননগরের লোকেরাও এথেন্সের অধীনতা পরিভ্রাণে উদ্যত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক থিউসিডাইডিস তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে, আন্ধিপলিসনগরের লোকের এথেন্সের অধীনতা পরিভ্রাণ করাতে অনেকেই ঐ দুর্গান্তের অহুসরণ করিল। ত্র্যাসিডাস স্পার্টা হইতে যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। তথাপি তিনি এত দূর করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এথিনিয়রা এ বর্ষে কুত্রাপি সন্ধি করিয়া ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

স্পার্টানগরীর যে সকল ব্যক্তি এথেন্সে বন্দীকৃত ছিল, স্পার্টানগরীরেরা তাহাদিগের ক্ষমা চাহিত হইল না। তাহাদিগের উদ্ধারার্থে তাহারা সন্মার্ণ হইল। এথিনিয়েরাও সন্ধি বিধানে অনিচ্ছুক ছিল না। অতএব উত্তর পক্ষ সন্মুক্ত হইয়া পিলপনিসিয় সংগ্রামের শেষ বর্ষের প্রথম (খৃ. পূ. ৪২৩ অব্দে) এক বৎসর কাল নিয়ম করিয়া সন্ধি বিধান করিল এবং ঐ বর্ষমাত্র স্থায়ী সন্ধি কালে অপর স্থিরতর সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্থিরতর সন্ধির নিয়ম সকল নির্ণীত প্রায় হইয়াছে এমন সময়ে এথিনিয়েরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সন্ধির আশা ত্যাগ করিয়া দিল। ত্র্যাসিডাস পর্ডিকাসের সাহায্যার্থে দ্বিতীয়বার ম্যাসিডোনিয়ায় গমন করেন। এথিনিয়েরা তাহার অল্পপস্থিতিরূপ অস্বোগ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহপ্ররম্ভ ব্যক্তিদিগের সমুচিত শাস্তি দিবার মানসে ক্যালসিডাইসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ত্র্যাসিডাস এতিনিরুদ্ধ হইয়া দেখিলেন, এথিনিয়েরা সংগ্রামে প্ররম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক, যে স্থান প্রকৃতরূপে গ্রীস দেশ বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে, তত্রতা ব্যক্তিদিগের শমার্থিতা হেতু তথায় সন্ধি ত্যাগ হয় নাই। এথিনিয়েরা যে সময়ে সাইয়োন নগরের অবরোধ কার্যে ব্যাপৃত ছিল, ঐ সময়ে অব্যবস্থ অস্থিরচিত্ত পর্ডিকাস পুনরায় এথিনিয়দিগের সহিত মিত্রতা করিলেন এবং ত্র্যাসিডাসের সাহায্যার্থে স্পার্টা হইতে যে সমস্ত সৈন্য ও যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহা রুদ্ধ করিলেন। একবর্ষকাল নিয়মে গ্রীস দেশীয়দিগের সন্ধি হয়। খৃ. পূ. ৪২২ অব্দে সেই নিয়মিত কাল অতীত হইল। উত্তরাংশে এথিনিয়দিগের যে সমস্ত সৈন্য ছিল ক্রিয়ন তৎসমুদয়ের আধিপত্য তার প্রাপ্ত হইয়া সাইয়োনে গমন করিলেন। ঐ নগর তখন পর্যন্ত অবরুদ্ধ ছিল। ত্র্যাসিডাস কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে ক্রিয়ন টোরোন নগর গ্রহণ করিয়া আন্ধিপলিসের অতিমুখে ঘাড়া করিল। ঐ স্থানে স্পার্টানগরীর সেনাপতি ত্র্যাসিডাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। তৎকালে ত্র্যাসিডাসের সাহায্যার্থে স্পার্টা হইতে অনেক সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধোপযোগী নানা জব্য সামগ্রী আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রিয়নরিপকগণকে যুদ্ধসময় দেখিবামাত্র সৈন্য ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ত্র্যাসিডাস পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ স্থলে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সেনাগণ তাঁহাকে রণস্থল হইতে লইয়া গেল। ক্রিয়নের প্রাণনাথিই পলায়ন চেষ্টা ব্যতিরিক্ত অন্য চেষ্টা ছিল না। সে যেমন রণস্থল হইতে পলাইতে ছিল, এক জন সৈনিক পুরুষ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। এখিনিয় সৈন্যগণ সাহস পুরঃসর শত্রু সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘকাল যুঝিয়াছিল। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। ছয় শত এখিনিয় সৈন্য সমরশায়ী হইল। কিন্তু স্পার্টানগরীর সাত জনের অধিক হত হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ত্র্যাসিডাস আক্ষিপলিসেই দেহ বিসর্জন করেন। তাঁহার চিরস্মরণার্থ ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে উৎসব হইত।

মহাত্মা ত্র্যাসিডাসের দেহান্ত হইলে পর তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা উৎসংকল্পিত কার্যের সিজিবিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া বন্দীকৃত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থ শমার্থী হইল। এখিনিয়দিগেরও নানাদিকে নানা ক্ষতি হওয়াতে গরু অনেক খর্ব হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষতঃ যে ক্রিয়ন সর্বনা এখিনিয়দিগের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহ বর্জন করিড, সে এক্ষণে শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। উৎসাহ দ্বার আর লোক ছিল না। অপর, নিসিয়াস নামে যে ব্যক্তি এখিনিয়দিগের প্রভাব, উৎসাহ ও মত্ত এই শক্তির মূল এবং রাজ্যতন্ত্রের জীবনভূত হইয়াছিলেন, তিনি সাহসসম্পন্ন ক্ষমতাবান বীর পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শাস্তি পক্ষে নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই সকল কারণে এখিনিয়দিগকে সজিবিষয়ে মত প্রদান করিতে হইল। সজির কথা বার্তা আরম্ভ হইল। মীমাংসা হইতে হইতে শীতকাল অতীত হইল। খৃ. পূ. ৪২১ অব্দের বসন্তকালে সকলে সম্মত হইয়া এই স্থির করিল যে, পিলপনিসির সংগ্রাম আরম্ভের পর যিনি যে যে দেশ জয় করিয়াছেন তাঁহাকে সেই সেই দেশ পূর্ব স্বামীকে ফি

রিয়া দিতে হইবে। স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের লোক এবং
 উহাদিগের স্বত্ব সিদ্ধিগণ সন্ধি নিয়মে বদ্ধ হইল। কেবল বিয়ো-
 শিয়া, করিন্থ, ইলিস এবং মেগারা এই কয় স্থানের লোক বদ্ধ হ-
 ইল না। এখিনিদেরা স্পার্টানগরীয় এবং স্পার্টানগরীয়েরা এখি-
 নিয় যে সমস্ত ব্যক্তিকে বন্দীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা বিনা
 নিষ্ক্রেমে মুক্ত হইল। পঞ্চাশ বৎসর কাল নিয়মে এই সন্ধি হয়।
 সন্ধির এক প্রকরণে একপা উল্লেখ ছিল স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধির নি-
 যমামুসারে কর্ম না করিলে এখিনিদেরা নিয়মামুসরণে প্ররক্ত হইবে
 না। অনন্তর, স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধিকালকৃত নিয়ম প্রতিপালনে প্র-
 থম প্ররক্ত হইয়া এখিনিয়দিগকে এই কথা বলিল যদি কোন শত্রু
 এথেন্সনগর আক্রমণ করিতে আইসে, আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা
 করিয়া রক্ষা করিব; আর, তোমরা যখন অন্য দেশ আক্রমণ করি-
 তে যাইবে, আমরা সেই সঙ্গে যাইব; কিন্তু অন্য কোন রাজ্যের
 সহিত যদি নূতন মিত্রতা করিতে হয়, অথবা, কাহার সহিত মিত্র-
 তা পরিভ্যাগ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পরস্পরের মতগ্রহণের অপেক্ষা
 থাকিবে না। একপা নিয়ম করিবার তাৎপর্য্য এই, আর্গসের সহিত
 স্পার্টার ত্রিশশব্দকাল নিয়মে সন্ধি হইয়াছিল; সেই নিয়মি-
 তকাল ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে; ঐ নগরের সহিত যদি পুন-
 রায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর, এখিনিদেরা যুদ্ধ করিতে নিষেধ ক-
 রে, তাহা হইলে যুদ্ধকরা বিষম ভার হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া
 স্পার্টানগরীয়েরা অগ্রে সাবধান হইয়া এই নিয়ম করে। যাহা হ-
 উক, এই নিয়মের কথা শ্রবণ করিয়া হীনবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের
 লোকেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া বিস্তর আপত্তি করিল। অতএব
 প্রথাবধিই স্পট বোধ হইতে লাগিল, এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী
 হইবার নহে। নিসিয়াসের যত্নেই এই সন্ধি হয়।

নিসিয়াসের কৃত সন্ধির পর সাতবৎসরকাল এথেন্স ও স্পার্টার
 লোকেরা পরস্পর রাজ্যাধিকারের আক্রমণ বিষয়ে পরস্পর ছিল
 বটে, কিন্তু উহারা সন্ধির সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করে নাই।
 বিশেষতঃ উহারা আপন আপন মিত্র সংখ্যা বাড়াইবার নিমিত্ত
 অত্যন্ত উৎসুক ছিল। অতএব গ্রীসদেশে সমরানল একবারে নি-

রূপ হয় নাই। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে স্পার্টানগরীরেরা অধাশ হইয়া কতগুলি রাজ্যের সহিত মৈত্রী বন্ধন করে। একপা এথিনিয়েরা ও কতগুলি রাজ্যের সৈন্য একত্র করিয়া পরস্পর মৈত্রী করে। গ্রীসদেশের মধ্যে এই বিবিধ মৈত্রী ছিল। একে আর্যসবানীরা স্বতন্ত্র মৈত্রীবন্ধন করিল। ম্যাকিডোনিয়া, ইলিস, করিথ্ এবং ক্যালসিস এই কয় রাজ্যের লোক উহাদিগের সহিত মিলিত হইল। ঐ সময়ে স্পার্টানগরীরেরা বিরোশিরার সহিত এবং আর্যসের লোকেরা এথেন্সনগরের সহিত সন্ধি করিল। একে এথিনিয়দিগের স্বতাবৃত্ত্য যুদ্ধ বিষয়ে অভিশয় অমুরাগ ও সবিশেষ উৎসাহ ছিল, তাহাতে আর্য এই সকল অমুকুল ঘটনা হইতে লান্ধিল, বিশেষতঃ আলসিবাইডিস বাতাস দিতে লাগিলেন; সুতরাং কতকগুলি আর্য সন্ধি থাকিতে পারে। এথেন্সনগরীরেরা যুদ্ধবীর ছিল। আলসিবাইডিসের বচন বিন্যাস উহাদিগের উদ্দীপন বিভাব হইয়া উঠিল। উহারা অবিলম্বে সন্ধিদূষণে প্রবৃত্ত হইল।

আলসিবাইডিস বৎকালে এথিনিয়দিগকে যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহ দেন তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক নয়। কিন্তু মহাকুলপ্রসূত বলিয়া এথিনিয়েরা তাঁহার সবিশেষ গৌরব করিত। তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহাতে এক অনির্বচনীয় অলোক সামান্য মহত্ব ছিল। তাঁহার মহত্বলাভের আকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, আপনাকেও বড় বলিয়া জ্ঞান ছিল। এই উভয় কারণে তাঁহার সকল বিষয়েই সকলের আগ্রহ গণ্য হইবার নিতান্ত চেষ্টা হয়। স্বতাবৃত্ত্য তাঁহার অভিজ্ঞতাদলে সমধিক পক্ষপাত ছিল। কিন্তু যখন যখন তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার আবশ্যকতা হইত, তিনি প্রধানতঃ প্রজাগণের স্বাহুগত্য করিতেন। ঐ ব্যক্তির যত্নে আর্যস, ইলিস ও ম্যাকিডোনিয়া এই কয় রাজ্যের সহিত একশত বৎসরকাল নিয়মে এথেন্সনগরের মিত্রতা হইল। করিথ্‌য়েরা উহার কিঞ্চিৎ পরেই স্পার্টার সহিত পুনরায় পূর্ববৎ মৈত্রী করিল। খৃ. পূ. ৪২০ অব্দে এই সকল ঘটনা হয়। পর বৎসর আর্যস ও এপিডরস এই উভয় রাজ্যের পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে

এখিনিদের এই অহংকার স্পার্টানগরীয়দিগকে অতিশয় বিরক্ত
 করিতে লাগিল। তাহাতে একটা আকার হইল। উঠিল যে, শিলপ-
 নিসঙ্গে স্থানগার সমরানল প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা
 চিরজীবন্ত সহিষ্ণুতা প্রত্যাহার এখিনিদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া
 রহিল। সে বৎসর এইরূপে সজ্জীত হইল। পরবৎসর (খৃ. পূ.
 ৪৮৮ অব্দে) আলসিবাইডিস-আর্গমবাসীদিগের পুনঃ পুনঃ উৎ-
 সাহ বর্জন করিতে উহার। স্পার্টানগরীয়দিগকে অতিশয় বিরক্ত
 করিয়া তুলিল। তাহার। আর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারিল না।
 তাহার। বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ম্যাণ্টিনিয়ার গমন
 করিল। বিপক্ষগণও সমরসজ্জা করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হই-
 ল। অনন্তর যোদ্ধার সংগ্রাম হইল। স্পার্টানগরীয়েরা সম্পূর্ণরূ-
 পে জয়ী হইল। স্পার্টানগরীয়েরা রণস্থলিত বলিয়া চির প্রসিদ্ধি
 ছিল। এখিনিদিগের নিকটে কয়েকবার পরাজয় হওয়াতে উহা-
 দিগের মহিমার কিঞ্চিৎ ক্রটি হয়। কিন্তু ম্যাণ্টিনিয়ার সমরে জয়লা-
 ভ হওয়াতে উহাদিগের পূর্ববৎ মহিমার বৃদ্ধি হইল। উহাদিগের
 মহিমার যে, বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এই, অন্য অন্য রা-
 জ্যের ন্যায় আর্গসেও অভিজাতব্যক্তিদিগের একটী এবং তদি-
 তর ব্যক্তিদিগের একটী, এই দুটি দল ছিল। উভয় দলের পরস্পর
 বিরোধ ছিল। অভিজাতদল অপর দলের অধস্তেও স্পার্টানগরী-
 য়দিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিল। বিশেষতঃ আলসিবাইডিস এই
 সন্ধি বিঘটিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু
 কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে
 স্পার্টানগরীয়দিগের পূর্ববৎ প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। অন্যথা আ-
 র্গসনগরীয় অভিজাতদলের কোনরূপে একটা সাহস হইত না যে,
 তাহার। অন্যদলের অধস্তে এবং আলসিবাইডিসের সহিত
 বিপক্ষতা করিয়া স্পার্টানগরীয়ের সহিত সন্ধি করে। স্পার্টানগরী-
 য়দিগের সহিত সন্ধি হইলে পর আর্গমবাসীরা পূর্ব সুরক্ষণের সহিত সোহা-
 দের বিচ্ছেদ করিল, এবং এপিডরাসের সহিত বিপক্ষতাচরণে বি-
 রত হইল। স্পার্টা ও আর্গসের লোকেরা অন্য অন্য রাজ্যের
 লোকদিগকে অগ্গক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত বড়লীল

হইল। যে যে রাজ্য উহাদিগের মতপ্রবিক্ত হইল, স্পার্টানগরী-
য়েরা বস্ত্রবাস হইয়া সেই সেই রাজ্যে অভিজাততত্ত্ব স্থাপন করি-
তে আরম্ভ করিল।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর্গসনগরে অভিজাতব্যক্তিদিগে-
র একটি এবং তদিতর ব্যক্তিদিগের একটি, এই দুটি দল ছিল।
খৃ. পূ. ৪১৭ অব্দে অভিজাতদল অপরদলের নিকটে পর্যাস্ত
হইল। অপরদল পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। স্পার্টানগরীর
অভিজাতদলের সাহায্যার্থে যে সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, তাহারা বহু-
কাল বিলম্বে আর্গসে পৌঁছিল। অতএব তদ্বারা কোন উপকার
দর্শিল না। প্রধানতর ব্যক্তির। এথিনিয়দিগের সহিত যোগ ক-
রিল, এবং পাছে বিপক্ষগণ নগর আক্রমণ করে, এই আশঙ্কার
নগর রক্ষার উপায়ক বিবিধ অস্ত্রাধার করিল। খৃ. পূ. ৪১৬ অ-
ব্দে আল্‌সিবাইডিস কুড়িখান জাহাজ লইয়া আর্গসে গমন করি-
লেন এবং তদ্রূপে অভিজাতদলের তিন শত লোককে জাহাজে
করিয়া সমিহিত উপদ্বীপে লইয়া গেলেন। সেই উপদ্বীপমধ্যে উ-
হারা বন্দীকৃত হইয়া রহিল।

গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত প্রায় সমুদয় উপদ্বীপের লোক
এথেন্সনগরের ঐরুদ্ধিকালে এথিনিয়দিগের মতপ্রবিক্ত হইয়া-
ছিল। কেবল মেলস উপদ্বীপের লোকেরা উহাদিগের মতপ্রবিক্ত
হয় নাই। উহাদিগকে স্বমত প্রবিক্ত করিবার নিমিত্ত এথিনিয়েরা
পূর্বে বহুতর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে
নাই। এক্ষণে উহারা সুসমস্ত উপস্থিত হেথিয়া মেলস উপদ্বী-
পে স্ববশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত একদল জাহাজ পাঠাইয়া
দিল। ক্লিয়োমিডিস সেনাপতিপদে প্রেরিত হইলেন। তিনি
প্রথমে সামোপায় দ্বারা মেলসবাসীদিগকে স্ববশে আনয়ন করি-
বার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহারা এই কথা বলিল তোমরা এত
বলু করিতেছ কেন, আমরা কোন পক্ষই অবলম্বন করিব না।
ক্লিয়োমিডিস এই উত্তর পাইয়া তদ্রূপে নগর অবরোধ করিলেন।
মেলসবাসীরা সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে দীর্ঘকাল নগর রক্ষা
করিয়াছিল, শেষ রক্ষা করিতে না পারিয়া এথিনিয়দিগের হস্তে

নগর সমর্পণ করিল। এথিনিয়েরা কোমপ্রবৃত্ত ঐ উপদ্বীপ আশা-
ন তুল্য নির্মল্লম্ব ও সমভূমিকরিয়া ফেলিল। সেখানে অগ্নিকারী
ঐ স্থানে পাঁচ শত লোক পাঠাইয়া দিল। তাহারা শুষ্ক বসতি
করিল। সেসকল উপদ্বীপে প্রথমে ডোরিয়জাতির বসতি ছিল, মে-
নসবাসীরা স্পার্টানগরীয়দিগের সজাতীয় লোক। সজাতীয় ব্যা-
ক্তিদিগকে তাদৃশ বিপদগ্রস্ত দেখিয়াও স্পার্টানগরীয়েরা কেবল
সন্ধি ভঙ্গ ভয়ে তাহাদিগের সাহায্যদানে বিমুখ ছিল।

পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর অবধি এথিনিয়দিগের নিতান্ত হইয়া
হইয়াছিল যে, সিসিলি উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। কতিপয়
বৎসর পূর্বে যে সময়ে লিরোণ্টিনাই এবং সিরাকিউজ এই উভয়
নগরের পরস্পর যুদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা ঐ চেষ্টা করিয়াছিল।
কিন্তু সময়কারীরা স্বেচ্ছাপূর্বক বন্ধি করাতে উহারা অতিশ্রুত
সিদ্ধি করিতে পারে নাই। এক্ষণে অতীতসিদ্ধির পন্থা হইয়া উ-
ঠিল। সিসিলি উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ইজিকো ও সেলাইনস এই উ-
ভয় নগরের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ইজিকোর লো-
কেরা সাহায্যার্থী হইয়া এথেন্সনগরে কতিপয় দূত প্রেরণ করি-
ল। দূতগণ খ্র. পূ. ৪১৬ অব্দে এথেন্সে উপনীত হইয়া আপ-
নাদিগের প্রার্থিত নিবেদন করিল এবং এথিনিয়দিগের প্রলো-
ভনর্থ এই কথা বলিল, তোমরা যদি সৈন্য দ্বারা আমাদিগের
সহায়তা কর, আমরাও অর্থ দ্বারা তোমাদিগের সাহায্য করিব।
এথিনিয়েরা তৎক্ষণাৎ এই আদেশ করিল, এথিনিয় দূতগণ সি-
সিলি উপদ্বীপে গমন করিয়া অগ্রে দেশের ভাব ও অবস্থা বুঝিয়া
আসুক। তাহাদিগের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই সৈন্য
প্রেরিত হইবে। এথেন্সনগরীয় দূতগণ তৎক্ষণাৎ সিসিলি উপদ্বী-
পে যাত্রা করিল। তাহারা পর বৎসর (খ্র. পূ. ৪১৫ অব্দের) ব-
সন্তকালে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা লইয়া এথিনিয়
হইল এবং ইজিকোর ধনসমৃদ্ধির বিষয় বাহ্যল্যপ্তে বর্ণন করি-
ল। শুনিয়া এথিনিয়দিগের লোভ জন্মিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ সি-
সিলি উপদ্বীপে একদল জাহাজ পাঠাইবার অল্পমতি করিল।
আলসিবাইডিস, নিসিয়াস এবং ল্যামেকস এই তিন ব্যক্তি অ-

ধাকতাপদে মিরোজিত হইলেন। যুদ্ধের আদেশ হওয়ার পরে আল্‌সিবাইডিস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। স্পার্টার সহিত সন্ধিভঙ্গ হইয়া যুদ্ধ ঘটনা হয়, আল্‌সিবাইডিসের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, একদে সেই অতীতসিদ্ধি হইল। পক্ষান্তরে, স্পার্টার সহিত সন্ধিভঙ্গ করা মিসিয়াসের অত্যন্ত প্রেরণিতমত। এখিনিয়েরা সেই অসম্ভবত কার্যসাধনে উদ্যত হওয়াতে তিনি অতিশয় অসুখী হইলেন। তিনি এখিনিয়দিগকে তাদৃশ অবিরোধ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া এথেন্সের যেমন নাম, তেমনি সমৃদ্ধরূপে যুদ্ধের উদ্বোধন হইতে লাগিল। সন্ধিপক্ষপ্রণয়ীরা সমরোৎসুক ব্যক্তিদ্বিগকে কোনরূপে সমর চেষ্টা হইতে বিরত করিতে না পারিয়া শেষে আল্‌সিবাইডিসকে উৎসন্ন করিবার সংকল্প করিল।

পোডসম্প্রদায় প্রস্তুত হইলে পর এক দিবস প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইল, পথের পোড়ার নিমিত্ত পথের ধারে ধারে হার্মিস-দেবের ঘন অর্ধাবিনির্মিত প্রতিমূর্তি স্থাপিত ছিল, তৎসমুদায় তরু হইয়াছে। উদ্বোধনে প্রজাগণের মনে অত্যন্ত শঙ্কা জন্মিল। সকলের এইরূপ বিশ্বাস হইল, রাষ্ট্রমধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লাবনের চক্রান্ত হইয়াছে। চক্রান্তকারীদিগেরই এই কর্ম। তৎকালীন প্রজাগণ এইকাণ্ড চক্রান্তকারীদিগের অসুষ্ঠিত অবধারিত করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিল, যে ব্যক্তি দোষীর অসুস্থমান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে। প্রজাগণ তৎকালে উদ্যতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। ধূর্ত লোকেরা এই সুযোগ দেখিয়া পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মিথ্যা করিয়া কত লোকের নাম করিতে লাগিল। তাহাদিগের নাম করিতে লাগিল, তাহার বিবেচনা করিয়া দেখিল এ সময়ে আত্মনির্দেশিত প্রমাণ করা সুসাধ্য নহে; অতএব তাহার প্রত্যাখ্যান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদিগের বিষয় দ্বিতীয় আটক হইল এবং তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের অসুস্থমতি হইল। এই কাণ্ড কে করিল, কেনই থাকিল, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা এসকল কথা উল্লেখ করেন নাই। অন্য গ্রন্থকারেরা অসুস্থমান করেন, আল্‌সিবাইডিসকে উৎসন্ন করিবার

জন্য তাঁহার শত্রুগণ এই প্রয়োগ করে। কিন্তু তিনি যাবৎ এখেন্দে ছিলেন, তাবৎ কেহ তাঁহার নামে অভিযোগ করে নাই।

এখিনিয় সেনাপতিগণ পোভসমুদায় সমতিবাহারে লইয়া এখেন্দে হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে ইজিনায় উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে কসাইরায় গেলেন। এই স্থানে মিত্র সেনাপতিগণ আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইল। অতঃপর তাঁহারা কসাইরায় পুরিত্যাগ করিয়া বরাবর ইটালির দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া রিজিয়মে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতিগণ ইজিটোবানীদিগের ভাব পরীক্ষার্থ এই স্থান হইতে প্রথমে তিন খান জাহাজ পাঠাইয়া দিলেন এবং আপনারা তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। পোভস কতিপয় দিবসের পরে এতদ্বারা হইয়া এই সম্বাদ দিল ইজিটোনগরের সমৃদ্ধিমন্তরা যে সকল কথা প্রবণ করা গিয়াছে, সে সমুদায় অলীক এই সমাচার প্রবণ করিয়া অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইল। কিন্তু আলসিবাইডিস এবং ল্যামেকস ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তাঁহারা বরাবর চলিলেন। ইজিটোর সহায়তা করাই যে, তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এরূপ নহে, সিসিলির অন্তঃপাতী অন্য অন্য নগর গ্রহণের এবং সিরাকিউজ আক্রমণের একান্ত অভিলাষ ছিল। সিসিলির অন্তঃপাতী কতিপয় নগর গৃহীত হইল। শেষে সমুদায় জাহাজ সিরাকিউজনগরের পুরোভাগে উপনীত হইল। এই সময়ে আলসিবাইডিসকে লইতে এখেন্দনগর হইতে এক জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে লইয়া লাইতে আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল আপনার বিপক্ষগণ আপনার নামে অভিযোগ করিয়াছে, আপনাকে এখেন্দে উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। আলসিবাইডিস শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। আপনার জাহাজে আরোহণ করিয়া চলিলেন। এখেন্দে প্রেরিত জাহাজ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। জাহাজ থিউরিয়াইনগরে পৌঁছিবামাত্র তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গিলপনিসসে গমন করিলেন। এখিনিয়েরা এই সমাচার

প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা এবং তাঁহাকে বিস্তর অ-
ভিসম্পাত করিল; আর, তাঁহার যাবতীয় বিভব রাজ্যকোষ পর্য্য-
ন্ত হইল। আল্‌সিবাইডিস যাবৎ রণস্থলে ছিলেন, সেনাগণ
তাবৎ প্রভূত উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। তিনি রণস্থল
পরিত্যাগ করিলে সকলেই মন্দোৎসাহ ও যুদ্ধ ব্যাপারে স্বেচ্ছা-
ব্রত হইল। অতিমন্দভাবে রণক্রিয়া চলিতে লাগিল। সিরাকিউজের
লোকদিগের মনে প্রথমে যে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অবি-
লম্বে দূরগত হইল। ফলতঃ এথিনিয়েরা আল্‌সিবাইডিসের প্র-
তি তাদৃশ দুর্ব্যবহার না করিলে তিনি সিসিলি উপদ্বীপে এত-
দূর নামানুরূপ গৌরব রক্ষা করিতেন সম্ভব নাই। কিন্তু তাঁ-
হার প্রতি তাদৃশ দুর্ব্যবহার প্রযুক্ত হওয়াতে এথেন্সনগরের ব-
হেতু অনিষ্ট হইল। যাহা হউক, এথিনিয়েরা কিয়ৎকাল ইতস্ত-
তঃ যুদ্ধ করিয়া শীত প্রারম্ভে সিরাকিউজ অবরোধ করিতে গে-
ল। ঐ নগরেরই এক ব্যক্তি স্বনগরদ্রোহী হইয়া উহাদিগের
পথ প্রদর্শক হইল। উহার সিরাকিউজনগরের দক্ষিণ পশ্চি-
মাংশে ওলিম্পিয়ম নামে এক উৎকৃষ্ট স্থানে অবতীর্ণ হইয়া ত-
থায় শিবির সম্মিবেশ করিল। সিরাকিউজনগরের লোকেরা যুদ্ধা-
র্থী হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মু-
খীন হইলে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সিরাকিউজের অস্বারোহ
সৈন্যগণ রণস্থলে বিপুল পরাক্রম প্রকাশ ও সমর নৈপুণ্য প্রদ-
র্শন না করিলে তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে সমরশায়ী হইতে হইত স-
ম্ভব নাই। যাহা হউক, শীত কাল বলিয়া এথিনিয়েরা যুদ্ধের
অন্য চেষ্টা না করিয়া ক্যাটেনানগরে প্রস্থান করিল। ঐ নগরের
সহিত উহাদিগের পূর্বে মিত্রতা হইয়াছিল।

সিরাকিউজনগরে তৎকাল পর্য্যন্ত হর্মোজ্রেটিসের সন্নিবেশ
প্রাচুর্য্যাব ছিল। সকল লোকই তাঁহার বশ্য ছিল। তিনি নগরবা-
সীদিগকে সুশিক্ষিত করিতে ও সাধ্যানুসারে উৎসাহ দিতে লা-
গিলেন এবং সাহায্য প্রার্থনায় করিছে ও স্পার্টানগরে দূত প্রে-
রণ করিলেন। নগরের আত্মতন বৃদ্ধি হইলে বিপক্ষগণ অনায়াসে
নগর অবরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই বিবেচনা করিয়া

সিরাকিউজবাসীরা নগরের সীমা বৃদ্ধি করিয়া পারিখাথনন ও থ্রা-
গীরাদি নির্মাণরূপ নগর রক্ষার উপায়িক বিবিধ অনুষ্ঠান করিল,
এবং প্রতিবেশী নগরবাসীদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধনে জাতিশয় ব-
হুবান্ হইল । এথিনিয়েরাও সাহায্যার্থী হইয়া সিসিলির নানা-
নগরে, কার্থেজে এবং টর্হেনিদ্দিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিল ।
সিসিলি উপদ্বীপে গ্রীসদেশীয়দিগের যত নগর নিবেশিত ছিল,
তত্রত্য লোকেরা সিরাকিউজের সাহায্যদানে সমধিক সমতুল্য
হয় নাই । যে স্থান হইতে সাহায্য প্রাপ্তির অধিকতর সম্ভাবনা
ছিল না, সেই স্থান হইতেই সিরাকিউজনগরীয়দিগের সাহায্য
প্রাপ্তি হইল । সিরাকিউজনগরীয় দূতগণ প্রথমে করিন্থে গমন
করে । করিন্থিয়েরা ক্ষুণ্ণচিত্তে উহাদিগের সাহায্যদান অঙ্গীকার
করিল । অনন্তর, উহারা তত্রত্য কতিপয় ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে
করিয়া স্পার্টানগরে গমন করিল । দূতগণ যৎকালে স্পার্টানগরে
উপস্থিত হয়, তৎকালে আলসিবাইডিস সেই স্থানে ছিলেন ।
স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিল । তিনি তাহা-
দিগকে অবিলম্বে সিরাকিউজে সৈন্য প্রেরণের পরামর্শ দিলেন ।
তাঁহারা গিলিপসকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া কতগুলি
সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া সিরাকিউজে পাঠাইয়া দিল । গিলি-
পস যুদ্ধ কার্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন ।

খ. পূ. ৪১৪ অব্দের বসন্তকালে এথিনিয়েরা পুনরায় সিরাকিউজ অবরোধ করিবার উপক্রম করিল । এই উপলক্ষে প্রথমে এপিপলিয়ার্মে এক উন্নত প্রদেশে যুদ্ধ হইল । সিরাকিউজনগরীয়েরা পরাজিত হইল । এথিনিয়েরা অতঃপর অগ্রসর হইয়া নগরের অতিনিকটে গেল এবং নগরের লোকদিগের ব-
হির্গমন পথ রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে নগরের চতুর্দিকে পারিখা-
থনন এবং প্রাচীরনির্মাণ আরম্ভ করিল । এই প্রসঙ্গে বহু বার
যুদ্ধ হইল । প্রতিযুদ্ধেই সিরাকিউজনগরীয়েরা পরাস্ত হইল ।
কিন্তু উহার অন্যতম সংগ্রামে ল্যামেকস নিহত হইলেন । তাহা-
তে সিরাকিউজনগরীয়েরা কিঞ্চিৎ উৎসাহান্বিত হইল । যাহা
হউক, এই সময়ে এথিনিয়দিগের সমুদায় জাহাজ সিরাকিউজের

পোতাশ্রয়ে (১) অবস্থিত হইল। সিরাকিউজনগরীয় বাবতীর সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে নগর সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইল। উদ্দেশ্যে নগরের লোকেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া সন্ধি করিবার নিমিত্ত নিস্তান্ত ব্যগ্র হইল এবং উহারা যে হস্তক্ষেপগুলির পরামর্শে এত দিন চলিয়াছিল, সেই স্বদেশাভ্যুত্থান সংপরামর্শী ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিল। পক্ষান্তরে, সিসিলির অন্তঃপাতী বহুতর নগর এবং টেহেনিয়দিগের মধ্যে অনেকে এথিনিয়দিগের সহিত সংযুক্ত হইল। এই সকল অল্পকূল ঘটনা হওয়াতে এথিনিয়দিগের হৃদয়ে জয়াশা জন্মিল। সিসিলি উপদ্বীপে যখন এই সকল ব্যাপার উপস্থিত, গিলিপস সেই সময় সিসিলির উত্তর উপকূলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনমাত্রই ডোরিয়জাতির উপনিবেশিত বাবতীয় নগরবাসীরা উৎসাহসম্বিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সিরাকিউজনগরীয়েরা তাঁহার আগমন সমাচার শ্রোত্ব হইয়া পরম পুলকিত হইল এবং পূর্বে যে সন্ধি করিবার চিন্তা করিতেছিল, সে চিন্তা অন্তর হইতে দূরীভূত করিল। গিলিপস এপিপলি নামক উন্নতপ্রদেশে উপনীত হইলেন এবং সিরাকিউজনগরবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া এথিনিয়দিগের প্রারম্ভ পত্নিসমাপ্তপ্রায় প্রাচীর আক্রমণ করিলেন।

গিলিপস সিসিলি উপদ্বীপে উপস্থিত হইলে এথিনিয়দিগের জয়াশা দূরে গেল। এথিনিয়েরা প্রারম্ভ প্রাচীর সমাপন করিতে অসমর্থ হইল, এবং উহারা যুদ্ধোপযোগী যে যে জব্যসামগ্রী সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহাতে বঞ্চিত হইল। উহারা শেষে এই অবধারণ করিল যে, স্থলে যুদ্ধ করিয়া আর অভীপ্সিত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ওদিকে গিলিপস নগর রক্ষার উপায়িক অল্পাধানে এবং সেনাগণের শিক্ষাদানে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি ঐ বিষয়ে বিলম্ব কৃতকার্য হইলেন, এবং এথিনিয়দিগের সহিত কয়েকবার যে সামান্যরূপ যুদ্ধ হয়, তাহাতেও

(১) জাহাজাদি যে স্থানে অবস্থান করে, তাহা পোতাশ্রয় শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে। পোতাশ্রয় জাহাজাদি; আশ্রয় শব্দে থাকিবার স্থান। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে হার্বার কহে।

জয় লাভ করিলেন। তদনন্তর প্রোৎসাহিত হইয়া সিসিলির
লোকেরা সিরাকিউজের পক্ষ অবলম্বন করিল। ম্যাক্সস ও ক্যা-
টেনা এই উভয় নগর তির্যক্ অর্থাৎ অন্য কোন নগর এখিনিয়দি-
গের পক্ষে ছিল না। এই সময়ে সিরাকিউজের সাহায্যার্থ গ্রীস-
দেশ হইতে বহুতর সৈন্য সমাগত হইল। আরো অধিকতর সৈ-
ন্যের আগমন সম্ভাবনা ছিল। এদিকে নিসিয়াসের বিষয় বিপদ
উপস্থিত হইল। সিরাকিউজনগর অবরোধ করা দূরে গেল। ডি-
নি স্বয়ংই সৈন্য অবরুদ্ধ হইলেন। অতএব তিনি এথেন্সনগরে
এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিলেন, তাঁহার শরীর অস্থির হই-
য়াছে, এখিনিয়েরা তাঁহাকে বিদায় দেন এবং সিসিলি উপদ্বী-
পে সমুদ্র সৈন্য প্রেরণ করেন। এখিনিয়েরা তাঁহার সমর হইতে
অবসর প্রাপ্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু ডিমসিনিস ও
ইয়ুরিনিডন উভয়কে সেনাপতি করিয়া তাঁহাদিগের সমভিবা-
হারে কতগুলি সৈন্য দিয়া সিসিলিতে পাঠাইয়া দিল। সিসিলি
উপদ্বীপে এখিনিয় সৈন্য প্রেরণ সমাচার শ্রবণ করিয়া স্পার্টান-
গরীয়েরা আটিকা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। পূর্বে সন্ধি এ-
ক প্রতিবন্ধক ছিল। স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধিভঙ্গভয়ে কয়েক বৎ-
সর আটিকা আক্রমণ করিতে ব্যর্থ নাই। কিন্তু এখিনিয়েরা খৃ. পূ.
৪১৪ অব্দে আর্গাসবাসীদিগের সাহায্যার্থ গমন করিয়া একো-
নিয়ার অন্তঃপাতী কতিপয় নগর বিলুপ্ত করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে।
অতএব স্পার্টানগরীয়দিগের আর একুপ শঙ্ক ছিল না যে, সন্ধি
ভঙ্গ জন্য দোষভাগী হইতে হইবে। উহার নিঃশঙ্ক হইয়া খৃ.
পূ. ৪১৩ অব্দে আটিকা আক্রমণ করিতে গেল। এজিস প্রধান
সেনাপতি হইলেন। এজিস আল্ফিবাইডিসের পরামর্শানুসারে
আটিকার অন্তঃপাতী কতিপয় প্রদেশ উৎসাদিত করিয়া ডিসি-
লিয়ায় অবস্থান করিলেন। এই স্থান হইতে বিপক্ষপক্ষের সন্ম-
ক্ষেত্র বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি এখিনিয়দিগের
কষ্টদায়ক শত্রু হইয়া উঠিলেন। এখিনিয়দিগের যুগপৎ উভয়
হানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাদিগের ব্যয় বৃদ্ধি হইল; কিন্তু আর
কমিয়া গেল। রণস্থলে উহাদিগের যত চরবস্তা ঘটিতে লাগিল,

ততই উহাদিগের গৃহ বিবাদ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অন্য কথা কি, রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হয় একরূপ আকার হইয়া উঠিল।

এখিনিয়েরা নিসিয়াসের সাহায্যার্থে যে সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, সেই সৈন্য মিসিলি উপদ্বীপে উক্তীর্ণ হইবার পূর্বে গিলিপস ও হর্কোকেটস উভয়ে সিরাকিউজনগরীয়দিগের মত করিয়া নিসিয়াসের সহিত নৌসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সিরাকিউজের পোতা-প্রায়ের আবেশ মুখে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সংগ্রামে এখিনিয়েরা জয়ী হইল। মিসিলির উপকূলে এখিনিয়দিগের একটী আবাসস্থল ছিল। সংগ্রামে জয় লাভের পর এখিনিয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, গিলিপসের সেনাগণ তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে। তদদর্শনে এখিনিয়েরা অতিশয় বিষয় হইল এবং সিরাকিউজনগরীয়েরা উৎসাহ সম্বিত হইয়া উহাদিগের নানাবিধ অপকার করিতে আরম্ভ করিল। এখিনিয়েরা আহাৰসামগ্রী বিরহে দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিল। সিরাকিউজনগরীয়েরা দ্বিতীয়বার নৌসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সংগ্রাম কতিপয় দিবস স্থায়ী হয়। শেষে এখিনিয়েরা পরাস্ত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। নৌসংগ্রামে চতুর্থ বার এখিনিয়দিগের যে কীর্তি ছিল, এই যুদ্ধে পরাভব হওয়াতে সে কীর্তি লোপ পাইল। এই সঙ্কট সময়ে ডিমস্থিনিস এবং ইয়ুরিমিডন উভয়ে প্রভুততর সৈন্য সমতিবাহারে মিসিলিতে উপস্থিত হইলেন। তদদর্শনে নিসিয়াসের সমতিবাহারী এখিনিয়দিগের বিগ্ৰহপ্রায় আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইল এবং বিপক্ষগণ অতিশয় ভীত হইল। ডিমস্থিনিস এপিপলির উদ্ধারার্থে অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। তিনি এক দিন রাত্রি কালে ইঠাৎ বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমে বিপক্ষগণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন। শেষে নানা অনশুকুল ঘটনা হওয়াতে তাঁহার সেনাগণ রণে তল দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন আরম্ভ করিল। অধিকাংশ লোকই অন্ধকারে খণ্ড খণ্ডীকৃত হইল। অবশিষ্ট সেনাগণ পলাইয়া শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে এখিনিয় সেনাপতিগণ অতিশয় ভয়ানক হইলেন।

বিশেষতঃ এই সময়ে সেনাগণের পীড়া হইতে আরম্ভ হয়, তা-
হাতে সেনাপতিগণ নিত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। ডিমস্থিনিস
সিঙ্গিলি প্রতিভাগের প্রস্তাব করিলেন। নিসিয়াসেরও তদ্বিষয়ে
মত ছিল; কিন্তু তিনি তাবিতে লাগিলেন এখন পলায়ন করা স-
হজ নহে, বিপক্ষগণ জানিতে পারিলে উপপাত করিতে ক্রটি ক-
রিবে না, পশ্চিমধ্যে অভ্যন্ত আপদে পড়িতে হইবে। যাহা হউক,
তিনি ডিমস্থিনিসের মতে মত দিলেন। শেষে এই স্থির হইল শ-
ক্রা জানিতে না পারে, একপ করিয়া পলায়ন করা উচিত। কিন্তু
তৎকালে চক্র গ্রহণ হওয়াতে উপবন্ধবিমোহিত এথিনিয়দিগের
সংকল্পিতসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল। ওদিকে সিরাকিউজনগরীয়েরা
উহাদিগের পলায়ন চেষ্টা জানিতে পারিয়া ছিফাস্তর খান সাং-
গ্রামিক জাহাজ লইয়া সমুদ্র আক্রমণ করিতে গেল। এথিনিয়-
রাও শত্রুসম্মুখীন হইল। উহাদিগের সাতাশী খান জাহাজ
যুদ্ধে আবৃত্ত হইল। ঘোরতর সংগ্রামের পর এথিনিয়েরা সম্পূর্ণ-
রূপে পরাজিত হইয়া রণস্থল হইলে প্রস্থান করিল। ইয়ুরিমিডন
সমর শযায় শয়ন করিলেন। যে সকল জাহাজ রণস্থল হইতে
প্রস্থান করিয়াছিল, গিলিপস তৎসমুদায় আক্রমণ করিলেন। কি-
ন্তু পোত সৈনিকগণ অসীমসাহস প্রদর্শন করাতে তৎপ্রাণে অ-
সমর্থ হইলেন। এথিনিয়দিগের বিস্তর ক্ষতি হইল। সিরাকিউজ-
নগরীয়েরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া অত্যন্ত উৎসাহাধিত হইল।

সিরাকিউজনগরীয়েরা পুনরায় নৌসংগ্রামের উদ্বেগ করি-
ল। এথিনিয়েরাও যুদ্ধ সজ্জা করিল। সমুদায়ে এক শত দশ খান
জাহাজ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। নিসিয়াস কন্ডলি সৈন্য লইয়া
সমুদ্রের উপকূলে বাহ রচনা করিলেন। ওদিকে নৌসংগ্রাম আ-
রম্ভ হইল। উভয় পক্ষই কিয়ৎকাল উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করি-
ল। এথিনিয়েরা রণভূমি সহিষ্ণু না হইয়া শেষে উপকূলাভিমুখে
প্রস্থান করিল। তীরস্থ সৈন্যগণের বাহ ভঙ্গ হইয়া গেল। বিয়ম
গোলযোগ উপস্থিত হইল। অধিকাংশ লোক ভয়ে বিহ্বল হই-
য়া উল্কাধাসে পলায়ন করিল। এথিনিয়দিগের প্রায় অর্ধেক জা-
হাজ বিনাশিত হইল। তৎকালে উহাদিগের পলায়ন চিন্তা ভিন্ন

অন্য কোন চিন্তা ছিল না। আর সমুদায় বিষয় উপেক্ষিত হইল। শেষে উহার এই পরামর্শ করিল, আর জাহাজে প্রেরণন নাই, স্থলে কোন নির্দিষ্ট ও নিরাপত্ত স্থান আশ্রয় করিয়া প্রাণ রক্ষা করা কর্তব্য। এই পরামর্শ স্থির হইলে সমুদায় জাহাজ পরিত্যক্ত হইল। উহার স্থলপথ ধরিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। সিরাকিউজ নগরীয়েরা উহাদিগের পলায়ন পরামর্শ জানিতে পারিয়া সমুদায় পথ রুদ্ধ করিল। এখিনিয়েরা যখন পলায়ন আরম্ভ করে, তৎকালে তাহাদিগের চল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল। পীড়িত, আহত ও মূর্খ ব্যক্তিরা পশ্চাত্তানে পড়িয়া রহিল। নিসিয়াস অগ্রসর সৈন্যদলের এবং ডিমস্থিনিজ পৃষ্ঠচর সেনাগণের অধিনায়কতা করিতে লাগিলেন। সিরাকিউজ নগরীয়েরা পশ্চিমদ্যে অভিপন্ন উৎপাত আরম্ভ করিল। কতিপয় দিবসের পর এখিনিয়দিগকে অগত্যা যুদ্ধে প্ররম্ব হইতে হইল। অতিসঙ্কীর্ণ এক স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ডিমস্থিনিজ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী ছয় হাজার সৈন্যের সহিত এই যুদ্ধ হয়। নিসিয়াস তৎকালে অগ্রসর সৈন্য সমভিব্যাহারে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। ডিমস্থিনিজ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ ক্রিয়ৎক্ষণ সাহস পুরঃসর যুদ্ধ করিল। সিরাকিউজ নগরীয়েরা উহাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল যদি তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের অধীনতা স্বীকার কর আমরা প্রীতিভা করিতেছি, তোমাদিগের এক প্রাণীরও প্রাণ হিংসা করিব না। ডিমস্থিনিজ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন।

পিলিপস পর দিন অতিক্রান্তপক্ষে নিসিয়াসের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ডিমস্থিনিজের অধীনতা স্বীকারের সংবাদ দিলেন এবং তাঁহারে অধীনতা স্বীকার করিতে কহিলেন। তিনি ডিমস্থিনিজের অধীনতা স্বীকারের কথায় বিশ্বাস না করিয়া পিলিপসের কৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। সসৈন্যে বরাবর যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বহুতর কষ্টভোগ করিতে হইল, কষ্ট নিভান্ত অসহ্য হ-

ইয়া উঠিলে শেষে তিনি অগত্যা অধীনতা স্বীকার করিলেন। এখিনিয়দিগের সৈন্যগণ তৎকালে অতিশয় ক্রিয়াগিয়াছিল। সমুদায়ে সাত হাজার লোক বন্দীকৃত হইল। সিরাকিউজনগরী-
য়েরা বন্দীগণের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, তা-
হুমে মাহুমের প্রতি সেরূপ কৃপা ব্যবহার করেন। উহারা
বন্দীগণকে অতি কদর্যা স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিল এবং আত্মার
খাদ্য সামগ্রী দিতে লাগিল, তদ্বারা ক্ষুধা নিরুত্তি না হইয়া উ-
হাদিগের ক্রেশেরই অধিকতর বৃদ্ধি হইল। বন্দীগণ সমস্ত দিন এই
অবস্থায় ছিল। অধিকাংশ লোকই সেই ভয়ঙ্কর কারাগৃহে প্রা-
ণত্যাগ করিল। বাহারা জীবিত ছিল, তাহারা বহিরানীত হইয়া
দাস বলিয়া বিক্রীত হইল। কেবল এখিনিয়েরা এবং ইটালি ও সি-
সিলিবাসী ঐকেরা দাস বলিয়া বিক্রীত হইয়া নাই। গিলিপস, নি-
সিয়াস ও ডিমস্থিনিসের প্রাণ রক্ষা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছি-
লেন; কিন্তু তিনি অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। তাহারা
উভয়েই নিহত হইলেন। এখিনিয়েরা সিসিলি উপদ্বীপে যে যুদ্ধ
আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার এইরূপ বিষম পরিণাম হইল। সিরাকিউজ
আক্রমণ করিতে গিয়া উহাদিগকে যে প্রকার ক্ষতি ও
অপমান প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল, বোধ হয়, কোন যুদ্ধে কোন
কালে উহাদিগের তাদৃশী ক্ষতি ও তাদৃশ অপমান হয় নাই।

সিরাকিউজনগরে এখিনিয়দিগের যে পরাজয় হয়, এই পরা-
জয়ই উহাদিগের কালস্বরূপ হইল। ইহার পর অবধি উহাদি-
গের দশা বিপর্যয় হইতে আরম্ভ হইল। দিন দিন মহত্ব হানি
হইতে লাগিল। পরাজয় সম্বাদ এথেন্সনগরে পৌঁছিত হইলে অস-
ম্ভাবিত বোধে প্রথমে কেহই বিশ্বাস করে নাই। পরে যখন সত্য
বলিয়া শুকলের প্রতিষ্ঠা জন্মিল, তখন প্রজাপন একবারে বিষাদ
নাগরে মগ্ন হইল এবং যে সকল ব্যক্তি উদ্বেগী হইয়া সিসিলি
উপদ্বীপে সৈন্য প্রেরণের প্রবৃত্তি বিধান করিয়াছিল, তাহাদিগের
উপরে অতিশয় রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। বাহা হউক, উ-
হাদিগের বিষয়তাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। উৎসাহ পুনরুদ্ধা-
পত হইয়া উঠিল। উহারা পুনরায় যুদ্ধ করবার প্রতিজ্ঞা করি-

লন্ডন স্পার্টানগরীয়েরা ঐ সময়ে মরণহুলো-কিছুল পরাজয় প্রকাশ করিলে একবারেই যুদ্ধ শেষ হইয়া-বাহিত । কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা তাহা করে নাই, তাহাতে যুদ্ধ আরো নয় বৎসর কাল ব্যাপিত হয় । স্পার্টানগরীয়েরা ঐ নয় বৎসরের মধ্যে আটকান অস্ত্রপাতী ডিসিলিয়া পরিত্যাগ করে নাই । পূর্বে স্পার্টানগরীদিগের নৌসংগ্রামে সমধিক হৈনপূণ্য ছিল না । উহারা যে সময়ে সিসিলি উপদ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করে, তদবধি উহাদিগের ঐ বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞিরদ্ধি হয় । অতএব উহারা আটকার যুদ্ধে তাদৃশ অজুরাগবান না হইয়া অসিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী যুদ্ধে এবং সাগরসংগ্রামে সবিশেষ অজুরাগী হয় । সিরাকিউস নগরে এথিনিয়দিগের যাবৎ বিপদ ঘটনা না হইয়াছিল, তাবৎ উহাদিগের মিত্রগণ অজুরাগতা পরিত্যাগ করে নাই । কিন্তু বিপদ ঘটনার পর উহারা এথিনিয়দিগকে প্রতাপ ও পৌরুষহীম বিবেচনা করিয়া বিদ্রোহে প্ররম্ব হইল । স্পার্টার অধিপতি এজিসে সহিত বিদ্রোহবিষয়ক কথাবার্তা আরম্ভ হইল । ইয়ুব্রিয়া ও লেসব দের লোকেরাই অগ্রে বিদ্রোহ আরম্ভ করিল । এদিকে, অসিয়া মাইনরে ও হেলিস্পন্টে এথিনিয়দিগের যে অধিকার ছিল, পারসীকশাসনকর্তারা তাহা গ্রহণ করিবার একান্ত মানস ও যত্ন করিল এবং স্পার্টানগরীদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে তথায় দূত প্রেরণ করিল । স্পার্টানগরীয়েরা ও সাহায্যদানে সম্মত ও উদ্যত হইল । কিন্তু তৎকালে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতে উহারা পারসীকদিগের প্রার্থিত সাহায্যদানে সমর্থ হইল না । বাহা হউক, শেষে খৃ. পূ. ৪১২ অব্দে আলসি-বাইডিস স্বয়ং যত্নবান হইয়া পাঁচ খানি জাহাজ লইয়া কাইরসে গমন করিলেন । কালসিডিউস সেনাপতি হইয়া গেলেন । তাঁহারা কাইরসে উপনীত হইয়া উদ্যত লোকদিগের প্ররম্বিত লঙ্ঘনক্রিয়া এথেন্সের মিত্রতা পরিত্যাগ করাইলেন । ইরিথ ও ক্রেজোনি এই উভয় স্থানের লোকেরা কাইরসবাসীদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল । এথিনিয়েরা ঐ সময়ে সৈন্যপূর্ণ দুই দল জাহাজ পাঠাইয়া দিল । সৈন্যগণ স্পার্টানগরীদিগের পক্ষাৎ খাবমান

হইল এবং স্পার্টানগরীয়েরা তাহাতে গ্রিনিয় মিত্রগণের বিরোধ প্রবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহবর্জন করিতে না পারে, সেই চেষ্টা করিতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আলসিরাইডিসের চতুরতায় তাহাদের কার্য হইতে পারিল না। ঐ সময়ে পারস্যরাজের সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের সন্ধি হয়। তৎকালকৃত সন্ধির নিয়মাবলীমতে আলসিরাইডিসের ঐশিওদেশীয়দিগের নিবেশিত বাবতীয়া নগর পারস্যরাজের হস্তে সমর্পিত হইল।

কাইয়সবানীরা মৌসংগ্রামে এথিনিয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইয়াছিল, তাহারা অন্যান্য নগরবাসীদিগের বিরোধ প্রবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহবর্জন করিতে চেষ্টা করিতে নাহি। তাহাদিগের প্রবর্তনবাক্যে অনেকে এথেন্সের অধীনতা পরিভ্রমণ করিয়া বিরোধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ঐ এথেন্সে ক্রমে ক্রমে এথিনিয়দিগের বহুতর সৈন্য সংগৃহীত হওয়াতে তাহারা রণস্থলে বিরোধীদিগের অনেককেই পরাভব করিল। তাহারা পরাজিত হইয়া পুনরায় এথেন্সের অধীনতা স্বীকার করিল। স্পার্টানগরীয় পোতসম্রদায়ের অধ্যক্ষ ক্যালসিডিউস মাইলিটসের নিকটে নিহত হইলেন। কাইয়স উপদ্বীপ উৎসাদিত হইল। তৎকালে লোকেরা কতিপয় সংগ্রামে পরাজিত হইল। এথিনিয়েরা খৃ. পূ. ৪১২ অব্দের গ্রীষ্ম কালের শেষে ফ্রাইনিকস ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে আর এক দল জাহাজ পাঠাইয়া দেয়। তাঁহারা সেখানে উত্তীর্ণ হইয়াই মাইলিটস আক্রমণ করিতে গেলেন। তৎপক্ষে বৃহৎ উপস্থিত হইল। পারস্যীক শাসনকর্ত্তা টিসাকর্নিস এবং আলসিরাইডিস উভয়ে রণস্থলে উপস্থিত থাকিয়া অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। কোন পক্ষই পরাজয় হইল না। ঐ সময়ে মিরাকিউজ হইতে হঠাৎ একদল জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। এথিনিয় পোতসেনাপতি ফ্রাইনিকস তৎক্ষণে সৈন্যে আশ্রয় করিলেন। তৎকালে সে স্থান হইতে তাঁহার সৈন্যসমূহ ক্রমে অবিবেচকের কর্ত্তব্য হয় না। কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী আর্গসবাসীরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল। মাইলিটস স্পার্টানগরীয়দিগের

হইতেই রহিল। উদ্ভিন্ন অন্য অন্য কতগুলি ক্ষমতাও উৎসাহিত হইল। তাহাতে এথিনিয়দিগের মহিমার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইল। কিন্তু গ্রীসদেশের মধ্যে এথিনিয়দিগের নৌসংগ্রামে যে সর্বপ্রাধান্য ছিল, তাহা মিলোপিত হয় নাই। স্পার্টানগরীর পারসীক সেনাপতি টিসাকর্নিসের সহিত সংব্যবহার করে নাই, তাহাতে তিনি বিরক্ত হন। আলসিবাইডিসের উপরেও স্পার্টানগরীয়দিগের পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তাহার প্রতি স্পার্টারাজ এজিসের বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে। এই হেতু আলসিবাইডিস টিসাকর্নিসকে এই পরামর্শ দিলেন, স্পার্টানগরীয়দিগকে সাহায্যদান করিবার প্রয়োজন নাই। স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের লোক পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হীনবল হইলে আপনকারই লাভ। টিসাকর্নিস আলসিবাইডিসের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সাহায্যদানে বিমুখ হইলেন। তাহাতে স্পার্টানগরীয়দিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

এথেন্সনগরের হিতচেষ্টা এবং স্বার্থসাধন এই উভয় আলসিবাইডিসের যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, পারসীকদিগের উপকার করা সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। এথেন্সনগর যে, একবারে উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহার এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তিনি কেবল এথিনিয়দিগকে শিখাইবার জন্য স্বপক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক বিপক্ষ পক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এথিনিয়েরা যত্ন করিলে তিনি এথেন্সে ফিরিয়া যান, তাহার এরূপ ইচ্ছা ছিল। সেমস উপদ্বীপে এথেন্সনগরীয় যে সকল ব্যক্তি ছিল, তাহাদিগের নিকটে তিনি এই অতিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এথিনিয়েরা তৎকাল প্রচলিত রাজ্যতন্ত্র রহিত করিয়া যদি অভিজাততন্ত্র স্থাপন করে তাহা হইলে তিনি এথেন্সনগরে বাইতে পারেন, এবং পারসীক সেনাপতি টিসাকর্নিসকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারেন। সেমসবাসী এথিনিয়েরা বিশেষতঃ প্রধান ব্যক্তির আগ্রহ পূরণের ঐ অন্তর প্রকাশ করিল। ফাইনিকস কেবল অমত প্রকাশ করিলেন, এবং আলসিবাইডিসের সংকল্পিত বিষয় যাহাতে সূক্ষ্ম না হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকৃত চেষ্টা বিফল হইল। পিসাতর

আলসিবাইডিসের কতিপয় বিষয় জ্ঞাসিত করিয়া অমনিবার চে-
 টাঙ্গ এথেসনগরে গমন করিলেন এবং টিনাকর্মিস এথিনিয়সদিগের
 পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এথেসনগরীয় প্রজাগণ পিসাগুরের নি-
 কটে আলসিবাইডিসের কৃত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিপ্লব
 হইয়া উঠিল, এবং ঐ প্রস্তাব কোনরূপে গ্রাহ্য না হয় আদ্যপক্ষে
 সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। পিসাগুর তাহাতে উত্তেজিত হই-
 য়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আতান্তিক যন্ত্র পাইতে লাগিলেন।
 শেষে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এথেসনগরীয়েরা দুত প্রে-
 রণের অনুমতি করিল। পিসাগুর স্বয়ং এবং অন্য দশ ব্যক্তি
 দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আলসিবাইডিস এবং টিনাকর্-
 মিসের নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা জাহাজ হইতে অবতীর্ণ
 হইয়াই কস উপদ্বীপে সকলকে একত্র করিয়া গুরুোন্নিখিত বিষ-
 যের কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আলসিবাইডিস কতি-
 পয় বিষয়ে অসঙ্গত প্রার্থনা করাতে এথেসনগরীয় দুতগণ বিরক্ত
 হইয়া সেমসে চলিয়া গেলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা হই-
 ল না। যাহা হউক, এথেসনগরে অনেকের আলসিবাইডিসের
 পক্ষ ছিল। তাহারা যত্নবান হইয়া খ্র.পূ. ৪১১ অব্দের প্রারম্ভে
 এথেসনগরে অভিজাততন্ত্র স্থাপন করিল। এথেসের সহিত যে
 যে রাজ্যের মিত্রতা ছিল, তাহার অধিকাংশ স্থলেই ক্রমে ক্রমে
 ঐরূপ রাজ্যতন্ত্র স্থাপিত হইল। যে সকল ব্যক্তি উল্লেখ্যগী হই-
 রা এথেসনগরে অভিজাততন্ত্র স্থাপন করে, পিসাগুর তাহাদি-
 গের মধ্যে প্রধান। তিনি প্রজাগণকে এই পরামর্শ দিলেন যে
 তাহারা দশ ব্যক্তির উপরে সূতন ব্যবস্থা সঞ্চালন করিবার ভার
 ন্যায়ণ করে। প্রজাগণ তাঁহার পরামর্শানুসারে দশ ব্যক্তিকে ব্য-
 বস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করিল এবং তাহাদিগের হস্তে অসী-
 ম ক্ষমতা প্রদান করিল। এথেসনগরের পূর্ব্বতন রাজ্যতন্ত্র যেমন
 পরিবর্তিত হইল, সেইরূপে অমনি কতিপয় বিষয়ের পরিবর্ত হ-
 ইয়া গেল। পূর্ব্বক এথেসনগরীয় প্রজামাচকরই বিষয় বিশেষে তু-
 ল্য ক্ষমতা ও তুল্যাধিকার ছিল। এক্ষণে কেবল পাঁচ হাজার ব্য-
 ক্তির সেই ক্ষমতা ও অধিকার রহিল। তদ্ব্যতিরিক্ত আর সমুদায়

ব্যক্তি জাহা হইতে বহিষ্ঠ হইল । অতিজাতন্ত্র স্বাপরিভাষা ব-
মোনীত করিয়া চারি সত ব্যক্তির এক সভা করিল এবং সেই স-
ভার হস্তে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিল । পিসা ওরু অস্টি করি এবং
থেরোমিনিস এই তিন জনই প্রথমতঃ অতিজাতন্ত্র স্বাপনের প্র-
ধান উদ্দেশ্যী ছিলেন । অতিজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে পর তাঁ-
হারা স্পার্টানগরের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইলেন, এবং
সেমস উপদ্বীপে যে থেসসনগর আছে তাহার নূতন রাজ্যতন্ত্রের
বিধিধর্মী হইয়া পাত্রে কোস পোলযোগ উপস্থিত করে, এই আ-
শঙ্কায় তাহাদিগকে প্রবশে আনয়ন করিবার উদ্দেশে কতিপয়
দূত প্রেরণ করিলেন । দূতগণ বহুদ্রোণে গমন করেন সে উদ্দেশ্যে
সিদ্ধ হইল না । থ্রেসিবিউলস প্রভৃতি সেনাপতিগণ এবং সেমস
উপদ্বীপের প্রধানেতর যাবতীয় লোক নূতন রাজ্যতন্ত্রের অত্যন্ত
বিরোধী হইল । তৎকালে অতিজাতন্ত্র পৃথুদস্ত হইল । সেনাগণ
বহন প্রবণ করিল এবং সেমসনগরে অতিজাতন্ত্র অতিশয় অত্যাচার
ও বংশপরোনাস্তি নিষ্ঠুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহারা
ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, এবং সকলে একত্বে হইয়া শপথ
পূর্বক এই অতিজাতন্ত্র করিল, যদি আমাদিগকে এথেন্স পরিত্যাগ
করিতে হয়, তথাপি আমরা এথেন্সনগরে অতিজাতন্ত্র বন্ধন
হইতে মির না ।

সেমস উপদ্বীপে ও এথেন্সে যে সময়ে এইরূপ পোলযোগ উপ-
স্থিত, পিলপনিসসবাবীরা তৎকালে নিশ্চেষ্ট ছিল । উহার রণ-
ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হয় নাই । পিলপনিসসবাবীরা সমরপ্রবৃত্ত হয় নাই
যথার্থ বটে, কিন্তু আবাইডস, ল্যামসেকস, থেসস এবং বাইজান্টি-
য়ম, এই কয় নগরের লোকের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে এথিনিয়দিগের
বহু অনিষ্ট হয় । বিরুদ্ধে ঐ সময়ে ইয়ুবিয় উহাদিগের হস্ত-
পরিভ্রত হইয়া যায় । যাহা হউক, উহাদিগের একদিকে ঘেমন
ক্ষতি হইল, তেমন পক্ষান্তরে উহাদিগের লাভও হইল । থ্রেসি-
বিউলস নামে এথেন্সনগরীয় এক জন সেনাপতি সেমস উপদ্বীপ
সেনাপতির সত করিয়া আবাইডিসকে ভাষা আনাইলেন ।
আবাইডিস সেমস উপদ্বীপ হইয়া বহু কথ্য বাক্য কহি

লেন এবং সেনাপতিগণ কর্তৃক তাহাতে সশস্ত্র বোধ হইল, যখন তাহার অত্যন্ত অস্থিরতা আছে। এক্ষণে সাক্ষিগণ কখন তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াই বসেন না। তাহাতে সেনাপতিগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। অতঃপর, আলসিবাইডিস, থেসিকিউলস, ও থেসিফস এই তিন ব্যক্তি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন।

অভিজাতদল এথেন্সনগরে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশিত করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সেনাপতিগণ অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়াছিল। এই হেতু অভিজাতদল আপনাদিগের নিদ্বেষিতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ঐ সময়ে সেমস উপদ্বীপে সেনাপতিগণের নিকটে কতিপয় দূত প্রেরণ করে। দূতগণ সেমস উপদ্বীপে সেনাপতিগণের কোন কথাই শ্রবণ ও গ্রহণ করিল না। সেনাপতিগণ অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়াছিল। আলসিবাইডিস তাহাদিগকে নিবারণ না করিলে তাহারা তখনই এথেন্সে গিয়া অভিজাতদল রহিত করিয়া আপনাদিগের অধীনস্থ রাজ্যতন্ত্র স্থাপন করিত। আলসিবাইডিস নানা উপায়ে তাহাদিগকে তৎকালে সন্তুষ্ট করিলেন। বাহা হউক, বাহার প্রাধান্য উদ্বোধিত হইয়া এথেন্সনগরে অভিজাতদল স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে অভিজাতদল পরিবর্তিত হইবার আকার হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ থেরামিনিস অভিজাতদলের বিষম বিবেচী হইয়া উঠিলেন। তন্নিমিত্ত এথেন্সনগরীয় অনেক ব্যক্তিই মনে এক্ষণে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে অভিজাতদল স্পার্টানগরের সহিত গোপনে যোগ করিয়া চক্রান্ত করিতেছে। তাহাদিগের এই সন্দেহ নিতান্ত অসঙ্গত নহে। স্পার্টানগরীয় কতিপয় জাহাজ অমতিবিলম্বে আটিকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদনন্তর প্রজাগণ এককালে হতজ্ঞান হইয়া সমুদ্র পোতাশ্রয় করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে তাহাদিগের বাহিন্য প্রায় বিনষ্ট এবং ইয়ুবিয়া শত্রু হস্তে পতিত হয়। ঐ সকল কতি হওয়াতে তাহারা কিয়ৎকাল তপোৎসাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের বিষমভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী

হয় নাই, উহার। অব্যবহিত পরেই এক সভা করিয়া অভিজাত-
তন্ত্র রহিত করিল। অভিজাতমূল যে কিছু ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল সে
সকল রহিত হইয়া গেল। আল্‌সিবাইডিসকে এথেন্সনগরে আ-
নয়ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ দ্রুত প্রেরিত হইল। পিসাগুর
এবং তাঁহার বন্ধুগণ পলায়ন করিয়া ডিসিলিয়ায় স্পার্টানগরী-
য়দিগের শরণাগত হইলেন।

ওদিকে স্পার্টানগরীয় সাংগ্রামিক প্রবহণাধীন মিগুারস টি-
সাকর্নিস হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দীর্ঘ কাল প্রতীক্ষা
করিয়াছিলেন, শেষে তদ্বিষয়ে নিরাশ হইয়া পারসীকশাসন-
কর্ত্তা ফার্নেবেজসকে হস্তগত করিবার আশয়ে হেলিস্পন্টের অ-
ভিমুখে গমন করিলেন। এথিনিয়েরা তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হ-
ইল। সাইনসিমার অতি নিকটে এক যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে এথিনি-
য়েরা জয়ী হইল। যুদ্ধ স্থলে উহাদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়, কিন্তু
যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে উহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া উ-
ঠিল। অনন্তর, আবাইডসের নিকটে দ্বিতীয়বার ঘোরতর নৌ-
সংগ্রাম হয়। আল্‌সিবাইডিস যুদ্ধকালে রণস্থলে উপস্থিত
হওয়াতে এথিনিয়দিগের পুনরায় জয় লাভ হইল। টিসাকর্নিস
ঐ সময়ে হেলিস্পন্টে আগমন করেন। আল্‌সিবাইডিস তাঁহাকে
এথিনিয়দিগের পক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নশীল
হইলেন। টিসাকর্নিস ঐ সুযোগে তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী করিয়া
সার্ডিসে পাঠাইয়া দিলেন। আল্‌সিবাইডিসকে এক মাস কাল কারা
বাস ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি সুযোগ ক্রমে
তথা হইতে পলাইয়া, এথিনিয় সেনাগণ যে স্থানে ছিল, সেই
স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং মিগুারসের সহিত যুদ্ধ করিয়া
সংগ্রাম শেষ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর, তিনি সসজ্জ
হইয়া সাইজিকসে গমন করিলেন। বিপক্ষগণ পূর্বে কিছুই জানিতে
পারে নাই। তিনি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ
করাতে তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সাগরতীরে গিয়া পড়িল।
ঐ স্থানে যুদ্ধ হইল। মিগুারস সমরশায়ী হইলেন। সেনাগণ
পলায়ন করিল। বিপক্ষপক্ষের যাবতীয় জাহাজ এথিনিয়দিগের

হস্তগত হইল। খৃ. পূ. ৪১০ অব্দে এই ঘটনা হয়। এই যুদ্ধে প-
রাজয় হওয়াতে পিলপনিসসবাসীরা অত্যন্ত ভয়ংসাহ হইল।
উহাদিগের পুনরায় যে, সৌভাগ্যের উদয় হইবে, এরূপ আশা
ছিল না। এদিকে এথিনিয়েরা অপ্রতিহতরূপে সর্বত্র জয় লাভ ক-
রিতে লাগিল। হেলিস্পন্টে য়ে যে স্থান উহাদিগের হস্তান্তরিত
হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের উদ্ধার সাধন করিল, এবং আটিকায়
এক্সিস য়ে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতেও জয়ী হইল।
থেসিলসের যত্নেই এই যুদ্ধে জয় লাভ হয়। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়া
বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়ার পশ্চিম উপকূলে যাত্রা
করিলেন। যে সকল সৈন্য মেগটসে ফার্নেবেজসের সহিত সময়ে
ব্যাপ্ত ছিল, তিনি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

খৃ. পূ. ৪০৯ অব্দের প্রারম্ভে আল্‌সিবাইডিস ক্যালসিডন
অবরোধ করিয়া তত্রতা লোকদিগকে অধীনতা স্বীকার করাই-
লেন। বাইজাণ্টিয়ম এথিনিয়দিগের হস্তগত হইল। ফার্নেবে-
জস এই সময়ে উহাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু পারস্যরা-
জ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন নাই। তিনি বরাবরই স্পার্টার
পক্ষ ছিলেন। তিনি আপন পুত্র সাইরসকে সেনাপতি করিয়া
আসিয়ামাইনরে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলি-
য়া দিলেন তুমি সাধ্যানুসারে পিলপনিসসবাসীদিগের সহা-
য়তা করিবে। খৃ. পূ. ৪০৮ অব্দের প্রারম্ভে এই সকল ঘটনা
হয়। আল্‌সিবাইডিস এই সময়ে স্বদেশে প্রতিনিয়ম করিলেন। এ-
থিনিয়েরা তাঁহার বৎপরোনাস্তি সম্মান ও সমাদর করিল। তাঁহা-
র প্রশংসাগান সর্বত্র গীতমান হইতে লাগিল। প্রজাগণ উন্নত
প্রায় হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। তাঁহার বিপক্ষগণ
তাঁহার নামে ষত অভিযোগ করিয়াছিল, তৎসমুদায় দিস্মৃতি মা-
গরে নিমগ্ন হইল। তিনি সকল লোকেরই অতিশয় প্রিয় হইয়া
উঠিলেন। আল্‌সিবাইডিস এইরূপে সর্বত্র সমাদৃত, সম্মানিত ও
প্রশংসিত হইয়া প্রায় ত্রিশ মাস এথেন্সনগরে বাস করিলেন।
তৎপরে, এণ্ড্রুস উপদ্বীপবাসীরা বিদ্রোহে প্ররম্ভ হওয়াতে এথি-
নিয়েরা তাঁহাকে এক শত সাংগ্ৰামিক জাহাজের অধ্যক্ষ করিয়া

ঐ উপদ্বীপে পাঠাইয়া দিল । এথিনিয়দিগের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, আল্‌সিবাইডিস যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহা তেই কৃতকার্য হইবেন । এই নিমিত্ত তাঁহাকে যত্ন করিয়া এণ্ড্রস উপদ্বীপে পাঠাইয়া দেয় । কিন্তু আল্‌সিবাইডিস ঘটনাক্রমে তত্রত্য লোকদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইলেন । তাঁহার বিপক্ষগণ এই সুযোগ পাইয়া পুনরায় তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল । তাহার প্রজাগণের কোপোদ্দীপন করিবার মানসে এই কথা বলিতে লাগিল যে, এণ্ড্রস উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করা আল্‌সিবাইডিসের অভিপ্রেত নহে, তাহা হইলে তিনি কৃতকার্য হইতেন সন্দেহ নাই । আল্‌সিবাইডিসের বিপক্ষগণের এই বাক্যে এথিনিয়দিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিল ।

মিণ্ডারসের মৃত্যুর পর লাইসাগুর পিলপনিসসবাসীদিগের সেনাপতি হন । লাইসাগুর আল্‌সিবাইডিসের সমকক্ষ লোক । আল্‌সিবাইডিস বৎকালে এণ্ড্রসে গমন করেন, লাইসাগুর তৎকালে নক্সুই খান জাহাজ লইয়া সাইরসের আগমন প্রতীক্ষায় ইফিসে ছিলেন । আল্‌সিবাইডিস লাইসাগুরের ক্ষমতা জানিতেন । অতএব তিনি আপন অধিকৃত পুরুষদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার তাঁহার অহুমতি ব্যতিরেকে লাইসাগুরের সহিত যুদ্ধ না করেন । কিন্তু আন্টিয়োকস নামে তাঁহার এক জন অধিকৃত পুরুষ তাঁহার নিষেধ উল্লেখন করিয়া যুদ্ধার্থী হইয়া ইফিসের পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার দুর্বল প্রযুক্ত যুদ্ধ উপস্থিত হইল । লাইসাগুর জয়ী হইলেন । এথেন্স নগরীয় সতর খান জাহাজ বিনষ্ট হইল । আল্‌সিবাইডিস এক ক্ষতি পূরণ করিতে পারিলেন না । তিনি সেমসে ফিরিয়া গেলেন ইফিসে এথিনিয়দিগের পরাজয় হওয়াতে তত্রত্য সেনাগণ এই মনে করিল, আল্‌সিবাইডিসের অনবধানতদোষেই ইফিসে পরাজয় হইয়াছে । এই মনে করিয়া তাহার তাঁহার উপরে অভিশয় কুপিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাত্তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দশ ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত করিল । খৃ. পূ. ৪০ অব্দে এই ঘটনা হয় । আল্‌সিবাইডিস এথিনিয়দিগকে অবাধ

স্থিত বলিয়া জানিডেন। তিনি তাহাদিগের অব্যবহিতচিন্ততার পুনঃ পুনঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি আপনার নিদ্দিষ্টতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্বক কসো-নিসসে গিয়া বাস করিলেন। তিনি আর জীবিতকালের মধ্যে কখন এথেন্সনগরে প্রতিগমন করেন নাই।

আলসিবাইডিসের পরিবর্তে যে যে ব্যক্তি সেনাপতিগণে অভিযুক্ত হয়, কোনন তন্মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি নিজ নিদ্দিষ্ট মৈন্যাগণ লইয়া সেমসে অবস্থিত করিলেন। খৃ. পূ. ৪০৬ অব্দে ক্যালিক্রেটিডাস নামে এক যুবা বীরপুরুষ লাইসা-ওরের পদে অভিযুক্ত হইলেন। তিনি সেনাপতি হইয়াই লেসবসের অন্তঃপাতী মিথিল্লানগর আক্রমণ পূর্বক গ্রহণ করিলেন। কোনন তৎকালে তথা হইতে প্রস্থান করেন। কিন্তু শেষে তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে এথিনিয়দিগের ত্রিশ খান জাহাজ বিনষ্ট হইল। এথেন্সনগরের লোকেরা এই সমাচার এবং অন্য অন্য অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইল এবং অবিলম্বে এক শত দশ খান জাহাজ স্বেচ্ছাকৃত করিয়া সেমসে পাঠাইয়া দিল। সেমসে আর চল্লিশ খান জাহাজ লব্ধ হইল। তাহাতে সমুদায়ে এক শত পঞ্চাশ খান হইল। আর্গিনিয়ুসি নামে প্রসিদ্ধ যে কতগুলি উপদ্বীপ আছে, তাহার নিকটে ক্যালিক্রেটিডাস ঐ সকল জাহাজ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা জয়ী হইল। স্পার্টানগরীয় যুবা বীর পুরুষ সমরশায়ী হইলেন। এই যুদ্ধে স্পার্টানগরীয়দিগের সত্তর খানারও অধিক জাহাজ বিনষ্ট হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অতিশয় ঝড় হইল। তন্নিবন্ধন এথিনিয় সেনাপতিগণ ভয় ও জলমগ্ন জাহাজ সকল এবং মৃতদেহ একত্র সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাদিগের বিপক্ষগণ ঐ ছল ধরিয়া এথেন্সনগরে তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিল। তাঁহাদিগের নামে এই অভিযোগ করিল যে, সেনাপতিগণের অনবধানতা দোষেই তাদৃশ ঘটনা হইয়াছে। অনন্তর, এথেন্সনগরীয়েরা এই অসুমতি করিয়া পাঠাইল যে, সেনাপতিগণ এথেন্সনগরে উপনীত হইয়া আত্মদোষ কালন করে-

ন। দশ জনের মধ্যে ছয় ব্যক্তি এই আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া এথেন্সে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু আসন্নতরবর্তী হইয়াছিল। তাঁহারা এথেন্সে উপনীত হইলে প্রজাগণ তাঁহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিল। থেরামিনিসও এই দশ জন সেনাপতির মধ্যে এক জন সেনাপতি ছিলেন। তিনি আয়রক্ষার নিমিত্ত অপর সেনাপতিদিগের নামে অভিযোগ করেন। সফ্রেটিস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি এথিনিয়দিগকে তাদৃশ গর্হিত ব্যবহারের অমুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার বহুতর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এথিনিয়েরা তৎকালে অন্ধপ্রায় হইয়াছিল। কোন কথাই শ্রবণ ও গ্রহণ করিল না। কিন্তু অব্যবহিত পরেই উহাদিগের চৈতন্য হইল। যাহারা কুপরামর্শ দিয়াছিল, তাহাদিগের গুরুতর পাপের প্রাণদণ্ডরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

ক্যালিক্রেটিডাসের মৃত্যুর পর লাইসাগুর পুনরায় পিলপনিস-সবাসীদিগের সেনাপতি হইলেন। খৃ. পূ. ৪০৫ অব্দে তিনি ইফিসসে গমন করিলেন। তিনি নানা স্থান হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। পারস্যরাজের পুত্র সাইরস তৎকালে নিজ ভ্রাতা আর্টেজরক্সিসের অনিষ্টচেষ্টায় প্ররক্ত ছিলেন। অতএব তিনি স্পার্টার অমুগ্রহাকাজ্ঞী হইয়া সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য দান করেন। লাইসাগুর সহায়সম্পন্ন হইয়া তথা হইতে হেলিস্পন্টে গমন করিলেন এবং ল্যামসেকস অধিকার করিলেন। এথেন্সনগরীয় এক দল জাহাজ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ল্যামসেকসের সম্মুখে ইগম্পটেমাই নদীতে অবস্থান করিল। এথিনিয়েরা এমন স্থানে জাহাজ রাখিয়াছিল যে, তাঁহার সামগ্রীর আহরণ করিতে হইলে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে দূরে বাইতে হইত। আল্‌সিবাইডিস উহার অতিনিকটে ছিলেন। তিনি এথিনিয়দিগের প্রমাদ দর্শন করিয়া উহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা তাঁহার পরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। কয়েক দিন এই স্থানে নিরুপদ্রবে অবস্থান করিয়া এথিনিয়দিগের একপ বিশ্বাস জগিল যে, এই স্থানে অবস্থান করিলে শত্রুগণ কোনরূপে অপকার করিতে পারিবে না। অতএব উহারা প্রতিদিন নিঃশ-

কুচিস্তে তীরে উখিত হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিত । এক দিবস তাহারা তীরে উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এমন সময়ে লাইসাণ্ডর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । কোমন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন তৎকালে সমুদায় সৈন্য একত্র সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করা অসাধ্য । অতএব তিনি ক্ষতিপর জাহাজ লইয়া প্রস্থান করিলেন । অবশিষ্ট তাবৎ জাহাজ বিপক্ষ হস্তে পতিত হইল । যে সকল সৈন্য তীরে উখিত হইয়াছিল, তাহার কতক নিহত, অবশিষ্ট বন্দীকৃত হইল । কোনন পলায়ন করিয়া সাইপ্রসে গমন করিলেন । অপর সেনাপতিদ্বয় ল্যাম্‌সেকসে নিহত হইলেন ।

যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সের মিত্রতা ছিল, লাইসাণ্ডর একৈক্যক্রমে সেই সকল রাজ্য হস্তগত করিতে আরম্ভ করিলেন । যে যে রাজ্য তাহার হস্তে পতিত হইতে লাগিল, তথায় এথিনিয়দিগের যত সৈন্য ছিল, লাইসাণ্ডর তাহাদিগের প্রাণ বধ না করিয়া এই ভাবিয়া তাহাদিগকে এথেন্সে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন যে, যদি এককালে নগরমধ্যে বহুলোকের সমাগম হয়, তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যে নগরে দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হইতে পারিবে । ওদিকে পিলপনিসমবাসীদিগের যাবতীয় সৈন্য আটিকায় একত্র হইয়া এথেন্সনগরের দ্বারসন্নিধানে শিবির সম্মিবেশ করিল । লাইসাণ্ডরও ঐ সময়ে সমুদায় জাহাজ লইয়া ক্রমে ক্রমে আটিকার নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন । তিনি স্যালামিস বিলুণ্ডিত ও উৎসাদিত করিয়া (১) পোতাধিষ্ঠাননগর পাইরিয়ুসের অনতিদূরে উপনীত হইলেন । এথেন্সনগর জলে ও স্থলে উভয়তঃ আক্রান্ত হইল । এথিনিয়দিগের তৎকালে আত্মরক্ষার সল্পপায় ছিল না, তথাপিও তাহারা অরাতাগণের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল ন৷ । তাহার কারণ এই, অধীনতা স্বীকার করিলে যে দুর্দশা ঘটিবে তাহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল । অনন্তর, যখন নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষের আত্যস্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, তখন তাহা-

(১) পোত শব্দে জাহাজাদি ; অধিষ্ঠান শব্দে থাকিবার স্থান । জাহাজাদি যে স্থানে অবস্থান করে, তাহার অনতিদূরে যে নগর থাকে, তাহা পোতাধিষ্ঠান নগর শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে ।

রা স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে, এথেন্সনগর এবং এথিনিয়দিগের কৃত দীর্ঘতর প্রাচীর সকল অবিহত রাখিবার প্রার্থনা করিয়া সন্ধি প্রস্তাব করিল। স্পার্টানগরীয় প্রধান পুরুষদিগের উপরে ঐ বিষয়ের বিবেচনার ভার অর্পিত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে যেক্রপ ক্রূপিত হইয়াছিল, তাহারা যে এ নিয়মে সন্ধিবিধান করিবে, ইহা কোনক্রমে সম্ভাবিত বোধ না হওয়াতে শেষে এথিনিয়দিগকে অগত্যা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে সন্ধি করিতে হইল। প্রথম, এথিনিয়দিগের কৃত যাবতীয় দীর্ঘতর প্রাচীর এবং পাইরিয়ুসের যাবতীয় দুর্গ ভগ্ন হইবে; দ্বিতীয়, কেবল বার খান জাহাজ রাখিয়া আর সমুদায় জাহাজ স্পার্টানগরীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; তৃতীয়, অভিজাতদলক্রান্ত যে সকল ব্যক্তি এথেন্স হইতে বিবাসিত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যাগমনের অনুমতি করিতে হইবে; চতুর্থ, এই অবধি এথিনিয়দিগকে স্পার্টানগরীয়দিগের মিত্রগণকে মিত্র এবং শত্রুগণকে শত্রু জ্ঞান করিতে হইবে; পঞ্চম, এথিনিয়দিগকে অতঃপর স্পার্টার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে; ষষ্ঠ, যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সের মিত্রতা আছে, সে সে রাজ্য স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেনও থেরামেনিস হতভাগা এথিনিয়দিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, তাহারা কোনরূপে সন্ধিবিধানে বিমুখ না হয়! এথিনিয়েরা তৎকালে নিতান্ত নিরুপায় ও অশরণ হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইল। লাইসাওর খৃ. পূ. ৪০৫ অব্দে পাইরিয়ুসে প্রবেশ করিয়া দুর্গ ও প্রাচীর ভগ্ন করিলেন। সাতাইশ বৎসরের পর এইরূপে পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ হইল।

নবম অধ্যায় ।

পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ। আণ্টাল-

সিডাসের কৃত সন্ধি।

লাইসাওর প্রাচীর ও দুর্গ ভগ্ন করিয়া এথিনিয়দিগকে এই অনুমতি করিলেন, তোমরা মনোনীত করিয়া দ্বিশ জনকে শাসনক-

ভূত্বপদে নিয়োজিত কর। তাঁহারা সূতন নিয়ম সকলন করিয়া ভদ্র-
নুসারে রাজ্যশাসন করিবেন। অনন্তর, যে সকল ব্যক্তি শাসিত্বপদে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রজাগণের উপরে অতিশয় অ-
ত্যাচার করেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা দুরাশ্রা বলিয়া বিখ্যাত হ-
ন। যে ত্রিশ জন এথেন্সের শাসনকর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন, ক্রিটি-
য়াস তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। থেরামেনিসও উন্মাদে ছিলেন।
ব্যক্তি নির্ণয়পূর্ব্বক নিয়োগ স্থির হইলে পর গিলপনিসসবাসী-
দিগের সমুদায় সৈন্য ও সমুদায় জাহাজ চলিয়া গেল। পোত
সৈনিকগণ স্বস্থ স্থানে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে লাইসাগুর তাহাদি-
গকে লইয়া সমসে গমন করিয়া তথায় অভিজাততন্ত্র স্থাপন ক-
রিলেন। তিনি এথিনিয়দিগের ভূতপূর্ব্ব মিত্রগণের নিকট হইতে
বিস্তার কর সংগ্রহ করেন এবং যুদ্ধ স্থলে অপরিয়াপ্ত লুচিওত ব্রব্য
প্রাপ্ত হন, তৎসমুদায় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন।

যে সকল ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া এথিনিয় প্রজাগণকে বিবিধ অ-
শুচিত বিষয়ে প্রবর্তিত করিয়াছিল, নব নিয়োজিত শাসনকর্তারা
প্রথমে তাহাদিগের দণ্ডবিধানে মনোনিবেশ করিলেন। কলভঃ
তাহাদিগের দণ্ডবিধান অপদেশমাত্র। তাঁহাদিগের প্রকৃত উদ্দে-
শ্য এই যে, নগরের প্রধান ও ধনবান ব্যক্তির। নগর মধ্যে থা-
কিলে যদি কদাচিৎ উদ্বেজিত হইতে হয় এই ভয়ে তাহাদিগকে
কোনরূপে স্থানান্তরিত করিয়া আপনারা নিষ্কটকে রাজ্য ভোগ
করেন এবং তাহাদিগকে মোষণ করিয়া আপনাদিগের ধনতৃষ্ণার
শাস্তি করেন। ঐ উদ্দেশে শাসনকর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত দুরাশ্রারা
নগরীয় প্রধান ও ধনবান ব্যক্তিদিগের উপরে মিথ্যা দোষ আ-
রোপিত করিয়া নির্কাসন ও প্রাণবধরূপে বিবিধ দণ্ড দান আরম্ভ
করিল। তাহারা যত লোকের প্রাণবধ করিল এবং যত লোককে
নির্কাসিত করিয়া দিল, তাহাদিগের সংখ্যা করিয়া নির্কাসিতের
সংখ্যাই অধিক হইল। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে,
দুরাশ্রারা আপনাদিগের ধনলোভ চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই
সমধিক যত্নবান ছিল। লাইসাগুর দণ্ডদাতা দুরাশ্রাদিগের সাহা-
য্যার্থ কতগুলি লোক পাঠাইয়া দেন। তাহারা অর্থ লাভের লোভে

অসংকীর্ণভাবে তাহা নৃশংস ব্যাপারের সহায়তা করিতে লাগিল। দুরাছাড়া মগরবাসীদিগের মধ্যে কেবল তিন হাজার লোক বাচিয়া লইল। তাহারা এথেন্সের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইল এবং যুদ্ধকালে শত্রু গ্রহণের অমুমতি প্রাপ্ত হইল। তদিতর এথেন্সনগরীয় যাবতীয় প্রজা নাগরিক পদ হইতে নিষ্কাশিত হইল। তাহাদিগের জীবন ও মৃত্যু দুরাছাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত হইল। শাসনকর্তৃনামধারী দুরাছাড়া এক বৎসরের মধ্যে প্রায় এক হাজার চারি শত লোকের প্রাণ বধ করিল এবং পাঁচ হাজার লোককে নির্বাসিত করিয়া দিল। বিবাসিত ব্যক্তিদিগের বিষয় বিভব দুরাছাদিগের হস্তগত হইল। ফলতঃ স্বল্পকাল মধ্যে এথেন্স অরাজক হইয়া উঠিল।

দুরাছাড়া প্রজাগণের উপরে নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। এথিনিয় প্রজাগণের দুঃসহ দুর্দশা দর্শন করিয়া এথেন্সের বিপক্ষ গণও সান্তিশয় দুঃখকাতর হইতে লাগিল। যে থেরামিনিস এত দিন দুরাছাদিগের অত্যাচারে অমুমোদন করিয়াছিলেন তিনিও আর অন্যায় সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি এক দিবস ক্রিটিয়াসের সমক্ষে তাহাদিগের অমুষ্ঠিত অনায়াচরণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রজাগণের প্রতি তোমাদিগের এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা নিতান্ত অমুচিত হইতেছে। এই কথায় ক্রিটিয়াস থেরামিনিসের উপরে অস্তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ এই রব করিয়া দিল যে, থেরামিনিস বিক্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাগরিক শ্রেণী মধ্যে থেরামিনিসের যে নাম ছিল, সে নাম কর্তন হইল। অনন্তর, তাহার প্রতি কারাবাসের অবশেষে হেমলক নামে উদ্ভিদবিশেষের বিষময় রসপানের আদেশ হইল। তিনি তাহাতে তীকৃত্য ব; কাতরতা প্রদর্শন না করিয়া সেই বিষময় পত্ররস পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। থেরামিনিস সরল লোক ছিলেন না। যখন যে দল প্রবল হইত, তিনি সেই দলের অমুগত থাকিয়া মনোরঞ্জন করিয়া স্বার্থসাধন করিতেন। পরিশেষে তাহার অনারজব দোষের এইরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হইল।

দুরাত্মাদিগের যত দৌরাণ্ড্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগের আপদ অসম্ভবতরবর্তী হইয়া আইল। দুরাত্মারা থেসিবিউলসকে বিবাসিত করিয়া বিষম বিপাকে পড়িল। যুদ্ধ বিষয়ে থেসিবিউলসের সবিশেষ পার্ণিত্য ছিল। তিনি পূৰ্ব পূৰ্ব যুদ্ধে স্বপৌরুষ প্রকাশ দ্বারা ব্রিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি এথেন্স হইতে নির্বাসিত হইয়া থিবিসনগরে গমন করিলেন। আর সস্তর জন বিবাসিত ব্যক্তি আসিয়া এই স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। অনন্তর, তিনি তাহাদিগের সহায়তায় আটিকার উত্তরে কাইলির দুৰ্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এথেন্সশাসিতা দুরাত্মারা এই সমাচার পাইয়া তাঁহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহাদিগের সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। অনন্তর, তাহারা উহার অনতিদূরে একদল সেনা রাখিয়া দিল। ওদিকে যেখানে বত বিবাসিত ব্যক্তি ছিল, তাহারা থেসিবিউলসের দুৰ্গাধিকার সমাচার পাইবামাত্র দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল। কতিপয় দিবসের মধ্যে সমুদায়ে সাত শত লোক একত্র হইল। থেসিবিউলস তাহাদিগকে সমতিব্যাহারে করিয়া প্রথমে সম্মিহিত সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। পশ্চাৎ তিনি পাইরিয়ুসে গমন করিলেন। থেসিবিউলস যত এথেন্সের সম্মিহিত হইতে লাগিলেন, এথেন্সরাজ্যধিকারী দুরাত্মাদিগের চিত্ত ততই শঙ্কাকুল হইতে লাগিল। এই সময়ে তিন শত অস্বারোহ সৈনিক পুরুষের উপরে তাহাদিগের এই সন্দেহ জন্মিল যে, অস্বারোহ সৈনিকগণ গোপনে থেসিবিউলসের সহায়তা করিতেছে। এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা এই তিন শত ব্যক্তিরই প্রাণবধ করিল। আসন্নকালে মাহুঘের বিপরীত বুদ্ধি হয়। এককালে তিন শত অস্বারোহ সৈন্য নিহত হওয়াতে তাহাদিগের ব্রিলক্ষণ স্ববলবাসন হইল। স্ববলবাসন পরাজয়ের এক লক্ষণ। উহার অব্যবহিত পরেই পাইরিয়ুসের পশ্চিমধ্যে থেসিবিউলসের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। থেসিবিউলস জয়ী হইলেন। ক্রিটিয়াস বহু সহচর সমতিব্যাহারে সমরশায়ী হইলেন।

থ্রেসিবিউলস এবং তাঁহার সহচরগণ জরলাভহেতু উদ্ধত হইয়া কাহারও প্রতি নৃশংস ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা তৎকালে অতিশয় দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। পরাজিত ব্যক্তিরা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া পুরপ্রবিষ্ট হইল। এথেন্সরাজ্যধিকারী ছুরাক্সাদিগের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা এথেন্সনগর পরিত্যাগপূর্বক ইলিউসিসে পলায়ন করিল। নগরমধ্যে যে সকল লোক উহাদিগের পক্ষ ছিল, তাহারা বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু চেষ্টা সকল না হওয়াতে তাহারা স্পার্টানগরে দূত প্রেরণ করিল। লাইসাণ্ডর একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে গমন করিলেন। ওদিকে তাঁহার ভ্রাতা পোতসৈন্য লইয়া পাইরিয়ুস অবরোধ করিলেন। যুদ্ধবিষয়ে লাইসাণ্ডরের অতিশয় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। তিনি সমরে দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে বীর বলিয়া তাঁহার অতিশয় খ্যাতি হয়। তমিবন্ধন স্পার্টারাজ পসেনিয়াসের মনে ঈর্ষা জন্মে। তিনি আর একদল সৈন্য লইয়া এথেন্সে গমন করিলেন। এথেন্সনগর উৎসন্ন হইয়া যায়, তাঁহার একরূপ ইচ্ছা ছিল না। তিনি বিবাদের মীমাংসায় যত্ববান হইলেন। তাঁহার যত্নে বিবাদানল নির্ঝাঁপ হইল। থ্রেসিবিউলস এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে সকল ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের সকলেরই অপরাধ মার্জনা করা যাইবে। কেবল যে ত্রিশ ব্যক্তি এথেন্সের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল, সেই ছুরাক্সাদিগকে এবং তাহাদিগের সহচরগণকে ক্ষমা করা যাইবে না। অতঃপর থ্রেসিবিউলস নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুরবাসীদিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, কোনরূপে তাহাদিগের অনৈক্য না হয়। এথেন্সনগরে পূর্বে যে রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহার যত্ববান হইয়া পুনরায় তাহা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করে। পুরবাসীরাও তাঁহার পরামর্শের অনুসরণ করিল। অনন্তর, এথিনিয়েরা জানিতে পারিল, ছুরাক্সা ইলিউসিসে অবস্থান করিয়া পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে, তখন তাহার সত্ত্বর সৈন্য হইয়া ঐ স্থানে গমন করিল এবং ছুরাক্সা-

দিগের বধোচিত দণ্ড করিল। কিন্তু উহাদিগের সন্তান সন্ততি ও সহচরগণ ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। খৃ.পূ. ৪০৩ অব্দে এইরূপে এথে-
স রাজ্যান্তিবিধিত্ত ছুরাচারী রাজ্যাধিকার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া
অস্বকৃত গুরুতর পাপের সমুচিত প্রতিফল পাইল। এথেসনগরে
পুনরায় পূর্বতন রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত হইল।

পিলপনিসিয় সংগ্রামের আরম্ভ কালে এথেসনগর সর্বপ্রধান
ও অধিতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু সংগ্রামকালে নানাদিকে
নানি বিপদ ঘটনা হওয়াতে সকলের এই বোধ হইতে লাগিল,
এথেসনগরের পূর্ব প্রাধান্য বিলোপিত হইয়াছে এবং স্পার্টা-
নগর প্রধানপদে অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভালরূপে বিবেচনা
করিয়া দেখিলে এথেসনগর অপ্রধান ও সারহীন হয় নাই। পি-
পলনিসিয় সংগ্রামে এথেসনগরে বিদ্যামুশীলনের ব্যাঘাত জন্মা-
ইতে পারে নাই। বরং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ সহকারে
বিদ্যামুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পিলপনিসিয় সংগ্রা-
মের পর এথেসনগরে শিল্প ও শব্দ শাস্ত্রের যেক্রপ আলোচনা
হয়, পূর্বের কখন সেরূপ হয় নাই। প্রায় সর্ব দেশেই এই রীতি
দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যামুশীলনের প্রথম আরম্ভ সময়ে কা-
ব্যশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম অনেকে
কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন হন। তাহাতে কাব্যশাস্ত্রের চর্চাবাহুল্য হইয়া
উঠে। তাহার কারণ এই, বিদ্যা বুদ্ধির প্রথম উদ্বোধন সময়ে মা-
নুষ্যের বুদ্ধি প্রগাঢ় বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রগাঢ় বি-
ষয় চিন্তা করিতে হইলে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়। তৎকালে কল্পনাশ-
ক্তিই প্রবল হইয়া উঠে। তন্নিবন্ধন কাব্যশাস্ত্রের রচনাবিষয়ে
গটুতা জন্মে। অনন্তর, যত বিদ্যা বুদ্ধির প্রাথর্য হইতে থাকে,
তত মানুষ প্রগাঢ় বিষয়ের চিন্তা করিতে উৎসুক হয়। সুতরাং
ক্রমে ক্রমে কল্পনাশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। পিলপনিসিয় সমরানল
নির্বাণ হইলে পর এথেসনগরে ঐ রূপ হইতে আরম্ভ হইল।
কাব্যশাস্ত্রের অধিকার গিয়া অন্য অন্য শাস্ত্রের অধিকতর অমু-
শীলন হইতে লাগিল।

পিলপনিসিয় সংগ্রামে পরাজয়নিবন্ধন এথেসনগরের প্রা-

ধান্য বিলোপ ও পূর্বজন রাজ্যশাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত হওয়াতে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা এথিনিয়দিগের পক্ষে মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু ঐ সংগ্রাম ঘটনা দ্বারা স্পার্টানগরীয়দিগের সম্বন্ধে বিশেষ অপকার হয়। স্পার্টানগরীয় আদি ব্যবস্থাপকগণের এই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, দেশান্তরের সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের কোন সম্পর্ক না হইয়া স্বদেশমধ্যেই উহাদিগের সর্বোপরি প্রাধান্য হয়। আদিব্যবস্থাপকগণ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তদুপযোগিনী রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়া যান। কিন্তু পিলপনিসিয় সংগ্রাম ঘটনা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল। যাবৎ সংগ্রাম ঘটনা না হইয়াছিল তাবৎ স্পার্টানগরীয়েরা নৌবিদ্যায় দুঃপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, সুতরাং ভিন্নদেশের সহিত সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সংগ্রামকালে স্পার্টানগরে নৌবিদ্যার সমধিক অমুশীলন হইয়াছিল। তদবধি উহাদিগের দেশান্তরের সহিত সবিশেষ সম্পর্ক হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে ভিন্নদেশীয় আচার ব্যবহার ক্রমে স্পার্টানগরে পরিগৃহীত হইতে লাগিল এবং ভিন্ন দেশীয়দিগের দৃষ্টান্তদর্শন করিয়া স্পার্টানগরীয়েরা ক্রমে ক্রমে সৌখীন ও বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে স্পার্টানগরে ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার স্থলে বহুমূল্য ধাতুদ্রব্যের মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ভিন্নদেশের সহিত সম্পর্ক হওয়াতে স্পার্টানগরে বহুমূল্য ধাতুদ্রব্যের মুদ্রা প্রচলন আবশ্যক হইয়া উঠিল। পূর্বে স্পার্টানগরীয়দিগের ধনভূষণ ছিল না। কিন্তু বহুমূল্য ধাতুদ্রব্যময়ী মুদ্রা প্রচলিত হওয়াতে ধনভূষণ বৃদ্ধি হইল। অনেকেই ধনসঞ্চয়বাসনা পরবশ হইল। শেষে স্পার্টানগরের কতগুলি লোক একরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রীসদেশের মধ্যে অন্য কোন রাজ্যের লোক সেরূপ ছিল না। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, লাইকর্গস যে সময়ে স্পার্টার নাগরিক লোকের সংখ্যা করেন, তৎকালে নয় হাজারের অধিক ছিল না। ক্রমে সংখ্যা কমিয়া গিয়া সাত শত মাত্র অবশিষ্ট হয়। ঐ সাত শতের মধ্যে এক শত লোক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়। রাজ্যভক্ত সং-

ক্রান্ত বার্ত্তীয় কার্যো উহাদিগেরই সবিশেষ প্রতীতি ও প্রগল্ভতা ছিল ।

এথিনিয়দিগের এই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, যখন যে অবস্থা হইত, তাহারা তদনুসারে চলিতে পারিত । পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ হইবার পর আপনাদিগের অবস্থাগত অপকর্ষনবন্ধন খেঁচ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহারা সঙ্কল্পচিতে অবস্থানরূপ আচরণ করিতে লাগিল । স্পার্টানগরীয়েয়া যেরূপ বিদেশীয় ব্যক্তি এবং দাসগণকে কোন ক্রমে স্বদলপ্রবিষ্ট হইতে দিত না, এথিনিয়েরা সেরূপ ছিল না । উহাদিগের এই মহৎ গুণ ছিল, যে সমস্ত বিদেশীয় ব্যক্তি ও দাসগণ স্বপরিশ্রম ও বাণিজ্য দ্বারা এথেন্সনগরের উপকার সাধন করিত, উহারা তাহাদিগকে স্বদল প্রবিষ্ট করিয়া নাগরিক লোকের যাবতীয় ক্ষমতা প্রদান করিত । এথিনিয়দিগের এই গুণ থাকাতে সংগ্রামকালে এবং মারাত্মক অসংখ্য নাগরিক লোক নিধন প্রাপ্ত হইলেও উহাদিগের মারাত্মক ক্ষতি হয় নাই । উহারা বিদেশীয় ব্যক্তিদিগকে এবং দাসগণকে নাগরিক করিয়া লইল ।

এথেন্সনগরীয় কতগুলি অব্যবস্থিতচিত্ত অসচ্চরিত্র লোক নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাগণকে প্রায়ই বিপথগামী করিত । অধিকাংশ লোকেই তাহাদিগের আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে অন্যায় ও নিষ্ঠুর কর্মে প্রবৃত্ত হইত, এবং যেখন সংগ্রাম প্রেরণকার্যে বিনিয়োজিত করা আবশ্যক, সেই ধন কেবল আন্দোলনকার্যে ব্যয় করিয়া ফেলিত । বিশেষতঃ কৌতুককরী ক্রিয়াতে মগ্ন রত থাকিতে তাহারা নিতান্ত অলস ও সৌখীন হইয়া উঠে । যাহা হউক, সকলে সমান ছিল না । প্রজাগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই প্রধান ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক ভদ্র, ধার্মিক, উদার ও দয়ালু স্বভাব ছিল । পরস্পর বিরোধ, গৃহবিচ্ছেদ, এবং দাক্ষণ সংগ্রাম এই কয় কারণ একত্র সংঘটন হওয়াতে এথিনিয়েরা বিপদ সাগরে মগ্নপ্রায় হইয়াছিল । থেসিবিউলস কর্ণধার হইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করিলেন । উহারা তাহার পরামর্শানুসারে তৎকালপ্রচলিত রাজ্যতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনব রাজ্যতন্ত্র

সংস্থাপন পূর্বক প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিল। পূর্বে এথেন্স-নগরে যেরূপ এরিয়োপেগাস সভার কর্তৃত্ব ছিল, এখনও সেইরূপ হইল। কলতঃ অতঃপর কিয়ৎকাল এথিনিয়েরা পরম সুখে ছিল। ফিলিপ ম্যাসিডোনিয়ার অধীশ্বর হইয়া যৎকালে গ্রীসদেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে এথিনিয়দিগের পরস্পর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

পারস্যদেশীয় সংগ্রামের আরম্ভ অবধি আলেগজান্ডারের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই দুই শত বৎসর কাল আটিকায় বিদ্যার সম্যক অনুশীলন হয়। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে প্রথম শতাব্দীতে কাব্য নাটক প্রভৃতি শব্দশাস্ত্রসকল উৎকর্ষের পরমা সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শেষ শতাব্দীতে দর্শনাদি শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হয়। দুই শতাব্দীর মধ্যে যে সময়ে পিলপনিসমবাসীদিগের সহিত এথেন্সের সংগ্রাম ঘটনা হয়, ঐ সময় সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ। ঐ সময়ে সফোক্লিস, ইয়ুরিপিডিস, আরিস্টফেনিস, থিযু-সিডিডিস এবং সফ্রেটিস এই কয় ব্যক্তি আপনাদিগের পণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতার পরিচয় প্রদান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সফ্রেটিস স্বয়ং কোন গ্রন্থ বচনা করেন নাই, কিন্তু প্লেটো ও জেনোফন এই দুই শিষ্য হইতেই তাঁহার নাম ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। যে যে নিয়মের অনুসরণ ও যে যে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা হয় এবং মানুষের সহিত মানুষের যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, সফ্রেটিসের পূর্ব পণ্ডিতগণ এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন না। সফ্রেটিস ঐ সকল বিষয় নিঃসন্দ্বিধরূপে অবগত হন এবং ঐ সকল বিষয়ে অন্যকে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি জগতের ভ্রমনিরাকরণ করিবার মানসে স্বহৃদয়স্কুরিত মূতন মত প্রচার করেন, তাহাদিগের সচবাচর যে দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সফ্রেটিসের সেই দশা ঘটিয়াছিল। ভ্রমাক্ষ দেশীয় লোকেরা তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, সফ্রেটিস সনাতন ধর্মে অনাস্থা ও চিরসেবিত দেবগণে অনাদর প্রদর্শন করেন; অপর, তিনি যুবকগণকে কু প্রবৃত্তি দিয়া বিপথগামী করি-

ভেঁছেন। এই অভিযোগ হইলে সফ্রেটিস লখুচিস্ত ব্যক্তির ন্যায় ভীত হইয়া কাহারও নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া মুক্তি লাভের চেষ্টা করেন নাই। তিনি খৃ. পূ. ৩৯৯ অব্দে হেমলক নামক উদ্ভিদ বিশেষের বিষময় রস পান করিয়া সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর বিসর্জন করিলেন।

পারস্যরাজ্য পূর্বে সুসম্পন্ন ও সুশাসিত ছিল। গ্রীসদেশের সহিত সংগ্রাম ঘটনার পর অবধি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। পারস্যরাজ্যে বিদ্রোহাশুষ্ঠান, হত্যাব্যাপার, রাজমন্ত্রী-গণের পরস্পর অপকার চেষ্টা, কুমন্ত্রণা, কুপরামর্শ বই আর কিছু ছিল না। খৃ. পূ. ৪৬৫ অব্দে আর্টেমেনিস জরক্সিসের প্রাণ সংহার করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। কিন্তু তিনি সাত মাসের অধিক রাজ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর আর্টেজক্সিস রাজা হন। আর্টেজরক্সিস নামে যেকয়েক ব্যক্তি পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, ইনি তাহাদিগের সকলের প্রথম। ইহার একটা হস্ত ছোট আর একটা বড় ছিল। এই নিমিত্ত ইহার লজ্জিমনস এই উপাধি হয়। খৃ. পূ. ৪৬৫ অব্দে ইহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ৪২৫ অব্দে শেষ হয়। ইহার পর ২য় জরক্সিস সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। দুই মাসের অধিক তাঁহার রাজত্ব ছিল না। তাঁহার পর সগ্‌ডিয়েনস রাজা হইয়া সাত মাস মাত্র রাজত্ব করেন। সগ্‌ডিয়েনসের পর ডেরায়স রাজ্যাধিকারী হন। তিনি পরিণয়সম্বন্ধজাত নহেন। এই নিমিত্ত নোথস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৪০৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আর্টেজক্সিস এবং সাইরস নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। আর্টেজরক্সিসের অতিশয় মেধা ছিল। এই হেতু তাঁহার নেমন এই উপাধি হয়। আর্টেজরক্সিস নেমন বয়োজ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেরায়স আপন কনিষ্ঠ পুত্র সাইরসকে আসিয়া মাইনরের সিন কর্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। সাইরস পিতার মৃত্যুর র জ্যেষ্ঠকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা পেরিসেটিস তাঁহার

পক্ষে ছিলেন । তিনি ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আশ্চর্য্যকূল্য করেন । সাইরাস আপন অতীত সিদ্ধির উদ্দেশে স্পার্টানগরের সহিত যোগ করিলেন, এবং গ্রীসদেশীয় বাবতীয় দোষী ও বিবাসিত লোককে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া আপনার সৈন্য শ্রেণীমধ্যে সমাবেশিত করিলেন । তিনি এইরূপে যথেষ্ট সৈন্য ও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিতে চলিলেন । তাহার কতিপয় প্রিয় সহচর ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য অবগত ছিল না । তিনি এই কথা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, পিসাইডিয়ার লোকেরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের দণ্ডবিধানার্থ গমন করিতেছি । খৃ. পূ. ৪০১ অব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি সার্ডিস হইতে যাত্রা করেন । থ্যাপসেকসে গিয়া সেনাগণ প্রবণ করিল, সাইরাস নিজ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন । সেনাগণ গমনে অসম্মত হইল । সাইরাস তাহাদিগকে বে বেতন দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক দিব্য স্বীকার করিলেন । তন্মিন্ন আরো তিনি অনেক লোভ দেখাইলেন । পরিশেষে সেনাগণ লোভাক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার সমতিব্যাহারে গমন করিল । আর্টেজরকসিস ভ্রাতৃত্বচেষ্টা প্রবণ করিয়া বার লক্ষ সৈন্য লইয়া স্বয়ং সমরঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন । উভয় সৈন্যদলের সাক্ষাৎকার হইল । ঘোরতর সংগ্রাম হইল । সাইরাস সমশায়ী হইলেন । আর্টেজরকসিস আহত হইলেন । গ্রীসদেশী বেতনভুক সেনাগণ সাইরাসের মৃত্যুতেও ততোৎসাহ ও ভীতি হয় নাই । তাহারা এরিয়ুস নামে সাইরাসের এক বন্ধুকে নাপতি করিয়া অসীমসাহসসহকারে রণক্ষেত্রে লাগিল । কিন্তু ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেল । যাহা হউক, তাহারা কোনরূপেই অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল না । শেষে পারসীকেরা কোশলক্রমে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে দেশের মধ্যস্থলে লইয়া গেল এবং তাহাদিগের সেনা তিগণের প্রাণ সংহার করিল ।

জেনোকন ঐ সমতিব্যাহারে ছিলেন । তিনি এই যুদ্ধের বাবতীয় রূপান্তর সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন । বেনাপতিগণ নিহত

ইলে পর সৈন্যগণ নিডাক্স সাহসহীন ও ভয়েংসাহ হইয়া পড়িল। জেনোফন তাহাদিগের বিমুগ্ধ প্রায় উৎসাহের পুনরুদ্বীপন করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশ প্রতিগমনের উপদেশ দিলেন। সেনাগণ তাহার নির্দেশামুসারে স্বদেশে প্রতিপ্রাণ করিল। কাইরিসোকস নামে স্পার্টানগরীয় এক ব্যক্তি অগ্রগামী সেনাদলের এবং জেনোফন পশ্চাদ্গামী সৈন্যগণের অধিনায়কতা করিতে লাগিলেন। অপরিচ্ছাদ পর্জন্তময় প্রদেশের মধ্যস্থল দিয়া তাহারারাবর উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হইল। পারসীকশাসনকর্তা টিসাকর্নিস বৎ মিডিয়াদেশীয় সমরপ্রিয় কার্ডুকাই নামে এক জাতি পৃষ্ঠভা-হইতে বারম্বার আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লিল। যাহা হউক, তাহারার বহু কষ্ট পাইয়া শেষে গ্রীসদেশীয়দিগের অধিকৃত ট্রেপিজমনগরে উদ্ভীর্ণ হইল। তাহারার যখন প্রথম গলারিন আরম্ভ করে, তৎকালে সমুদায়ে তের হাজার সৈন্য ছিল। পথিমধ্যে পাঁচ হাজার কমিয়া যায়। তাহারার ট্রেপিজম-সে উদ্ভীর্ণ হইয়া দেখিল, আট হাজার অবশিষ্ট আছে। তাহারার ট্রেপিজম পরিভ্রমণ করিয়া ইয়ুগজাইন সমুদ্রের পশ্চিম কূল-তাহী হইল। মধ্য মধ্য সমুদ্রে মধ্য মধ্য উপকূলে যাইতে লাগিল। থ্রেসদেশীয় এক রাজা তাহাদিগের পাঁচ হাজার লোককে বেতন দিয়া সৈনিককার্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু টিসাকর্নিসের সহিত স্পার্টানগরের বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে ঐ পাঁচ হাজার সৈন্য পুনরায় আসিয়া যায়। সাইরসের সমভিব্যাহারী গ্রীসদেশীয়দিগের পলায়ন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, অশিক্ষিত ও শিক্ষিত সৈন্যে যে কত বৈলক্ষ্য তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারা যায়। তৎকালীন পলায়মান সৈন্য, সংখ্যাত্তে ত্রাদশসহস্র ব্রাহ্ম। পক্ষান্তরে, পারসীক সৈন্যের সংখ্যা ছিল। কিন্তু গ্রীসদেশীয় সেনাগণ ব্রহ্মশিক্ষিত বলিয়া সেই অশিক্ষিত অসংখ্য অসভ্য সৈন্য মধ্য হইতে প্রস্থান করিল। যুদ্ধানন্তর পারসীক সেনাগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিল না। সাইরসের যাবৎ বিদ্রোহকাল টিসাকর্নিস নিজ প্রভুর নিতা-

যু অল্পবয়স্ক ও অল্পবুদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রভু তুর্ক হইয়া তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ আসিয়ামাইনরের শাসনকর্তৃত্বপদ প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় গমন করিলে তত্রতা গ্রীক নগরবাসীরা তাঁহার শাসনে থাকিতে সম্মত হইল না। তিনিও তাহাদিগকে নিজ শাসন পরাধীন করিতে একান্ত যত্নবান হইলেন। এই উপলক্ষে বিরোধ উপস্থিত হইল। আসিয়াবাসী গ্রীকের স্পার্টানগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। স্পার্টানগরীয়েরা থিস্মন নামে এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া আসিয়ায় পাঠাইয়া দিল। থিস্মনের সাহায্যার্থে এথেন্স প্রভৃতি নানাস্থান হইতেও বহুতর সৈন্য আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর, ডর্সিলিডাস নামে এক ব্যক্তি তৎপদে নিয়োজিত হইলেন। অপর পারসীকশাসনকর্ত্তা ফার্নেবেজসের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল। ফার্নেবেজসের উপরে টিসাকর্গিসেরও রাগ ছিল। অতএব তিনি ফার্নেবেজসকে জয় করিবার মানসে খৃ. পূ. ৩২২ অব্দে টিসাকর্গিসের সহিত সন্ধি করিলেন।

আসিয়ামাইনরে ইয়োলিয়জাতির নিবেশিত যত গ্রীক নগর ছিল, ফার্নেবেজস তাহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ডর্সিলিডাস টিসাকর্গিসের সহিত সন্ধি করিয়া ফার্নেবেজসের হস্ত হইতে কতিপয় ইয়োলিয় নগর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, তিনি কসোনিসমে গমন করিলেন। থেসদেশীয়েরা কসোনিসবাসী গ্রীকদিগকে অতিশয় আপদান্ত করিয়াছিল, ডর্সিলিডাস তথায় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা আপদমুক্ত হইল। ওদিকে ফার্নেবেজস ও টিসাকর্গিস উভয় পারসীকশাসনকর্ত্তা ডর্সিলিডাসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা অবিলম্বে পরস্পর শত্রুতাব পরিচ্যাগপূর্ব্বক ঐক্যবিধান করিলেন। অনন্তর, ডর্সিলিডাসকে আসিয়া হইতে দূরীভূত করিবার মানসে একদল পারসীক সৈন্য সমভিব্যাহারে নিয়াগোরের উত্তরে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার তথায় উপস্থিত হইয়া সমরে ব্যাপ্ত হইলেন না। ডর্সিলিডাসের সহিত সন্ধিসংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

থিস্মন ও ডর্সিলিডাস যে সময়ে আসিয়ার উপকূলবর্ত্তী গ্রী-

কনগরবাসীদিগের স্বাধীনতা সম্পাদন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, স্পার্টারাজ এজিস-সে সময়ে ইলিসদেশের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন । এই যুদ্ধ খৃ. পূ. ৩৯৯ এবং ৩৯৮ এই দুই বৎসর কাল ব্যাপী হইয়াছিল । পরিশেষে ইলিগ দেশীয়েরা সময়ে পরাভূত হইল । ইলিসদেশীয় দুর্গ সকল ভগ্ন হইল। যে য়েন-গর ইলিসবাসীদিগের আজ্ঞাবিধেয় ছিল, তত্রতা লোকেরা অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল । অনন্তর স্পার্টানগরের সহিত ইলিসের সন্ধি হইল । সন্ধির অব্যবহিত পরেই স্পার্টারাজ এজিসের মৃত্যু হইল । তাঁহার ভাতা এজিসিলেয়স খৃ. পূ. ৩৯৮ অব্দে রাজ্যাধিকারী হইলেন । এজিসিলেয়স অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন । তাঁহার তুলা বুদ্ধিমান লোক কখন স্পার্টার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন নাই । তাঁহার রাজত্বের আরম্ভেই কতগুলি দরিদ্র ব্যক্তি একবাক্য হইয়া স্পার্টানগরীয় কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তির অনিষ্ট চেষ্টায় চক্রান্ত করে । সিনেডন নামে এক ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া তাহাদিগকে চক্রান্তে প্রবর্তিত করে । এজিসিলেয়স অতিশয় সতর্ক ও সন্নিবেচক ছিলেন । তিনি অগ্রে জানিতে পারিয়া নিজ বুদ্ধিবলে চক্রান্তকারীদিগের অতীক্সিক্রির ব্যাঘাত জন্মাইলেন । কিন্তু যে কারণে এই অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, সে কারণের নিরাকরণ করিলেন না । অতএব পুনরায় অনর্থ ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিল । ফালা ইউক, ইহার অব্যবহিত পরেই স্পার্টানগরে সমাচার আইল পারসীকেরা গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার পুনরুদ্যোগ করিতেছে । এজিসিলেয়স ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া লাইসাগুরুকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়ায় অতিমুখে যাত্রা করিলেন । তাঁহার সমভিব্যাহারে বিস্তর সৈন্য গমন করিল । তিনি প্রথমে ইফিসসে উপনীত হইলেন । টিসাকর্গিস তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধের সমুদায় সজ্জা করিতে পারেন নাই । অতএব তিনি কোনরূপে কালবিলম্ব করিয়া সেনা সংগ্রহ করিবার অভিসন্ধিতে এজিসিলেয়সকে আপাততঃ এই কথা বলিয়া স্বল্পকালের নিমিত্ত সন্ধি করিলেন যে, পারস্যরাজ আসিয়ামাইনরবাসী গ্রীকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করেন কিনা, আসি জিজ্ঞাসা করিয়া

পাঠাই, যাবৎ উত্তর না আইলে তাবৎ যুদ্ধ স্থগিত থাকে। এজি-
সিলেয়স টিসাকর্ণিসের প্রস্তাবের সম্মত হইলেন। আপাততঃ যুদ্ধ
বন্ধ রাখিল। কিন্তু নাইসাগর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। নাই-
সাগরের চুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না। এজিসিলেয়স তাহার অস-
ন্তুষ্ট চুরাকাঙ্ক্ষা হেতু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাহাকে হেলিন্সপনে
পাঠাইয়া দিলেন। ওদিকে টিসাকর্ণিসের অভিলষিত সৈন্য সং-
গ্ৰহীত হইল। তখন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। এজিনি-
সিলেয়সেরও ঐ সময়ে স্বদেশ হইতে সূতন সৈন্য আগত হয়।
তিনি সৈন্য হইয়া ফিজিয়ার গমন করিয়া তদন্তঃপাতী কতিপয়
স্থান বিলুপ্তি ও উৎসাদিত করিলেন। অনন্তর, তিনি ইকিসনে
কিরিয়া গেলেন।

এজিসিলেয়স পুনরায় পারসীকদিগকে আক্রমণ করিতে গে-
লেন। সার্তিসের অসতিদূরে যুদ্ধ হইল। এজিসিলেয়স জয়ী হই-
লেন। টিসাকর্ণিস সংগ্রামে পরাজিত হইলে পারসারাজ তাহা-
কে গদচ্যুত করিয়া টাইথুস্তিস নামে এক ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়ো-
জিত করিলেন। টাইথুস্তিস টিসাকর্ণিসের শ্রাণ সংহার করিলেন
এবং স্পার্টার অধিপতি এজিসিলেয়সের সহিত সন্ধি করিলে-
ন। অপর পারসীক শাসনকর্তা ফার্ণেবেজসের উপরে টাইথুস্তি-
সের রাগ ছিল। সেই হেতু টাইথুস্তিস এজিসিলেয়সকে প্রচুর উৎ-
কোচ দান দ্বারা বশীভূত করিয়া ফার্ণেবেজসের সহিত সংগ্রামে
প্রবর্তিত করিলেন। এজিসিলেয়স কেবল মূলগামী সেনার প্রধান
সৈন্যপতা পদে অভিষিক্ত ছিলেন না, নশাতসম্প্রদায়েরও অধি-
পতি ছিলেন। আসিয়াবাসী গ্রীকেরা তাহাকে এক শত কুড়ি
খান যুদ্ধের জাহাজ দেয়। তিনি কিয়ৎদূর পোতসৈন্যপাতার
ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। শেষে খৃ. পূ. ৩১৫ অব্দে ঐ ভার
স্বীয় শ্যালকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এজিসিলেয়সের শ্যালক
পিসাগর অতিশয় সাহসী ছিলেন। কিন্তু তাহার বহুদর্শিতা ও অ-
ভিজ্ঞতা ছিল না। এজিসিলেয়স ফার্ণেবেজসের সহিত সমরে
লিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ কূটকার্য্য হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগ্র-
সর হইতে লাগিলেন। শেষে তিনি এই সংকল্প করিলেন, পার-

সারাজোর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবেন। উদ্বৰ্গ উদ্বোধন হইতে লাগিল। কিন্তু উহাব মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। গ্রীসদেশে সমরানল পুনঃ প্রজ্বলিত হওয়াতে তাঁহাকে খ্রী.পূ. ৩২৪ অব্দে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইল।

এজিসিলেয়স আসিয়ায় অবস্থান করিয়া পারসীকদিগকে ব্যক্তি-ব্যক্তি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি যে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই জয়ী হন। এইরূপে তিনি দুর্জয় হইয়া উঠিলেন। টাইথুসিস তাঁহার অসীম সাহস ও সমরনৈপুণ্য দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এজিসিলেয়স আসিয়ায় থাকিলে পারসীকদিগের নিস্তার নাই; ইহাকে কোনরূপে অপবাহিত করা কর্তব্য; কিন্তু ইহাকে এস্থান হইতে অপবাহিত করা সহজ নহে; যদি কোন উপায়ে গ্রীসদেশীয়দিগকে স্পার্টার সহিত সমরে প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি গ্রীসদেশে চর পাঠাইতে লাগিলেন। চরেরা গ্রীসদেশে উপনীত হইয়া স্বর্ণরুষ্টি করিতে লাগিল। অর্থের এমনি মোহনী শক্তি আছে, গ্রীসদেশীয়েরা অবিলম্বে মোহিত হইল। টাইথুসিসের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। খিবিস, করিন্থ, আর্গস এবং এথেন্স এই কয় স্থানের লোকে স্পার্টার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রেতি করিয়া পরস্পর মৈত্রী করিল। টাইথুসিসের প্রোৎসাহনই যে, উহাদিগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির একমাত্র কারণ এরূপ নহে, স্পার্টার উপরে উহাদিগের অতিশয় বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। বিদ্বেষ জন্মিবার কারণ এই, স্পার্টানগরীয়েরা সকলের নিকটে এই বলিয়া অহঙ্কার করিত যে, আমরা গ্রীসদেশীয়দিগকে এথেন্সের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছি, অথচ উহাদিগের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তারা সর্বত্র স্বংপরোনাস্তি অত্যাচার করিত।

লকিস ও কোসিস এই উভয় দেশের প্রথমে বিবাদ আরম্ভ হইল। খিবিসনগরীয়েরা লকিয়দিগকে সাহায্য দান করিল। কোসিয়েরা স্পার্টার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। লাইসাওর সেনাপতি হইয়া সমরাজ্ঞেন গমন করিলেন। তিনি বিয়োশিয়ার ভিতর দিয়া বাইতেছিলেন। পশ্চিমধ্যে হেলিয়াটসনগর আক্রমণ

করিলেন । থিবিসনগরীয়েরা তাহার উদ্ধারার্থে আগমন করিল । ততুলক্ষে যুদ্ধ হইল । লাইসাণ্ডর রণক্ষেত্রে তস্তুত্যাগ করিলেন । খ. পূ. ৩১৫ অব্দে এই ঘটনা হয় । এই যুদ্ধ করিন্থিয় সংগ্রামের স্মৃতিস্মারক হইল । ইহার অব্যবহিত পরে স্পার্টার অধিপতি পসেনিয়াস রণস্থলে উপস্থিত হন । কিন্তু তিনি লাইসাণ্ডরের মৃত্যু সমাচার শ্রবণ করিয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন । তাহাতে স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহার নামে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে স্বরাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিয়া দিল । তিনি টিজিয়ায় গমন করিলেন । যাবজ্জীবিত কাল ঐ স্থানে ছিলেন ।

এই ঘটনার পর স্পার্টার বিপক্ষগণ করিন্থরাজ্যে সত্তা করিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিল । ইয়ুবিয়া, লিউকেডিয়া, আকার্গেনিয়া আয়েসিয়া এবং ক্যালসিস এই কয় স্থানের লোক উহাদিগের সহিত মিলিত হইল । অনন্তর, উহারা কতিপয় নগর স্পার্টার হস্ত হইতে বলপূর্বক গ্রহণ করিল এবং অনেক বিদ্রোহে প্রবর্তিত করিল । ওদিকে পারস্যরাজ এথেন্সনগরীয় ভূতপূর্ব সেনাপতি কোননকে পোতসৈন্যের অধিপতি করিয়া স্পার্টার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিলেন । কোননের যুদ্ধবিষয়ে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতা ছিল । এই জন্য পারস্যরাজ তাঁহার প্রতি সৈন্যপত্য ভার সমর্পণ করেন । এজিসিলেয়স ঐ সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের অমুমতি প্রাপ্ত হন । তিনি অত্যন্ত চতুর্ধিত হইয়া আসিয়া পরিত্যক্ত করিলেন । জরকসিস যে পথ দিয়া গ্রীসদেশে গমন করিয়াছিলেন এজিসিলেয়স সেই পথ ধরিয়া ত্রিশ দিনে গ্রীসদেশে উপনীত হইলেন । তিনি যে সময়ে বিয়োলিয়ায় উপনীত হন, তাহার পূর্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল । স্পার্টানগরীয়েরা উত্তরাংশে যাইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে করিন্থিয়েরা দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে নিমিয়ান স্পার্টানগরীয়দিগের পথ রোধ করে, তাহাতে ঐ স্থানে যুদ্ধ হয় । স্পার্টানগরীয়েরা জয়ী হয় । এজিসিলেয়স আক্ষিপলিসে জয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বরাবর দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । পথিমধ্যে তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হইল । খ. পূ. ৩১৪ অব্দের গ্রীষ্মাবসানসময়ে

জিনি বিয়োগশিয়ায় উপনীত হইলেন । ঐখানে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন, পিসাগুর ও তাহার অধীন পোডসৈনিকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছেন এবং পিসাগুর সমরশায়ী হইয়াছেন । এজিসিলেয়স ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । নাইডসনগরের অনতিদূরর্তী সংগ্রামে পিসাগুর পরাজিত হন । ঐ যুদ্ধে স্পার্টানগরীয়দিগের পরাজয় হওয়াতে এথিনিয়দিগের মহোপকার লাভ হয় । উহাদিগের নির্দোষভূমিতে প্রভুশক্তির পুনরুদ্ধাপন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল । কতিপয় দিবসের পর সেফিসস নদী তীরে করোনিয়ার পরিসর ভূমিতে এজিসিলেয়সের সহিত সমিগ্রকরিস্থিয়দিগের পুনরায় সংগ্রাম হইল । উভয় পক্ষই পরস্পর বিনাশ কামনা করিয়া ক্রিয়ৎকাল দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিল । এজিসিলেয়স পরিশেষে জয়ী হইলেন । তিনি যখন আসিয়াখণ্ডে সমরে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অর্থ প্রাপ্ত হন । সেই লুণ্ঠিত অর্থ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ডেলফির আপোলোদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন । অনন্তর, তিনি স্বগ্রহে গমন করিয়া সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া দিলেন ।

এজিসিলেয়সের জয় লাভের পর ক্রিয়ৎকাল আর সম্মুখযুদ্ধ হয় নাই । স্পার্টানগরীয়েরা মধ্যে মধ্যে করিন্থরাজ্য উৎসাদিত ও বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল । তাহাতে করিন্থিয়েরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে । উহারা এমনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, কেহ সন্ধির কথা উল্লেখ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিত । বাহা হউক, কতিপয় ব্যক্তি একবাক্য হইয়া লিকিয়ন নামে করিন্থিয় পোতাধিষ্ঠাননগর স্পার্টানগরীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিবার মানসে তাহার দ্বার উদ্বাটন করিয়া দিল । স্পার্টানগরীয়েরা নগর প্রবেশ হইয়া তৎক্ষণাৎ উহার স্থানের স্থানের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেলিল । খৃ.পূ. ৩৯৩ অব্দে এই ঘটনা হয় । এই ঘটনা হওয়াতেই যুদ্ধ শেষ হয় নাই । করিন্থরাজ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল । স্পার্টারাজ এজিসিলেয়স সৈন্য হইয়া সমরাক্ষেপে গমন করিলেন । কিন্তু করিন্থিয়েরা এথিনিয় সেনাপতি ইকিক্রেটিসের সাহায্য প্রাপ্ত

হইয়া এযুদ্ধে জয়ী হইল, এবং, যে যে প্রদেশ উহাদিগের হস্তান্তরিত হইয়াছিল, তাহার কতগুলির পুনরুদ্ধার করিল।

আসিয়ামাইনরাসী গ্রীকেরা এই সময়ে স্পার্টার নিয়োজিত শাসনকর্তৃগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কার্ণেবেজস এবং কোনন উভয়ের সহিত মিলিত হয়। খৃ. পূ. ৩৯৩ অব্দের বসন্তকালে পারসীক শাসনকর্ত্তা কার্ণেবেজস ও কোনন উভয়ে এক দল জাহাজ সমভিযা হারে লেকোনিয়ার উপকূলেগমন করিলেন। তাঁহারা যে যে স্থানে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিলুপ্তিত ও উৎসাদিত হইল। শেষে তাঁহারা সাইথিরা হস্তগত করিয়া লইলেন। কার্ণেবেজস স্পার্টার বিপক্ষগণকে অর্থদ্বারা সাহায্য দান করিতে লাগিলেন, এবং, কোনন এথেন্সনগরের বিনষ্ট প্রাচীর নির্মাণের সংকল্প করিয়া তাঁহার নিকটে আত্মনোর্থ ব্যক্ত করাতে তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। সংকল্পিত প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ হইল। নির্মাতৃগণ অতিশয় দ্বারাষিত হইয়া ক্রম করিতে লাগিল। খৃ. পূ. ৩৯২ অব্দের বসন্তকালে নির্মাণক্রিয়া সন্ধ হইল। ক্রমে ক্রমে কোননের সাতিশয় প্রাণত্যাগ হইয়া উঠিল। তদদর্শনে স্পার্টানগরীয়েরা কোননকে কৌশলক্রমে নষ্ট করিবার সংকল্প করিল। এই উদ্দেশে আন্টাল্‌সিডাস পারসীক শাসনকর্ত্তা টাইরিবেজসের নিকটে প্রেরিত হইলেন। আন্টাল্‌সিডাস অতিশয় ধূর্ত ছিলেন। তিনি যদর্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎকর্মসাধনে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল। আন্টাল্‌সিডাস টাইরিবেজসের সনক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, স্পার্টানগরীয়েরা পারস্যরাজের সহিত সন্ধি করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন এবং আসিয়াখণ্ডে গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত যত নগর আছে, তন্মধ্যে পারস্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে অতিলাষী হইয়াছেন; কিন্তু পারস্যরাজ যদি একরূপ অঙ্গীকার করেন যে গ্রীসদেশের মধ্যে যত উপদ্বীপ ও যত নগর আছে, তৎসমুদায়ের স্বাধীনতা অবিলুপ্ত ও অব্যাহত রাখিবেন, তাহা হইলে সন্ধি সন্ধি হয়। টাইরিবেজস এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অগ্রহণ করিলেন। কোনন তাহাকে বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে কথা

গ্রাহ্য করিলেন না । তিনি স্পার্টানগরীয়দিগকে পোডনির্মাণার্থ অর্থ দান করিলেন এবং অবিলম্বে কোননকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন । কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল কারাবাস ক্লেস সহ্য করিতে হয় নাই । তিনি অব্যবহিত পরে পলায়ন করেন । পলায়নের পর আর তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই । সাইপ্রসে তাঁহার মৃত্যু হয় । পারসীকেরা টাইরিবেজসের প্রবর্তনবাক্যে প্রথমে স্পার্টার সহায়তা করিতে প্ররূপ হইয়াছিল । কিন্তু পারসীক শাসনকর্তাদিগের পরস্পর বিরোধ ও মতের অনৈক্য হওয়াতে শেষে তাহারা স্পার্টার বিষম বিপক্ষ হইয়া উঠিল এবং এথিনিয়দিগকে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিল । অনতিবিলম্বে স্পার্টার সহিত পারসীকদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল । খ. পূ. ৩৯০ অব্দে স্পার্টানগরীয়দিগের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল । আকার্ণোনিয়ার লোকেরা স্পার্টার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ না হইয়া মিত্রতা করিল । স্পার্টানগরীয় টিলিউশিয়াস নামে এক ব্যক্তি এই বর্ষে নিজ সাহস গুণের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । রোডস উপদ্বীপে রাষ্ট্রবিপ্লাব উপস্থিত হওয়াতে অভিজাতদল অপর দলের নিকটে পশুদস্ত হইয়া পড়ে । প্রধানতর প্রজাগণ এথিনিয়দিগের পক্ষে পক্ষপাতী ছিল । এথিনিয়েরা ঐ সুযোগে ঐ উপদ্বীপে স্বাধিকার বিস্তার করিবার উপক্রম করিয়াছিল । কিন্তু টিলিউশিয়াস উহাদিগকে কুতকার্য্য হইতে দেন নাই । এই সকল ঘটনা হওয়াতে এথিনিয়েরা সাতিশয় শক্তি হইয়া রুদ্ধ থেসিবিউলসকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিল । থেসিবিউলস এক দল পোডসৈনিক সমভিব্যাহারে করিয়া যাত্রা করিলেন । তিনি থেসের ও ইজিয়সমুদ্রের উপকূলে জয় লাভ করিয়া রোডস উপদ্বীপ লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন । কিন্তু বিপক্ষগণ আক্ষেপে সহসা তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল । থেসিবিউলস অতিশয় সাহসী ছিলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর এজিরিয়স নামে এক ব্যক্তি তৎপদে অভিযুক্ত হইলেন । এজিরিয়স অতি অব্যবহিত এবং ভীরুন্মত্ত । তিনি কোনক্রমেই স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না ।

হেলিস্পোর্টের উপকূলে যে যে প্রদেশ স্পার্টানগরীয়দিগের হস্ত
বহির্ভূত হইয়াছিল, উহারা ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়ের উদ্ধারসা-
ধন করিল। পরিশেষে খৃ. পূ. ৩৮৯ অব্দে ইফিক্রেটিস আবাই-
ডসে স্পার্টানগরীয়দিগকে পরাজয় করিলেন।

খৃ. পূ. ৩৮৮ অব্দে স্পার্টানগরীয়েরা পুনরায় প্রবল হইয়া
উঠিল। উহারা ইজিনা উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল এবং
জাটিকাবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। গ্রীসদেশের মধ্যে
এইরূপ ঘটনা হইতেছে, এমত সময়ে আন্টালসিডাস পারস্যরাজের
সহিত সন্ধিবিধানের দৃঢ় সংকল্প করিয়া আসিয়ায় গমন করিলে-
ন। আন্টালসিডাসের যত্নে ঐ সময়ে স্পার্টানগরীয়দিগের নৌসং-
খ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তন্মিবন্ধন স্পার্টানগরীয়েরা এথিনিয়-
দিগের বাণিজ্যকার্যের অতিশয় ব্যাঘাত করে। তাহাতে এথিনি-
য়দিগের নিতান্ত চেষ্টা হইল কোনরূপে সন্ধি হইয়া বিবাদের
শেষ হয়। বিশেষতঃ এথিনিয়দিগের মিত্রগণও সমর্থন হইয়া-
ছিল। অতএব তাহারাও সমার্থী হইয়া টাইরিবেজসের নিকটে দূত
প্রেরণ করিল। স্পার্টা, এথেন্স, আর্গস এবং করিন্থ এই কয় রা-
জ্যের দূতগণ টাইরিবেজসের নিকটে উপস্থিত হইলে সর্বসম্মতি-
ক্রমে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে সন্ধি হইল। প্রথম, আসিয়াখ-
ণ্ডের স্বাভাবিক গ্রীকনগর এবং ক্লেজোমিনি ও সাইপ্রস উপদ্বীপ পা-
রস্যরাজের হস্তগত হইবে। দ্বিতীয়, লেমনস, ইয়ুস এবং সাইরস
এই তিন উপদ্বীপে পূর্বে যেমন এথিনিয়দিগের অধিকার ছিল,
এখনও সেইরূপ থাকিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ গ্রীস-
দেশীয়দিগের সমুদায় নগর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে। খৃ. পূ.
৩৮৭ অব্দে এই সন্ধি হয়। সন্ধিনিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইলে যে যে
নগরের উপরে আধিপত্য আছে, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে
হইবে। এই বিবেচনা করিয়া আর্গস এবং থিবিংসের লোকেরা উল্লি-
খিত সন্ধিনিয়মেবদ্ধ হইতে সম্মত ছিল না। কিন্তু প্রবল পক্ষীয়েরা
তত্ত্ব প্রদর্শন করিতে উহাদিগকে অগত্য সম্মত হইতে হইল। যাহা
হউক, উল্লিখিত সন্ধির সমুদায় নিয়ম প্রকৃতরূপে প্রতিপালিত
হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরাই স্বভাবানুসারে সন্ধিবিধান করি-

রাছিল । অন্তএব তাহানিগের উচিত যে, তাহারা লেকোনিয়া এবং মেসেনিয়ার অন্তঃপাতী যাবতীয় নগরবাসীদিগকে অধীন-তা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সৰ্বাঙ্গে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। কিন্তু তাহারা তাৎ করে নাই । ফলতঃ যে উদ্দেশ্যে সন্ধি বিহিত হয়, সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয় নাই । এই সন্ধি দ্বারা ইচ্ছা ফল লাভ না হইয়া অনিষ্ট ফল লাভ হইল । যে আসিয়াবাসী গ্রীকদিগকে অসভ্য পারসীকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত শত বৎসরেরও অধিক কাল যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং, কত প্রাণহিতা ও অর্থ ক্ষতি হয় তাহার ইয়ত্তা ছিল না, এই সন্ধিদ্বারা সেই গ্রীসদেশীয়েরা অসভ্য পারসীকদিগের হস্তে নিষ্কিন্ত হইল ।

দশম অধ্যায় ।

আট্টালিসিডাসের কৃত সন্ধি অবধি কোরো-
নিয়ার সংগ্রাম পর্য্যন্ত ।

আট্টালিসিডাস যখন পূর্বোক্ত সন্ধি বিধান করেন, তখন তাহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, গ্রীসদেশের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য আছে, তৎসমুদায়ের স্বাধীনতা লাভ হয় । কিন্তু তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই । লেকোনিয়া ও মেসেনিয়া এই উভয় দেশের উপরে স্পার্টানগরীয়দিগের যে আধিপত্য ছিল, তাহার তাহা পরিভাগ করে নাই । প্রত্যুত সমুদায় গ্রীস দেশের উপরে তাহারা স্বাধিকার বিস্তার করিবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইল । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় প্রবল লোকেরা দুর্বলের উপরে অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া থাকে । যে রাজার বীৰ্য্য, অস্ত্রবল এবং লোকবল অধিক, সে প্রতিবেশবাসী হীনবল রাজার রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লয় । গ্রীস দেশের মধ্যে যত ক্ষুদ্রতর নগর ছিল, প্রতিবেশী প্রবল রাজ্যের লোকেরা তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইতে আরম্ভ করিল । এইরূপে সমরানল পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । স্পার্টানগরীয়েরা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাহায্যদানরূপ সমীরণ দ্বারা অম্লক্ষণ তাহার স-ম্মুখ করিতে লাগিল । যে যে নগরের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত

হইতে লাগিল, স্পার্টানগরীয়েরা প্রথমে উহার অন্যতর পক্ষ আশ্রয় করিয়া শেষে উভয় পক্ষকেই স্বদেশে আনয়ন করিতে আরম্ভ করিল। স্পার্টানগরীয়েরা এইরূপ অমূল্য ও গর্হিত ব্যবহার দ্বারা মাণ্টিনিয়া নগর অধিকার করিয়া লইল। অনন্তর, নগর সমভূমি করিয়া তত্রতা লোকদিগকে সন্ধিহিত অনারত গ্রামে বাস করিবার অনুমতি দিল। খৃ. পূ. ৩৮৫ অব্দে ঐ ঘটনা হয়।

পর বৎসর ক্লাইয়স নগরেরও ঐরূপ ছন্দশা ঘটিল। স্পার্টানগরীয়েরা ক্রমে ক্রমে পিলপনিসসের সর্ব্বস্থলেই স্বাধিকার বিস্তার করিল। কেবল আর্গস নগর স্বাধীন ছিল। পিলপনিসসে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াই স্পার্টানগরীয়দিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। উহারা গ্রীসদেশের অন্তর্ভুক্তী ত্বরিত প্রদেশেও স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিতে উদ্যত হইল। অলিম্বুস নগরের লোকেরা উহাদিগের অসঙ্গত ও উৎকট ছুরাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া মাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং অপব কতিপয় নগরের সহিত মৈত্রী বন্ধন করিল। ঐ সময়ে এই জনরব হইল যে, এথেন্স ও বিয়োশিয়ার লোকেরাও অলিম্বুসবাসীদিগের সহিত মিলিত হইবার অভিলাষ করিয়াছে। এই জনশ্রুতি শ্রবণমাত্র স্পার্টানগরীয়েরা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দুই সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া ইয়ুডেমিডাসকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিল। ইয়ুডেমিডাস পটিডিয়া অধিকার করিলেন। অলিম্বুসবাসীদিগের সহিত স্পার্টার যে মহাসংগ্রাম হয়, এবং যে সংগ্রাম অলিম্বুস সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ, পটিডিয়া গ্রহণ তাহার স্মৃতিবাতন হইল। ঐ সংগ্রাম খৃ. পূ. ৩৮৩ অব্দে আরম্ভ হইয়া ৩৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইয়ুডেমিডাসের যুদ্ধ যাত্রা স্বীকারের অব্যবহিত পরেই ফিবিডাস পিলপনিসসবাসীদিগের সমুদায় সৈন্য সংগৃহ করিয়া রণাঙ্গনে গমন করিলেন। ফিবিডাস বিয়োশিয়ায় উদ্ভীর্ণ হইলে পর থিবিসনগরীয় অভিজাতদল স্বনগরজ্যেষ্ঠ হইয়া তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ করিল। ইন্মিনিয়াস অপর দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনিও ধৃত হইয়া ফিবিডাসের হস্তে সমর্পিত হইলেন। অনন্তর স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহার প্রাণ বধের আজ্ঞা করেন। থিবিসনগরীয় অভিজাত দলে

র সহিত যে সকল ব্যক্তির শত্রুতা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় তিন শত লোক পলাইয়া এথেন্স নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পিলপিডাস সেই সমভিব্যাহারে ছিলেন। পিলপিডাস যুদ্ধ বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। ঐ ব্যক্তিই নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে দুঃস্থ প্ররত্না দুঃখ হইতে বিমোচিত করেন। ইপামিন্ডাস তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি তৎকালে গণনীয় ছিলেন না। তাঁহার তাদৃক ঐশ্বর্য্যও ছিল না। বিপক্ষগণ তাঁহাকে লক্ষ্য ও গ্রাহ্য করে নাই। অতএব তাঁহাকে শত্রুর ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয় নাই।

অলিম্বসবাসীদিগের সহিত যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়, স্পার্টা নগরীয়েরা প্রথমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এজিসিপলিস সেনাপতিপদে অভিযুক্ত হইয়া সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলে পর তাহার কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইল। এজিসিপলিস খৃ. পূ. ৩৮১ অব্দে অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া অলিম্বসে যুদ্ধ করিতে গেলেন। অনিস্থিয়েরা রণভর সহিষ্ণু না হইয়া নগরমধ্যে প্রস্থিত হইল। এজিসিপলিস নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইল। পলিবাইডিস তৎপদে অভিযুক্ত হইলেন। অলিম্বসের অবরোধ কার্য্য এক দিনের জন্যও পরিত্যক্ত হয় নাই। শেষে নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। নগরবাসীদিগকে অগত্যা সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। খৃ. পূ. ৩৭৯ অব্দে উভয় নগরের সন্ধি হইল। আর্গস ও করিন্থের লোকেরা যুদ্ধ করিয়া অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল। তাহার ঐ সময়ের অগ্নিস্বর হইতে সাহসী হইল না। ফলতঃ গ্রীসদেশের মধ্যে কেহ স্পার্টা নগরীয়দিগের প্রতিযোগী ছিল না। সর্বত্র অপ্রতিহত জয় লাভ দ্বারা উহারা অধিতীয় ও সমধিক সমুন্নত হইয়া উঠিল। অত্যুচ্চ হইলেই পতন হয়। উহারা ঐ বর্ষে যেমন অধিকতর উন্নত হইয়াছিল, ঐ বর্ষেই তেমন উহাদিগের বিনিপাত হইতে আরম্ভ হইল।

পিলপিডাস বিবাসন দিনাবধি এক নিমেষের নিমিত্ত তুষ্টির ছিলেন না। কিরূপে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিবেন, এই চিন্তাই

নিরন্তর তাঁহার অন্তরে উদ্ভিত হইতে লাগিল । তিনি এক দিব রজনীযোগে কতিপয় বিবাসিত-ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে লই ছদ্মবেশে থিবিস নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং, ঐ স্থানে কেব নামে এক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেন । যে সকল লোক অতি জাতদলের অধিনায়ক বলিয়া বিদিত ছিল, তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ পূর্বক প্রাণ সংহার করিলেন । পশ্চাৎ নগরবাসীদিগকে জাগাইয়া বলিলেন, এমন অসময় আর উপস্থিত হইবে না যদি তোমাদিগের স্বাধীনতা সুখ সন্তোষের বাসনা থাকে, এ সময়ে যত্নবান হও । রজনী প্রভাত হইলে থিবিসনগরীয়েরা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া একত্র হইল । নগরের অনতিদূরে এথেন্স নগরীয় এক দল সেনা পিলপিডাসের আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া ছিল । তাহারা সমাচার পাইবামাত্র থিবিসনগরীয়দিগের সাহায্যার্থ সজ্বর গমন করিল । স্পার্টানগরীয়েরা যাহাকে থিবিস নগরের শাসন কর্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তিনি থিবিসনগরীয়দিগের এই উপক্রম দেখিয়া প্রথমে কাউমিয়ান প্রস্থান করেন । শেষে নিরুপায় হইয়া শত্রুর শরণাগত হইলেন । থিবিসনগরীয়েরা তাঁহাকে এবং তাঁহার অমুচর সৈন্যগণকে অনাহত ও অক্ষতশরীরে গমনের অমুমতি দিল । কিন্তু থিবিসনগরীয় যে সকল ব্যক্তি কৃতঘ্নতা করিয়া স্ব নগর শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহারা ব্যাপাদিত হইল । স্পার্টানগরীয়েরা ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং অস্ত্রবল দ্বারা থিবিসনগর স্ববেশে আনয়ন করিবার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিল । এইরূপে থিবিসনগরের সহিত স্পার্টার সংগ্রাম আরম্ভ হয় । এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল । খৃ. পূ. ৩৭৮ অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ১৬২ অব্দে শেষ হয় । গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী সমুদায় নগরের লোক প্রায় এই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল । পূর্বে বিয়োশিয়া প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিল, স্পার্টার আভ্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিলে সেই প্রাধান্য বিলোপিত হয় । কিন্তু উপস্থিত সংগ্রাম কালে সেই প্রাধান্য পুনর্লব্ধ হইল । ইপামিনওাসের সময়ে থিবিসনগরীয়েরা সর্বোত্তর মহত্ব

লাভ করিয়াছিল । অপর, নৌসংগ্রামে এথিনিয়দিগের পূর্বে
যে রূপ প্রাধান্য ছিল, উপস্থিত সংগ্রাম কালে সেইরূপ প্রাধান্য
লাভ হইল । যাহা হউক, এই সংগ্রামের সময়ে গ্রীসের অন্ত-
র্ভুক্ত কোন কোন রাজ্যের কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল
কিন্তু ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সংগ্রামই গ্রীস
দেশীয়দিগের কালস্বরূপ হইল । উহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণশ-
ক্তি হইয়া পড়িল । উহারা এমনি ক্ষীণশক্তি হইয়াছিল যে,
শেষে উহাদিগের আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না । মাসিডো-
নিয়েরা স্বল্পায়াসেই উহাদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করে ।

খৃ. পূ ৩৭৮ অব্দের প্রারম্ভে স্পার্টার অধিপতি ক্লিয়স্থো-
টস বিয়োশিয়া আক্রমণ করিলেন । কিন্তু তিনি থিবিসনগরীয়-
দিগকে কিছুই বলিলেন না । এথিনিয়েরা তৎকালে ভয়প্রযুক্ত
থিবিস নগরের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিল । কি-
ন্তু থিবিসনগরীয়েরা কৌশল ক্রমে উহাদিগের উদ্‌যোগ ভঙ্গ
করিয়া দিল । অনন্তর, উহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞরূপে যুদ্ধের উদ্‌যোগ
করিতে লাগিল । উহারা স্পার্টার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার
পূর্বে স্বপক্ষ দৃঢ়ীভূত করিবার মানসে অন্য অন্য নগরের সহিত
মৈত্রী বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল । উহারা কেবল যে, বিয়োশি-
য়ার সহিত মৈত্রী বন্ধন করিয়াছিল এমন নহে, সমুদ্রের উপকূ-
লবর্তী কাইয়স, বাইজান্টিয়ম, রোড্‌স, মাইটিলিন প্রভৃতি কতি-
পয় নগরের সহিতও মিত্রতা করিল । যে যে নগরের লোক মিত্র-
তা বন্ধনে বদ্ধ হইল, এথিনিয়েরা তন্মধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়া প-
রিগণিত হইল, এবং, যুদ্ধকালে উহারা প্রধান সৈন্যপতা ভার
প্রাপ্ত হইবে, এই স্থির হইল । অতঃপর, এথিনিয়েরা যুদ্ধজাহা-
জের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল । ক্রমে ক্রমে তিন শত
জাহাজ হইল । এথিনিয়েরা তাদৃশ মহত্ত্বলাভ করিয়াও তৎকালে
সাতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতে লাগিল । তদর্শনে তাহাদিগের
প্রতি মিত্রগণের অভিশয় বিশ্বাস জন্মিল ।

থিবিসনগরীয় সংগ্রাম আরম্ভের পর প্রথম দুই বৎসর কোন
বিশেষ ঘটনা হয় নাই । থিবিসনগরীয়েরা ঐ দুই বৎসরসময়

দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। কেবল স্পার্টানগরীয়েরা বিয়োগিশিয়া আক্রমণপূর্ব্বক দেশ বিলুপ্তি উৎসাদিত করিল। তৃতীয় বর্ষে স্পার্টানগরীয়েরা সিথিরন পর্ব্বতের মধ্যে দিয়া রণ স্থলে যাইবার উপক্রম করাতে এথিনিয়েরা উহাদিগের পথ রোধ করিল। তন্নিবন্ধন যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে এথিনিয়েরা জয়ী হইল। স্পার্টানগরীয়েরা গমনে অসমর্থ হইল। ওদিকে পিলপিডাস থিবিসনগরীয়দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। তিনি যে সেনাদল সুশিক্ষিত করেন, তন্মধ্যে স্বদেশানুরক্ত যুবা ব্যক্তিদিগের একটা অবাস্তুর দল ছিল। ঐ দলই মহাভারতীয় সংশপুকগণের ন্যায় অধিকতর বিখ্যাত। ঐ দল পবিত্র দল বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্পার্টানগরীয়ের এথিনিয়দিগের নিকটে পরাভূত হইয়া একদল জাহাজ নির্মাণ করাইল। উহাদিগের জাহাজ নির্মাণ করাইবার দুই অভিনবি ছিল। এক অভিসন্ধি এই, উহার। এথেন্সনগরের সহিত নৌসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। অপর, উহার। জাহাজ দ্বারা বিয়োগিশিয়া সৈন্য পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু ইহার অন্যতর কোন অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই। এথিনিয় পোত সেনাপতি কেরিয়াস খৃ. পূ. ৩৭৭ অব্দে ন্যাকসসের অনতিদূরে স্পার্টানগরীয়দিগের নব নির্মিত জাহাজ দল নিঃশেষরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অপর, পিলপনিসস আক্রমণ করিলে পিলপনিসসবাসীরা বিয়োগিশিয়ায় সৈন্য প্রেরণে সমর্থ হইবে না। এই মনে করিয়া এথিনিয়েরা টাইমথিউসকে এক দল জাহাজ সমভিব্যাহারে দিয়া পিলপনিসসে পাঠাইয়া দিল এবং সাইথিরা অধিকার করিয়া লইল। সেফালে নিয়া, আকার্গেনিয়া প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশের লোকে উহাদিগের সহিত যোগ করিল। এথিনিয়েরা পিলপনিসসে সৈন্য প্রেরণ করাতে স্পার্টানগরীয়েরা বিয়োগিশিয়া আক্রমণে অসমর্থ হইল। খৃ. পূ. ৩৭৫ অব্দে অর্কোমিনস নগরের সন্ধিক্ষে স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত যে সংগ্রাম ঘটনা হয়, থিবিসনগরীয়েরা তাহাতে জয়ী হইল। তাহাতে স্পার্টানগরীয়দিগের যে প্রভাব ও প্রাধান্য গর্ভ ছিল, তাহা খর্ব্ব হইয়া গেল, এবং বিয়োগিশিয়ায় থিবিসনগর

রীয়দিগের অবিসম্বাদিত গোখান্য ও প্রভুত্ব লাভ হইল। এই-রূপে থিবিসনগরীয়দিগের দিন দিন সৌভাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তদ্বশতঃ এথিনিয়দিগের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। উহার স্পার্টানগরের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইল। সন্ধির এই প্রস্তাব হইল আণ্টালসিডাস পূর্বে যে সন্ধি করিয়া যান, তাহার নিয়ম সকল এক্ষণে প্রতিপালিত হইতেছে না; অতএব সেই নিয়মের প্রতিপালনে যত্ববান হওয়া কর্তব্য। অনন্তর, স্পার্টা ও এথেন্স এই উভয় রাজ্যের সন্ধি হইল। অনেকেই ঐ সন্ধির নিয়মে বদ্ধ হইল। কিন্তু পিলপিডাস ও ইপামিন্ডাস এই উভয় ব্যক্তির পরামর্শানুসারে থিবিসনগরীয়েরা তাহাতে বদ্ধ হয় নাই। তৎকালকৃত সন্ধিনিয়মে বদ্ধ হইয়া সমর হইতে বিরত হওয়া দূরে থাকুক, বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী প্ল্যাটিয়া, থেম্পিয়া এবং অর্কোমিনস এই কয় নগরের লোকে স্বাধীনতালাভে লোলুপ হইলে থিবিসনগরীয়েরা ঐ কয় নগর সমভূমি করিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ শাস্তি করিল। এথেন্স ও স্পার্টা এই উভয় নগরের যে সন্ধি হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এথিনিয়েরা স্পার্টানগরের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্বক স্বতন্ত্র রহিল। ওদিকে থিবিসের সহিত স্পার্টার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য নগরের লোকেও সচ্ছন্দে ছিল না। উহার গৃহবিবাদহেতু অত্যন্ত অস্থিরিত হয়। পূর্বে পিলপনিসিয় সংগ্রাম কালে অভিজাতদের সহিত অপর দলের যেরূপ অহিনকুলবৎ শত্রুতা ছিল, এখনও সেইরূপ হয়। স্পার্টানগরীয়েরা অভিজাতদের সাহায্যদানে অসমর্থ হওয়াতে প্রায় সর্বত্রই অপরদল এবল হইয়া উঠিয়াছিল। জেসিথুস উপরীপেও অভিজাতদিগের এবটী, এবং তদ্বির ব্যক্তিদিগের একটী, এই দুটী দল ছিল। উভয় দলের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে এথিনিয় সেনাপতি টাইমথিউস অভিজাতদের বিরোধী ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। স্পার্টানগরীয়েরাও অভিজাতদের সহায়তা করিতে গেল। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা কৃতকার্য হইতে পারিল না। উহার কল্যা-

ইরা উপদ্বীপেও এথিনিয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইল। অনন্তর, উহারা তথ্যপ্রযুক্ত লিয়ুকাসে প্রস্থান করিল। খৃ. পূ. ৩৭৩ অব্দে এই ঘটনা হয়। যে সময়ে কর্সাইরায় স্পার্টানগরীয়দিগের প. রাজ্য হয়, টাইমথিউস সে সময়ে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত ছিলেন না। ইফিক্রেটিস তৎপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন না। কর্সাইরায় জয়লাভের পর ই. ফিক্রেটিস সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্বত্র অপ্রতিহতরূপে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ তিনি যুদ্ধার্থী হইয়া পিলপনিসসে গমনোদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে পারস্যরাজ মধ্যস্থ হইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। পূর্বে আন্টা-লসিডাস যে যে নিয়মে সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন, পারস্যরাজকৃত প্রস্তাবক্রমে এবারেও সেই নিয়মানুসারে সন্ধি হইল। স্পার্টা ও এথেন্সের লোকেরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। থিবিসনগরীয়েরা বিয়োসিয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত না হওয়াতে সন্ধিবহিষ্কৃত হইল।

সন্ধির অবাবহিত পরেই স্পার্টার অধীশ্বর ক্লিয়ষ্টোটিস বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া বিয়োসিয়া আক্রমণ করিতে গেলেন। থিবিসনগরীয়েরাও সংজ্ঞ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। পিলপিডাস ও ইপামিনণ্ডাস উভয়ে সৈন্যপতা ভার গ্রহণ করিলেন। অন্য রাজ্যের এক প্রাণীও উহাদিগকে সাহায্যদান করে নাই। উহারা নিজ সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া সমরাজনে গমন করিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে দৃষ্ট হইল, থিবিসনগরীয় সৈন্য অপেক্ষা স্পার্টার সৈন্যগণ বহুগুণ অধিক। থিবিসনগরীয়েরা তাদৃশ স্বল্প সৈন্য লইয়াও সাহস পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইল। খৃ. পূ. ৩৭১ অব্দে লিউক্টার্ব উপকণ্ঠে এই যুদ্ধ ঘটনা হয়। থিবিসনগরীয়েরা যুদ্ধে জয়ী হইল। স্পার্টারাজ ক্লিয়ষ্টোটিস সমরশায়ী হইলেন। স্পার্টানগরীয় চারিশত এবং লোকোনিয়াবাসী তিন সহস্রেরও অধিক লোক রণক্ষেত্রে নিহত হইল। ইপামিনণ্ডাসের সমরনৈপুণ্য, সদিবেচনা এবং সাহস গুণেই থিবিসনগরীয়দিগের জয় লাভ হয়। ই

পামিনাশ এই যুদ্ধে আপনার রণপাণ্ডিত্যের প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। সমরে অধুষ্য বলিয়া স্পার্টানগরীয়দিগের যে খ্যাতি ছিল, এই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে সে খ্যাতি লোপ পাইল। উহাদিগের প্রভুশক্তিও ছিন্নমূল হইল। পিলপনিসসে উহাদিগের যে একাধিপত্য ও প্রাধান্য ছিল, তাহাও দূরগত হইল। আর্কেডিয়াবাসীরাই সর্বত্রই পারতন্ত্রাযোক্ত্য নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতালাভে লুক্ক হইল। মাণ্টিনিয়ামগর পুনরায় নির্মিত হইল। আর্কেডিয়ার অন্তর্ভুক্ত সমুদায় রাজ্যের লোক একবাক্য হইয়া এক নূতন রাজধানী নির্মাণের সঙ্কল্প করিল। অব্যবহিত পরেই সঙ্কল্পিত রাজধানী নির্মাণ আরম্ভ হইল। রাজধানীর মেগালপলিস এই নাম হইল। আর্কেডিয়েরা কোনরূপে সঙ্কল্পিত রাজধানী নির্মাণে সমর্থ না হয়, স্পার্টানগরীয়েরা সর্বতোভাবে এই চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

ওদিকে থিবিসনগরীয়েরা ফোসিস, ইয়ুবিয়া, লর্কিস, আকা-র্গেনিয়া এবং অন্য অন্য রাজ্যের সহিত মিত্রতা করিয়া খৃ. পূ. ৩৬৯ অব্দে পিলপনিসস আক্রমণ করিতে গেল। পিলপিডাস এবং ইপামিনাশ উভয়ে সেনাপতিপদে অভিযুক্ত হইলেন। থিবিসনগরীয়েরা পিলপনিসসে উপনীত হইলে পর আর্কেডিয়া, আর্গাস এবং ইলিস এই কয় স্থানের লোক আসিয়া উহাদিগের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর, সাত হাজার লোক স্পার্টা আক্রমণ করিতে গেল। তাহারা পুরদ্বারের অতিসম্মুখ উপস্থিত হইল। এত নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল যে, কোন বিপক্ষ কোন কালে স্পার্টার তত নিকটে গমন করিতে সাহসী হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরা শত্রুগণকে পুরদ্বার সম্মুখ দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। সাহা হউক, বিপক্ষগণ নগর আক্রমণ করিয়া কূতা-খঁতালাভে সমর্থ হইল না। অনন্তর, ইপামিনাশ-দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া হেলস এবং জাইথয়ন এই উভয়স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। স্পার্টানগরীয় প্রজাগণ ও দাসগণ (হেলট) পালে পালে আসিয়া তাহার সহিত মিলিতে লাগিল। অনন্তর, তিনি

মেসেনিয়াদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, মেসেনিয়াদেশীয় যে ব্যক্তি যে স্থানে আছেন, তথা হইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যগমন করেন । মেসেনিয়াদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্পার্টানগরীয়দিগের অত্যাচারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সকলে ইপামিন-ণ্ডাসের ঘোষণা অনুসারে স্বদেশে আসিতে লাগিল । আইথিমি পর্কতের পাদদেশে মেসেনি রাজধানী নির্মাণ আরম্ভ হইল । ঐ পর্কতে দুর্গ হইল । এই সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে অধিক কাল বিলম্ব হয় নাই । তিন মাসের মধ্যেই সমুদায় সম্পন্ন হইল । ইপামিনণ্ডাস খৃ. পূ. ৩৬৯ অব্দের শরৎকালে বিয়োগিশিয়ার ফিরিয়া গেলেন ।

স্পার্টানগরীয়েরা এই সঙ্কট সময়ে এথিনিয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । এথিনিয়দিগের অসাধারণ ঔদার্য্য ছিল । তাহারা সেই চিরাত্যস্ত ঔদার্য্যগুণের বশীভূত হইয়া সাহায্যদান অঙ্গীকার করিল এবং ইফিক্রেটিসকে সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া পিলপনিসসে প্রেরণ করিল । ঐ সময়ে স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের এই নিয়মে সন্ধি হইল যে, উভয় রাজাই পর্যায়ক্রমে প্রধান সৈন্যপতা কর্ম্ম নির্বাহ করিবে । ইফিক্রেটিস পিলপনিসসে যাত্রা করিবার সময়ে মনে করিয়াছিলেন ইপামিনণ্ডাসের পিলপনিসস হইতে প্রতিগমন কালে তাঁহার পথ রোধ করিবেন । কিন্তু তিনি সে অভিযোজন করিতে পারেন নাই । খৃ. পূ. ৩৬৮ অব্দে ইপামিনণ্ডাস দ্বিতীয়বার স্পার্টা আক্রমণ করিতে গেলেন । পিলপনিসসবাসীরা পূর্বে সমাচার পাইয়া এথিনিয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া পিলপনিসসের প্রবেশ পথ আটক করিয়া রহিল । কিন্তু তাহারা কৃতকৃত্য হইতে পারে নাই । ইপামিনণ্ডাস তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বলপূর্ব্বক পিলপনিসসে প্রবেশ করিলেন এবং তত্রতা মিত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া বিপক্ষপক্ষের অধিকৃত কতিপয় জনপদ বিলুপ্তি ও উৎসাদিত করিলেন । অপর কতগুলি নগর অগত্যা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল । যাহা হউক, স্পার্টানগরীয়েরা এই সময়ে সিসিলির অ

ধিপতি ডায়োনিসিয়সের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, এবং আর্কেডিয়ার সহিত থিবিসনগরের সৌহদ্য বিচ্ছেদ হইয়া যায় । তাহাতে স্পার্টানগরীয়দিগের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইল ।

থিবিসনগরীয়দিগের সমুদায় সৈন্যই যে কেবল স্পার্টার সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল একরূপ নহে, উহাদিগকে উত্তর দিকেও কিয়দংশ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল । থেসেলির অন্তঃপাতী ফেরিনগরের অধিপতি জেসন ঐ প্রদেশের যাবতীয় নগরের প্রধান সৈন্যপতা পদ প্রাপ্ত হন । সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন গ্রীসদেশে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবেন । গ্রীসদেশীয়েরা তৎকালে পরস্পর বিবাদে আবৃত্ত ছিল । তদ্বশনে তাঁহার মনে এই আশা জন্মিল যদি আমি এই সময়ে গ্রীসদেশে স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিবার চেষ্টা পাই, মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে । এই আশা করিয়া তিনি থিবিস ও স্পার্টা এই উভয় নগরের প্রজাস্ত্র যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলেন । কিন্তু তিনি লিউকটার যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই নিহত হইলেন । পর পর তাঁহার দুই জন উত্তরাধিকারী হন । তাঁহারাও দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই । তাঁহারা নিহত হইলে পর আলেগজাণ্ডর নামে এক ব্যক্তি ফেরির রাজ্যপদ হস্তগত করিয়া লইলেন । তিনি থেসেলি প্রদেশের প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ম্যাসিডোনিয়া আক্রমণ করিলেন । ম্যাসিডোনিয়ার তদানীন্তন রাজা আলেগজাণ্ডর সময়ে পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিলেন । খৃ. পূ. ৩৬৮ অব্দে পিলপিডাস থেসেলি আক্রমণ করিতে যান । কিন্তু তিনি সমরবিজয়ী হইতে না পারিয়া স্বয়ং বন্দীকৃত হইলেন । থিবিসনগরীয়েরা তাঁহার উদ্ধারার্থ একদল সেনা পাঠাইয়া দিল । কিন্তু এথিনিয়েরা ফেরির অধিপতি আলেগজাণ্ডরের সহায়তা করিতে থিবিসনগরীয় সৈন্যগণ কৃতকার্য হইতে পারিল না । অনন্তর, ইপামিনণ্ডাস স্বয়ং বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন । আলেগজাণ্ডর জনে ক্রমে থেসেলির অন্তঃপাতী যাবতীয় নগরের উপরে স্বাধিকার বিস্তার করিলেন এবং অভিশপ্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন । তাহাতে ভয়ভীত লো-

কেরা তাঁহার অত্যন্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল । আলেগজাণ্ডরের বিপক্ষগণ থিবিসনগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । পিলপিডাস পুনরায় সৈন্য হইয়া থেসেলি প্রদেশে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর, সাইনসেকালিতে ঘোরতর সংগ্রাম হইল । ঐ সংগ্রামে পিলপিডাস দেহভাগ করিলেন । কিন্তু থিবিসনগরীয়েরা সময়ে জয় লাভ করিল । দুরাছা আলেগজাণ্ডর পরাস্ত হইয়া থেসেলিদেশীয়দিগকে অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং স্বয়ং থিবিসনগরীয়দিগের সহিত মিত্রতা করিল । খৃ. পূ. ৩৬৪ অব্দে এই ঘটনা হয় ।

ওদিকে আর্কেডিয়াবাসীরা অত্যন্ত গর্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল । এই হেতু থিবিসনগরীয়দিগের সহিত উহাদিগের সৌহৃদ্য ভঙ্গ হইয়া যায় । উহারা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্পার্টানগরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । স্পার্টানগরীয়েরা সিরাকিউজ হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল । খৃ. পূ. ৩৬৭ অব্দে আর্কেডিয়ার সহিত স্পার্টার যে সংগ্রাম ঘটনা হয়, এই যুদ্ধে আর্কেডিয়ার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল । উহাদিগের দশ সহস্র সৈন্য হত হইল । কিন্তু স্পার্টানগরীয়দিগের এক ব্যক্তিও হত হয় নাই । এই যুদ্ধের পর বৎসর ইপামিন্ডাস পুনরায় পিলপিনিসস আক্রমণ করিতে গেলেন । তিনি এবারে রণস্থলে সবিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । পর বৎসর আর্কেডিয়াবাসীরা এথেন্সনগরের সহিত মিত্রতা করিল । তদর্শনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের লোকদিগের মনে মনে এই আশা জন্মিল যে এইবারে সন্ধিরূপ সলিলসেকদ্বারা সমরানল নির্ঝাণ হইতে পারে । কিন্তু খৃ. পূ. ৩৬৫ অব্দে আর্কেডিয়া এবং ইলিস এই উভয় রাজ্যের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে সেই আশাতন্ত্র ছিন্ন হইয়া গেল । আর্কেডিয়াবাসীরা ইলিসদেশ আক্রমণ পূর্বক বিলুপ্তি ও উৎসাদিত করিল । অনন্তর, স্পার্টার সহিত ইলিসদেশীয়দিগের মিত্রতা হইল । অতএব পর বৎসর আর্কেডিয়াবাসীরা যখন পুনরায় ইলিস আক্রমণ করিতে গেল । স্পার্টানগরীয়েরা সেই সময়ে সৈন্য হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । বিপক্ষ সৈন্য অপেক্ষা আর্কেডি-

যদিগের সমভিব্যাহারে অনেক অধিক সৈন্য ছিল । এই হেতু তাঁহারা বিপক্ষগণকে রণে পরাভূত করিয়া ওলিম্পিয়া অধিকার করিয়া লইল । ওলিম্পিয়ার মন্দিরমধ্যাগত যে সম্পত্তি ছিল, তাহা লইয়া আর্কেডিয়ার অন্তর্ভুক্ত নগরবাসীদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল । কোন কোন নগরের লোক ঐ ধন হইতে সৈন্যগণের বেতন দিবার প্রস্তাব করিল । কিন্তু অন্যেরা কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইল না । কিয়ৎকাল বিবাদের পর উভয় পক্ষই সামঞ্জস্য করিয়া বিবাদভঞ্জন করিবার মানস করিল ।

থিবিসনগরীয় সেনাপতি ঐ সময়ে ঐ স্থানে ছিলেন । যেসকল ব্যক্তি ওলিম্পিয়ার মন্দির মধ্যাগত সম্পত্তি হইতে সৈন্যগণের বেতন দিবার মত করিয়াছিল, থিবিসনগরীয় সেনাপতি তাহাদিগের কতগুলি প্রধান ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন । ম্যাণ্টিনিয়ার লোকেরা ওলিম্পিয়ার মন্দির মধ্যাগত সম্পত্তি হইতে সৈন্যগণের বেতন দানের প্রস্তাব করে । থিবিসনগরীয় সেনাপতির তাদৃশ আচরণে তাহাদিগের অতিশয় অপমান বোধ হয় । অতএব তাহারা, পিলপনিসসবাসীরা যাহাতে থিবিসের অধীনতা পরিত্যাগ ও স্বাধীনতা রক্ষণে যত্নবান হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিল । তদ্বিবন্ধন সংগ্রাম ঘটনার উপক্রম হইল । ইপামিনণ্ডাস অনতিবিলম্বে সসৈন্য তথায় উপস্থিত হইলেন । ইয়ুবিয়া ও থেসেলির লোকেরা তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল । মেসেনিয়া আর্গাস এবং আর্কেডিয়ার অন্তঃপাতী কতিপয় নগরের লোকও তাঁহার সহিত মিলিত হইল । স্পার্টানগরীয়েরা মিত্রসৈন্য সমভিব্যাহারে ম্যাণ্টিনিয়ানগরে ছিল । প্রথমে উভয় বিরোধী পক্ষের কতিপয় সামান্যাকার যুদ্ধ হইল । কোন পক্ষেই জয় পরাজয় হইল না । শেষে ইপামিনণ্ডাস স্থির করিলেন সম্মুখসংগ্রাম করিয়া বিবাদের শেষ করিবেন । খৃ. পূ. ৩৬২ অব্দের গ্রীষ্মকালে ম্যাণ্টিনিয়ার অনতিদূরে উভয় পক্ষের বাহ রচনা হইল । ইপামিনণ্ডাস অতিবেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন । তাহারা সেই বেগ সহিতে না পারিয়া প্রথমে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল । ইপামিনণ্ডাস সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন । বিপক্ষগণ

তাহার বক্ষঃস্থলে এক বল্লম বিদ্ধ করিয়া দিল । তিনি যাবৎ সম্পূর্ণ জয় লাভের সমাচার না শুনিয়াছিলেন, তাবৎ বল্লম বাহির করিতে দেন নাই । বল্লম তাহার বক্ষঃস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইবামাত্র তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল । এই যুদ্ধ খিবিস ও স্পার্টা উভয় নগরেরই কালস্বরূপ হইল । পিলপিডাস ও ইপামিনণ্ডাস এই উভয় বীরপুরুষ হইতে খিবিসনগরের মহত্ব লাভ হয় । পূর্বে পিলপিডাসের মৃত্যু হয় । এক্ষণে এই যুদ্ধে বীরবর ইপামিনণ্ডাসের মৃত্যু হওয়াতে সেই মহত্ব লয় প্রাপ্ত হইল । স্পার্টার প্রভু শক্তি ও ক্রীণ হইয়া পড়িল । উভয় পক্ষ অবসন্ন হইয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া ছিল । শেষে খৃষ্টের পূর্ব ৩৬১ অব্দে সন্ধি হইল । মেসেনিয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল । কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধিনিয়মে বদ্ধ হয় নাই । এই বর্ষে স্পার্টানগরীয় প্রধান বীর এজিসিলেয়সের মৃত্যু হয় । ইজিপ্টদেশীয় কতগুলি লোক পারস্যরাজের বিপক্ষ হইয়া বিদ্রোহ প্ররম্ভ হয় এবং স্পার্টার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে । এজিসিলেয়স বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থ ইজিপ্টদেশে গমন করিয়াছিলেন । তিনি রণস্থলে অপরিপাণ্ড লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন । প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে লিবিয়ার উপকূলে তাহার মৃত্যু হইল ।

যে সময়ের কথা অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত হইল, ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের পূর্বতন রীতির বহু পরিবর্তন হইয়া যায় । পূর্বে গ্রীসদেশসাধারণ এই প্রথা প্রচলিত ছিল, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নাগরিক লোকেরা হুঁতুর্চিহ্নে সৈনিক পদগ্রহণ করিয়া সমরাজ্ঞে গমন করিত । এক্ষণে সে রীতি পরিবর্তিত হইয়া প্রায় সর্বস্থলেই এই প্রথা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; যুদ্ধ কালে নাগরিক লোকেরা যুদ্ধস্থলে গমন করিত না । তাহারা বেতন দিয়া সৈন্য নিয়োজিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিত এবং আপনারা গৃহে থাকিয়া আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া, কোতৃকে কাল যাপন করিত । এই নূতন প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে তৎসহচর সম্রাট দোষ ঘটিয়া উঠিয়াছিল । বিশেষতঃ গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী প্রায় ভাবৎ রাজ্যই তৎকালে নিভান্ত নিঃশব্দ হইয়াছিল । নিঃশব্দ

বন্দায় বেতনগ্রাহী সৈন্য নিয়োগের প্রথা প্রচলিত থাকিলে যে যে অনর্থ উৎপাদিত হয়, সে সমুদায়ই গ্রীসদেশের সর্ব-স্থলে ঘটিয়া উঠিয়াছিল। যাহাঁ হউক, অন্য অন্য রাজ্যের সহিত এথেন্সেনগরের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ছিল। এথিনিয়েরা এককালে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ হইয়া যায় নাই। তাহারা উচিত ও আবশ্যিক সময়ে অদ্ভুত সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিত। তদ-র্শনে বিশ্বয়াপন্ন হইতে হইত। এথিনিয়েরা গ্রীসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোকের ন্যায় উৎসাহশূন্য ও পৌরুষহীন হয় নাই বথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগের পূর্ব পুরুষের ন্যায় দৃঢ়-তর স্বদেশানুরাগ ছিল না। তাহারা আমোদ প্রমোদে এমন নিরত ও আশ্রুতে নির্মূত হইয়াছিল যে, যেসকল অসচ্চরিত্র ও অধম লোক প্রজাগণের অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারা অর্থ লোভে এথেন্সের স্বাধীনতা বিনাশে উদ্যত হইলেও, নিবারণের চেষ্টা করিত না। পুরোক্ত বেতনগ্রাহী সৈন্য নিয়োগের গর্হিত প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে গ্রীসদেশের বিমল বশঃ প্রভা দিন দিন মলিন হইতে লাগিল। ওদিকে উত্তরাংশে ম্যাসিডোনিয়া নামে এক মহারাজ্যের ক্রমশঃ উদয় হইতে লাগিল।

প্রথমে ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত ছিল না। অ্যা-লেগজাণ্ডরের পিতা ফিলিপ রাজ্য হইয়া উহার সীমা বৃদ্ধি করেন। ম্যাসিডোনিয়ার তিন দিক উচ্চতর পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যো মধ্যো অনেক অল্প পর্বত আছে। পর্বত মধ্যবর্তিনী প্রশস্ত উপত্যকা ভূমি অতিশয় উর্বর। উপত্যকা ভূমিতে যেনন সর্বপ্রকার শস্য জন্মে, কর্তৃপয় অধিত্যকাতেও তেমনি সর্বপ্রকার ধাতু পর্যাপ্ত পরিমাণে লব্ধ হয়। সমুদায় অধিত্যকাই নানাবিধ বনদ্বারা সুশোভিত। আর ঐ সকল অধিত্যকা পশুযুথ চারণের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া পরিগণিত। ম্যাসিডোনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকই পিলাস্জিয় ও ইলিরিয় বংশে উৎপন্ন। গ্রীসদেশীয়েরা তাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া অগ্রাহ করিত। ম্যাসিডোনিয়ায় প্রথ-মাবধি শেষ পর্যন্ত চিরকাল একনায়ক রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে তত্রত্য রাজবংশ হেলেনিক জাতি হইতে

উৎপন্ন। আর্গিসের অধিপতি হিরাক্লিজবংশীয় রাজা ফাইডনের জ্ঞাতা কারেনেস তাহাদিগের বীজপুরুষ। যাহা হউক, প্রকৃত ইতিহাস বিবরণে আর্কিলেয়সের পূর্বে ম্যাসিডোনিয়ার বাস্তবিক বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় নাই। সামান্যতঃ এতাবস্থাত অ-বগত হওয়া যায় যে ঐ প্রদেশে ক্ষতগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে রাজত্ব ছিল। রাজগণের পরস্পর প্রণয় ছিল না। তাঁহারা প্রায় নিয়ত কালই পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতেন।

আর্কিলেয়স খৃষ্টের পূর্ব ৪১৩ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৯৯ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়েই ম্যাসিডোনিয়ার ভাবী মহত্বলাভের প্রথম সোপান নিবদ্ধ হয়। তিনি অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন। প্রজাগণের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং সৈন্য সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করেন। তাঁহার অধিকার কালে শিল্প ও শকুশাস্ত্রের সম্যক অনুশীলন হয়। তিনি বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় উৎসাহ দিতেন। ক্রেটিরস নামে তাঁহার এক বন্ধু খৃষ্টের পূর্ব ৩৯৯ অব্দে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অরিস্টিস রাজ্যাধিকারী হইলেন। অরিস্টিস যেসময়ে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তৎকালে তাঁহার বয়স পূর্ণ হয় নাই। অতএব এইরোপসের প্রতি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইল। এইরোপস প্রথম চারি বৎসর রাজপ্রতিনিধি হইয়া বিশ্বস্তরূপে সমুদায় রাজকার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। শেষ দুই বৎসর তিনি স্বয়ং রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পসেনিয়াস রাজা হইলেন। পসেনিয়াস খৃষ্টের পূর্ব ৩৯৪ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এবর্ষেই ২য় আমিন্টাসের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমিন্টাস খৃ. পূ. ৩৯৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। অলিথসের সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের যৎকালে যুদ্ধ হয়, আমিন্টাস সেই সময়ে স্পার্টানগরীয়দিগের পক্ষে ছিলেন। ফেরিনগরের অধিপতি জেসুনের সহিত এবং এথিনিয়দিগের সহিতও তাঁহার বন্ধু

হইয়াছিল । পূর্বে ইজিয়া নামক স্থানে রাজধানী ছিল, আমি-
ন্টাস তাহা পরিত্যাগ করিয়া পেলায় নূতন রাজধানী করেন। খৃ.
পূ. ৩৬৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল । আলেকজান্দ্র, পর্ডিকাস
এবং ফিলিপ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল । সর্বশ্রেষ্ঠ আলেক-
জান্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । ফেরিনগরের অধিপতি
আলেকজান্দ্রের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে যুদ্ধে
লিপ্ত হইতে হইল । তিনি যৎকালে সমরে ব্যাপ্ত ছিলেন, সেই
সময়ে টলেমি আলোরাইটিস নামে এক ব্যক্তি ম্যাসিডোনিয়া রা-
জ্য গ্রহণে উদ্যত হয় । থিবিসনগরীয় সেনাপতি পিলপিডাস
মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন । আলেকজান্দ্র স্বপ-
দে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন । থিবিসনগরীয় সেনাপতি যাইবার সময়ে
কতিপয় ব্যক্তিকে (১) সভ্যকার স্বরূপ লইয়া গেলেন । আলেক-
জান্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফিলিপ তন্মধ্যে ছিলেন ।

পিলপিডাসের ম্যাসিডোনিয়া পরিত্যাগের অব্যবহিত প-
রেই বিপক্ষপক্ষ আলেকজান্দ্রের প্রাণবধ করিল। খৃ. পূ. ৩৬৭
অব্দে ঐ ঘটনা হয় । টলেমি আলোরাইটিস রাজ্যপদ হস্তগত
করিয়া লইলেন । কিন্তু পসেনিয়াস নামে এক ব্যক্তি ম্যাসিডো-
নিয়ার রাজ্যলাভে আকাজক্ষী হইয়া বিবাদ উপস্থিত করিতে
তাঁহাকে বিপদান্ত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ইফিক্রেটিস
মধ্যস্থ হইয়া বিবাদে মীমাংসা করিয়া দিলেন । তৎকৃত মীমাংসা-
নুসারে আমিন্টাসের ২য় পুত্র পর্ডিকাস সিংহাসনে উপবেশন
করিলেন এবং টলেমি রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজকাৰ্য্য পর্যা-
লোচনা করিতে লাগিলেন । টলেমি সিংহাসনে আরূঢ় হইতে
পারিলেন না বটে, কিন্তু প্রভুশক্তি তাঁহার হস্তগত হইল । মৃত

(১) উল্লিখিত কার্যের অবশ্য ক্রিয়া স্থাপনার্থ পরহস্তে দীয়মান বস্তু
বা ব্যক্তি সভ্যকার শব্দে অভিহিত হইয়াছে । আমি অবশ্য এক কর্ম সম্প-
ন্ন করিব, প্রামাণ্যার্থ তোমার হস্তে এই বস্তু অথবা এই ব্যক্তিকে সম-
পণ করিতেছি, যদি সম্পন্ন না করি, এই বস্তু অথবা এই ব্যক্তিকে লইয়া
ভূমি যা ইচ্ছা করিবে । এই কথা কহিয়া অঙ্গীকর্তা অন্যের হস্তে যে বস্তু
কিয়া যে ব্যক্তিকে সমর্পণ করে, সেই বস্তু অথবা সেই ব্যক্তি সভ্যকার শব্দে
যারা নির্দেশিত হইতেছে । ইংরাজী ভাষায় হস্তেজ কহে ।

রাজ্য অলগজান্ডরের আশীর্বাদগণ টলেমিকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে পিলপিডাসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু টলেমি এথেন্সনগরের সহিত কুতপূর্ণ মিত্রতা পরিভাগ করিয়া থিবিসনগরের সহিত মিত্রতা করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার জ্ঞানিষ্ট ঘটনা হইল না। তিনি স্বপক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। খৃ. পূ. ৩৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি পদস্থ হইয়া রাজ কার্য্য পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। ঐ অঙ্কে পর্ডিকাসের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। তদবধি পর্ডিকাস নিষ্কটকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সমুদায় অবগত হওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, তিনি এথিনিয়দিগের সহিত বিবাদে জড়িত হইয়াছিলেন। অপর, তিনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, পণ্ডিত লইয়া তাঁহার সদা আমোদে কাল হরণ হইত। তিনি সাধানুসারে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের প্রতিপোষকতা ও সহায়তা করিতেন। তিনি তদানীন্তন গ্রীসদেশীয় তত্ত্বদর্শী ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে যত্ন পূর্ব্বক আপন সভায় আনয়ন করিয়াছিলেন। ইলিরিয় জাতির সহিত যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে খৃ. পূ. ৩৫৯ অব্দে তিনি রণস্থলে নিহত হন।

বৎসালে পর্ডিকাসের মৃত্যু হয়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফিলিপ সে সময়ে থিবিসনগরে বদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায়াগ্রমে পলায়ন করিয়া মাসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বিপদের সীমা নাই। ইলিরিয় জাতীয়েরা সমস্ত বিজয়ী হইয়া রণস্থলে বহুতর সৈন্য বিনাশিত করিয়াছে এবং মাসিডোনিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রতিবেশ বাসীরাও অনিষ্ট চেষ্টার ক্রটি করিতেছে না। অপর, পটেনিয়ান এবং আর্জিউন এই দুই ব্যক্তি মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। থেসেরীয়েরা পটেনিয়াসের এবং এথিনিয়েরা আর্জিউসের সপক্ষতা করিতেছে। ফিলিপ এই সমস্ত দর্শন করিয়াও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি স্বাভাবিক উৎসাহ ও ধৈর্য্যগুণ অবলম্বন করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা আরম্ভ

করিলেন । তিনি প্রথমে পলেনিয়াসকে অর্থ দ্বারা বশ করিলেন । পশ্চাৎ মিথোনির অনতিদূরে আর্জিউস ও তাঁহার মিত্রগণকে রণে পরাজয় করিলেন । থেসের উপকূলে যে সকল নগর ছিল, সেই সমুদায় লইয়া এথেন্সের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল । তাঁহার এই একান্ত চেষ্টা হইল এথিনিয়দিগকে থেসের উপকূল হইতে দূরীভূত করিয়া তত্রতা যাবতীয় নগর অধিকার করিয়া লন । পক্ষান্তরে, এথিনিয়েরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থেসের উপকূলে স্বাধিকার রক্ষা ও স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল । কিন্তু এথিনিয়দিগের সে শুভ দিন গত হইয়াছে । তাহাদিগের সে বীৰ্য্য, সে বল, ও সে পৌরুষ আর নাই । ফেরির অধিপতি আলেক্সান্ডরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে এথিনিয় পোত সেনাপতি লিয়োস্থিনিস সমরে পরাস্ত হইলেন । অনন্তর, অলিম্পসবাসীরা খৃ. পূ. ৩৫৯ অব্দে এথিনিয়দিগের উপনিবেশিত আক্ষিপলিস অধিকার করিয়া লইল । এই সকল অল্পকাল ঘটনা হওয়াতে ফিলিপের মনস্কামনা পূর্ণ হইল । তিনি থেসের উপকূলবর্তী যাবতীয় নগর স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন । পরে ৩৫৪ সনে তিনি পিয়োনীয় জাতীয়দিগকে স্বরশে আনয়ন করিলেন । এবং লিকনাইটিস হ্রদ পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন ।

ফিলিপ যে সময়ে থিবিসনগরে অবস্থিত করেন, সে সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত তাঁহার নিরন্তর সংসর্গ হওয়াতে তিনি গ্রীসদেশীয়দিগের সভ্যতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন । তিনি স্বদেশে গমন করিয়া স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই । কিন্তু স্বদেশীয় লোকেরা মোহাতে গ্রীসদেশ প্রচলিত শব্দ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের সম্যক অন্বেষণ করিয়া সভ্য পদবীতে অধিকৃত হয়, বিশিষ্টরূপে সে চেষ্টা করেন । তিনি বহু গুণের আধার ছিলেন । তিনি রাজ্যে চিত দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ গ্রামে ভূষিত ছিলেন । তাঁহার কপ্প দক্ষতা বিম্ব্যাকারিতা এবং চতুরতা ছিল । যে যে গুণ থাকিলে সেনাপতি সমরে অধ্য ও সর্বত্র বিজয়ী হয়, তাঁহার সে সমুদায় গুণ ছিল ।

সামান্য সৈনিক পুরুষের দ্বারা তিনি সমর ক্রেশ সহ্য করিয়া স্ব-
 কার্য সাধন করিতে পারিতেন। তিনি যখন যে দেশ জয় করিতেন,
 তত্রতা লোকদিগের আচার ব্যবহার এবং ধর্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ
 করিতেন না। এই হেতু পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাধীনতা বিরহ হৃৎখ-
 বড অনুভব করিত না। তিনি যখন যুদ্ধে যাইতেন, গুরু শস্ত্র
 ধারী পাদাত এবং অশিক্ষিত অশ্বারোহ সৈন্য তাঁহার সমভি-
 ব্যাহারে গমন করিত। গ্রীসের অন্তর্বর্তী প্রায় সমুদায় রাজ্যই
 তৎকালে বেতনগ্রাহী সৈনিক নিয়োগের যে জঘন্য প্রথা প্রচর-
 ক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, ফিলিপ সেই কুৎসিত প্রথা স্বদেশে
 প্রবর্তিত করেন নাই। তাঁহার সেনাগণ অর্থবদ্ধ ছিল না। মা-
 নুষ অর্থের দাস হইলে কোন কার্যেই তাহার অবশ্য কর্তব্যতা
 জ্ঞান এবং সম্মান লাভের বাসনা থাকে না। সম্মান লাভের বাস-
 না এবং অবশ্য কর্তব্যতা জ্ঞান ব্যতিরেকে কার্য সাধন বিষয়ে
 দৃঢ়তা থাকা সম্ভাবিত নহে। গ্রীসদেশীয় অর্থগ্রাহী সৈনিকগণ
 যে পক্ষে অধিক অর্থলাভের সম্ভাবনা বুঝিত, সেই পক্ষকে জয়ী
 করিয়া দিত। নিয়োজ্যিতা প্রভুর পক্ষ হইয়া প্রাণ পণে যুদ্ধ না
 করিলে অধর্ম এবং লোকে অতিশয় অকীর্তি হয়, অর্থগ্রাহী সৈ-
 নিকগণ ক্ষণকালও এ বিবেচনা করিত না। কিন্তু ফিলিপের সেনা-
 গণ অর্থলালসাপরবশ হইয়া যুদ্ধে গমন করিত না। সমর বি-
 জয়ী হইলে স্বদেশের ও স্বজাতির সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে
 এই বিবেচনা করিয়া তাহারা যুদ্ধে যাইত। তাঁহার পাদাত সৈনিক-
 গণ সমরে অধুষা ছিল। তিনি যে কেবল শস্ত্রবল দ্বারা সমুদায় রাজ্য
 জয় করিয়াছিলেন এরূপ নহে, অর্থদ্বারাও তিনি অনেক দেশ
 স্ববশে আনয়ন করেন। অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার হস্তগত থাকতে
 তিনি অগ্রে উৎকোচ দান দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তিদ্বিগ-
 কে বশীকৃত করিয়া পশ্চাৎ বিপক্ষরাজ্য স্বল্লায়াসে স্ববশে আন-
 য়ন করিতেন। শপথ উল্লঙ্ঘন এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে অতি-
 প্রেতাসিদ্ধি হয়, এরূপ বুঝিতে পারিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অসঙ্কু-
 চিত চিত্তে পূর্বকৃত শপথ উল্লঙ্ঘন এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেন।
 আশলোদয়কর্মা ফিলিপ যোগময়ে স্বরাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন,

এথিনিয়েরা সে সময়ে বিদ্রোহ প্ররক্ত মিত্র জনপদের সহিত সময়ে ব্যাপ্ত ছিল। এই নিমিত্ত উহারা ফিলিপের বিজয় কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। কাইয়সবাসীরাই বিদ্রোহীদের প্রধান হয়। বিদ্রোহীরা এথিনিয়দিগকে ব্যস্ত সমস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উহারা এক শত জন হাজার লইয়া ইম্ফ্রুস, লেসবস এবং সেমস এই কয় উপদ্বীপ বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করিল। এথেন্সে তৎকালে বিদ্রোহীদমন সমর্থ টাইমথিউস এবং ইফিক্রেটিস নামে দুই সমরদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু অসমীক্ষ্যকারী অল্পদর্শী কেরিস শত্রুতা করিয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে রাষ্ট্র হইতে বিবাসিত করিয়া দেয়। তাহারা বিবাসিত হইলে পর, কেরিস সৈন্যপতা ভীরু প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহ প্ররক্ত এক জন পারসীকশাসনকর্তার সহিত যোগ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ২য় আর্টেজরকসিস এথিনিয়দিগকে এই ভয় প্রদর্শন করিলেন যদি তোমরা বিদ্রোহ প্ররক্ত পারসীকশাসনকর্তার সহিত যোগ কর, তাহা হইলে আমিও তোমাদিগের বিদ্রোহ প্রবৃত্ত মিত্রগণের সাধ্যানুসারে সহায়তা করিব। পারস্যরাজ ভয় প্রদর্শন করাতে এথিনিয়েরা কেরিসকে বিবাদ হইতে বিরত হইতে বলিল এবং অবিলম্বে বিরোধ প্ররক্ত মিত্রগণের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিল। তাহাতে এথিনিয়দিগের মহীয়সী ক্ষতি হইল। যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ হইয়া গেল, তাহার অধিকাংশই ধনজনসম্পন্ন। সেই সেই রাজ্য এথেন্সের মিত্র নামে পরিগণিত ছিল বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা এথেন্সের অধীন ছিল। সেই সেই স্থান হইতে এথিনিয়দিগের প্রভুত্ব কর-সংগৃহীত হইত। তন্মিত্র তত্ত্বতা লোকেরা যুদ্ধের সময়ে সৈন্য দ্বারা এথেন্সের যথেষ্ট আশ্রুকূলা করিত। তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে এথিনিয়দিগের অর্থ ও সহায়বল উভয়ই কমিয়া গেল।

এথিনিয়েরা যে সময়ে পূর্বোক্ত ব্যাপারে ব্যাপ্ত ছিল, সে সময়ে ফিলিপ থেসেলিদেশীয়দিগের প্রার্থিত সাহায্যদানে প্ররক্ত হইয়া তত্ত্বতা ভূপতির সহিত বিবাদে লিপ্ত হন। লিকোফ্রন না-

মে এক ব্যক্তি ফেরিনগরের অধিপতি আলেকজান্ডারের প্রাণবধ করিয়া ঐ নগরের রাজা হয় । রাজা হইয়া সে থেসেলির অন্তঃপাতি অন্য অন্য নগরও স্ববশে আনয়ন করিতে উদ্যত হইল । থেসেলিয়েরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ না হইয়া ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । ফিলিপ সাতিশয় যত্নবান হইয়া উহাদিগকে লিকোফ্রনের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন । উহার স্বাধীনতা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইল । তমিরজ্ঞান উহার সাধ্যানুসারে দীর্ঘকাল তাহার সহায়তা করিয়াছিল । তিনি লিকোফ্রনকে পদচ্যুত করিয়া এককালে ফেরিনগরের স্বাধীনতা সম্পাদন করেন নাই । ঐ নগরের রাজপদে অন্য এক ব্যক্তিকে অধিরোহিত করিলেন । সেরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই, তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন, আমি এইরূপ যে সকল ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব এবং যে সকল রাজ্যাপহারীর সহায়ত করিব, তাহার আমার আবশ্যক হইলে কৃতজ্ঞতাপ্রেরিত হইয় সহায়তা করিতে ক্রটি করিবে না । বিশেষতঃ ফেরিনগরের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন । ঐ নগরের সহিত সম্পর্ক থাকাতেই তিনি যুদ্ধার্থী হইয়া গ্রীসদেশে প্রবেশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । থিবিসনগরের সহিত ফোসিসদেশীয়দিগের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, ফেরিনগরের লোকেরা ঐ যুদ্ধে ফোসিসদেশীয়দিগের পক্ষ হইয়া সহায়তা করে । ফিলিপ তদুপলক্ষে যুদ্ধার্থী হইয়া গ্রীসদেশে প্রথম প্রবিশ্ন হন । থিবিনের সহিত ফোসিয়দিগের যে সংগ্রাম হয়, সেই সংগ্রাম খ্রী. পূ. ৩৫৫ অব্দে আরম্ভ হইয়া ৩৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদায়ে দশ বৎসর কাল স্থায়ী হয় । ঐ দশ বৎসরকাল উভয় পক্ষই উন্নত প্রায় হইয়া সংগ্রামে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । যেক্ষণে সংগ্রাম আরম্ভ হয়, প্রদর্শিত হইতেছে ।

বহু দিন অবধি থিবিসনগরীয়দিগের মনে মনে ইচ্ছা ছিল ফোসিসদেশ অধিকার করিয়া লয় । কিন্তু সহসা সন্ধিদূষণে প্ররক্ত হইলেন নিন্দিত হইতে হইবে এই ভয়ে এত দিন মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারে নাই । এত দিন ছল অবলম্বন করিতেছিল

কণে সেই ছিল প্রাপ্ত হইল । পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, গ্রী-
দেশে আফিকটিয়নি নামে সভা ছিল । ঐ সভার কার্য প্রায়
হিত হইয়া গিয়াছিল । থিবিসনগরীয়েরা বিলুপ্তপ্রায় ঐ সভাকে
বিস্মরণ করিয়া স্বাভীষ্টসাধনে উদ্যত হইল । উহারা এক
ন ঐ সভায় কোসিয়দিগের নামে এই অভিযোগ করিল যে
দেশকে সকলে অভিশস্ত বলিয়া জানে এবং যে প্রদেশ অদ্যা-
পতিত হইয়া রহিয়াছে, কোসিয়েরা সেই প্রদেশের কিয়দংশ
ভাগপর্যাপ্ত করিয়াছে । সভাগণ থিবিসনগরীয়দিগের কৃত অ-
ভিযোগ শ্রবণ করিয়া কোসিয়দিগকে দোষী স্থির করিলেন এবং
কু অর্থদণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে এই আদেশ করিলেন
তামরা অভিশস্ত পতিত প্রদেশের যে অংশ গৃহাদিনির্মাণ দ্বারা
ভাগ করিতেছ তাহা পরিত্যাগ কর এবং তত্রতা গৃহাদি ভগ্ন ক-
রিয়া ফেল । কোসিয়েরা সভাগণের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিল । উক্ত
ভার নিয়মবদ্ধ যাবতীয় রাজ্যের লোক একবাক্য হইয়া যুদ্ধের-
বাষণা করিয়া দিল । এক্ষণে যে ঘটনা হইল কোসিয়েরা, সে ঘ-
না হইবে বলিয়া পূর্বেই অনুমান করিয়াছিল । অতএব তাহারা
গ্রায়ে সাবধান হইয়া ডেল্ফির মন্দির এবং তত্রতা যাবতীয় সম্প-
ত্তি হস্তগত করিয়া লয় । আপোলোদেবের সম্পত্তি গৃহীত হও-
ণাতে তাঁহার অবমাননা হইল । থিবিস ও লক্ৰিসের লোকেরা আ-
পোলোদেবের মান রক্ষার্থ সর্বগ্রায়ে যুদ্ধে প্ররত্ত হইল । কাইলো-
মিলসের তৎকালে কোসিসদেশে একাধিপত্য ছিল । কোসিয়েরা
তাঁহার আত্মবহ ছিল । তিনিই ডেল্ফির মন্দির মধ্যগত সম্পত্তি
গ্রহণের পরামর্শ দেন । কোসিয়েরা তাঁহার পরামর্শানুসারে ম-
ন্দির মধ্যগত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ
করে । কিয়ৎকাল কাইলোমিলসের জয় লাভ হইয়াছিল । শেষে
খৃষ্টের পূর্বে ৩৫৩ অব্দে নিয়োননগরের অনতিদূরে তাঁহার প-
রাজ্য হইল । কাইলোমিলস সমরশায়ী হইলে তাঁহার জ্ঞাত অ-
নোমার্কস সেনাপতি হইলেন । দেবসম্পত্তির বিনিয়োগ বিষয়ে
অনোমার্কসের কিছুমাত্র সন্দোহ ছিল না । কি উৎকোচদান, কি
অনাবিধ ব্যয়, যখন যে ব্যয়ের আবশ্যকতা হইত, অনোমার্কস

ঐ ধন হইতে অসঙ্কুচিতভাবে সেই ব্যয় নির্বাহ করিতেন। অ-
নোমার্কিস লিসিসটদশীয় কতিপয় নগর স্বরূপে আনয়ন করিয়া
পরিদর্শ্যে বিয়োগিশিয়ায় প্রবেশ করিলেন। বিয়োগিশিয়ায় প্রবিষ্ট
হইয়া অর্কোমিনসনগর জয় করিলেন।

অনোমার্কিস ফেরির রাজাপুত্রী লিকোফ্রনকে উৎকোচদ্বা-
রা হস্তগত করেন। থেসেলিয়েরা যৎকালে লিকোফ্রনকে রাজ্য-
চ্যুত করিবার চেষ্টা করে, ফোসিয়েরা সে সময়ে লিকোফ্রনের সা-
হায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেয়। ফিলিপ থেসেলিয়দিগের
পক্ষ হইয়া ফোসিয়সৈন্যগণকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর
অনোমার্কিস স্বয়ং সমরাস্থানে গমন করিয়া পর পর দুই যুদ্ধে ফি-
লিপকে এবং থেসেলিয়দিগকে পরাভূত করিলেন। ফিলিপ প-
রাজিত হইয়া মাসিডোনিয়ায় প্রতিগমন করিলেন এবং অনতি-
দীর্ঘকাল মধ্যে একদল নূতন সৈন্য সংগৃহ করিয়া পুনরায় থে-
সেলিতে উপস্থিত হইলেন। অনোমার্কিসও বহুতর সৈন্য সমতি-
বাহারে লইয়া লিকোফ্রনের সাহায্যার্থ পুনর্বার থেসিলিতে বা-
জা করিলেন। উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে পর মাগ্নি-
সিয়ার অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ফিলিপ যুদ্ধে জয়ী
হইলেন। স্পার্টা ও এথেন্স উভয় রাজ্য ফোসিয়দিগের পক্ষে ছি-
ল। এথেন্সনগরীয় একদল জাহাজ ঐ সময়ে থের্মোপিলির নিক-
টে অবস্থিত ছিল। অনোমার্কিস রণে পরাস্ত হইয়া পলায়ন পূ-
র্বক এথিনিয় জাহাজে আরোহণ করিয়া আশ্রয়ক্ষার চেষ্টা পাই-
লেন। কিন্তু তিনি সেপর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলেন না। পথিমধ্যে
হত হইলেন। অনোমার্কিসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার ভ্রাতা ফে-
লস তৎপদে অভিবিক্ত হইলেন। মাগ্নিসিয়ার অনতিদূরবর্তী
সংগ্রামে পরাজয় হওয়াতে লিকোফ্রনকে ফেরিনগর পূরিতাপ
করিতে হইল। তিনি একদল সৈন্য সমতিবাহারে লইয়া ফে-
লসের সহিত মিলিত হইলেন। ফিলিপও থের্মোপিলি দিয়া ব-
রাবর গ্রীসদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এথিনির
পোতসৈনিকগণ পথ রোধ করাতে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল।
তিনি মাসিডোনিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ফিলিপের একান্ত মানস

হইয়াছিল যে, তিনি গ্রীসদেশে যুদ্ধ করিতে যান, এবং সেই প্রসঙ্গে গ্রীসদেশে অবশেষে আশ্রয়ন করেন। এখিনিয় সেনাপতি বিপক্ষ হওয়াতে তৎকালে তিনি মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে কিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তিনি গ্রীসদেশে জয় করিবার আশা একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। এখিনিয় প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস ফিলিপের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশে খৃষ্টের পূর্ব ৩৫২ অব্দে এক দীর্ঘতর বক্তৃতা করেন। তিনি ফিলিপের বিপক্ষ হইয়া বক্তৃতা করেন বলিয়া এই বক্তৃতা ফিলিপিক নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ওদিকে কেলস বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিয়োগশিয়াদেশে বারম্বার তাঁহার পরাজয় হইতে লাগিল। তথাপিও তিনি সমর হইতে বিরত হন নাই। শেষে তিনি খৃ. পূ. ৩৫১ অব্দে পীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কেলিকস তৎপক্ষে অতিবিক্ত হইলেন। তিনিও প্রথম প্রথম যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু শেষে ক্রয়লাভ করিয়াছিলেন। ফোসিয়েরা বিয়োগশিয়াদেশ বারম্বার আক্রমণ পূর্বক বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করাতে বিয়োগশিয়েরা অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব উহারা খৃ. পূ. ৩৪৬ অব্দে কেরোনিয়ার মহাসংগ্রামে পরাভূত হইল। পরাজয় হইলে পর বিয়োগশিয়াদেশীয় কতিপয় নগর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

থিবিসনগরীয়েরা অতিশয় অবসন্ন এবং দুর্দশাপন্ন হইয়া ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফিলিপ আপনার অভীষ্ট লাভের উত্তম অবসর উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। থিবিসনগরীয়েরা যৎকালে সাহায্য প্রার্থনা করে, ফিলিপ সে সময়ে অলিম্বস প্রভৃতি কতিপয় নগরের সহিত সমরে ব্যাপ্ত ছিলেন। অলিম্বস প্রভৃতির সহিত ফিলিপের বহু দিনাবধি যুদ্ধ চলিতেছিল। ফিলিপ যুদ্ধার্থী হইয়া গ্রীসদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে কিয়ৎকাল যুদ্ধ রহিত ছিল। ঐ অবসরে অলিম্বস প্রভৃতি নগরবাসীরা ফিলিপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের আশয়ে

একবাক্য হইয়া খৃ. পূ. ৩৫৩ অব্দে এথেন্সের সহিত মিত্রতা করে। কিন্তু এথিনিয়েরা মিত্রগণের স্বার্থ বন্ধুবান্ধব ছিল না। ফিলিপ থের্মোপিলি হইতে ফিরিয়া গিয়া মিত্রগণের প্রতি এথিনিয়দিগের অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্দ্য দর্শন করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে অলিভুসে যুদ্ধ করিতে গেলেন। অলিভুসবাসীরা ভীত হইয়া এথেন্সনগরে তিন বার দ্রুত প্রেরণ করিল। এথিনিয়েরা যাহাতে অলিভুসবাসীদিগের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করে, ডিমস্থিনিস তদর্থ অভিযয় যত্নবান হইলেন, এবং আপনার অসামান্য বক্তৃতা শক্তি দ্বারা উহাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফিলিপের উদয়পথের প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। ফিলিপ কালসিসবাসীদিগের নিবেশিত যাবতীয় নগর একে একে জয় করিলেন। অলিভুসনগর খৃ. পূ. ৩৪৭ অব্দে তাঁহার হস্তে পতিত হইল। অব্যবহিত পরে নগর সমভূমি করা হইল। ফিলিপ এথিনিয়দিগের মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত উহাদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া উৎপাত শঙ্কা নাই তাবিয়া উহারা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। ওদিকে ফিলিপ থেসের উপকূলবর্ত্তী জনপদ ও নগর সকল জয় করিতে লাগিলেন। ডিমস্থিনিস এথিনিয়দিগের মোহিন্দ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল।

যে সময়ে এই সমস্ত কাণ্ড উপস্থিত, থিবিসনগরীয়েরা সেই সময়ে ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। এথিনিয়েরা অতিশয় সমরধর্ম হইয়াছিল, তাহাদিগের তৎকালে অন্য চেষ্টা ছিল না। যাহাতে সন্ধি হইয়া সমরানল নির্বাপিত হইয়া দেহাটাই বলবতী হইয়াছিল। অতএব তাহারা অস্বাভাবিক হইয়া শমার্থী হইয়া ফিলিপের নিকটে দ্রুত প্রেরণ করিল। ফিলিপও সন্ধিবিধানে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি কোসিয়দিগকে সন্ধির নিয়মমধ্যে গ্রহণ করিলেন না। তাহাদিগকে সন্ধি হইতে বহিষ্কৃত করিবার তাৎপর্য্য এই, থিবিসনগরীয়েরা কোসিদেহীদিগের বিপক্ষ, কোসিয়দিগকে সন্ধির নিয়ম মধ্যে গ্রহণ ক

রলে খ্রিস্টনগরীয়েরা বিরক্ত হয়, খ্রিস্টনগরীয়দিগের সহিত
সাম্প্রদায়িকতা রাখা ফিলিপের নিতান্ত অপ্রিয় ছিল। অপর, ফি-
লিপ এথিনিয়দিগের উপনিবেশিত আফ্রিকানিস নগর জয় করি-
লেন। সন্ধিবিধানকালে সে নগর পরিত্যাগ করিলেন না।
এথিনিয়েরা তাদৃশী স্থানতঃ স্বীকার করিয়াও সন্ধি করিল এবং
সন্ধিপত্রে রাজার স্বাক্ষর করাইবার জন্য পুনর্বার পেলায় দূত
প্রেরণ করিল। দূতগণ পেলায় উপস্থিত হইলে ফিলিপ অতি
ক্ষিপক্ক কাল বিলম্ব করিলেন। দূতগণ সপ্রত্যাশ হইয়া
বসিয়া রহিলেন। ওদিকে তিনি থেসের অন্তঃপাতী যাবতীয় নগর
ও জনপদ জয় এবং যুদ্ধের স্মৃতি আয়োজন করিতে লাগি-
লেন। যাহা হউক, শেষে তিনি ফেরিনগরে গমন করিয়া সন্ধি
পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইবার পর দূতগণ
যেমন চলিয়া গেলেন ফিলিপও অমনি থেসোপিলির পথ ধরিয়া
অবিরোধে খ্রীসদেশে প্রবেশ করিলেন। ফোসিসদেশীয় সেনা-
পতি ফেলিকস জয় লাভ বিষয়ে হতাশ হইয়া ফিলিপের সহিত
সন্ধি করিলেন। সন্ধির অব্যবহিত পরেই তিনি পিলপনিসসে প্র-
স্থান করিলেন। ফোসিসদেশীয়েরা সেনাপতিহীন হইয়া ফিলি-
পের অধীনতা স্বীকার করিল। অধীনতা স্বীকার কালে উহাদি-
গের মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে, ফিলিপ আফ্রিকটিয়নি
সভায় উহাদিগের সপক্ষত্ব করিয়া হিতচেষ্টা করিবেন। কিন্তু
উহাদিগের সে আশা বিফল হইল। উহাদিগের অপরাধাধিক
দণ্ড হইল। আফ্রিকটিয়নি সভাপ্রতাপ্ত নিষ্ঠুর হইয়া উহাদিগের
চূর্ব্বহ দণ্ড বিধান করিলেন। ষোল্ল চিরকালের মত আফ্রিকটি-
য়নি সভার নিয়ম বহিষ্কৃত হইল। উহাদিগের যাবতীয় নগর সম-
ভূমি হইল। উহাদিগকে নগর পরিত্যাগ করিয়া অনারত গ্রামে
ও জনপদে বসতি করিতে হইল। অপর, উহাদিগের প্রতি এই
আদেশ হইল তোমরা ডেলফির মন্দির হইতে যে সম্পত্তি গ্রহণ
করিয়াছ, যাবৎ তাহা পূরণ না হইবে, তাবৎ তোমাদিগকে বর্ষে
বর্ষে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিতে হইবে এবং তোমরা আর
যুক্তাজ্ঞ গ্রহণ করিতে পারিবে না। খ্রিস্টনগরীয় এবং ম্যাসি-

ফোনিয় সৈন্যগণ আক্ষিকটিয়নি সভার সমুদায় আক্ষিক সম্পাদন করিল। ফিলিপ প্রেসদেশে যে নগর নিবেশিত করিয়াছিলেন ফোন্সিদেশীয় দশ সহস্র লোক সেই স্থানে নীত হইল। বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী যে যে নগর থিবিসনগরের বিরোধী ছিল, তৎসমুদায় থিবিসনগরীয়দিগের বশে স্থানীয় হইল। সেই সেই নগরের প্রাচীর ভগ্ন হইল। তত্রত্য প্রজাগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দাসত্বে নিয়োজিত হইল।

গ্রীসদেশে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ হয়, ইহা ফিলিপের নিত্যন্ত অভিলষিত ছিল, এক্ষণে সেই মনোরথ পূর্ণ হইবে এরূপ আশা হইয়া উঠিল। আক্ষিকটিয়নি সভায় ফোন্সিয়দিগের পদমর্যাদা ছিল এবং ডেল্ফির মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিবার ভার ছিল। ফোন্সিয়েরা সভার নিয়মবহিষ্কৃত হইলে ফিলিপ সেই মর্যাদা ও অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইলেন। ফোন্সিয়দিগের দুই দশ দর্শন করিয়া এথিনিয়েরা অতিশয় শঙ্কিত ও উদ্ভিগ্ন হইল। ফিলিপ এথিনিয় বাগ্নী ইক্ষাইনিসকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। ইক্ষাইনিস এই কথা কহিয়া এথিনিয়দিগের উদ্বেগ শান্তি করিয়া দিলেন যে, ফোন্সিয়েরা দেবদেবে প্ররক্ত হইয়াছিল, অতএব তাঁহাদিগের ঈদৃশ গুরু দণ্ড হওয়াই বিধেয়, ফিলিপের ধর্ম্ম সংস্থাপনই উদ্দেশ্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বিশেষতঃ এথিনিয়দিগের তৎকালে এরূপ অবস্থা ছিল না, তাহারা ফিলিপের সহিত শত্রুতা করিয়া সপ্রতিভ হুঁপুত পারে। অন্যের কথা কি, ডিমস্থিনিসও শেষে তাহাদিহায়া এই পরামর্শ দিলেন তোমরা সন্ধি ভঙ্গ করিও না, আক্ষিক, তানি সভার মতেই মত দাও। ফোন্সিদেশের সহিত যে সহইয় থিবিসনগরের সংগ্রাম হয়, স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে পিলানিসসে আপনাদিগের বিনষ্ট প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের উদ্ধার চেষ্টায় ব্যাপ্রিয়মান ছিল। উহারা ঐ অভিপ্রায়ে মেগালপলিস এবং আর্গস এই উভয় নগরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। থিবিসনগরীয়েরা আর্গসবাসীদিগের সহায় ছিল। তথাপি স্পার্টানগরীয়েরা উহাদিগের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া কুণ্ডলিত হইয়াছিল। যে সময়ে ফোন্সিদেশীয়দিগের স-

হিত্ত আয়ক্খিবিম্বনগরীয় সংগায় অবস্থিত হয়, তৎকালেও স্পা-
টানগরীয়দিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফিলিপ পিলপনিসসে প্রভুত্ব
ও প্রধানাভ্যন্তের আকাক্ষা করিয়া অর্থকৃষ্টি করিতে লাগিলে-
ন। অর্থের এতদধিক মোহনীয়শক্তি আছে যে, স্বল্পকাল মধ্যে পিল-
পনিসসবাসী অনেক লোকেতই মন মোহিত হইল। কুড়িপয় নগ-
রে কডগুলি লোক ফিলিপের পক্ষ হইয়া উঠিল। উদ্বোধনে স্পা-
টানগরীয়দিগের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হইল ফিলিপ কখন
পিলপনিসস আক্রমণ করেন। এখিনিয়দিগের মনেও ঐরূপ শঙ্কা
কল্পিয়াছিল। উহারা বিবেচনা করিল পিলপনিসসে যদি সমর-
নল প্রজ্বলিত থাকে তাহা হইলে ছলাঘেষী ফিলিপের পিল-
পনিসসে প্রবেশ করিবার ছলপ্রাপ্তি দুর্লভ হইবে না; বিপক্ষপ-
ক্ষ ফিলিপের নিকটে শরণার্থী হইলে ফিলিপ সেই সুযোগে পি-
লপনিসসে প্রবেশ করিয়া সমুদায় পিলপনিসস হস্তগত করিয়া
লইবেন। এই বিবেচনা করিয়া, যাহাতে সন্ধিরূপসন্ধিসংকল্প দ্বারা
শীঘ্র সমরানল নির্বাণ হয়, উহারা সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।
ডিমস্থিনিও ঐ সময়ে এখিনিয়দিগের ক্রম ভঞ্জন করিয়া দিলেন।
তিনি বলিলেন ফিলিপ শমার্থী ও গ্রীসের হিতার্থী নহেন। তাঁ-
হার কর্ণাবর এই ইচ্ছা আছে, 'এথেন্সনগরীয় প্রাকৃততত্ত্ব রহিত
করিয়া সমস্ত গ্রীসদেশের অধীশ্বর হন। তাঁহার মনোরথ যে
অবিলম্বে পূর্ণ হইবে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।

ফিলিপের চর ও পক্ষ লোক তৎকালে গ্রীসদেশের সর্বস্থল-
ব্যাপী হইয়াছিল। তাহার বিপুলতর ঐযত্ন সহকারে স্বপ্রভুর
অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। ওদিকে ফিলিপ অন্য অ-
ন্য নানা কার্য সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি নানা স্থানে যু-
তন নগর নিবেশিত করিলেন। রাজধানীর সৌন্দর্য্য সম্পাদন ক-
রিলেন। ম্যাসিডোনিয়ায় ও থ্রেসদেশে যত খনি ছিল, তাহাতে
লোক নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং ইলিরিয়ক ও থেসলি
এই উভয় দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। অনন্তর, তিনি আ-
থেসিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি আরো দক্ষিণ দিকে
বাইতেছিলেন। কিন্তু এখিনিয়েরা সতর্ক ও সাবধান হওয়াতে

তথা হইতে নিরস্ত হইলেন এবং যুদ্ধার্থী হইয়া থেসসের উপকূলে গমন করিলেন। এই স্থানে এথিনিয়দিগের সহিত তাঁহার পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাদৃশ এবল শত্রুর দমনার্থে যেরূপ উৎসাহ ও আধ্যাত্মিক অবলম্বন করা আবশ্যিক, এথিনিয়েরা তদবলম্বনে সমর্থ হইল না। পক্ষান্তরে, অচতুর ফিলিপ বাহিরে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তিনি শমার্থী, যুদ্ধার্থী নহেন, গ্রীসদেশে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় ইহা কোন ক্রমেই তাঁহার অভিষ্ট নহে। ওদিকে তিনি গোপনে গ্রীসদেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবার সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ মানস এই, গ্রীসদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি গ্রীসদেশ জয় করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, ইয়ুবিয়া এবং মেগারায় ফিলিপের যে প্রভুত্ব ছিল এথিনিয় সেনাপতি কোশিয়ন প্রতিদন্দী হওয়াতে তাহা অন্তর্হিত হইল। কোশিয়ন ইয়ুবিয়ার উদ্ধার সাধন করিলেন। থেসের উপকূলে পুনঃ পুনঃ প্রতিকূল ঘটনা হওয়াতে এথিনিয়দিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তাহারা প্রমাদ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্তীর্ণ হইল। এই সময়ে পারস্যরাজ ও ফিলিপের দোন্দ ও প্রতাপ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৩৪০ অব্দে ফিলিপ যখন পেরিস্‌স এবং বাইজান্টিয়ম অবরোধ করেন, এথিনিয়েরা তখন যত্নশীল হইয়া কস, রোড্‌স এবং কাইয়স উপদ্বীপবাসীদিগকে অপরূদ্ধ নগরবাসীদিগের সাহায্যদানে প্রবর্তিত করিল। পারস্যরাজ ও একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এথিনিয়েরা এই সময়ে গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী যাবতীয় রাজ্যের একতা সম্পাদন নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই। যাহা হউক, কোশিয়ন এই সময়ে নিজ বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে ফিলিপকে পরাহত করেন। তদদর্শনে এথিনিয়েরা সান্তিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া মাসিডোনিয়ার সহিত কূতপূর্ব সন্ধি ভঙ্গ করিল। খৃ. পূ. ৩৩৯ অব্দে এই ঘটনা হয়।

ফিলিপ এই বর্ষে ডানিযুব নদীমুখের অনতিদূরবর্তী সিথিয়-জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান। কিন্তু কূতকার্য্য হইতে পারেন

নাই। কিরিয়া আইলেন। স্বদেশে উপস্থিত হইলে পর আক্ষিক্টিয়নি সভার দূতগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। দূতগণ তাঁহাকে এই সমাচার দিল যে, আক্ষিসাবাসী লক্রিয়েরা আপোলোদেবের নির্দিষ্ট সিরানগরের কিয়দংশ ভূমি ভোগবাসনায় গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়াছে; সেই হেতু আক্ষিক্টিয়নি সভা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থিনী হইয়া আপনাকে প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; আপনি সৈন্যপতাভার গ্রহণ করিয়া দেবস্বাপহারী সেই মহাপাতকীদিগের দণ্ডবিধান করুন। ফিলিপ স্বয়ংই চরদ্বারা ঐ যুদ্ধ ঘটনার সূচনা করিয়াছিলেন। অতএব আক্ষিক্টিয়নি সভার দূতগণের প্রার্থনা পরিপূরণ বিষয়ে তাঁহার বৈমুখ্য হইবার সম্ভাবনা কি। একটী নগর দ্বয় করিতে হইলে যত সৈন্য গ্রহণ আবশ্যক হয়, ফিলিপ তদপেক্ষা অধিকতর সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এথিনিয়েরা ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের একতাল্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু, এথেন্স ও থিবিস এই উভয় নগরের যে পরস্পর পূর্ব শত্রুতা ছিল, ফিলিপ তাহার উদ্দীপন করিয়া চেষ্টা বিফল করিয়া দিলেন। অব্যবহিত পরে আক্ষিসানগর গৃহীত হইল। কিন্তু ফিলিপ সৈন্য হইয়া লক্রিসদেশে অবস্থান করিলেন। সে বৎসর অতীত হইল। সূতন বর্ষ আরম্ভ হইবামাত্র তিনি ইলোট্রিয়া ও সাইটিনিয়ন এই উভয় নগর অধিকার করিয়া লইলেন। তখন গ্রীসদেশীয়দিগের চৈতন্য হইল। তখন তাহারা তাঁহার দুই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল। ডিমস্থিনিস ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় পূর্বে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তখন সেই কথা সত্য বলিয়া সকলের বোধ হইল। এথিনিয়েরা ডিমস্থিনিসের পুরামর্শানুসারে থিবিসের সহিত মিত্রতা করিল এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ একান্ত যত্নশীল হইয়া যুদ্ধের আরোজন করিতে লাগিল। উহারা অন্য অন্য রাজ্য হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইল। ফিলিপের সমভিব্যাহারে যত সৈন্য ছিল, গ্রীসদেশীয়দিগেরও প্রায় তত সৈন্য সংগৃহীত হইল। প্রথমে যে সংগ্রাম হয়, গ্রীসদেশীয়েরা তাহাতে জয়ী হইল। ফিলিপ দুই দুই বার

পরাক্রান্ত হইয়া প্রতিশয় ত্যাগে সাহস হইলেন। কিন্তু খৃ. পূ. ৩. ৩৮ অব্দের পরৎকালে কেরোনিয়ার পরিসর ভূমিতে যে মহাসিংগ্রাম হয়, ফিলিপ তাহাতে জয়ী হইলেন। যে সকল ব্যক্তি ঐ যুদ্ধে গ্রীসদেশীয়দিগের সেমাপত্তি হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহই সর্বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন না। পক্ষান্তরে, ফিলিপ স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তন্মিন্ন বহুযুদ্ধজ্ঞতা সমর বিসারদ আন্টিপেটর এবং মহাসাহস রাজকুমার আলেকজান্ডর উভয়ে যুদ্ধকালে মাসিডোনিয় সেনাগণের অধিনায়কতা করেন। সংগ্রামে আরম্ভ হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোন পক্ষেই জয় পরাজয় নাই। কিন্তু শেষে মাসিডোনিয়েরা জয়ী হইল। এথেন্সনগরীয় এক সহস্র সৈন্য সমরশায়ী হইল। তন্মিন্ন দুই সহস্র বন্দীকৃত হইল। থিবিসনগরীয়দিগেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

কেরোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতেই ফিলিপের সমস্ত গ্রীসদেশ জয় করা হইল। ফিলিপ সমরবিজয়ী হইয়া জয়োদ্ধৃত ও গর্ভিত না হইয়া তৎকালে অভিশয় সৌজন্য এবং বিনয়নম্রতা প্রদর্শন করিলেন। যে সকল ব্যক্তি রণস্থলে বন্দীকৃত হইয়াছিল, ফিলিপ তাহাদিগের প্রতি সান্ত্বনয় সদয় ব্যবহার করেন এবং নিষ্কর গ্রহণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এথিনিয়েরাই তাঁহার অবল প্রতাপক্ষ হইয়া বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি জয়ী হইয়া তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। প্রত্যুত তিনি তাহাদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব কালে একরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি এথেন্সনগরের রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর এথিনিয়দিগের যে বিজাতীয় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ নিরুত্তি হইলে তাহার সন্ধির কথায় কর্ণপাত করিল না, পুনরায় যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। ডিমহিনিস প্রভৃতি কতিপয় স্বদেশান্তরিত ব্যক্তি তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সুতরাং সন্ধি হইবার অনমাত্রণ সম্ভাবনা ছিল না। তর, বিনয় ও রোষ দ্বারা ধাবিত হইয়া তাহাদিগের চিত্ত নিতান্ত আলোড়িত হইতেছিল, ভাব ও উহার

পক্ষিসংক্রান্ত কথা শ্রবণ ও গ্রহণ করে নাই। কিন্তু যখন ভয়, বি-
শ্বাস ও যৌন উত্থানদিগের চিত্ত পরিভ্রাণ করিয়া দ্রবগত হইল,
তখন উহার বিবেচনা করিয়া দেখিল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কৃত-
কৃত্য হওয়া তার হইয়া উঠিলে। অতএব উহার যুদ্ধে প্রয়াস
পরিভ্রাণ করিল। ফিলিপ যে নিয়মে সজ্জিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন,
তাহাই গ্রাহ্য করিল। এথিনিয়দিগকে সেমন উপদ্বীপ পরিভ্রাণ
করিতে হইল। কিন্তু উহার তৎপরিবর্তে অরোপস উপদ্বীপ প্রাপ্ত
হইল। অপর, খৃ. পূ. ৩৩৭ অব্দের বসন্তকালে করিন্থরাজ্যে যে
সভা হইবার কথা ছিল, উহার সেই সভায় এতিনিধি প্রেরণ করি-
বে, অঙ্গীকার করিল। ডিমস্থিনিসই কেবল আত্মত্বিক যত্ন করিয়া
স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে গত যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে
পরাজয় হওয়াতে তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হয় বটে, কিন্তু
স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার অসামান্য স্বদেশাত্মবোধের প্রশংসা
প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি সান্ত্বিত্য প্রীতি হইল এবং যে সকল
ব্যক্তি রণস্থলে নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে
বক্তৃতা করিবার তার তাঁহার উপরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার মর-
শেষ সম্মাননা করিল।

কেরোনিয়ার সংগ্রামে জয় লাভের পর ফিলিপের সমস্ত গ্রীসদে-
শের আধিপত্য লাভ হয়। তিনি মনে করিলে গ্রীসের অন্তঃপাতী
সমুদায় রাজ্যেরই রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া একাধিপত্য করি-
তে পারিতেন। কিন্তু তিনি সৌজনা প্রদর্শন করিয়া সেরূপ করে-
ন নাই। কোশিয়ন, ডিমস্থিনিস এবং লাইকর্গন এই তিন ব্যক্তি
প্রধান হইয়া এথেন্সের রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগি-
লেন। ঐ তিন মহাত্মার যত্নাতিশয়, স্বদেশাত্মবোধ এবং সাধুতা
হেতুক গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্য অপেক্ষা এথেন্সে-
র অপেক্ষাকৃত অধিক ও সৌভাগ্য সম্পত্তি লাভ হয়। কেরো-
নিয়ার সংগ্রামকালে থিবিসনগরীয়েয়া ফিলিপের সহিত মি-
ত্রতা পরিভ্রাণ করিয়াছিল। উহাদিগের সেই অপরাধের গুরু-
ত্ব দণ্ড হইল। মাসিডোনিয় সেনাগণ কাডমিয়ার দুর্গ অধিকার
করিয়া তথায় অবস্থান করিল, এবং, থিবোলিয়ার অন্তর্ভুক্ত অনা-

অন্যান্য নগরের উপরে বিবিসনগরীয়দিগের যে প্রভুত্ব ছিল, তাহা বিলোপিত হইল। পিলপক্লিসসে যে যে দেশ প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহারি ও ফিলিপের অধীনতা স্বীকার করিল। অন্যের কথা কি, স্পার্টানগরও ফিলিপের শাসনপরাধীন হইয়াছিল।

খৃ. পূ. ৩৩৭ অব্দের বসন্তকালে করিন্থরাজ্যে এক সভা হইল। গ্রীসদেশের অন্তর্ভুক্তী যাবতীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ফিলিপের আজ্ঞানুসারে ঐ সভায় উপস্থিত হইলেন। কেবল স্পার্টার প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হন নাই। ফিলিপ সভাস্থলে পারস্যদেশ জয় করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সভাগণ তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া অসীম ক্ষমতা প্রদান করিলেন। গ্রীসদেশের অন্তর্ভুক্তী যে রাজ্যকে যে সৈন্য প্রদান করিতে হইবে, তাহা নির্ণীত হইল। অতঃপর অতিপ্রভুতরূপে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। ফিলিপ আটেলস এবং পার্শ্বিনিও উভয়কে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তৎকালে গৃহবিবাদ ও ইলিরিকমে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে স্বয়ং আসিয়ায় যাইতে পারিলেন না। বিবাদনিষ্পত্তি এবং বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে কিয়ৎকাল ইয়ুরোপে অবস্থান করিতে হইল। তাঁহার পত্নী ওলিম্পিয়াস বিবাদ করিয়া রাজত্ব বন পরিত্যাগ করিয়া যান। কিয়ৎকাল উভয়ের বাক্যলাপ ছিল না। ঐ সময়ে উভয়ের পুনরায় প্রণয় হইল। ফিলিপ ওলিম্পিয়াসের সন্তোষসাধনপূর্বক প্রণয় রক্তমূল করিবার অভিপ্রায়ে নিজ প্রিয়তমা কন্যা ক্লিয়োপেট্রাকে ওলিম্পিয়াসের ভাতা এপিরসের অধিপতি আলেকজান্ডরের সহিত বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ঐ উপলক্ষে খৃ. পূ. ৩৩৬ অব্দের শরৎকালে ইজিয়ানগরে মহাসমারোহে উৎসব হইল। ফিলিপ উৎসবস্থলে যেমন প্রবেশ করিতেছিলেন পসেনিয়াস নামক এক ব্যক্তি অমনি তাঁহার প্রাণ বধ করিল। বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহার উপরে পসেনিয়াসের রাগ ছিল। যুবরাজ আকেগজান্ডরের তৎকালে বিংশতি বর্ষের অধিক বয়স নয়। কিন্তু তিনি পূর্বক-

যেক বারের যুদ্ধে আপনাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কসমতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । প্রজাগণ ও সেনাগণ তাঁহার প্রতি নিত্য অমুরক্ত হইয়াছিল । ফিলিপের মৃত্যু হইলে পর প্রজাগণ এবং সেনাগণ তাঁহার রাজ্যাভিষেক নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নবান হইল । বিশেষতঃ তৎকালে চতুর্দিকে যেরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিপদ হইতে রাজ্য উদ্ধার করে, আলেগ্জাণ্ডর ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য ছিল না । ফিলিপের মৃত্যু সমাচার শ্রবণমাত্র গ্রীসদেশীয়েরা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিবাদে উন্মূখ হইল । ফিলিপ উত্তরে ও পশ্চিমে যে সমস্ত অসভ্য জাতির স্বল্পে পারতত্বা যোদ্ধা নিবেশিত করিয়া ঘান, তাহারাও তাহা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল । অন্য কথা কি, রাজসদনমধ্যেই যুবরাজের প্রাণ সংহারের চক্রান্ত হইতে লাগিল । যুবরাজ আলেগ্জাণ্ডর এই দুস্তর বিপদের সময়ে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধি ও ধৈর্য্যগুণে সমুদায় আপদ অতিক্রম করিয়া উঠিলেন ।

একাদশ অধ্যায় ।

মহাবীর আলেগ্জাণ্ডর ।

মহাবীর আলেগ্জাণ্ডর প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আরিস্টটলের শিষ্য । আরিস্টটল পরম যত্নে তাঁহার অধ্যাপনা কার্য সম্পাদন করেন । পঠদশাতেই তাঁহার স্বদেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্ত হইয়া গ্রীসদেশীয়দিগের ন্যায় তাঁহার আচার ব্যবহার হইয়া উঠে । গ্রীসদেশীয় শরু শাস্ত্রে তাঁহার মার্জিত বিদ্যা জন্মিয়াছিল । ঐ শাস্ত্রের প্রশংসাগান তাঁহার মুখে সদা শ্রবণীয় হইত । ফিলিপের মৃত্যু ও আলেগ্জাণ্ডরের অবিষেক বার্তা যখন এথেন্সনগরে নীত হইল, তখন ডিমিত্রিনিস প্রভৃতি কতিশয় স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তি মহাহর্ষিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি ফিলিপের প্রাণবধ করিয়াছেন তাঁহার সবিশেষ সম্মাননার নিমিত্ত তাঁহার মস্তকে ত্রয় মুকুট প্রদান করা যাইবে, এবং ফিলিপ গ্রীসদেশে যে প্রভুত্ব ও প্রা-

ধান্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার পুত্রকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করা যাইবে। এখিনিদেরা আনন্দে মুক্ত হইয়া যৎকালে এই আজ্ঞা প্রচারিত করে, তৎকালে তাহারা মনে করিয়াছিল আলেকজান্ডরের গ্রীসদেশে অবশেষ পথ অব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা তখন আলেকজান্ডরের রণপাণ্ডিত্য, ক্ষমতা, উৎসাহ ও অধাবসারের বিষয় জানিতে পারে নাই।

যে সকল ব্যক্তি রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আলেকজান্ডর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফিলিপ যাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই আটেলস ফিলিপের দ্বিতীয় পত্নী ক্লিয়োপেট্রার গর্ভজাত পুত্রের পক্ষ হইয়া রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন। আলেকজান্ডর স্বাতক পাঠাইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তিনি এইরূপে রাজ্যার্থী বিবদমান ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া করে করবাল ধারণ পূর্বক থেসেলিতে যাত্রা করিলেন। থেসেলিয়েরা কিয়ৎকাল বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, শেষে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল এবং এই অঙ্গীকার করিল তিনি যে সময়ে তাহাদিগের নিকটে সৈন্য প্রার্থনা করিবেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিবে। থেসেলিয়েরা যেমন অধীনতা স্বীকার করিল, আলেকজান্ডর অমনিনক্ষত্রবেগে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। থ্র্যাক্সিপলিতে উপনীত হইলে আক্ষিকট্রিয়ানিসতা অধীন প্রজার ন্যায় তাঁহার রাজযোগ্য সম্মাননা ও মর্যাদা করিল। থিবিস, এথেন্স এবং স্পার্টা এই রাজ্যত্রয়ের প্রতিনিধিগণ ঐ সভায় আগমন করেন নাই। এই হেতু আলেকজান্ডর থ্র্যাক্সিপলি হইতে বিয়োশিয়ায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া থিবিসনগরের বহির্দ্বারের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্ৰকারিতা ও চতুরতা দেখিয়া এখিনিদেরা চমৎকৃত হইল। পূর্বে উহার অস্তিত্বশব্দঃ আলেকজান্ডরকে বালক বলিয়া অকস্মণ্য অসম্মান করিয়াছিল। এক্ষণে উহাদিগের সেই ভ্রম তখন হইল। উহার

অবিলম্বে দূত দ্বারা আলেগজান্ডারের নিকটে ক্রমাগত প্রার্থনা করিল। আলেগজান্ডার উহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন এবং এই মাত্রে বলিলেন করিহ রাজ্যে যে সত্তা হইবে এখিনির দূতগণ তথায় উপস্থিত থাকেন। অনন্তর, তিনি ঐ স্থানে গমন করিলেন। তথায় সত্তা হইল। গ্রীসদেশের অন্তঃপত্তী রাষ্ট্রীয় রাজ্যের প্রতি-নিধিগণ ঐ সত্তায় উপস্থিত হইলেন। কেবল স্পার্টানগরীর প্রতিনিধিগণ সত্তাহলে উপস্থিত হন নাই। সত্তাগণ একবাক্য হইয়া আলেগজান্ডারের সহিত মিত্রতা বন্ধন করিলেন। ফিলিপ পারস্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন বলিয়া ঐ সত্তায় যেমন প্রাধান্য সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আলেগজান্ডারও তেমনি সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন।

গ্রীসদেশীয়েরা অধীনতা স্বীকার করিলে পর আলেগজান্ডার খ. পূ. ৩৩৫ অব্দে মাসিডোনিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। মাসিডোনিয়ায় পঞ্চাৰ্পণ করিয়াই অমনি আবার যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। মাসিডোনিয়ার উত্তরে এবং পশ্চিমে যে সমস্ত অসভ্য জাতির বসতি ছিল, তাহারা মাসিডোনিয়া আক্রমণ করে। আলেগজান্ডার তাহাদিগের দণ্ডবিধানার্থ তথায় গমন করিলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে তথায় কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন। অনন্তর, তিনি ইলিরিকমে গমন করিলেন। ইলিরিকম দেশ পর্যন্ত নয়। ঐ স্থানে তাঁহার সৈন্য বারম্বার বিপাকে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি নিজ সাহস ও ক্ষিত্রকারিতা দ্বারা সমুদায় অতিক্রম করিলেন। ইলিরিকমবাসীরা শেষে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। ইলিরিকম হইতে প্রত্যাগমন করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে গ্রীসদেশে এই জনরব হইল আলেগজান্ডার রণহলে পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন। জনরব শুনিয়া আলেগজান্ডারের বিপক্ষগণ অতিশয় হুট হইল। পারস্য রাজও ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগকে আলেগজান্ডারের সহিত রণে প্রবর্তিত করার আশয়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহার ব্যয়ীকৃত অর্থ দার্থক হইল। গ্রীসের অন্তর্কর্ত্তী কতিপয় প্রদেশের লোক যুদ্ধবিজয় প্রাপ্ত হইল। থিবিস ও এবেস্স এই উভয় রাজ্যের লো-

কইসরীলেকা অবিকৃতর উদ্দেশ্যেই ছিল। ডিমস্থিনিস এবং লা-ইকর্গস উভয়ে গ্রীসদেশীয় অন্য অন্য রাজ্যের লোকদিগের এই প্রযুক্তি লওয়াইতে লাগিলেন যে, তাহারা মাসিডোনিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করে। কাডমিয়া মাসিডোনিয়াদেশীয় যেসকল দুর্গরক্ষী সৈন্য ছিল, থিবিসনগরীয়ে তাহাদিগকে অবরোধ করিল এবং মাসিডোনিয় দুই অধিকৃত পুরুষের প্রাণ বধ করিল। থিবিসনগরীয়েরা এই সকল কাণ্ড করিতেছে এমন সময়ে আলেগজাণ্ডর ডেইশ হাজার সৈন্য সমভিযাহারে ইচ্ছা বিয়োগিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলেগজাণ্ডর প্রথমে সজ্জির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু থিবিসনগরীয়ে কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। শেষে আলেগজাণ্ডর থিবিসনগর গ্রহণে উদ্যত হইলেন। নগরবাসীরাও প্রাণপণে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। উহার ক্রিয়াকাল অসীম সাহস প্রদর্শন পূর্বক নগর রক্ষা করিয়াছিল। শেষে আলেগজাণ্ডর নগর অধিকার করিয়া লইলেন। নগর অধিকৃত হইলে পর বিপক্ষগণ দেবগৃহ এবং মহাকবি পিণ্ডারের বাসগৃহ ব্যতিরিক্ত নগরের ব্যবসায় গৃহ সমভূমি করিল। কেবল কাডমিয়া অস্পৃষ্ট ছিল। দেব পূজক ব্যতিরিক্ত সমুদায় নাগরিক লোক দাস বলিয়া বিক্রীত হইল। থিবিসনগরীয়েরাও একদা হীনবল প্রতিবেশবাসীদিগের প্রতি তাদৃশ ক্রুরতর ব্যবহার করিয়াছিল। অতএব তাহাদিগের প্রতি মাসিডোনিয়াদেশীয়েরা এক্ষণে যে নৃশংস ব্যবহার করিল, তাহারা তাহার এক প্রকার যোগ্যপাত্র বটে।

থিবিসনগরীয়দিগের তাদৃশ দুর্দশা দর্শন করিয়া গ্রীসদেশীয়েরা মহাশঙ্কিত হইল। এথিনিয়েরা বিপক্ষতাচরণে যেমন অগ্রসর হইয়াছিল, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেও তেমন অগ্রসর হইল। উহার সর্বাগ্রে দূত প্রেরণ করিয়া আলেগজাণ্ডরের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। আলেগজাণ্ডর তাহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু এই কথা বলিলেন, এথেন্সনগরের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি আমার বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে তাহারা প্রধান, তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। ডিম

নৈস ও লাইকর্গসের কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন । কিন্তু তিনি ঐ কথা লইয়া জিদ করিলেন না । তাহার কারণ এই, পারস্যদেশ দখল করিবার তাঁহার নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল । গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত শত্রুতা থাকিলে তাঁহার সেই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়া কঠিন হয় । গ্রীসদেশীয়েরা উৎপাত উপস্থিত না করিয়া দি স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তিনি নিশ্চিন্তমনে পারস্যদেশ জয় করিতে যাইতে পারেন । এখিনিয়েরা গ্রীসদেশের মধ্যে প্রধান । তাহাদিগকে স্বপক্ষে অমুকুল করিতে না পারিলে গ্রীসদেশ স্থির রাখা সাধ্যায়ত্ত নহে । এই ভাবিয়া তিনি এখিনিদিগের প্রণয় ও প্রসাদ ভাজন হইবার জন্য নিতান্ত যত্নশীল ন । উহাদিগের অনভিমত কর্ম করিয়া উহাদিগের কোপ বৃদ্ধি রা তাঁহার একান্ত অনভিপ্রেত ছিল ।

আলেগজাণ্ডর শরৎকালে গ্রীসদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । যাবৎ শীতকাল পারস্যদেশ আক্রমণের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল । খৃ. পূ. ৩৩৪ অব্দের বসন্তকালে গনি ত্রিশ হাজার পদাতি এবং পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ইয়া যাত্রা করিলেন । যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া প্রথমে আন্থিপলিসে শচাৎ তথ্য হইতে সেক্টসে গেলেন । সেক্টসে বহুসংখ্য জাহাজ স্থত ছিল । তাঁহার সৈন্যগণ সেই সকল জাহাজ দ্বারা আসিয়ায় পনীত হইল । আলেগজাণ্ডর এক মহারাজ্য আক্রমণ করিতে লিয়াছেন । তাঁহার সম্ভাব্যাহারে তদুপযুক্ত সৈন্য ছিল না । খাপি জয়লাভ বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না । রিসীকদিগের যত ক্ষমতা, তাহা তিনি জানিতেন । তিনি যখন আসিয়ায় যাত্রা করেন আণ্টিপেটরকে মাসিডোনিয়ায় রাখিয়া ন । আণ্টিপেটর তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার যাবদনামনকাল রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । আলেগজাণ্ডর পারস্যরাজ্যের জয়োদ্যত হইয়া যে সময়ে আসিয়ায় যাত্রা করেন, তৎকালে তিনি গ্রীসদেশীয়দিগের নিকটে সাত লক্ষের অধিক সৈন্য প্রাপ্ত হন নাই । তন্নিম্ন অন্য সগীয়ায় সৈন্য মাসিডোনিয়া এবং তাঁহার শাসনপরাধীন অন্য অন্য রাজ্য

হইতে সংগৃহীত হয়। তাহার কারণ এই, গ্রীসদেশীয়দিগে মধ্যে অনেকেই তাঁহার অধীনতা স্বীকারে অসম্মত হইয়া স্বদে পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং পারস্যরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রথায় সৈনিকবৃদ্ধি অবলম্বন করে। আলেকজান্ডারের অধীনত স্বীকারে অনিচ্ছুক হইয়া যে সকল ব্যক্তি গ্রীসদেশ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদিগের কতগুলি লোকের বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য ছিল যেমনন তন্মধ্যে এক জন। পারস্যরাজ তাঁহাকে যাবতীয় পোতা সেনার আধিপত্যপদ প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রীসদেশীয়দিগে সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি আলেকজান্ডারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৩৩৩ অব্দে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহাতে আলেকজান্ডারের যথেষ্ট লাভ জ্ঞান হইল। যেমনন জীবিত থাকিলে আলেকজান্ডারের অভিলষিত জয়লাভ কষ্টসাধ্য হইত সন্দেহ নাই।

আলেকজান্ডার যৎকালে পারস্যদেশ জয় করিতে যান, ডে. রায়স কডোগেনস তৎকালে পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে পারস্যরাজ্য অতিশয় বিস্তৃত ও দুর্ববস্থাগ্রস্ত হইয়াছিল। ২য় আর্টেজরকসিসের সময় জ. বধি ক্রমশঃ পারস্যরাজ্যের দুর্ববস্থা হইতে আরম্ভ হয়। যাহারা রাজসভার সভ্যপদে এবং অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদিগের আচরণের কথা শ্রবণ করিলে ঘৃণা জন্মে। সকলেই অর্থলুব্ধ, উচ্ছৃঙ্খল এবং লম্পট ছিল। পারস্যরাজ যে সকল ব্যক্তিকে শাসনকর্তৃত্বপদে নিয়োজিত করিতেন, তাহাদিগের সকলে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিত না এবং প্রজাগণের উপরে যাবতীয় পর নাই অত্যাচার করিত। কিন্তু পারস্যরাজের এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, তাহাদিগকে অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিয়া নিজে শাসন পরাধীন করিয়া রাখেন। শাসনকর্তৃগণ যদি প্রজাগণের সর্বস্ব হরণ করিত, প্রজার জাতি কুল নষ্ট করিত, প্রজার গৃহ সর্বস্ব বিলুপ্ত করিত, আর যথাযোগ্য কালে নিয়মিত কর প্রদান করিত, তাহা হইলে পারস্যরাজ তাহাদিগের অপরাধ গ্রাহ্য করিতেন না। যে যে দেশের প্রজাগণ রাজগুরুত্বকৃত অত্যাচার সহ্য করিত

না পারিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত, রাজা কুপিত হইয়া সেই সেই দেশে শোণিতনদী বাহিত করিতেন । ফলতঃ পারস্যরাজ্য তৎকালে অন্তঃসারবিহীন হইয়া ভ্রষ্টোন্মুখ পুরাতন অটালিকারন্যায় পতনোন্মুখ হইয়াছিল, কেবল শত্রুর আক্রমণরূপ সমীরণ যোগের অপেক্ষা ছিল । ২য় আর্টেজরকসিসের অধিকার অবধি পারস্যরাজ্যের এইরূপ দুর্দশা ঘটিতে আরম্ভ হয় । আর্টেজরকসিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ওকস রাজ্যাধিকারী হন । ওকস খৃ. পূ. ৩৫৯ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । তাঁহার যাবদধিকারকাল সমস্ত রাজশক্তি বেগোয়াস নামে এক বর্মবরের হস্তগত ছিল । ঐ নপুংসক নররূপ রাক্ষস ছিল । ঐ নরাকার রাক্ষস প্রজাগণের উপরে অতিশয় অত্যাচার করে । তন্নিবন্ধন রাজ্যের নানা স্থলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় । শোণিতপ্রিয় রাজা এবং তাঁহার সহচর নৃশংস বর্মবর উভয়ে অসংখ্য বেতনবদ্ধ সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদিগের দমন করেন । তাহা না করিলে ঐ সময়েই পারস্যরাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত । খৃ. পূ. ৩৫০ অব্দে ফিনিসিয়াদেশীয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া পারস্যরাজ্যনিহিত পারতত্ত্বা যোদ্ধা নিক্ষেপ করে এবং স্বদেশীয় পুরাতনী রাজ্য তত্ত্ব প্রণালী পুনঃ প্রচলিত করিয়া ট্রিপালিসে রাজধানী স্থাপন করে । তন্মূলক যুদ্ধ উপস্থিত হয় । পারস্যরাজ সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে সাইডননগর গ্রহণ করিলে পর চল্লিশ হাজার লোক, পারসীকদিগের হস্তে পতিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এই ভয়ে আত্মহত্যা সম্পাদন করে এবং সাইডননগর তস্মাবশেষীকৃত হয় । তদদর্শনে অন্য অন্য নগরের লোক ভীত হইয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্তি প্রয়াস পরিত্যাগ করে । একে একে সমুদায় নগর পারস্যরাজ্যের বশীভূত হয় । এইরূপে লেবাননপর্বতের চতুষ্পার্শ্বে সমুদায় প্রদেশে পারস্যরাজ্যের অধিকার পুনঃ স্থাপিত হয় । ইজিপ্টদেশেও এরূপ ঘটনা হইয়াছিল । ইজিপ্টদেশের রাজা নেক্টেনিবস পারস্যরাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করিলে পর পারস্যরাজ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । নেক্টেনিবস প্রথমে প্রথম রণস্থলে

জয়লাভ করিয়াছিলেন । শেষে পরাজিত হইয়া ইথিয়োপিয়া পলায়ন করেন । ওকস এবং বেগোয়াস ইজিপ্টদেশীরদিগে প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন । কাষাইসিস যখন প্রথম ঐ দেশ জয় করেন, তখন তিনি তাদৃশ নিষ্ঠুর আচরণ করেন নাই দ্বাবিংশতি বর্ষ রাজ্যভোগের পর ওকস সপরিবারে বেগোয়াসে হস্তে হত হন । দুই বৎসর পরে ডেরায়স কডোমেনস সিংহাসনে আরোহণ করেন । ডেরায়স স্বভাবতঃ অতিশয় নম্র ও মিত্রমুখ ছিলেন । কিন্তু পারস্যরাজ্য তৎকালে যেরূপ বিশৃঙ্খল ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল তিনি যে, তাহার শাসন করিয়া উঠে তাহার এরূপ যোগ্যতা ছিল না । যাহা হউক, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, দুরাগ্রা বেগোয়াস জীবিত থাকিলে আপনার জীবন রক্ষা করা ভার । এই ভাবিয়া তিনি বিপ্লব করাইয়া ঐ দুরাগ্রার জীবন সংহার করিলেন । ডেরায়স যত দূর মাধ্য প্রজাগণের হিতচেষ্টা করেন এবং রাজধর্ম্মানুসারী হইয়া রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করেন । কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার পূর্বগত রাজগণের কৃত অন্যায় ও অবিনয়ের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল ।

আলেগজাণ্ডর খৃ. পূ. ৩৩৪ অব্দের বসন্তকালে যখন হেলিস্পন্ট পার হইয়া যান, তখন তিনি কতগুলি কবি, পুরাতত্ত্ববিৎ এবং তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সমভিব্যাহারে করিয়া লন । তৎকালে তাঁহার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল, যাহার কীর্ত্তি থাকে সেই চিরজীবী হয়, যেমন মহাকবি হোমর একিলিসের কৃতি ও কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে চিরজীবিত করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহার সমভিব্যাহারী পণ্ডিতগণও তাঁহার কৃতি ও কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে চিরজীবিত করিবেন । কিন্তু তাঁহার এই মনোরথ পূর্ণ হয় নাই । যে যে ব্যক্তি তাঁহার বিষয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এক ব্যক্তিও মহাকবি হোমরের ন্যায় অসামান্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না । আলেগজাণ্ডর ট্রয়দেশে উপনীত হইয়া, যে সকল বীরপুরুষ ট্রয়দেশীয় সংগ্রামে দেহ বিসর্জন করিয়াছেন; তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এবং সম্মাননার্থ মহোৎসব

রিলেন । উৎসব স্থলে নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রদর্শিত হইল । মহাকবিহোমরবর্ণিত একিলিসের গুণাবলী নিত্যকাল তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরুক ছিল । তিনি নিজ শৌর্য ও পুরুষকার দ্বারা একিলিসের সমকক্ষতা লাভ করিবেন সত্যত এই চেষ্টা করিতেন । গ্রীসদেশীয় বীরপুরুষদিগের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল । তাঁহাদিগের প্রশংসাগান তাঁহার মুখে সদা শ্রবণ হইত । তাহাতে তাঁহার সম্ভিবাহারী গ্রীকেরা তাঁহার প্রতি অতিশয় সম্ভুষ্ট ছিল । মাসিডোনিয়াদেশীয় সৈন্যগণও তাঁহার অসামান্য সাহস ও রণপাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিল । ফলতঃ তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় কেহই নিরানন্দ এবং তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিল না ।

আলেগজাণ্ডর তাদৃশ অমুরক্ত সৈন্যগণ সম্ভিবাহারে খৃ. পূ. ৩৩৪ অব্দে গ্রেনিকসনদীতীরে উপনীত হইলেন । ঐ স্থানে সংগ্রাম হইল । তাদৃশ মহাবীর সেনাপতি ও তাদৃশ অমুরক্ত সৈন্য হইতে যে কত দূর হইতে পারে, ঐ স্থানে তাহা প্রকাশিত ও বিদিত হইল । বিপর্যয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই তাহারা পরাভূত হইল । ঐ যুদ্ধে পারসীকদিগের পরাজয় হওয়াতে টরস পর্যন্ত পর্য্যন্ত আসিয়ামাইনরের প্রায় সমুদায় নগর আলেগজাণ্ডরের হস্তগত হইল । গ্রীসদেশীয় যে সকল ব্যক্তি বেতনবদ্ধ হইয়া পারস্যরাজের নিকটে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা কিয়ৎকাল সাহস সহকারে হেলিকার্নেসনগরের রক্ষা কার্য সম্পাদন করে । কিন্তু শেষে আলেগজাণ্ডর বিক্রম প্রকাশ পূর্বক আক্রমণ করিয়া ঐ নগর অধিকার করিয়া লইলেন । হেলিকার্নেসনগর আলেগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হইলে পর অনা অনা নগরের লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্বক নিজ নিজ নগর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পারস্যরাজ রোডস উপদ্বীপবাসী মেমনন নামে এক ব্যক্তিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া সেমাপতিপদে নিয়োজিত করেন । মেমনন সাতিশয় সাহসসম্পন্ন ছিলেন । তিনি পারস্যরাজ প্রদত্ত স্বর্ণবস্ত্র পরিয়া গ্রীসদেশীয়-

দিগকে সমরে সমুৎসুক করিয়াছিলেন । এই সময়ে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয় । তাঁহার মৃত্যুর পর ইজিয় সমুদ্রের অন্তর্কর্ত্তী প্রধান প্রধান উপদ্বীপ আলেগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হইল । জয়পরম্পরা এইরূপে বীরবর আলেগজাণ্ডরের অঙ্কগামিনী হইলে পর লিডিয়া, কেরিয়া এবং পাক্সিলিয়ার লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল । যে যে স্থান তাঁহার বশে আসিয়াছিল, তত্ৰতা পুরাতন রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হয় নাই । আলেগজাণ্ডর যে সময়ে ফিজিয়ার অন্তর্কর্ত্তী গর্ডিয়মনগরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তথায় এই জনরব শুনিলেন, একদা ফিজিয়ায় অতিশয় বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ; ফিজিয়াবাসীরা কোনরূপে বিদ্রোহ নিবারণে সমর্থ না হইয়া জুপিটরের শরণাপন্ন হইল ; তাহাদিগের প্রতি জুপিটরের এই আদেশ হইল, তোমরা যে ব্যক্তিকে প্রথমে দেখিতে পাইবে, শকটে আরোহণ করিয়া জুপিটরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাকে যদি রাজপদে অভিষিক্ত কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের সমুদায় আপদের শান্তি হইবে ; এইরূপ দৈববাণী হইলে পর ফিজিয়াবাসীরা প্রথমে গর্ডিয়স নামে এক সামান্য ব্যক্তিকে শকটাক্রুত জুপিটরের মন্দিরে প্রবেশোদ্যত দেখিতে পাইল এবং তাহাকেই রাজপদে মনোনীত করিল ; গর্ডিয়স যে শকটে আরোহণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই শকট জুপিটরকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন । ঐ শকটের যোক্ত শকটের সহিত অতি অদ্ভুত কৌশলে বদ্ধ হইয়াছিল ; কেহ তাহা খুলিতে পারিত না ; তন্নিবন্ধন এই জনশ্রুতি হয় যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থিবন্ধন মোচন করিতে পারিবে, তাহার আসিয়াথের আধিপত্য লাভ হইবে । আলেগজাণ্ডর এই জনরব শুনিয়া করবালহস্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই গ্রন্থি ছেদন করিয়া নিজ সেনাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন । অতঃপর তিনি সিলিসিয়ার ভিতর দিয়া বরাবর যাইতে লাগিলেন । সিলিসিয়াদেশ পর্কতময় । ঐ দেশ দিয়া যাইবার সময়ে তাহাকে অদ্ভুত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল । তিনি পথিমধ্যে এক দিন সিডনস নদীর তীরময় সলিলে অবগাহন করিয়াছিলেন ।

তাহাতে তাঁহার অতিশয় পীড়া হইল। ফিলিপ নামে গ্রীসদেশীয় এক জন চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। আলেকজান্ডর ঐ পীড়ার সময়ে এক দিন এক খানি পত্র পাইলেন। তাহাতে কাহার নামাকর ছিল না। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল পারস্যরাজ অর্থ দ্বারা ফিলিপকে বশীভূত করিয়াছেন; ঔষধ সেবনের সময়ে আপনি সাবধান হইবেন, ফিলিপ ঔষধে বিষমিশ্রিত করিয়া আপনকার প্রাণ সংহার করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। ফিলিপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যখন আলেকজান্ডরের সম্মুখে আনয়ন করিলেন তখন তিনি কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া ঔষধ সেবন করিলেন এবং সেই পত্র খানি চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চিকিৎসকের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা ভার হইয়া উঠিত। তিনি কেবল নিজ ঔদার্য্য হেতু চিকিৎসকের চরিত্রে সন্দেহ না করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

ডেরায়স এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্বাস্থ্যে নির্বৃত্ত হইয়া সূসা রাজধানীতে নিশ্চিন্তমনে অবস্থিত ছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জয় শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার বিপদ আসন্নতরবার্ত্তিনী হইতেছে, এ চিন্তা একবারও তাঁহার চিন্তের উদেগকারিণী হয় নাই। আলেকজান্ডর সিলিসিয়ার পার্শ্ব-তময় প্রদেশ নির্ধিরোধে পার হইলেন। অনন্তর, পারস্যরাজ যখন শুনিলেন আলেকজান্ডর সিলিসিয়ার দুর্গম বন্য অতিক্রম করিয়া সিরিয়ায় প্রবেশোন্মুখ হইয়াছেন তখন তাঁহার প্রমাদ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সমজ্ঞ হইয়া প্রভুততর সৈন্যসহকারে সমরাজ্ঞে গমন করিলেন। খৃ. পূ. ৩৩৩ অব্দে ইসসনগরের অনতিদূরে উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে পর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পারস্যরাজ রণস্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন। হতভাগ্য ভূপতি রণে পরাজিত হইয়া অবশিষ্ট তরফ্লিষ্ট সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রাজধানীর অনতিদূরে পলায়ন করিলেন। আলেকজান্ডর পরাজিত লোকের বিপক্ষে পশ্চাৎ ধাবমান না হইয়া প্যালেস্তাইন এবং ফিলিস্তিয়া এই উভয় দেশ স্ববশে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তাঁহার সেনাপতি পার্শ্বিনিয়ো ঐ সময়ে ডেমাস্কসনগর

জয় করেন । তথায় অপৰ্যাপ্ত অর্থসম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয় । ইসসননগরের অনতিদূরবর্তী সংগ্রামে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য লুণ্ঠ হইল । বিস্তর লোক সমরবন্দীকৃত হইল । ডেরায়সের মাতা, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার দুই কন্যা আলেগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হন । আলেগজাণ্ডর তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন ।

পালেমোইন এবং ফিনিসিয়া এই উভয় দেশ অজিত পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া অবিধেয় বিবেচনা করিয়া আলেগজাণ্ডর তাঁহার জয়োদ্ভূত হইসেন । কিন্তু তত্ৰত্য লোকেরা বিনা যুদ্ধে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল । অনন্তর, তিনি টায়ার উপদ্বীপবাসীদিগকে অধীনতা স্বীকারের কথা বলিয়া পাঠাইলেন । কিন্তু তত্ৰত্য লোকেরা আপনাদিগে বড় বোধ করিয়া সাহস্কার বচনে তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল । আলেগজাণ্ডর উহাদিগের সাহস্কার প্রত্যুত্তর বাক্যশ্রবণ করিয়া ঐ উপদ্বীপ অবরোধ করিলেন । উপদ্বীপ স্বরূপে আনয়ন করিতে সাত মাস লাগিল । মূলদেশ হইতে উপদ্বীপ পর্য্যন্ত এক সেতু এবং সেই সেতুপরি উচ্চতর বহুবিধ গৃহ নির্মিত হইল । তথা হইতে তাঁহার সৈন্যগণ উপদ্বীপ আক্রমণ করিল । ওদিকে তাঁহার পোতসৈনিকগণ জলপথ দ্বারা উপদ্বীপ অবরোধ করিল । আলেগজাণ্ডর উপদ্বীপ গ্রহণার্থ অনেক কৌশল করিলেন । উপদ্বীপবাসীরাও তৎপ্রতিবিধানক্ষম প্রতিকৌশল উদ্ভাবন করিয়া তৎসমুদায় প্রতিহত করিল । কিয়ৎকাল এইরূপে অতিক্রান্ত হইল । শেষে টায়ার উপদ্বীপবাসীরা পরাস্ত হইল । টায়ার বিপক্ষ হস্তে পতিত হইলে পর, থিবসনগরীয়দিগের যেরূপ দুর্দশা ঘটয়াছিল টায়ারবাসীদিগের সেইরূপ দুর্দশা ঘটিল । যাহারা পলায়নে অসমর্থ হইয়াছিল তাহাদিগের কতক নিহত আর কতক বিক্রীত হইল । অনন্তর, নগর সমভূমি করা হইল । খৃ. পূ. ৩৩২ অব্দে এই ঘটনা হয় । টায়ার উপদ্বীপ বাণিজ্যবাসায়ের নাতিশুল ছিল । ঐ উপদ্বীপ উৎসাদিত হইলে পর আশেপাশে বাণিজ্যকার্যের মহীয়সী ক্ষতি হইল । কিন্তু আলেগজাণ্ডর জিপ্টদেশ জয় করিয়া নীলনদের মুখে আলেগজাণ্ড্রিয়া নামে

নগর নিবেশিত করেন, তথায় বাণিজ্যকাষ্যের বহুল প্রচার হইলে পর সে ক্ষতি শুধরিয়া যায়। গেজানগরীয়েরাও আলেগজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকারে বিমুখ হইয়া ক্রিয়ৎকাল সাহসপূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিল। শেষে পরাস্ত হইয়া টারারবাসীদিগের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হইল। পারস্যরাজের উপর ইজিপ্টদেশীয়দিগের বিদ্বেষ ছিল। তাহারা উৎসাহপূর্বক আলেগজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিল। পারসীকেরা উহাদিগের অবলম্বিত আচার ব্যবহার এবং ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত। আলেগজাণ্ডার সেরূপ না করাতে উহারা তাঁহার প্রতি সন্তোষ সন্তুষ্ট হইল। অতঃপর আলেগজাণ্ডার ইজিপ্ট হইতে সাইরোয়ার অন্তঃপাতীও যেসিস নগরে গমন করিলেন। ঐ স্থানে জুপিটার আমনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবপূজকগণ তাঁহাকে আমন দেবের পূজ বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। আসিয়াখণ্ডে চিরকালই উপধর্মের একাধিপত্য বিরাজমান আছে। উপধর্মবিমোহিত প্রজাগণ ঐ কথায় দৃঢ় প্রত্যয় করিয়া তাঁহাকে নররূপ দেওয়ান করিতে লাগিল। অতএব আসিয়াখণ্ডে তাঁহার জয়লাভ বল্লার্যসেই হইবে, আশ্চর্য্য নহে।

আলেগজাণ্ডার যৎকালে ইজিপ্টদেশে সমরে ব্যাপ্ত ছিলেন, ডরায়স সে সময়ে সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে যত্নবান হন। সৈন্য সংগ্রহীত হইলে পর তিনি পুনরুদ্যম যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ। পারস্যরাজ যুদ্ধার্থ নির্গত হইবার পূর্বে আলেগজাণ্ডারের নিকটে সন্ধির, প্রার্থনা করিলেন। আলেগজাণ্ডারের সন্ধি করিবার মানস ছিল না। তিনি ইজিপ্টদেশ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইয়ুফ্রেটিস এবং টাইগ্রিসনদী লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন। নদী পার হইয়া গগেমেলায় উপনীত হইলেন। খৃ.পূ. ৩৩১ অব্দে ঐ স্থানে পারসীকদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পারসীকেরা পরাভূত হইল। উভয় পক্ষে সৈন্য সংখ্যার কথা প্রবণ করিলে আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। আলেগজাণ্ডারের সমভিব্যাহারে যত সৈন্য ছিল পারসীকদিগের পক্ষে

তাহার কুড়ি গুণ অধিক ছিল । কিন্তু উহাদিগের সময় বিষয়ে ত্যাস ও পটুতা ছিল না । পারস্যরাজ কেবল কতগুলি অমনি অবাবসায়ী লোক ধরিয়া রণস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন । আলেগজাণ্ডর সমরবিজয়ী হইলে পর বাবিলন, সুসা, পার্সিপলি এবং একবাটানা এই কয় প্রধান নগর তাহার হস্তগত হইল এই কয় স্থানে তিনি অপরিসীম অর্থসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন । পার্সিপলিস দাহিত হইল । বহু বহু অটালিকা সকল ভূমিসা হইল । এই স্থানে অদ্যাপিও সেই বহু বহু ভগ্ন অটালিকা চিহ্ন বিদ্যমান আছে । তদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে এই স্থান একদা মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল । ডেরায়স সমরে পরাজিত হইয়া একবাটানা পরিত্যাগ করিয়া বাকট্রিয়ার পর্বতময় প্রদেশে প্রস্থান করিলেন । এই স্থানে বেশস নামে এক ব্যক্তি কৃতঘ্নতা করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিল । বেশস তাহার নিজেরই লোক । এই দুরাভ্যা শাসনকর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল । কৃতঘ্ন দুরাভ্যা বেশস অপ্রভুর প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং রাজ্যোপাধি গ্রহণ করিল । কিন্তু এই দুরাভ্যা অব্যবহিত পরেই মাসিডোনিয়াদেশীয়দিগের হস্তে নিপতিত হইয়া নিহত হইল । এইরূপে দুরাভ্যা দুইশনে প্রভুত্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ।

পারস্যদেশ আয়ত্ত হইলে পর আলেগজাণ্ডর ভারতবর্ষ আগমনোদ্যত হইলেন । খৃ. পূ. ৩২৯ অব্দে তিনি ককেশস পর্বতের তুমারাক্ষম দুর্গম পথ ধরিয়া যাত্রা করিলেন । এই দুর্গম পথে গমন কালে তাহাকে এবং তাহার সৈন্যগণকে অতি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল । যাহা হউক, শেষে তিনি এই দুর্গম বর্ষ অতিক্রম করিয়া কাস্পিয়সাগরের দক্ষিণ পূর্বাংশে উপনীত হইলেন । এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সন্দ্রয় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন । এইরূপ অপ্রতিবন্ধ জয় লাভ দ্বারা আজাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে বরাবর অগ্রসর হইয়া লাগিলেন । দিগ্বিজয় করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । অপর্যাপ্ত জিনপদবাসী অসভ্য লোকদিগের সন্ত্যতালোক সন্দর্শন করাও তাহার উদ্দেশ্য ছিল । তাহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল

য তৎকালে গ্রীসদেশীয়েরা যেরূপ সভ্যপদবীতে অধিকৃত হই-
য়াছিল, সকল লোকই সেইরূপ সভ্য হয় । অতএব তিনি গ্রীস-
দেশীয় সভ্যতা সর্বত্র বিস্তারিত করিবার নিমিত্ত আলোগজাণ্ডিয়া
নাম দিয়া স্থানে স্থানে চারি নুতন নগর স্থাপন করেন । হিরাট
ও কান্দাহার এই উভয় নগর তঁাহার স্থাপিত । স্থাপন কালে
আলোগজাণ্ডির ঐ দুই নগরের আলোগজাণ্ডিয়া নাম দেন । এক্ষণে
ঐ নাম পরিবর্তিত হইয়াছে । আলোগজাণ্ডির যে যে স্থানে নুতন
নগর স্থাপন করেন, সেই সেই স্থানেই গ্রীসদেশীয় শক ও দর্শ-
নাদি শাস্ত্রের সমধিক অমূল্যলন এবং বাণিজ্য কার্যের বহুল
প্রচার করিয়া দেন । খৃ. পূ. ৩২৮ অব্দে আলোগজাণ্ডির বাকট্রা-
নগরে রকসনা নাম্নী এক কামিনীর পাণি গ্রহণ করেন । ঐ রমণী
সৌন্দর্য্য গুণ দ্বারা আসিয়াথণ্ডের রত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হই-
য়াছিলেন । রকসনা বাকট্রানগরীয় এক জন প্রধান লোকের ক-
ন্যা । আলোগজাণ্ডির যে সময়ে বাকট্রা জয় করিতে যান, সেই স-
ময়ে তত্রতা লোকেরা ভয়প্রযুক্ত আপন আপন পরিবার ও ধন
দম্পত্তি লইয়া তত্রতা এক দুর্গে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে । ঐ
দুর্গ গ্রহণ সময়ে ঐ স্ত্রীরত্ন আলোগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হয় ।

আলোগজাণ্ডরের যত জয় লাভ হইতে লাগিল, তিনি ততই
উৎসাহাবিত হইয়া পূর্বাভিমুখে আসিতে লাগিলেন । কিন্তু
তঁাহার সৈন্যগণ সমরখিন ও অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিল । তা-
হারা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল । তাহারা
পরস্পর এই কথা কহিতে লাগিল, রাজার এত জয় হইতেছে ত-
থাপি তঁাহার জয়াকাজ্জ্বল্য নিরুত্তি হইতেছে না । কিন্তু আলোগ-
জাণ্ডর কোন কথাই কর্ণগোচর করিলেন না । তৎকালে ইয়ুরো-
পথণ্ডের প্রায় সর্বস্থলেই এইরূপ লোক প্রবাদ ছিল । সিঙ্কুনদ
পারে যে দেশ আছে তাহা অতি অমৃত ; তথায় অনেক অমৃত
পদার্থ ও আশ্চর্য্য কাণ্ড আছে । এই অমৃত জনপ্রবাদ যে অ-
বধি তঁাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, সে অবধি সেই অমৃত দে-
শ দর্শন লাগসা তঁাহার চিত্তকে একান্ত চপল করিয়া তুলিয়াছিল,
তিনি কোনরূপে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না । সিঙ্কুনদ নদ

করিয়া সকৌতুকচিত্তে আসিতে লাগিলেন। খৃঃপূঃ ৩২৭ অব্দে তিনি সিদ্ধুমদ পার হইলেন। পঞ্জাবের লোকেরা স্বভাবতঃ রাজমশালী, সাহসবান এবং বর্ণোৎসাহ সম্পন্ন। আলোগজাও রণভীরু পারসীকদিগকে যেরূপ স্বল্পায়াসে জয় করিয়াছিলেন, হাইদিগকে সেরূপ অল্প প্রয়াসে পরাজিত করিতে পারিলেন না। হারা প্রবলরূপে প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। শেষে তজ্জ রাজগণের ঈর্ষ্যা দোষে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে আলোগজাওরের জয়লাভ অল্পায়াসসাধিত হইল। হাইডাম্পিস (বিপশা) নদীর পূর্বাংশে তৎকালে পোরস নামে প্রবল প্রতাপাবি একরাজা ছিলেন। ভারতবর্ষীয় রাজগণের মধ্যে কেহই বল, বীৰ্য এবং পরাক্রম অংশে পোরসের সদৃশ ছিলেন না। অন্য অন্য কুরাজগণ তাঁহার বিপক্ষ হইয়া আলোগজাওরের সহিত যোগ করিলেন। আলোগজাওর পোরসের সহিত সংগ্রাম কামনা করিয়া নদী পার হইলেন। তিনি যৎকালে নদী পার হন, পোরস ও সময়ে সৈন্য হইয়া নদীর পূর্ব তীরে সমাজ ছিলেন। কিন্তু তিনি আলোগজাওরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, যে যুদ্ধ হইল তাহাতে পোরস স্বয়ং আহত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং তাঁহার বিংশতিসহস্র সৈন্য সমরশায়ী হইল। আলোগজাওর গ্রীসদেশীয় সভ্যতার প্রভা ভারতবর্ষে বিস্তারিত করিবার মানসে বিয়ুসিকেলা ও নাইসিয়া নামে দুই নূতন নগর স্থাপন করিলেন। অনন্তর, তিনি হাইফেসিসনদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এক্ষণে স্পষ্টরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। কাজেকাজেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। তিনি ঐ নদীর তীরদেশে প্রস্তরময় দ্বাদশ বেদি নির্মাণ করাইলেন। ঐ বেদিই তাঁহার বিশাল রাজ্যের পূর্ব সীমা হইল। তিনি পোরস প্রভৃতি উৎখাত রাজগণকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রতিপ্রয়াণে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রতিগমন কালে মেসপটামিয়াবাসী কতগুলি লোকের সহিত সমরে প্ররম্ব হন এবং হাইডাম্পিস ও সিদ্ধুমদের সঙ্গম স্থলে আলোগজাওর নদী এক নগর স্থাপন করেন। পশ্চাৎ ঐ স্থানেই কতগুলি পোত

দ্রুত করাইয়া, যে স্থানে সিন্ধু নদের বাগরের সহিত সংযোগ হই-
রাছে, সেই স্থান দেখিতে গেলিলেন ।

কতক দূর গিয়া আলেকজান্ডারের মৃত্যু পরিবর্ত হইল । তিনি
নিজ পোতাধিপতি নিয়ার্কসকে বিলুচি স্থানের ধারে ধারে পোত
দস্তাদায় লইয়া বাইবার আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং সৈন্য হইয়া
পিত্রোসিয়ার অতিক্রান্ত মরু ভূমি দিয়া প্রতিগমন করিতে লা-
গিলেন । মরুভূমিতে গমন কালে তাঁহার এবং সৈন্যগণের অনন্ত
দুরবস্থা হইল । একে বালুকাময় স্থান স্বভাবতঃ দুর্গম । সেই
দুর্গম স্থানে গমন জন্য বিজাতীয় পথশ্রম হইতে লাগিল । তাহা-
তে আবার জল কষ্ট আহারের কষ্ট এবং দিবাकरের অগ্নিময়
কিরণে গাত্র দগ্ধ হইতে লাগিল । সেনাগণ ক্ষুধার সময়ে আহা-
র এবং পিপাসার সময়ে জল না পাইয়া দেহ পরিত্যাগ করিতে লা-
গিল । চুই মাসের মধ্যে বার আনা লোক মরিয়া গেল । যে সক-
ল যোদ্ধা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া অবলীলাক্রমে নানা যুদ্ধে নানা
কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও ঐ ভয়ঙ্কর স্থানে কাপুরুষের
ন্যায় দীন ভাবে জীবন পরিত্যাগ করিল । খৃ. পূ. ৩২৬ অব্দে ঐ
ভয়ানক ঘটনা হয় । একথা যথার্থ বটে, আলেকজান্ডার সেনাগণের
দুঃখে দুঃখী হইয়া স্বয়ং সামান্য সৈনিক পুরুষের ন্যায় যথেষ্ট
কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সঙ্কল্পিত স্থানে উপনীত হইয়া
মহামূল্য উপহার প্রদান ও সুসমৃদ্ধ ভোজদান দ্বারা মৃত্যুবশিষ্ট
সৈনিকগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন । কিন্তু বিবেচনা করিয়া
দেখিলে তাঁহার ঐ কর্ম অতি অবিবেচকের কর্ম হইয়াছিল সন্দেহ
নাই । যে সকল ব্যক্তি ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে রক্ষা পাইয়াছিল, তা-
হাদিগের প্রীতিার্থ তিনি যে ভোজ দান করেন, তাহাতেও ইচ্ছা
ফল না হইয়া অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইল । সেনাগণ বহু দিন
পর্যন্ত পর্যাপ্তরূপে ভোজন করিতে পায় নাই, কেবল কথঞ্চিৎ
প্রাণধারণ করিয়াছিল । তাহাদিগের তত্ত্ব ক্রেশের পর একবারে য-
থেষ্ট ভোজনলাভ হওয়াতে অত্যন্ত পীড়া জন্মিল । তাহাতেও
অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইল ।
খৃ. পূ. ৩২৫ অব্দে আলেকজান্ডার পারস্যদেশে পুনরুপনীত হই-

লেন। তাঁহার সহচর মাসিডোনিয় যোধগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি রণে অপটু ও অকর্মণ্য হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বহুতর মহামূল্য উপহার প্রদান করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ফ্রেটিস তাহাদিগকে ইয়ুরোপে লইয়া গেলেন। আলেকজান্ডর ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্বে যে সকল ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্ত্বপদে নিয়োজিত করিয়া আইসেন, তাহারা মনে করিয়াছিল আলেকজান্ডর আর ফিরিয়া আসিবেন না, এই ভাবিয়া প্রজাগণের উপরে অতিশয় অত্যাচার করে। আলেকজান্ডর এক্ষণে তাহাদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করিলেন। অতঃপর তাঁহার মানস হইল, জিত ও জেতা এই উভয় জাতির একতা সম্পাদন করিবেন। বল দ্বারা ঐ মনোরথ সম্পন্ন হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পারসীকদিগের সহিত পরাজিতের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উহাদিগের অবলম্বিত আচার ব্যবহার এবং ধর্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না, বরং ঐ সকল বিষয়ের সবিশেষ গৌরব করিতে লাগিলেন। পারসীকদিগকে সভ্যপদবীতে অধিরোহিত করা তাঁহার একান্ত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি তৎসাধনে সমর্থ হন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রীস ও মাসিডোনিয়াবাসীদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা পারসীকদিগের স্বভাবের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন, কিন্তু তিনি ভ্রান্তিবশতঃ স্বয়ং পারসীকদিগের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া মাসিডোনিয়দিগকে পারসীকদিগের ন্যায় নিকৃষ্টস্বভাব করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি পারসীক রাজগণের ন্যায় জাঁকজমক আরম্ভ করিলেন। পারসীকেরা তাঁহার সহচর ও অমুচর হইল। পারসীকেরা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া যেরূপ প্রণাম করিত এবং তাঁহাকে যেরূপ দেবতা তুল্য সম্মান করিত, তিনি মাসিডোনিয়াবাসীদিগের নিকটেও সেইরূপ প্রণাম ও সম্মান লাভের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অতঃপর তিনি ইয়ুরোপ ও আসিয়া এই উভয়খণ্ডের লোকদিগের পরস্পর দূরতর সৌহার্দ বন্ধনের উদ্দেশ্য করিয়া পরস্পর ক্রমাৎ আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা

অভিশয় যজ্ঞবান্ হইলেন । প্রথমে তিনি ডেরায়সের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসাইনের পাণি গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন । তাঁহার প্রায় আশী জন সেনাপতি এবং মাসিডোনিয়াদেশীয় দশ সহস্র সৈন্য পারস্যদেশে বিবাহ করিল । পারসীক রমণীগণের পাণিগ্রহণ কালে স্বয়ং রাজ্য উহাদিগকে যৌতুক ধন দান করিলেন । বিবাহ নির্বাহ হইতে পাঁচ দিন লাগিল । পশ্চাৎ মহা-সমারোহে উৎসব বিধি অনুষ্ঠিত হইল । ঐ সমস্ত ব্যাপারের অনুষ্ঠান হওয়াতে অনেকে তুষ্ট হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু মাসিডোনিয় ও গ্রীসদেশীয় অধিকাংশ লোক বিরক্ত হইল । পরাজিত অসভোরা, উহাদিগের সমকক্ষ হইবে, ইহা উহাদিগের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল । অতএব খৃ. পূ. ৪২৫ অব্দে অপিসনগরে সেনাপর্যাবেক্ষণকালে সৈন্যগণ বিদ্রোহে প্ররক্ত হইল । কিন্তু আলেকজান্ডর তয় মৈত্র প্রদর্শন ও নিজ বিমূঢ়াকারিতা দ্বারা বিদ্রোহীদমনে সমর্থ হইলেন । কাইলোটাস বিদ্রোহীদের অগ্রণী হইয়াছিলেন । সেই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল এবং তাঁহার রক্ত পিতা পার্সিনিয়ো একবাটানায় নিহত হইলেন ।

পারসীকদিগের এই প্রথা আছে, প্রজাগণ যখন রাজগোচরে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা নিয়মামুসারে অগ্রপশ্চাত্তাবে রাজাকে প্রণাম করিয়া থাকে । আলেকজান্ডর ঐ প্রথা মনোনীত করিলেন । তিনি কি অভিপ্রায়ে ঐ প্রথা মনোনীত করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না । যে অভিপ্রায়ে মনোনীত করুন, ঐ প্রথা শেষে তাঁহার এমনি হৃদয়াক্লাদিনী হইয়াছিল যে, তিনি তৎপরি-
ত্যাগে সমর্থ হইলেন না । তিনি স্বয়ং সিংহাসনে আসীন আ-
ছেন, আর প্রজাগণ দেবতার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছে, যখন তিনি দেখিতেছেন, তখন তাঁহার অন্তরাশ্রা আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিত । সমুদ্রা মাত্রেই ভ্রমপ্র-
মাদ আছে । আলেকজান্ডরের ঐ বিষয়ে যে ভ্রম জন্মিয়াছিল, সে ভ্রম সংশোধন করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রিয়পারিষদগণ অধম পৌত্রের ন্যায় ক্রণাকর চাটু বচন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার ঐ ভ্রম আরো বদ্ধমূল করিয়া দেয় । যে সকল ব্যক্তি তাঁহার ভ্রম নিরা-

করণের চেষ্ঠা করিতেন, তাঁহারা তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত হইতেন। তদ্বিৎ পণ্ডিত কালিস্থিনিম একদা রাজার তাম্রশৃঙ্গিত আচরণের জন্য স্পষ্টাভিধানে তৎসনা করেন। তাঁহাতে রাজা তাঁহার প্রতি ক্রুপিত হইয়া অতিশয় নিষ্ঠুর আচরণ করেন। খৃ. পূ. ৩২৪ অব্দে তিনি বাবিলনমগর-আজনার রাজধানী মনোনীত করিয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন। তাঁহার নাম দিগ্দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল। অতিদূরতর প্রদেশের প্রধান প্রধান রাজ্যের লোকেরাও অমুগ্রহাকাক্ষী হইয়া তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিতে লাগিল। ইয়ুরোপথেরও অনেক স্থল হইতে দূতগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে। অন্যের কথা কি, রোমকেরাও একদা দূতপ্রেরণ দ্বারা তাঁহার সম্মাননা বৃদ্ধি করে। কলতঃ তিনি অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। এদিকে চীন ওদিকে আটলান্টিক সমুদ্র, ইহার মধ্যস্থলে যত দেশ আছে, ততভাষা-বতীর লোকই তাঁহার নাম অবগত হইয়াছিল।

খ্রিষ্টীয় কালে সমর স্থলে আলেগজাণ্ডরকে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি তদ্বিষয় হইতে অবসৃত হইয়া ভোগস্থখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসব পরম্পরা ধারাবাহিনী হইল। স্তম্ভসমূহ ভোজ, ও স্নাতন স্নাতন আমোদকর ক্রিয়ার অহরহঃ অমুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজা মদপানে মত্ত হইয়া মধ্য মধ্য অতিশয় গর্হিত কর্মের আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে স্বয়ংই তদ্বিষয় অমুতাপিত হইতে লাগিলেন। ক্লাইটস নামে তাঁহার এক সাহসসম্পন্ন সেনাপতি ছিলেন। তিনি গ্রেনিকস নদীতীরের সংগ্রাম কালে আলেগজাণ্ডরের প্রাণরক্ষা করেন। একদিবস ভোজের সময়ে ক্লাইটস আলেগজাণ্ডরকে উপহাস করেন। আলেগজাণ্ডর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সাহসসম্পন্ন সেনাপতির প্রাণ বধ করিলেন। পশ্চাৎ মদজন্য মত্ততা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পর তাঁহার অমৃত্যুতপের পরিসীমা ছিল না। যাহা হউক, বিষয়সেবা আলেগজাণ্ডরকে দীর্ঘ কাল মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি পূর্বে যে সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত না

হইয়া আরো দুতন দুতন দেশ জয় করিতে অভিলাষী হইলেন। এবং আপনার রাজ্যের নামা স্থানে বিদ্যালয়াদি স্থাপনের মনস্ক হইলেন। আরব, আফ্রিকা, সিলিলি, ইটালি এবং স্পেন এই নয় দেশ জয় করিবার বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে অচ্যুত উদ্ভিত হইতে লাগিল। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। তিনি শ্রম কাল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অনবরত চিন্তা এবং অসন্তুত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। খৃ. পূ. ৩২৩ অব্দে তাঁহার জ্বর হইল। তিনি একাদশ দিবস জ্বর ভোগ করেন। জ্বরের উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শেষে ঐ দরই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। তিনি ষাট্টিশ বৎসর বয়ঃক্রম হালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি মৃত্যু কালে কাহাকেও রাজপদে নিয়োজিত করিয়া যান নাই। আপনার অঙ্গুরীয় মুদ্রা ডিওকাসেব হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। মৃত্যুকালে যখন তাঁহার পরিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কাহার হস্তে রাজ্যপদ সমর্পণ করিয়া গেলেন। তখন তিনি এই স্বাক্ষর উত্তর করিলেন, আমি উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই সমর্পণ করিয়াছি। তাঁহার দেহ তৎকালে লম্বাহিত হয় নাই। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার দেহ হইতে মন্ত্র নিক্ষেপিত করিয়া পক্ষাত্তব্যে পুরিত করিয়া রাখিলেন। খৃ. পূ. ৩২১ অব্দে ঐ দেহ ইজিপ্টদেশে আলেকজান্দ্রিয়ার নীত হইল। আলেকজান্দ্রির যত নগর নিবেশিত করিয়া যান, তন্মধ্যে ইজিপ্টদেশে তাঁহার নিবেশিত নগরই অধিকতর সমৃদ্ধ ও অধিকতর প্রসিদ্ধ।

মাসিডোনিয়ার এবং গ্রীসদেশের ইতিহাস মধ্যেই যে, কেবল আলেকজান্দ্রির নাম দৃষ্ট হয় এমত নহে, চীমদেশ অবধি বিস্তৃত পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় দেশের ইতিহাস ও কাব্য গ্রন্থে তাঁহার নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এবং আসিয়ার অন্তঃপাতী অন্য অন্য স্থানে আলেকজান্দ্রির মহাবীর সেকন্দের বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্ভাব্য কথা প্রসঙ্গে সেকন্দেরের কথা উপস্থিত হইলে লোকে চম্পিণ্ডের ন্যায় ভদ্রদণ্ডচিহ্নে তাঁহার পদ্য প্রদর্শন করে। মহা-

বীর আলেগজাণ্ডর ভূজবীৰ্য্য দ্বারা বিপক্ষগণকে নিৰ্জিত করিয়া আসিয়াথাকে যে মহারাজা অৰ্জুন করিয়া যান, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই বিশালরাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু সেই খণ্ড খণ্ড রাজ্য বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আর আসিয়াথাকে তাঁহার নবোপনিবেশিত নগর সকলও দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কলতঃ অন্য অন্য খণ্ড অপেক্ষা আসিয়াথাকে তাঁহার কৃতি ও কীর্ত্তি বহু কাল দেদীপ্যমান ছিল। ইহাও আলেগজাণ্ডরের মহিমা বর্ণন স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল স্থান পূর্বে ইয়ুরোপথণ্ডের লোকদিগের অবিদিত ছিল, আলেগজাণ্ডর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সেই সকল স্থানের আবিষ্কৃত্য করিয়া ইয়ুরোপথণ্ডের লোকদিগের উৎসাহশক্তি সন্মুদিত করিয়া যান। তদবধি ইয়ুরোপথণ্ডের লোকেরা আসিয়াথাকে নানা নূতন আবিষ্কৃত্য করিতে আরম্ভ করে এবং সেই প্রসঙ্গে দর্শনাদি শাস্ত্রের সমধিক অমুশীলন হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বে ভূগোল বিদ্যার বিশুদ্ধতা ছিল না, গৃহকাণ্ডের কেবল যৌথিক গল্প শুনিয়া দেশদেশান্তরের বৃত্তান্ত লিখিয়া গ্রন্থ পূর্ণ করিতেন। আলেগজাণ্ডরের পর অবধি ঐ বিদ্যার সম্যক বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ সম্পাদিত হয়। বিশুদ্ধ গণিত শাস্ত্রের সহযোগে যুদ্ধ বিদ্যারও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল। আসিয়ামাইনরে এবং ইজিপ্টদেশে বিদ্যাবুদ্ধি সহকারে বাণিজ্য কার্যের সমধিক সমুন্নতি হইল। আলেগজাণ্ডর বিশুদ্ধ গণিত প্রভৃতি লোক হিতকর ব্যবহারোপযোগী দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বহুতর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহার সেই অর্থ ব্যয় নিরর্থক হয় নাই। ঐ সকল শাস্ত্রের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এদিকে যেমন দর্শনশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ওদিকে তেমন শব্দশাস্ত্রের প্রভা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

আলেগজাণ্ডর যৎকালে আসিয়াথাকে সংযো ব্যাপ্ত ছিলেন, পিলপনিসসবাসীরা সে সময়ে আলেগজাণ্ডরের অধীনতা পরিভ্রমণের চেষ্টা করে। স্পার্টার অধিপতি ৩য় এজিস প্রধান উদ্বোধনী হইয়া সকলকে বিজোহে প্রবর্তিত করিয়া কার্ণেবেরাস এবং অর্টোফ্রোডিস নামে উভয় পারসীকশাসনকর্ত্তার সহিত

স্বাগত করেন । পারসীকশাসনকর্তারা অর্থ ও পোতসৈনিক দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিলেন । খৃ. পূ. ৩৩৩ অব্দে পিলপনিসসবাসী-
দীদিগের বিদ্রোহ প্ররম্ভিত হইল । এথিনিয়েরাও বিদ্রোহ-
প্ররম্ভিত গ্রীসদেশীয়দিগের সাহায্যদানে উদ্যত হইয়া এক শত
পোত প্রেরণের আজ্ঞা করিয়াছিল । কিন্তু ডেমোডিসের বাক্যা-
নুসারে আজ্ঞা রহিত করিল । এথিনিয়েরা তৎকালে আমোদ-প্র-
মোদে অতিশয় আসক্ত হইয়াছিল, অন্য বিষয়ে অর্থ ব্যয় করি-
লে, অর্থ বিরহে পাছে আপনাদিগের আমোদ প্রমোদের ব্যা-
ঘাত জন্মে, এই ভয়ে তাহারা অন্যবিষয়ক ব্যয়বিধানে অতিশয়
কাতর হইত । এই হেতু তাহারা গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ
অর্থ ব্যয়েও প্ররম্ভ হইতে পারিল না । আলেকজান্ডার এথিনিয়-
দিগকে সবিশেষ গৌরব করিতেন । তিনি উহাদিগের সহিত আ-
গ্রীয়তা করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকবার এথেন্সনগরে জয় সমাচার
পাঠাইয়া দেন, এবং, পারসীকেরা এথেন্স হইতে হার্মোডিয়স
এবং আরিস্টজিটনের যে প্রতিমূর্তি লইয়া গিয়াছিল, উহাদিগের
হস্ত হইতে সেই প্রতিমূর্তি গ্রহণ করিয়া এথেন্সে প্রেরণ করেন ।
এজিস পিলপনিসসবাসী প্রায় সকল লোকেই বিদ্রোহে প্রব-
র্তিত করিয়াছিলেন, কেবল মেগালপলিসের লোকেরা বিদ্রোহে
প্ররম্ভ হয় নাই । তাহাতে তাহাদিগের সহিত খৃ. পূ. ৩৩১ অ-
ব্দে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ হয় । এজিস যুদ্ধে জয়ী হইলেন । যুদ্ধে
জয় লাভ হওয়াতে গ্রীসদেশীয়দিগের উৎসাহ নবীকৃত হইল ।
আলেকজান্ডার ঐ সময়ে আসিয়া হইতে অপরিসীম অর্থ পাঠা-
ইয়া দেন । আলেকজান্ডারের প্রতিনিধি আর্টিপেটর অর্থ প্রাপ্ত
হইয়া চত্বারিংশৎসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে পিলপনিসস আক্র-
মণ করিতে গেলেন । মেগালপলিসের অনতিদূরে ইজিনগরে উভ-
য় পক্ষ পুরস্পর সম্মুখীন হইলে পর ঘোরতর সংগ্রাম হইল ।
অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়াও স্পার্টানগরীয়েরা রণে পরাভূত
হইল । স্পার্টারাজ এজিস সমরশায়ী হইলেন । পাঁচ হাজারেরও
অধিক স্পার্টানগরীয় সাহসসম্পন্ন সৈন্য রণক্ষেত্রে তল্লাতগ-
রিল । পঁচাত্তর স্পার্টানগরীয়ের, কমান্ডার্সনা পূর্বক সন্ধি প্রার্থ-

না করিল। উহা দেশের আর্থিক বিকল করিহুয় সভার বিবেচনা সমাপিত হইল। সভা বিবেচনা করিয়া স্পার্টামগরীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন তোমরা মেগালপলিসবাসীদিগের যে ক্ষতি বরিয়াছ, তাহার পূরণার্থ ভৌমাদিগকে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হইবে।

অতঃপর আলেকজান্ডরের মৃত্যু পর্য্যন্ত কতিপয় বৎসর গ্রীসদেশ স্থির ছিল। আলেকজান্ডর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ওলিম্পিয়ার উৎসবস্থলে এই ঘোষণা করিয়া দেন, যিহিস ভিন্ন গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত অন্য অন্য নগর হইতে যে সকল ব্যক্তি বিবাসিত হইয়াছে তাহারা অতঃপর আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিতে পারিবে। এই ঘোষণা করিয়া দেওয়াতে আপাততঃ লোকের এই বোধ হইল, আলেকজান্ডর বিবাসিত ব্যক্তিদিগের দুঃখনাশ করিয়া দয়া করিয়াছেন, তাহাতেই এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন। বস্তুতঃ বিবাসিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অশ্রুত্যাগ প্রদর্শন করিবার সুখা উদ্দেশ্য নহে। গ্রীসদেশীয়দিগের উপরে তাহার বিশ্বাস ছিল না। অতএব তিনি এই পন্থা উদ্ভাবন করিলেন, গ্রীসদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বদেশ হইতে বিবাসিত হইয়া বন্ধুবির জন্য কষ্ট অনুভব করিতেছে, তাহারা যদি আমার যত্নে স্বদেশ গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্বদেশে গিয়া আমার সপক্ষ করিবে সন্দেহ নাই। গ্রীসদেশ মধ্যে আমার সপক্ষ অধিকাংশ লোক থাকিলে তথায় উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই পন্থা উদ্ভাবন করিয়া তিনি পূর্বোক্ত ঘোষণা করিয়া দেন। কিন্তু তৎকৃত ঘোষণা গ্রীসদেশে তাহার স্বহস্তে অগ্নি প্রক্ষেপ তুল্য হইল। গ্রীসদেশীয়েরা তাহার ঘোষণা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিংশতি সহস্র বিবাসিতব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। নিক্সাসন কালে উহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। সেই সম্পত্তি যে সকল ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল দীর্ঘকাল ভোগ দ্বারা তাহাতে তাহাদিগের মনোজন্মে। সুতরাং তৎপরিভ্যাগ অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তাহারা বাহিলনে আলেকজান্ডরের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া

বিস্তার আপত্তি করিল। কিন্তু সূত্রগণ অকৃতার্থ হইয়া কিরিয়া আইল। অতঃ পর তাহার বিজ্ঞোহানুষ্ঠানের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল।

ঐ সময়ে হার্বেলস গ্রীসদেশে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে বিজ্ঞোহানুষ্ঠানী ব্যক্তিদিগের আয়ো উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। হার্বেলস আলেগজান্ডারের কোষাধ্যক্ষ ছিল। সে অত্যন্ত অর্থসম্পত্তি হস্তগত করিয়া ত্রিশ খান জাহাজ এবং ছয় হাজার সৈন্য সমতি-বাহারে লইয়া আসিয়া হইতে গোপনে প্রস্থান করে, এবং অপ-হৃত অর্থ সম্পত্তি টিনারনে রাখিয়া বরাবর এথেন্সে উপস্থিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া অর্থলোভ প্রদর্শন পূর্বক এথিনিয়দিগকে বিজ্ঞোহে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই তাহার অর্থগ্রহণে উন্মুখ হইল। কিন্তু সে দীর্ঘকাল এথেন্সে নি-র্বিষ্মে অবস্থান করিতে পারে নাই। আণ্টিপেটর এথিনিয়দিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন তোমরা ছুরায়া হার্বেলসকে আনা-র হস্তে সমর্পণ কর। হার্বেলস তথায় যুক্ত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং টিনারন হইতে আপন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া ব-রাবর ক্রিট উপদ্বীপে গমন করিল। ঐ স্থানে স্পার্টানগরীয় এক ব্যক্তি তাহার প্রাণ বধ করিয়া তাহার সমুদায় সম্পত্তি হরণ ক-রিল। পশ্চাৎ সে সাইরিনে পলায়ন করিল। হার্বেলস যেরূপ সময়ে এথেন্সনগরে গমন করে, সে সেসময়ে এথিনিয়দিগের বিজ্ঞোহানু-রণ বর্জিত করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যক্তি করিয়াছিল। অনেকেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আণ্টিপেটর, কে কে অ-র্থ গ্রহণ করিয়াছে, তাহুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহুসন্ধান দ্বারা দৃষ্ট হইল ডিমস্থিনিস ঐভূতি প্রধান ব্যক্তিয়াও অর্থ গ্রহণ কর-িয়াছেন। ডিমস্থিনিসের এক লক্ষ টাকা দণ্ড হইল। তিনি তত অর্থদানে সমর্থ না হইয়া প্রথমে ইজিনায় তথা হইতে ট্রিজিনে পলায়ন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি কয়েককাল অবস্থান করেন। পশ্চাৎ এথিনিয়েরা যত্র পূর্বক তাহাকে নির্বাসন স্থান হইতে পুনরানয়ন করে। তিনি যাবজ্জীবিত কালের মধ্যে এক নিমিষের নিমিত্তও স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন চেষ্টা হইতে বিরত ছি-লেন না।

বাবিলনে আলেকজান্ডরের মৃত্যু হইয়াছে, এই সমাচার স্বখন এথেন্সে উপনীত হইল, তখন এথিনিয় প্রজাগণের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাহারা আক্সান্দে উন্মত্ত হইয়া বিদ্রোহে প্রস্তুত হইল। মাসিডোনিয়ার আধিপত্য কালে গ্রীসদেশ এক প্রকার স্থবির ছিল। অতএব, মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ হইয়া এথিনিয় প্রজাগণ যে অস্ত্র গ্রহণ করে, ঐশ্বর্য্যশালী ও বহুদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই কোনরূপে এরূপ ইচ্ছা ছিল না। তাহারা প্রজাগণকে মাসিডোনিয়ার সহিত বিপক্ষতাচরণ করিতে ভূয়ো ভূয়ঃ নিষেধ করিলেন। কিন্তু প্রজাগণ কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। লিয়স্থিনিস নামে এথিনিয় এক ব্যক্তি আট হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ সময়ে আসিয়া হইতে আসিয়া উপস্থিত হন। লিয়স্থিনিসের রণবিষয়ে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। এথিনিয় প্রজাগণ তাঁহার আগমনে সাতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহানুষ্ঠানে সবিশেষ অনুরাগী হইল এবং তাঁহাকে এই অনুরোধ করিল, যাবৎ যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত না হয়, তাবৎ তিনি তাঁহার সহাগত সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া না দেন। লিয়স্থিনিস প্রজাগণের প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন। মাসিডোনিয়ার পক্ষে যাহাদিগের আতান্ত্রিক পক্ষপাত ছিল, তাহারা নগর হইতে বহিষ্কৃত হইল। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী হাইপিরিডিস প্রভৃতি কতিপয় স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তি এথিনিয়দিগকে সাংগামিক পোত সংগৃহীত ও সজ্জিত করিবার পরামর্শ দিলেন। এথিনিয়েরা পোত সংগৃহ পূর্ব্বক সূক্ষ্মজিত করিল এবং গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোকদিগকে স্বমতে প্রবর্তিত করিতে লাগিল। এথিনিয়দিগের অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্য সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া অনেকের মনে মনে ঈর্ষ্যা ছিল। তাহারা উহাদিগের সহিত যোগ করিতে অসম্মত হইল। যেসকল লোক যোগ করিল, তাহাদিগের সৈন্য লইয়া সমুদায়ে ত্রিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল। উন্মথো ইটোলিয়া এবং এথেন্স এই উভয় রাজ্যেরই অধিকাংশ সৈন্য ছিল।

লিয়স্থিনিস প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া থর্মপিলির অভিমুখে যাত্রা করিলেন । বিপক্ষগণ থ্রোশিয়ার তাঁহার পথ রোধ করিল । কিন্তু তাহার কৃতকার্য হইতে পারিল না । তিনি বিপক্ষগণকে পরাহত করিয়া পথ করিয়া বরাবর চলিয়া গেলেন এবং থর্মপিলির পথ অধিকার করিয়া লইলেন । এদিকে গ্রীসদেশীয়েরা সমরসাগরে অবতীর্ণ হইল । ওদিকে ইলিরিকম এবং থ্রেসের লোকেরা মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । যুগপৎ নানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হওয়াতে আন্টিপেটর বিষমবিপদে পতিত হইলেন । যাহা হউক, তিনি সত্বর সমাজ হইয়া যুদ্ধার্থী গ্রীসদেশীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গেলেন । টেকিনিয়ানগরের অনতিদূরে উভয় যুদ্ধার্থী পক্ষের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইল । থেসেলিয় অস্কারোহ সৈন্যগণ লিয়স্থিনিসের সহিত মিলিত হইল । আন্টিপেটর সমরে সমর্থ না হইয়া পলায়ন করিলেন । তিনি রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া লেমিয়ানগরে প্রবেশ করিলেন । লিয়স্থিনিস ঐ নগর অবরোধ করিলেন । আন্টিপেটর সর্বতঃ সন্নিরুদ্ধ হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন । এথিনিয়েরা তৎকালে জয়লাভ দ্বারা অতিশয় উদ্ধত হইয়াছিল । অতএব উহারা আন্টিপেটরের কৃত সন্ধি প্রস্তাব অগ্রাহ করিল ।

অব্যবহিতপরেই যে সকল ঘটনা হইল, তাহাতে এথিনিয়দিগের জ্যায়সী জয়াশা একবারে ছিন্নমূল হইয়া গেল । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ইটোলিয়েরা এথিনিয়দিগের সহিত মিলিত হয় । ইটোলিয়েরা তৎকালে গ্রীসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোক অপেক্ষা বীৰ্য্য, তপ্ত ও লোকবল দ্বারা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল । উহারা এথিনিয়দিগের সপক্ষ হওয়াতে এথিনিয়দিগের পক্ষ প্রবল হইয়া উঠে । কিন্তু উহাদিগের স্বদেশ মধ্যে হঠাৎ উৎপাত উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বদেশগমন নিতান্ত আবশ্যক হইল । উহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিল । লিয়স্থিনিস লেমিয়ার অবরোধ কালে আঘাতপ্রাপ্ত হইল । সেই ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া ঐ সময়ে তাঁহারও মৃত্যু হইল । আন্টিফিলস নামে এক যুবা পুরুষ তৎপদে অভিযুক্ত হইলেন ।

আর্টিকিলস বহুদূরী ও সমরময় নহেন। বহু যুদ্ধক্ষেত্রের
নিকাত সেনাপতি ব্যতিরেকে তাদৃশ সঙ্কট সময়ে নব্য সেনাপতি
দ্বারা জয়লাভ হওয়া কৌশলক্রমেই সম্ভাবিত নয়। আর্টিকিলসের
যুদ্ধার্থী হইয়া যে সময়ে খেসেলিতে প্রবেশ করেন, সে সময়ে
তিনি সৈন্য প্রার্থনা করিয়া আসিয়ার লোক পাঠাইয়া দেন।
লিয়োনেটস তাঁহার সেই প্রার্থিত সৈন্য সহকারে ঐ সময়ে আ-
সিয়া উপস্থিত হইলেন। লিয়োনেটস সৈন্য খেসেলিতে প্রবে-
শ করিলে পর আর্টিকিলস লেমিয়ার অবরোধ পরিভাগ করি-
য়া লিয়োনেটসের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। লিয়োনে-
টস সমরশায়ী হইলেন। আর্টিকিলস ঐ অবসরে লেমিয়া হইতে
প্রস্থান করিয়া খেসেলিতে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগি-
লেন। মাসিডোনিয় অপর সেনাপতি ক্রেটিসও ঐ সময়ে সৈন্য
আসিয়া উপস্থিত হন। আর্টিকিলস তাঁহার সহিত মিলিত হ-
ইয়া সংগ্রামমাগরে অবতীর্ণ হইলেন। খৃ. পূ. ৩২২ অব্দে ফ্রেন-
ননগরের অনতিদূরে উভয় বিরোধীপক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইল।
তুঘল সংগ্রাম হইল। মাসিডোনিয়াদেশীয়েরা জয়ী হইল। এথি-
নিয়েরা পরাজিত হইল। খেসেলির যে যে নগর মাসিডোনিয়ার
বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ অধীনতা স্বীকার করিল।
খ্রীস্টধর্মীয় যে যে রাজ্যের লোক একত্র সমবেত হইয়া যুদ্ধ ক-
রিতে আসিয়াছিল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে জেতুগণের সহিত সন্ধি
করিল। ইটোলিয়া ও এথেন্স এই উভয় রাজ্যের লোকেরাই
কেবল সন্ধিবিধানে বিমথ হইল।

আর্টিকিলস যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিয়োশিয়ায় গমন করিয়া
এথিনিয়দিগকে কহিলেন যে সকল ব্যক্তি মাসিডোনিয়ার
বিপক্ষ, তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর। ডিমস্থিনিস, হা-
ইপিরিডিস প্রভৃতি কতিপয় স্বদেশীয়রক্ত ব্যক্তি নগর পরিত্যা-
গ করিয়া পলায়ন করিলেন। এথিনিয়েরা এই অভিপ্রায়ে আ-
র্টিকিলসের নিকটে কয়েকবার দূত প্রেরণ করিল যে, আর্টিকিল-
সের নির্ভীক ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মত্যাগ না করেন এবং কিঞ্চিৎ অল্প
এই প্রকাশ করিয়া সন্ধি করেন। কিন্তু তাহাদিগের দীনতাব

দর্শন করিয়া আন্টিপেটরের অন্তঃকরণ আত্ম হইল না । তিনি তাহাদিগকে এই কয়েকটি কথা বলিলেন প্রথমতঃ, তোমাদিগের সহিত সম্মতি হইবে না ; দ্বিতীয়তঃ, এথেন্সনগরে মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ যে সকল লোক আছে তন্মধ্যে তাঁহারা প্রধান, তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে ; তৃতীয়তঃ, যুদ্ধে বহু ব্যয় হইয়াছে তৎসমুদায় দিতে হইবে ; চতুর্থ, মাসিডোনিয়াদেশীয় সৈন্যগণ মিউনিকিয়ায় অবস্থান করিবে । এথিনিয়েরা তৎকালে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিল ; তাহাদিগকে অগত্যা আন্টিপেটরের বাক্য গ্রহণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে হইল । মাসিডোনিয়াদেশীয় সৈন্যগণ মিউনিকিয়ায় অবস্থিত হইল । এথেন্সনগরে তৎকালে যে রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পরিবর্তিত হইয়া রাজ্যতন্ত্র ধনবান ব্যক্তিদিগের হস্তগত হইল । সহস্র সহস্র লোক নগর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল । ডিমস্থিনিস, হাইপিরিডিস প্রভৃতি যে সমস্ত দেশহিতৈষী মহা-দ্বাগণ নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের আশ্রয়-প্রের আশ্রয় হইল । ডিমস্থিনিস নগর হইতে প্রস্থান করিয়া ক্যালিরিয়া উপদ্বীপে পসাইডনের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন । কিন্তু তিনি অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, সে স্থানে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল আশ্রয় রক্ষা করা সহজ নহে । তাহার, বিপক্ষহস্তে পতনশঙ্কা প্রাণাত্য শঙ্কা অপেক্ষাও অধিকতর ক্রেশকর হইয়াছিল । এই নিমিত্ত তিনি তদবধি আপনার সঙ্গে সঙ্গে বিধি রাখিতে আরম্ভ করিলেন । যে সংগ্রাম এইরূপে অবসিত হইল, সেই সংগ্রাম লেমিয় সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই সংগ্রামে পরাজয় হওয়াতেই এথিনিয়দিগের স্বাধীনতা এককালে লুপ্ত হইল এবং প্রচলিত রাজ্যতন্ত্র পরিবর্তিত হইয়া গেল । এথিনিয়েরা এইরূপে আত্মগর্ভ হইলে পর আন্টিপেটর এবং ক্রেটিস উভয়ে ইটোলিয়ায় যাত্রা করিলেন । কিন্তু তাহারা অবিলম্বে শুনিতে পাইলেন, আনিদ্রাখণ্ডে অতিশয় উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে । অতএব তাহারা ইটোলিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার চেষ্টা পরিভাগ করিলেন ।

ষাদশ অধ্যায় ।

আলেগজাণ্ডরের রাজ্যাধিকারীগণ ।

আলেগজাণ্ডরের বংশকালে মৃত্যু হয়; তিনি রাজ্যাশাসনসমর্থ উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই । তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার একটা অপোগণ্ড পুত্র এবং এক স্ত্রীর গর্ভ ছিল । তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঐ গর্ভে তাঁহার আর এক পুত্র জন্মে । আর, অরিস্তিউস নামে তাঁহার এক জাতা ছিলেন । তিনি অতি অকর্মণ্য, ক্ষমতাহীন, অল্পবুদ্ধি । রাজ্যাশাসন করিয়া উঠেন তাঁহার এরূপ ক্ষমতা ছিল না । রাজ্যাশাসনসমর্থ উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাকাতে তাঁহার অর্জিত সেই বিশাল রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল । তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া শোণিত নদী ঘাহিত করিলেন । তাঁহাদিগের পরস্পর বিরোধে আলেগজাণ্ডরের বংশ ধ্বংস হইল । শেষে তাঁহারা আলেগজাণ্ডরের সংস্থাপিত মহারাজ্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশ অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা হইলেন । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে আলেগজাণ্ডর মৃত্যু কালে পার্ভিকাসের হস্তে অঙ্গুরীয় মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া যান । অঙ্গুরীয় মুদ্রা হস্তগত হওয়াতে প্রথমে পার্ভিকাসেরই অতিশয় প্রভুত্ব হইল । তিনি আলেগজাণ্ডরের জাতা অরিস্তিউসের প্রতিনিধি হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁহার প্রভুত্ব ও প্রাভুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাট । ইজিপ্টের শাসনকর্তা টলেমির সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, পার্ভিকাস সাহসসম্পন্ন স্রবিক্স ইয়ুমিনিসকে সমতিবাহারে করিয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন । খৃ. পূ. ৩২১ অব্দে তাঁহার নিজ সৈন্যগণই মেন্ফিসনগরে তাঁহার প্রাণবধ করিল ।

এই ঘটনার পর আণ্টিগোনস নামে কার্য্যধুরন্ধর গুণসম্পন্ন স্মরণপ্রবীণ আলেগজাণ্ডরের এক সেনাপতি আসিয়ামাইনর হস্তগত করিয়া লইলেন । ওদিকে আণ্টিগোনের এবং তাঁহার পুত্র কান্ডেওর উভয়ে মাসিডোনিয়া ও গ্রীস এই উভয় দেশ

অধিকার করিলেন। খৃ. পূ. ৩১৮ অব্দে আন্টিপেটরের মৃত্যু হইল। আন্টিপেটর স্বভাবতঃ রুঢ় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ছিল এবং রাজবংশের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় ভক্তি ছিল। তিনি মৃত্যুকালে এপিরসের হক রাজা পলিম্পার্কনের উপরে রাজবংশের রক্ষকতার কার্যের ভার সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে গ্রীস ও মাসিডোনিয়ার আধিপত্য প্রদান করিয়া যান। রাজপরিজনগণ তৎকালে পেলায় এক প্রকার বন্দীকৃত ছিলেন। খৃ. পূ. ৩১৭ অব্দে আলেগজাণ্ডরের মাতা ওলিম্পিয়াস অরিরডিউসের এবং তাঁহার পত্নী ইয়ুরিডাইনের প্রাণ সংহার করিলেন। আন্টিপেটরের পুত্র কাসেণ্ডর খৃ. পূ. ৩১৫ অব্দে পলিম্পার্কনকে পদচ্যুত করিলেন এবং প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা আলেগজাণ্ডরের মাতা ওলিম্পিয়াসের প্রাণ হরণ করিলেন। এই দুরাত্মা হইতেই রাজবংশ একবারে ছিন্নমূল হইল। এই দুরাচার খৃ. পূ. ৩১১ অব্দে আলেগজাণ্ডরের প্রথম পত্নী রক্সানা এবং তদার্তজাত আলেগজাণ্ডর নামে তাঁহার এক শিশু সন্তানের প্রাণ সংহার করিল। পশ্চাৎ ৩০৯ অব্দে আলেগজাণ্ডরের দ্বিতীয়া পত্নী বাসাইন এবং তদার্তজাত হিরাক্লিজ নামে তাঁহার আর এক পুত্র এই দুরাচার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। মহাবীর আলেগজাণ্ডরের বংশ এইরূপে লোপ প্রাপ্ত হইল। ইয়ুরোপগণ্ডে যে সময়ে এই সকল কাণ্ড উপস্থিত, আন্টিগোনস সে সময়ে আসিয়ায় ইয়ুমিনিসের সহিত সমরে ব্যাপ্ত ছিলেন। আন্টিগোনসের দিন দিন প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইয়ুমিনিস তাঁহার তুলা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কতিপয় বৎসর অসীমসাহসসহকারে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শেষে সমরবন্দীকৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। খৃ. পূ. ৩১৬ অব্দে কারাগারেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। বিপুল বিক্রমশালী বীরবর জেটিরসও আন্টিগোনসের নিকটে পরাস্ত হইয়া দেহ বিসর্জন করেন। আন্টিগোনস সমরবিজয়ী হইয়া সুসান্ন কোষগৃহ অবিকার করিয়া লইলেন এবং অপরিসংখ্য অর্থ অধিগত হইয়া সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলেন। এত ধন সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল এবং তাঁহার এত সৈন্য

যুদ্ধ হইয়াছিল যে, উদ্ধারনে বোধ হইতে লাগিল, তিনি অবিলম্বে অপর সেনাপতিগণকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। তিনি যিনি নিতান্ত দুর্বল লোক ও দুর্ভাগ্যবান না হইতেন, তাহা হইলে তিনি ক্রমে ক্রমে অপর সেনাপতিগণের উপরে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইতেন সন্দেহ নাই। তিনি একবারেই অত্যন্ত লুপ্ত হইয়া আলেগ্জান্ডরের সমস্ত সাম্রাজ্য হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়া বাবিলনের শাসনকর্তা সিলিউকসকে পদচ্যুত করিলেন, তাহাতেই তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। সিলিউকস, টলেমি, লাইসিমেকস এবং কাসেণ্ডর এই চারি প্রধামতম সেনাপতি একত্বে হইয়া আন্টিগোনস এবং তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়সের বিরোধী হইলেন। অতঃপর ঐ চারি সেনাপতির সহিত আন্টিগোনসের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সংগ্রাম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইয়ুরোপ ও আসিয়া উভয় স্থলেই সমরানল প্রজ্বলিত হইল। উভয় পক্ষেরই অব্যবস্থারূপে জয় পরাজয় হইতে লাগিল। খৃ. পূ. ৩১৫ অব্দে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া ৩১১ অব্দে শেষ হয়। প্রজ্বলিত সমরানল খৃ. পূ. ৩১২ অব্দে নির্ঝাণোন্মুখ হইয়া আইল। ঐ অব্দে সিলিউকস গেজানগরে ডেমিট্রিয়সকে পরাভূত করিয়া বাবিলন অধিকার করিলেন। ডেমিট্রিয়সের পরাজয়ের পর খৃ. পূ. ৩১১ অব্দে আন্টিগোনস রাজ্যার্থী বিবদমান অপর সেনাপতিগণের সহিত সন্ধি করিলেন। অনন্তর, সেনাপতিগণ আলেগ্জান্ডরের অর্জিত সমস্ত সাম্রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন।

কতিপয় বৎসর পরে পুনরায় আন্টিগোনসের সহিত টলেমির যুদ্ধ উপস্থিত হইল। খৃ. পূ. ৩০৬ অব্দে সাইপ্রাসের অন্তঃপাতী সালামিন্সের অনতিদূরে টলেমি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। যুদ্ধস্থলে টলেমির পরাজয় হওয়াতে আন্টিগোনস এবং তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়স উভয়ে রাজ্যোপাধি গ্রহণ করিলেন। আন্টিগোনসেদ্রুবিপক্ষগণ কাসেণ্ডর, টলেমি এবং লাইসিমেকস ইহারা তিন জনেরই বিরুদ্ধে ঐক্যপ করিলেন। আন্টিগোনস এবং তাঁহার বিপক্ষগণ সমর হইতে বিরত হন নাই। আন্টিগোনস ইজিপ্টদেশ আ-

জয় করিতে গেলেন। কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। ওদিকে তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়স রোডস অবরোধ করিতে বান। তিনি নগরনিরোধ কার্যে অতিশয় পটু ছিলেন। তথাপি রোডস জয় করিতে পারিলেন না। এই উত্তরবিধ ঘটনা হওয়াতে উভয় পক্ষেরই জয় পরাজয় কয়ংকাল সংশয়স্থল হয়। পশ্চাৎ খৃ. পূ. ৩০১ অব্দে ফিজিয়ার অন্তঃপাতী ইপসসে যে মহাসংগ্রাম হয়, তাহাতেই একবারে সংশয় ক্ষেদ হইয়া গেল। আর্টিগোনস সমরশায়ী হইলেন এবং তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়স রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। আর্টিগোনস যে সময়ে সমরশায়ী হন, তৎকালে তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্ভ্রম হইল। মাসিডোনিয়া, থ্রেস, সিরিয়া এবং ইজিপ্ট এই চারি রাজ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল।

আলেগ্জান্ডরের সেনাপতিগণ যে সময়ে আসিয়া ও অন্যান্য স্থানে সমরে ব্যাপ্ত ছিলেন, গ্রীসদেশীয়েরা বিশেষতঃ এথিনিয়েরা সে সময়ে স্থির হইয়া সঙ্ক্ষেপ কাল হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পলিম্পর্কন কাসেওরের সহিত বিরোধ কালে গ্রীসদেশীয়দিগকে আত্মপক্ষে আনয়ন করিবার উদ্দেশে উহাদিগের প্রীত্যর্থ এই ঘোষণা করিয়া দেন, যে, গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী যে সকল রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে তৎসমুদায় আন্যাবধি পুনরায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে; এবং যে রাজ্যে যে প্রকার রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, সেই রাজ্যে সেই রাজ্যতন্ত্র পুনঃ প্রচলিত হইবে; আর যে সকল ব্যক্তি গ্রীসদেশ হইতে বিবাসিত হইয়াছে তাহারা পুনরায় স্বদেশে আসিতে পারিবে। পলিম্পর্কন যে উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা করিয়া দেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। মিউনিকিয়ায় মাসিডোনিয়াদেশীয় যে সৈন্যদল অবস্থিত ছিল, কাসেওর নাইকেনর নামে এক ব্যক্তিকে তাহার অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত করেন। নাইকেনর পলিম্পর্কনের ঘোষণা বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি মিউনিকিয়া পরিভ্রমণ করিলেন না। এথিনিয়-অভিজাতদল তাঁহার সহায়তা করিতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা সপক্ষ হইলেন। অভিজাতদলের সহিত অপর

বলের শত্রুতা ছিল। অতিজাতদল নাইকেনরের সপক্ষেতা ক-
রিডেছে দেখিয়া অপরাধল অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিল এবং
ফোসিয়ন ও তাঁহার বন্ধুগণের নামে এই বলিয়া অভিযোগ
করিল যে, ফোসিয়ন এবং তাঁহার বন্ধুগণ রাষ্ট্রবিপ্লবনে উদ্যত
হইয়াছে। অনন্তর, ফোসিয়নের প্রাণদণ্ডের আয়ুজ্ঞা হইল। তিনি
খৃ. পূ. ৩১৭ অব্দে অগ্নানবদনে হেমলকের রসপান করিয়া
কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

কাসেগুর আসিয়া হইতে অর্থ, জাহাজ এবং সৈন্য সংগ্রহ
করিয়া ইহার অব্যবহিত পরেই পাইরিয়ুসে প্রবিষ্ট হইলেন। প-
লিপ্সর্কনও ঐ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি তথায়
দীর্ঘকাল অবস্থান করিলেন না। নিজ পুত্র আলেকজান্ডরকে
কাসেগুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আয়ুজ্ঞা দিয়া স্বয়ং বিংশতিসহস্র
সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া পিলপনিসেসগমন করিলেন। তিনি
মেগালপলিস ব্যতিরিক্ত সমুদায় পিলপনিসেস জয় করিলেন। এ-
খিনিয়ের উপর বিপক্ষের মধ্যে পতিত হইয়া নির্ভর নিপীড়িত
হইল। শেষে উহার এথেন্সনগরের স্বাধীনতা লাভের প্রার্থনা
করিয়া কাসেগুরের সহিত সন্ধি করিল। কাসেগুর সন্ধি কালে, উ-
হাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।
কিন্তু সে অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। অব্যবহিত প-
রেই ফেলিরনের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ডেমিট্রিয়সকে এথেন্সনগরের
শাসনকর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ডেমিট্রিয়স খৃ. পূ. ৩১৮
অব্দে শাসিত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া ৩০৭ অব্দ পর্যন্ত এথেন্সনগর
শাসন করেন। তাঁহার যাবৎ শাসন কাল এথেন্সনগরের সৌভা-
গ্যের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হয়। প্রজাগণ প্রথম প্রথম তাঁহার শা-
সনে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছিল। তাহার তাঁহার প্রতি এমনি অ-
নুরক্ত হইয়াছিল যে, তাঁহার সম্মাননার্থ তিন শত ঘাটি প্রতিমূ-
র্ত্তি নির্মাণ করে। কিন্তু শেষে তিনি অতিশয় যথেষ্টাচারী হইয়া-
ছিলেন। ভয়বন্ধন লোকে তাঁহাকে অতিশয় ঘৃণা করে।

পলিপ্সর্কন গ্রীসদেশীয়দিগকে স্বপক্ষে প্ররতিত করিবার
আশয়ে উহাদিগের ঐতর্ধ্য পূর্বে যেরূপ গ্রীসদেশের স্বাধীনতা

প্রদানের ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন; আন্টিগোনস ও টলেমি ইহারাও সেইরূপ খ্রীস্টদেশীয়দিগের অত্যাচারকারী হইয়া এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন । কিন্তু তাহাদিগের গর্জনমাত্র সাহা-ইল । কাসেণ্ডর খৃ. পূ. ৩১৫ অব্দে থিবিসনগরের পুনর্নির্মাণের আদেশ করিয়া যে প্রকার খ্রীস্টদেশীয়দিগের পরম প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন, আন্টিগোনস প্রভৃতি নিষ্ফল ঘোষণা দ্বারা সেরূপ হইতে পারেন নাই । কাসেণ্ডর এইরূপে গ্রীকদিগের প্রীতিভাজন হইয়া পলিম্পর্কনের সহিত মোহাদ্দ করিলেন । পূর্বে পিলপনিসস কাসেণ্ডরের হস্তগত ছিল । আন্টিগোনস তাহা অধিকার করিয়া লন । কাসেণ্ডর তাহার উদ্ধারার্থ যত্নবান হইলেন । তদ্বিবন্ধন যুদ্ধ উপস্থিত হইল । কাসেণ্ডর ঐ যুদ্ধে পলিম্পর্কনের উপরে প্রধান সৈন্যপত্নী তার সমর্পণ করিলেন । তাহাতে উভয়ের প্রাণ বন্ধমূল হইল । পিলপনিসসে যে সময়ে এই সকল কাণ্ড অ-স্থিত হইতেছিল, টলেমি সেই সময়ে খ্রীস্টদেশে উপনীত হইয়া ইয়ুথিয়া, বিয়োথিয়া, ফোমিস এবং লক্রিস এই কয় দেশ অধি-কার করিয়া লইলেন । কাসেণ্ডর তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক-রিতে না পারিয়া মাসিডোনিয়ায় প্রস্থান করিলেন । পূর্বে উল্লি-খিত হইয়াছে, আলেকজান্ডরের রাজ্যার্থী পরস্পর বিবাদমান সেনাপতিগণ একবাক্য হইয়া খৃ. পূ. ৩১১ অব্দে সন্ধি করেন । তৎকালে সন্ধির নিয়ম মধ্যে খ্রীস্টদেশের স্বাধীনতা প্রদানের কথা উল্লিখিত ছিল । কিন্তু তৎকালকৃত সন্ধির নিয়মসমুদায় দী-র্ঘকাল প্রতিপালিত হয় নাই । সন্ধিকর্তারা আপনাদিগের স্বা-র্থসিদ্ধি নিমিত্ত যত দিন ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করা আব-শ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তত দিন প্রতিপালন করিয়াছিলেন । পশ্চাৎ সন্ধি ভঙ্গ করেন ; যাহা হউক, মাসিডোনিয়া রাজা কা-সেণ্ডরের হস্তগত থাকিতে খ্রীস্টদেশে তাহার সবিশেষ প্রভাব ছিল । খৃ. পূ. ৩০৮ অব্দে তিনি টলেমির সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি ক-রিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, খ্রীস্টদেশের যে অংশ যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি সেই অংশের অধিরোধিতা আধিপত্য রাখা হইবে ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কাসেওর ডেমিট্রিয়সকে প্রজাপন-
গরের শাসনকর্তৃপদে নিয়োজিত করেন। ডেমিট্রিয়স আপনার
সঙ্গু ও সুশীলতা দ্বারা প্রথম প্রথম প্রজাপনের সুহৃৎ হই-
য়া সর্বত্র সমাদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি যথেষ্ট
ক্ষাচারী হইয়া সকলের ঘৃণিত হন। তিনি যে সময়ে উচ্ছ্বল ব্য-
বহার অবলম্বন করেন, আর্টিগোনসের পুত্র ডেমিট্রিয়স সেই সময়ে
বহুতর পোতা সমভিষাহারে হঠাৎ পাইরিয়ুসে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন এবং এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, আমি গ্রীসদেশের
স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে আসিয়াছি। অপর, তিনি এথিনিয়-
সিগকে এই কথা বলিলেন, এথেন্সে পূর্বে যে প্রাকৃততন্ত্র প্রচলি-
ত ছিল, আমি সেই রাজ্যতন্ত্র পুনঃ প্রচলিত করিয়া দিব। এথি-
নিয়রা এই কথা শুনিয়া আনন্দে উন্নত প্রায় হইল এবং ডেমি-
ট্রিয়সকে পরম সমাদরে এথেন্সনগরে লইয়া গেল। খৃ. পূ. ৩০৭
সম্ভবে এই ঘটনা হয়। কাসেওরের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা ডেমি-
ট্রিয়সের উপরে তৎকালে প্রজাপনের আত্যন্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়া-
ছিল। কিন্তু উহারা তাঁহার প্রতি অভ্যচার অথবা তাঁহার কৃপা-
মান করে নাই। উহারা তাঁহাকে এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া বাই-
তে বলিল, তিনি অনবমানিত ও অক্ষত শরীরে নগর হইতে ব-
হির্গত হইয়া প্রথমে থিবিসনগরে, তথা হইতে ইজিপ্টদেশে গ-
মন করিলেন। যাহা হউক, আর্টিগোনসের পুত্র ডেমিট্রিয়স কা-
সেওরের নিয়োজিত সৈন্যগণের হস্ত হইতে মিয়ুনিকিয়া অনায়াসে
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে অস্ত্রবল প্রয়োগ দ্বারা এই
স্থান স্ববশে আনয়ন করিতে হইল। ডেমিট্রিয়স এথেন্সনগরে
প্রবেশ করিবার পূর্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এথেন্সনগরে
প্রাকৃততন্ত্র প্রচলিত করিয়া দিবেন। এক্ষণে এই নগরে তাঁহার
অরিরোধিত স্বামিত্ব লাভ হইলে সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন
করিলেন এবং এথিনিয় প্রজাপনের অপরিমিত শাসনসম্পত্তি বিভা-
গ করিয়া দিলেন। নবোদ্বৃত্ত পূর্ণ হওয়াতে এথিনিয়রা একসঙ্গে
আনন্দসম্পন্ন হইল, এবং কৃতজ্ঞতার সহিত অতিশয় হইয়া
ডেমিট্রিয়সকে ও তাঁহার পিতার মতের সাধুরা ও বংশেরো নাস্তি

সম্মান করিল । কিন্তু এথিনিয়দিগের এই আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই । ডেমিট্রিয়স কিয়ৎকালমাত্র এথেন্সনগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । অতি দ্বারার এথেন্স পরিত্যাগ করিলেন । এথিনিয়দিগেরও গৃহবিবাদ পুনরুপস্থিত হইল ।

এদিকে ডেমিট্রিয়স এথেন্স পরিত্যাগ করিলেন । ওদিকে, এথেন্সে মাসিডোনিয়ার পক্ষ ও অম্বরক্ষ যে সমস্ত ব্যক্তি ছিল, তাহাদিগের সহিত এথিনিয় স্বাধীনতালোলুপ প্রজাগণের বিবাদ আরম্ভ হইল । ডিমস্তিনিগের ভাগিনেয় ডিমকেরিস এথিনিয় স্বাধীনতালুকা প্রজাগণের অধিনায়ক ছিলেন । ডিমস্তিনিগের ন্যায় তাঁহারও স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অমুরাগ ও আন্তরিক স্নেহ ছিল । তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অত্যন্ত যত্নশীল হইলেন । কিন্তু এথিনিয়ের দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় নাই । ডেমিট্রিয়স এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া বরাবর আসিয়াখণ্ডে গমন করিলেন এবং তথায় সমরে ব্যাপ্ত হইলেন । কাসেগুর ও তাঁহার সহচরগণ ঐ অবসরে গ্রীসদেশে পুনরায় স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন । কাসেগুর পলিম্পর্কনকে পিলপনিসস জয় করিতে পাঠাইয়া দেন । তিনি পিলপনিসসের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করিয়া লইলেন । এদিকে কাসেগুর স্বয়ং আটিকা আক্রমণ করিয়া এথেন্সনগর অবরোধ করিলেন । ডিমকেরিস অসীম ক্রমতা প্রদর্শন করিয়া নগর রক্ষা করিলেন । ডেমিট্রিয়সও রোডসবাসীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রহৎ একদল জাহাজ সমভিব্যাহারে ঐ সময়ে অলিসে উত্তীর্ণ হইলেন । অলিসে অবতীর্ণ হইয়াই কাসেগুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সমরে পরাভূত করিলেন । গ্রীসদেশীগেরা পুনরায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল । তাঁহারা আনন্দমাগরে মগ্ন হইয়া ডেমিট্রিয়সের ষৎপরোনাস্তি সন্মান করিল এবং করিহ্ন রাজ্যে সভা করিয়া তাঁহার উপরে প্রধান সৈন্যপতা ভার সমর্পণ করিল । অবিজিত জয় পরম্পরা দ্বারা তাঁহার স্বভাবে পরিবর্ত হইয়া গেল । তিনি অভিশয় গম্বীত ও ইজিয়পর্য্যটন করিয়া উঠিলেন । তিনি উচ্চতা বসন্তে (ককপ্রিয় স্বদেশাভ্যুত্থান)

আ ভিমবেরিসকে এথেন্স হইতে বিবাসিত করিয়া দিলেন। তিনি স্বল্পকালমাত্র এথেন্সে ছিলেন। এই স্বল্পকাল মধ্যে যেরূপ জবাবী কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজাগণ তাঁহার উপরে নিতান্ত বিরূপ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি যে, পুনরায় এথিনিয় প্রজাগণের প্রীতিলোভে সমর্থ হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

ডেমিট্রিয়স কাসেণ্ডরের হস্ত হইতে গ্রীসদেশ গ্রহণ করিয়া যে সময়ে উত্তরাভিমন্থে যাইতে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আসিয়ায় ডাকিয়া পাঠান। তিনি দ্রুতপদে আসিয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কাসেণ্ডর, টলেমি, সিলিউকস এবং লাইসিমেকস এই চারি প্রধানতম সেনাপতি একবাক্য হইয়া তাঁহার পিতার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে খৃ. পূ. ৩০১ অব্দে ইপসসে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আন্টিগোনস প্রাণভাগ করেন; লাইসিমেকস এবং সিলিউকস তাঁহার রাজত্ব বিভাগ করিয়া লেন এবং ডেমিট্রিয়স গ্রীসদেশে পলায়ন করেন। ডেমিট্রিয়স গ্রীসদেশে উপনীত হইয়া এই স্থানে পুনরায় আপনার আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কু-তর্কতাল্লাত করিতে পারিলেন না। এথিনিয়েরা তাঁহার অসদাচরণের নিমিত্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। অতএব তাঁহাকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। পিলপনিসসেরও প্রায় সমুদায় লোক কাসেণ্ডরের পক্ষ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি তথায় অধিকার প্রাপ্ত না হইয়া থেসদেশে গমন করিলেন। এই স্থানে গিয়া লাইসিমেকসের হস্ত হইতে ডেসালিনিস বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন এবং সিলিউকসের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার সহায়তা দান। আসিয়াখণ্ডের অনেক স্থান আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময়ে লিয়োকেরিস নামে এক ব্যক্তি কাসেণ্ডরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এথেন্সনগরের রাজত্ব হস্তান্তর করিয়া লয় এবং প্রজাগণের উপরে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করে। ডেমিট্রিয়স লিয়োকেরিসের অত্যাচার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া দ্রুতপদে এথেন্সনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিক্রম পূর্বক আক্রমণ করিয়া লিয়োকেরিসকে হার করিয়া লইলেন। লিয়োকেরিস রাজ্যপহারী লিয়োকেরিসের

সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলেন। খৃ. পূ. ২৯৫ অব্দে এই ঘটনা হয়। ডেমিট্রিয়স নগর অধিকার করিয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এথিনিয়েরা ইহার পূর্বে ডেমিট্রিয়সকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অতএব উহাদিগের মনে মনে এই শঙ্কা জন্মিয়াছিল, ডেমিট্রিয়স এই অবসরে সেই ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু ডেমিট্রিয়স নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগের পূর্বাপরাধ মার্জনা করিলেন এবং আহার বিরহে মিয়মাণ প্রজাগণকে বিভাগক্রমে প্রচুর শস্য প্রদান করিলেন; দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল।

ডেমিট্রিয়স এইরূপে উদার্য ও দয়া প্রদর্শন করিলে পর এথিনিয় প্রজাগণ অতিশয় প্রীত হইল। অনন্তর ডেমিট্রিয়স, যদি কালান্তরে আমাকে পুনরায় উৎপাত গ্রস্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কা করিয়া এথেন্সের রক্ষার্থ মিয়ুনিকিয়ায় এবং পাইরিয়ুসে সৈন্য রাখিয়া দিলেন। ঐ উভয় স্থানে সেনা স্থাপিত করিয়া তিনি পিলপনিসমে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া একবারে স্পার্টার পুরদ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিম্ন লিখিত কারণে তঁাহাকে দুরায় ফিরিতে হইল। কাসেওর ফিলিপ, আন্টিপেটর এবং আলেকজান্ডর নামে তিন পুত্র রাখিয়া খৃ. পূ. ২৯৬ অব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। ফিলিপ রাজ্যাদিকারী হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। পর বৎসর তঁাহার মৃত্যু হয়। তঁাহার দুই ভ্রাতা আন্টিপেটর এবং আলেকজান্ডর উভয়ে রাজ্যপদ লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলেন। আন্টিপেটর বাধ করিলেন তঁাহার মাতা থেসেলনাইস আলেকজান্ডরের পক্ষে পক্ষপাতিনী হইয়াছেন। এই বোধ করিয়া তিনি মাতৃহত্যা সম্পাদন করিলেন। অনন্তর, আলেকজান্ডর এপিরসের অধিপতি পির্স এবং ডেমিট্রিয়সের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডেমিট্রিয়স আলেকজান্ডরের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র, দ্রুতপদে মাসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে আন্টিপেটর সাহায্যার্থে হইয়া মাসিডোনিয়াদের নিকটে গমন করিলেন এবং তথায় নিহত হইলেন। আলেকজান্ডর দেখিলেন ডেমিট্রিয়স মাসিডোনিয়ায়

থাকিলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গল নহে। অতএব তিনি তাঁহার হস্ত
হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডেমিট্রিয়স তাঁহার
অভিশ্রম বৃদ্ধিতে পারিল। তাঁহার আশা বৃদ্ধি করিলেন এবং খৃ.
পূ. ২৯৪ অব্দে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।
পির্সও আলেকজান্ডরের প্রার্থনামুসারে মাসিডোনিয়ায় উপ-
স্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডেমিট্রিয়স তাঁহাকে তথা হইতে দূরী-
ভূত করিয়া দিলেন।

ডেমিট্রিয়স সাত সৎসরকাল মাসিডোনিয়ায় রাজত্ব করেন।
তাঁহার যাবদধিকারকাল গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী প্রায় সমুদায়
রাজ্যের লোকেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ডেমি-
ট্রিয়স কেবল মাসিডোনিয়ার আধিপত্য লাভে পরিতুষ্ট না হইয়া
আপন রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিলেন। আসিয়াখণ্ডে তাঁ-
হার পিতা এবং তিনি স্বয়ং যে যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তা-
হা হস্তান্তরিত হইয়া যায়। তিনি সেই সকল রাজ্য পুনর্বার জয়
করিবার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর, তিনি সমরসাগরে
অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যে যে রাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ
করিলেন, তত্ৰতা রাজগণ পির্সের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি-
তে লাগিল। পির্স তাহাদিগের প্রার্থনামুসারে সমর ভূমিতে
গমন করিলেন। মাসিডোনিয়ার লোকেরা পির্সের প্রতি অতি-
শয় অমুরক্ত ছিল। অতএব রণক্ষেত্রে উভয় বিরোধিপক্ষের
পরস্পর সাক্ষাৎকার হইলে পর ডেমিট্রিয়সের সৈন্যগণ তাঁহাকে
পরিভ্যাগ করিয়া পির্সের দিকে গমন করিল। অল্লায়াসেই তাঁ-
হার জয় লাভ হইল। খৃ. পূ. ২৮৭ অব্দে তিনি মাসিডোনিয়ার
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল মাসিডো-
নিয়ার রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। সাত মাস পরে লাই-
সিমেকস তাঁহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। লাইসি-
মেকস পাঁচ বৎসরকাল মাসিডোনিয়ায় আধিপত্য করিয়াছিলেন।
খৃ. পূ. ২৮৬ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ২৮১ অব্দে
রাজত্ব শেষ হয়। ডেমিট্রিয়স মাসিডোনিয়ার আর প্রত্যাগমন
করেন নাই। পির্সের নিকটে পরাজয়ের পর অবধি উত্তরোত্তর

৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লব হইতে লাগিল। তিনি নানা স্থানে নানা বিশদ ও কষ্টে ভোগ করিয়া শেষে সিলিউকসের নিকটে পরাস্ত হইয়া সমরবন্দীকৃত হইলেন। এবং খ্রী. পূ. ২৮৩ অব্দে তিনি সিরিয়াদেশে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

পিহস যৎকালে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এথিনিয়েরা সে সময়ে পুনরায় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে। মিউনিকিয়া, পাইরিয়ুস প্রভৃতি স্থানে মাসিডোনিয়াদেশীয় যে গমস্ত সৈন্য স্থাপিত ছিল, তাহারা দ্রবীকৃত হইল। অব্যবহিতপরে ইলিউসিসের অনতিদূরে মাসিডোনিয়াদেশীয়দিগের দহিত যুদ্ধ হইল। এথিনিয়েরা জয়ী হইল। এথিনিয়েরা বড় লোক বলিয়া তাহাদিগের প্রতি পিহসের অতিশয় ভক্তি ছিল। তাহারা যে, স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। অতএব তিনি তাহাদিগের স্বাধীনতা বিনাশের চেষ্টা করিলেন না। তাহারা অতঃপর দীর্ঘকাল পরম সুখে স্বাধীনতা ভোগে নিরন্তর হইয়াছিল। ডিমকেরিস বিবাসন স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বকালে এথেন্সনগরের পুনরায় সৌভাগ্যের উদয় হইল। লাইসিমেকসও মাসিডোনিয়ার রাজপদে অধিকৃত হইয়া এথেন্সনগরের রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি এথিনিয়দিগের সহিত বন্ধুত্ব ব্যবহার করেন। থ্রেসদেশে এবং আসিয়ায় লাইসিমেকসের যে রাজত্ব ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই; মাসিডোনিয়ার সহিত তাহার যোগ করিয়া দেন। তিনি পাঁচ বৎসর মাসিডোনিয়ার রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন; শেষে তাঁহার গৃহবিবাদেই তাঁহার নিধনের নিদান হইল। তিনি আর্সিনোইনাদ্বী আপনার দ্বিতীয়া পত্নীর ব্যবহারে বশীভূত হইয়া আপনার গুণবান পুত্র আগাথক্লিসের প্রতি বধ করেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু আসন্নতরবর্তী হইল। আগাথক্লিসের পত্নী লাইসাগ্রা মাসিডোনিয়া হইতে পলাইয়া সিলিউকসের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন তিনি সহায় হইয়া বৈরনির্বাণন করেন। ঐ উপলক্ষে খ্রী. পূ. ২৮১ অব্দে মাসিডোনিয়া

তিদূরে সিলিউকসের সহিত সংগ্রাম হইল। লাইসিমেকস পরা-
 জিত ও নিহত হইলেন। লাইসিমেকস সমরশায়ী হইলে পরা সিলিউকস
 মাসিডোনিয়ার রাজ্যপদ গ্রহণে উৎসুক হইলেন। কিন্তু
 টলেমিসোটরের পুত্র টলেমিসিরানস লাইসিমেকসের অন্তি-
 দরে তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন। সিলিউকস নিহত হইলে পর
 টলেমিসিরানস মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন
 এবং মৃত লাইসিমেকসের পত্নীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন।
 লাইসিমেকসের পত্নীর একরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, টলেমিকে বিবাহ
 করেন। অগত্যা বিবাহ করিতে হইল। ছুরাঙ্গা টলেমি তাঁহার
 সমক্ষেই তাঁহার গর্ভজাত লাইসিমেকসের পুত্রের প্রাণ বধ করিল।
 এই ছুরাঙ্গা দুই বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারে নাই।

এ সময়ে কেল্ট নামে এক প্রসিদ্ধ জাতি বাসার্থী হইয়া নানাস্থান
 পরিভ্রমণ করে। কতক লম্বার্ডির প্রান্তর পরিসর ভূমিতে গমন ক-
 রে; আর কতক হিমসপর্ষতের দক্ষিণ প্রায়োদীপে অবতীর্ণ হয়।
 খৃ.পূ. ২৮০ অব্দে এই জাতিব একদল মাসিডোনিয়া আক্রমণ ক-
 রিতে গেল। মাসিডোনিয়ার তদানীন্তন ভূপতি টলেমিসিরানস
 সৈন্য হইয়া বিপক্ষ সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর, ঘোরতর সং-
 গ্রাম হইল। টলেমিসিরানস যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। সস্থিনস
 নামে তাঁহার একজন সাহস সম্পন্ন সেনাপতি জয়োদ্ধাত বিপক্ষগ-
 ণের দমনে সমর্থ না হইলে বিপক্ষগণ মাসিডোনিয়ার সিংহাসন
 অধিকার করিয়া লইত সন্দেহ নাই। সস্থিনিসের ভ্রজবীৰ্য্য দা-
 রা নির্জিত হইয়া অরাতিগণ অন্তান করিল। এই জাতির আর এ-
 কদল ডেল্ফির মন্দির বিলুপ্তি করিবার মানস করিয়া দক্ষিণাতি-
 মুখে যাত্রা করিল, আর একদল ইটোলিয়ায় গেল। গ্রীসদে-
 শীয়েরা আক্রমণোদ্যত বিপক্ষগণের আগমন সমাচার প্রবণ করি-
 যা আত্মরক্ষার্থ রণসজ্জা করিল। খৃ.পূ. ২৭৯ অব্দে বিপক্ষগণ
 ডেল্ফির সমীপবর্তী হইল। কিন্তু করকসিসের আক্রমণ কালে যে-
 রূপ ব্যভিচার, দুরিতি, শিল এবং পরাজয় হইতে বড় বড় প্রস্তর ভগ্ন
 ভগ্ন হইয়া পতিত হওয়াতে এই নগর অধিকৃত হইয়াছিল, সেইরূপ
 সেইরূপ অধিকৃত কাও উপস্থিত হইল। বিপক্ষগণ তন্ময় বিহ্বল হ-

ইল । উহাদিগের মহীয়সী কতি হইল । উহাদিগের রাজা ব্রেনস নিহত হইলেন । হতাবশিষ্ট বিপক্ষগণ নানাস্থানী হইয়া পড়িল । কতক ডেনিযুব নদীতীরে বাস করিল । কতক থ্রেসদেশে গেল । কতক আসিয়ামাইনরে গিয়া বসতি করিল ।

টলেমিসিরানস সংগ্রামে নিহত হইলে পর ভূতপূর্ব ভূপতি ডেসিট্রিয়সের পুত্র আন্টিগোনস গোনাতাস খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য তাঁহার হস্তগত ছিল । মধ্যে দুই বৎসর কেবল তাঁহার রাজত্বের বিচ্ছেদ হয় । পির্হস ইটালি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাসিডোনিয়ার রাজ্যপদ আন্টিগোনস গোনাতাসের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মাসিডোনিয়ার রাজপদে পুনরায় অধিকৃত হন । দুই বৎসর রাজত্বের পর তিনি আর্গসে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হইলেন । আন্টিগোনস গোনাতাস পুনরায় মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে অধিকৃত হইলেন । পির্হস যে সময়ে মাসিডোনিয়ায় রাজত্ব করেন, সেই সময়ে এথিনিয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল । আন্টিগোনস গোনাতাস পদস্থ হইয়া এথেন্স নগর স্ববশে আনয়ন করিবার সংকল্প করিলেন । যুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি এথিনিয়দিগকে এই কথা বলিয়া পৃষ্ঠাইলেন, পূর্বে যেমন মিউনিকিয়া, পাইরিয়ুস প্রভৃতি স্থানে মাসিডোনিয় সৈন্য অবস্থাপিত ছিল, এখনও সেইরূপ অবস্থান করে । এথিনিয়েরা ঐ কথা অগ্রাহ করিল । খৃ. পূ. ২৬৯ অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল । এথেন্সনগর অবকুদ্ধ হইল । স্পার্টানগরীয়েরা এবং ইজিপ্ট দেশের রাজা এথিনিয়দিগের সহায়তা করিয়াছিলেন । তথাপি উহারা আত্মরক্ষণে শক্ত হইল না । সাত বৎসর অবরোধের পর নগর অধিকৃত হইল । মাসিডোনিয় সৈন্যগণ অবস্থিতির নিমিত্ত মিয়ুজিয়ম, পাইরিয়ুস এবং (১) মিয়ুজিয়ম এই কয় স্থানে প্রবেশ করিল । যাহা হউক, আন্টিগোনস এথিনিয়দিগের প্রতি

(১) মিয়ুজিয়ম, চিত্রশালিকা । এথেন্সনগরে এক পর্ব্বতের উপরে পুরা চিত্রশালিকা ছিল । যে স্থানে ঐ চিত্রশালিকা ছিল, ঐ স্থান কালক্রমে মিয়ুজিয়ম নামে পরিচিন্ত হইয়া উঠে যে, ঐ স্থানেরই মিয়ুজিয়ম নাম হইয়া যায় ।

সময় ব্যবহার করেন। এথেন্সে তৎকালে যে রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পরিবর্তিত করেন নাই। অপর, তিনি এথেন্স গ্রহণ কালে মিসুজিয়মে মাসিডোনিয় সৈন্যের অবস্থান নিয়ম করিয়া দেন। কিন্তু কিছু দিন পরে সে নিয়ম রহিত করেন। যাহা হউক, এথেন্স স্ববশে রাধিবার নিমিত্ত মাসিডোনিয়রা মিসুনিকিয়া ও পাইরিয়ুসে সৈন্য রাধিবার রীতি করিয়াছিল। খৃ.পূ.২২৯ অব্দে আরেটসের যত্নে ঐ রীতি রহিত হয়। একিযেরা প্রধান হইয়া যে মৈত্রী করে, আরেটস তাহার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি মনে করিলেন এথিনিয়দিগকে আমাদিগের দিকে অনিতে পারিলে আমাদিগের দলের পুষ্টি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়া সবিশেষ উপকার দর্শিবে। এই ভাবিয়া তিনি এথেন্সনগরের স্বাধীনতা সম্পাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন এবং উৎকোচ দান দ্বারা মাসিডোনিয় সেনাপতিকে বশীভূত করেন। অর্থবদ্ধ সেনাপতি মিসুনিকিয়া ও পাইরিয়ুসে মাসিডোনিয় সৈন্য রাধিবার রীতি রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু আরেটস যে উদ্দেশ্যে এথেন্সের স্বাধীনতা সম্পাদনে যত্নবান হন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এথিনিয়েরা তৎকালে প্রভুশক্তিশূন্য ও অন্তঃসারবিহীন হইয়া নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় তৎকালে তাহাদিগের বল, বীৰ্য্য, সাহসাদি ছিল না; কিন্তু তাহারা তৎকালপর্য্যন্ত বিদ্যার রসাস্বাদে বিমুগ্ধ হয় নাই। এথেন্সনগরে তৎকালে বিদ্যার যেরূপ অমূল্য শীলন ছিল, অন্য কুত্রাপি সেরূপ ছিল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

গ্রীস ও মাসিডোনিয়ায় রোমকদিগের
অধিকার ।

যে এথেন্সনগর প্রভাব, উৎসাহ ও মন্বজ এই শক্তিক্রয় সম্পন্ন হইয়া দীর্ঘকাল সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সর্বোত্তর মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই নগর ক্রমে ক্রমে শক্তিক্রয় শূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। রোমানগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধের পর এককালে নিকিতগামী।

ঈশপদবী প্রাপ্ত হয় নাই । লাইকর্গসের ঐনীত নিম্নাবলী ও রাজ্যভুক্ত প্রণালী তৎকাল পর্য্যন্ত স্পার্টানগরে প্রচলিত ছিল । কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা আন্তরিক যত্ন সহকারে যথাবিধি তদন্তস্বৰ্ণে প্রবৃত্ত ছিল না । ইফরনাগে কতিপয় অধিকৃত পুরুষের স্পার্টানগরে সবিশেষ প্রভুত্ব হইয়া উঠে । সমুদায় রাজশক্তি তাহাদিগের হস্তগত হয় । স্পার্টানগরীয় রাজদয়ের রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না । তাঁহারা নামমাত্র রাজা ছিলেন । তাঁহারা কেবল যুদ্ধ কালে সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইতেন এই মাত্র । স্পার্টানগরের প্রকৃত নাগরিক লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল । সেই হেতু রাজ্যের যাবতীয় ধন সম্পত্তি কতগুলি লোকের হস্তগত হয় । বিশেষতঃ মৃত ধনীর পুত্রধিকারী মা থাকাতে অতুল অর্থ সম্পত্তি কতিপয় স্ত্রীলোকের হস্তগত হইয়াছিল । তাহাতে রাজ্যের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটনা হয় । একে স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার অতুল ঐশ্বৰ্য্যের অধিপতি । তাহাদিগের হইতে রাজ্যের নিয়ম ও ন্যায় বিরুদ্ধ বহুতর নিন্দিত ও অনিষ্টকর কার্য্য অশুষ্টি হয় । ওদিকে সহস্র সহস্র লোক উদরভরণপর্য্যাপ্ত অমের নিমিত্ত লালায়িত ছিল । মাসিডোনিয়াব আধিপত্য কালে তত্রতা ভূপতিগণ স্পার্টানগর স্ববশে আনয়ন করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন । স্পার্টানগরীয়েরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিপুলতর প্রযত্নসহকারে তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল করিয়া দেয় । কিন্তু তাঁহারা সমুদায় গ্রীসদেশের স্বাধীনতা সম্পাদনের চেষ্টা বা কোন উপায় বিধানে সমর্থ হয় নাই । স্পার্টানগরীয়েরা প্রথমে এমনি সাহসী ও বল বীৰ্য্য সম্পন্ন ছিল যে, তাহারা প্রাকার বেটন দ্বারা নগর রক্ষা করা ভীক ও কাপুরুষের কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া স্পার্টানগরের প্রাচীর বেটন করে নাই । তাহাদিগের ভূবীৰ্য্যই নগর রক্ষণে পর্য্যাপ্ত ছিল । কিন্তু যে সময়ের কথা এক্ষণে উল্লেখ করা যাইতেছে তৎকালে স্পার্টানগর বপ্রবলস্বারা প্রকৃত হইয়াছিল । তাহাতে স্পার্টানগরীয়দিগের সেই অলৌক সাধারণ সাহস, সেই বীৰ্য্য, সেই তেজ, সমস্তই তৎকালে অন্তর্হিত হইয়াছিল । পিহস বে সম-

য়ে পিলপনিসস আক্রমণ করেন উহারা সে সময়ে একবার কেব
আপনাদিগের পূর্ব পুরুষদিগের ন্যায় অসামান্য সাহস প্রকা
করিয়াছিল ।

৪র্থ এজিস খ্. পূ. ২৪৪ অব্দে স্পার্টার সিংহাসনে আরে
হণ করেন । তিনি স্পার্টানগরের গৌরোদ্ধ শেচনীয় অবস্থা দৃশ
করিয়া তাহার সংশোধন ও উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্নবান হ
লেন । লাইকর্গস নামে ইফর পদাক্রুট এক ব্যক্তি এবং নব্য সশ
দায় তাঁহার সংকল্পিত কার্যের সিদ্ধি বিষয়ে যথেষ্ট আশুক
করেন । যে সমস্ত দরিদ্রগণ ঋণজালে জড়িত হইয়া অতিশয় অ
পদগ্রস্ত হইয়াছিল, এজিস তাহাদিগের উদ্ধারার্থ কতিপয় নিয়
নির্দ্ধারিত করিলেন । পূর্বে স্পার্টার আদি ব্যবস্থাপক লাইকর্গ
স্পার্টা ও লেকোনিয়ার ভূমি বিভাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এজি
স দীনগণের হিতার্থ পুনরায় ভূমি বিভাগ করিতে উদ্যত হইতে
ন । স্পার্টার প্রকৃত নাগরিক লোকের সংখ্যা অনেক কমিয়া গি
য়াছিল । এজিস লেকোনিয়া জনপদ বাসী লোক লইয়া সেই সং
খ্যা পূরণ করিবার মানস করিয়া স্পার্টানগরীয়দিগের নিমিত্ত বি
ভাজ্য ভূমির সাড়ে চারি হাজার অংশ রাখিলেন এবং লেকো
নিয়াবাসীদিগকে পনের হাজার অংশ দিবার সংকল্প করিলেন
এজিস স্বদেশের হিত কামনা করিয়া ঐদৃশ ও অন্যাদৃশ বহুবি
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । স্পার্টার অপর রাজা লিয়োনিডাস
তাঁহার প্রকৃত কার্যের বাঘাত জন্মাইবার উপক্রম করিলেন
কিন্তু তিনি কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন না । প্রত্যুত, তিনি প
দচ্যুত হইলেন এবং স্পার্টারাজ্যের সীমা হইতে দূরীকৃত হইলে
ন । এজিস স্বদেশের কল্যাণ কামনা করিয়া যে কার্যে হস্তক্ষেপ
করিয়াছিলেন, তাহা যে সম্পন্ন করিয়া তুলিবেন এরূপ ষোড়শ
ইতে লাগিল । তৎকালে যে যে বিষয় উপস্থিত হইছিল, তৎসম
দায় অতিক্রম করিলেন । অনন্তর, দৈমর গমন রূপ অন্তরায় উপস্থিত না
হইলে তাঁহার ইচ্ছাসিদ্ধি হইত সন্দেহ নাই । একিয়দিগের সহিত
সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইল ।
এ অবসরে এজিসের বিপক্ষগণ লিয়োনিডাসকে স্পার্টানগরে আ-

নয়ন করিল, এবং এজিস রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তাঁহার পত্নী এজিয়াটিস ও তাঁহার ন্যায় স্পার্টানগরের অবস্থা সংশোধন কল্পে দৃঢ়াত্মরাগিনী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুকাল অবধি বরাবর তাঁহার এই চেষ্ঠা ছিল, যদি তিনি কোনরূপে স্বামীর প্রারদ্ধ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। ৩য় ক্রিয়োমিনিস খ.পূ.২৩৬ অব্দে স্পার্টার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এজিয়াটিস তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। ক্রিয়োমিনিস এজিয়াটিসের প্রোৎসাহন বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া এজিসের প্রারদ্ধ কার্য বলপ্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন করিলেন। ইফর নামা অধিকৃত পুরুষেরাই ঐ বিষয়ের বিষম বিপক্ষ ছিলেন। ক্রিয়োমিনিস প্রথমে তাঁহাদিগের উপাংশু বধ সম্পাদন করিয়া উক্ত সংকল্পিত বিষয়ের সাধন কল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সমস্ত ব্যক্তি ঋণজালে জড়িত হইয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে, অতঃপর আর কাহাকে পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। আর, তিনি বিনা বিরোধে ভূমির বিভাগ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তিনি যে যে কার্য্য হস্তক্ষেপ করিলেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। তদর্শনে এমনি বোধ হইতে লাগিল যে, স্পার্টানগরের ভূতপূর্ব শুভ দিন অবিলম্বে পুনরুদিত হইবে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, ঐ সময়ে একিয় মৈত্রী বদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত স্পার্টার সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সংগ্রামানলে স্পার্টারাজ ক্রিয়োমিনিস পতঙ্গ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এবং স্পার্টানগরের সম্ভাবিত ক্ষত লাভের আশা ত্যাগীভূত হইল।

গ্রীসদেশের মধ্যে যে সময়ে স্পার্টা ও এথেন্স প্রভৃতির প্রাধান্য ও প্রাচুর্য্য হয়, একেইয়ারাজ্য তৎকালে সামান্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালান্তরে ঐ রাজ্যের অতিশয় প্রাচুর্য্য হইয়া উঠে। একেইয়ার অন্তঃপাতী বারটা নগর একবাক্য হইয়া অতিপূর্ব্বকালে পরস্পর মৈত্রীবন্ধন করে। কিন্তু প্রথম প্রথম উহাদিগের দ্বারা গ্রীসদেশের উপকার দর্শে নাই। এক্ষণেও উহাদিগের দৃঢ়তা ছিল না। মাসিডোনিয়েরা যে সময়ে গ্রীস-

দেশে আধিপত্য বিস্তারিত করে, সেই সময়ে উহাদিগের এই বোধ হইল। দৃঢ়তর একা ব্যতিরেকে গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব একাধিধান বিষয়ে উহারা স্বেচ্ছায় যত্ন-বান হইল। দ্বাদশ নগরের মধ্যে কেবল চারিটি নগরের লোকে মাসিডোনিয়দিগকে গ্রীসদেশে হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার আশয়ে খৃ.পূ. ২৮০ অব্দে দৃঢ়তররূপে মৈত্রীবন্ধন করিল। খৃ.পূ. ২৭৫ অব্দে অন্য অন্য নগরের লোকেও উহাদিগের সহিত সঙ্গত হইল। উত্তরোত্তর উহাদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। খৃ.পূ. ২৫১ অব্দে উহাদিগের অতিশয় প্রাচুর্য্য হইয়া উঠিল। ঐ অব্দে আরেটস স্বক্ৰমভূমি সিসিয়ন নগরের লোকদিগকে লওয়াইয়া উহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। উহারা আরেটসকে আপনাদিগের দলের সর্বাধ্যক্ষতা পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। যে যে রাজ্য উহাদিগের সহিত মিলিত হইত, তৎসমুদায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত না হইয়া একরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এক ব্যক্তি সর্বাধ্যক্ষতা পদে নিয়োজিত হইতেন। ইজিয়ননগরই রাজকার্য্য পর্যালোচনার প্রধান স্থান ছিল। যে যে নগরের লোকে উক্ত মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইত, তাহার বর্ষে বর্ষে সভাস্থলে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে মৈত্রীবন্ধন বদ্ধ সমুদায় নগরের মত গৃহণ করিতে হইত; কিন্তু মত গৃহণ কালে প্রধান ও অপ্রধান বলিয়া ইতর বিশেষ বিবেচনা ছিল না। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সমুদায়নগরেরই মত তুল্যরূপে গৃহীত হইত। যিনি সর্বাধ্যক্ষতা পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন যুদ্ধস্থলে তাঁহার সর্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। দুই প্রধান অধিকৃত পুরুষ সর্বাধ্যক্ষের কার্য্যসহায় ছিলেন। আর, সর্বাধ্যক্ষের কার্য্য সহায়িনী এক সভা ছিল। প্রতি নগরের এক এক ব্যক্তি ঐ সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।

ইটোলিয়াদেশীয়েরাও ঐ সময়ে ঐরূপ মৈত্রী বন্ধন করে। উহাদিগের মৈত্রী একিয়দিগের মৈত্রীর অন্তর্ভুক্ত মাত্র। আকার্ণেনিয়া, থেসালি এবং পিলপনিজস এই কয় স্থানের কতক কোরিন্থ-দেশেরই মত। য়সোক, সেকালেনিয় উপদ্বীপবাসীরা এবং ওজোলি-

যায়ী লক্রিয়েরা উহাদিগের সহিত মিলিত হয় । তাহাতে ইটোলিয় মৈত্রীর সবিশেষ প্রাপ্তবর্ত্য হইয়া উঠে । ইটোলিয় মৈত্রীব-
ক্ষন বন্ধ ব্যক্তিদিগের খর্ষসনগরে বার্ষিক সভা হইত । গ্রীসদে-
শের হিতানুষ্ঠানই যেরূপ একিয়দিগের উদ্দেশ্য ছিল, ইটোলিয়
দিগের সেরূপ ছিল না । উহারা স্বার্থচিন্তনেই তৎপর ছিল । ই
টোলিয়েরা অতিশয় সাহসিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল । সভ্যতা অংশে
গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোক অপেক্ষা অনেক
নিকৃষ্ট ছিল । উহারা কখন কখন গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষা-
র্থী হইয়া ভিন্নদেশীয় বিপক্ষগণের সহিত সংগ্রামে প্ররত্ত হইত ।
কিন্তু গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষা উহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল
না । রণস্থলে বিলুপ্তন লাভ লোভেই উহারা সমরে অগ্রসর হ-
ইত । উহাদিগের স্বভাব অতিশয় কদর্যা, রুঢ় ও কলহপ্রিয় । উ-
হারা এমনি অব্যবস্থিত ছিল যে, কেহই বিশ্বাস করিত না ।

খৃ.পূ. ২৫১ অব্দে আরেটস একিয় মৈত্রীর সর্বাধ্যক্ষতাপদে
প্রতিষ্ঠিত হন । তিনি ঐ মৈত্রীর জীবাত্মাস্বরূপ ছিলেন । তাঁহার
মতানুসারেই সমুদায় কার্য নির্বাহ হইত । তিনি বারো বার স-
র্বাধ্যক্ষতাপদ প্রাপ্ত হন । গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী প্রায় সমুদায়
রাজ্যই ঐ সময়ে এক একজন রাজ্যাপহারীর হস্তগত হইয়াছিল ।
মাসিডোনিয়ার রাজগণ উহাদিগের সবিশেষ সহায়তা করেন ।
তাহাতেই উহারা অতিশয় প্রদৃষ্ট হইয়া উঠে । রাজ্যাপহারীদি-
গকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গ্রীসদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন করাই
আরেটসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । অতএব তিনি বিপুলতর ঐশ্বর্য
সহকায়ে সমীহিত সিদ্ধিবিষয়ে প্ররত্ত হন । তাঁহার নিজের সাহস
ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তিনি বিবেকশক্তি এবং বক্তৃ-
তাশক্তি দ্বারা অতীত লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন । মাসিডোনি-
য়াদেশীয় যে সৈন্যদল এককরিম্বস পর্বতে অবস্থাপিত ছিল,
আরেটস খৃ. পূ. ২৪৩ অব্দে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত-
করিয়া দিলেন, এবং করিম্ব ও মেগারার লোকদিগকে সম্মত ক-
রিয়া একিয় মৈত্রীর নিয়মবদ্ধ করিলেন । খৃ. পূ. ২২৬ অব্দে আ-
রেটসের যত্নেই ট্রিজিন, এপিডরস, ফ্লাইয়স, হার্মিয়নি এবং আ-

গর্গস এই কয় স্থানের লোক একিয় মৈত্রীর নিয়মবদ্ধ হয়। ইহার তিন বৎসর পূর্বে আরেটস এথিনিয়দিগকে মাসিডোনিয়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আরেটস এই সকল কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে ইটোলিয়েরা একিয়দিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। উহারা একিয়দিগের এমনি বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, একিয়দিগকে পরাভব করিবার মানসে মাসিডোনিয়ার অধিপতি আন্টিগোনস গোনাসের সহিত সন্ধি করিল। ঐ সময়ে স্পার্টারও সবিশেষ প্রাধুর্ভাব হইয়া উঠে। স্পার্টারাজ ক্রিয়োমিনিস স্বদেশের অবস্থা সংশোধন বিষয়ে যত্নবান হইয়া যে যে উপায় অবলম্বন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তদ্বারা স্পার্টানগরীয়দিগের কেবল যে, অবস্থা সংশোধিত হইয়াছিল এরূপ নহে, উহাদিগের প্রভাবও অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উহারা প্রতিবেশবাসীদিগকে অনায়াসে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইল। আর্গস এবং ম্যান্টিনিয়ানগর উহাদিগের হস্তগত হইল। পূর্বে সমস্ত পিলপনিসবাসীদিগের উপরে স্পার্টানগরের যেরূপ অধিপতি ও অবিরোধিত একাধিপত্য ছিল, ক্রিয়োমিনিস সেইরূপ অধিপত্য লাভে লোলুপ হইলেন। ওদিকে আরেটসেরও পিলপনিসস অধিকার করিবার মানস হইয়াছিল। এক বিষয়ে উভয়ের লোভ হওয়াতে উভয়ের বৈর অপরিহার্য হইয়া উঠিল। কোন পক্ষই স্থানতা স্বীকার করিল না। আরেটস স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধ সংকল্প করিয়া খৃ. পূ. ২২৪ অব্দে মাসিডোনিয়ার অধীশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মাসিডোনিয়দিগকে গ্রীসদেশ হইতে দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই একিয়েরা পরস্পর মৈত্রী করে, কিন্তু আরেটস জিগীষাপরবশ হইয়া সে উদ্দেশ্য তুলিয়া গেলেন এবং স্বয়ং উদযোগী হইয়া মাসিডোনিয়দিগকে গ্রীসদেশে আনয়ন করিতে উদ্যত হইলেন।

মাসিডোনিয়ার অধিপতি আন্টিগোনস গোনাস খৃ. পূ. ২৩৯ অব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ডেমিট্রিয়স রাজ্যাধিকারী হন। ডেমিট্রিয় খৃ. পূ.

২২২ অন্ধ পর্যাস্ত রাজত্ব করিয়া ফিলিপ নামে এক পুত্র রাষ্ট্রিয়া দেহ বিসর্জন করেন । তাঁহার মৃত্যু কালে ফিলিপ বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই । অতএব আন্টিগোনস ডোসন নামে এক ব্যক্তির উপরে তাঁহার রক্ষকতা কার্যের ভার সমর্পিত হয় । আন্টিগোনস ডোসন রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন । আরেটস স্পার্টার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া আন্টিগোনস ডোসনের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন । তিনিও সাহায্যদান করিবেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন । যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর স্পার্টারাজ ক্রিয়োগিনিস প্রথম প্রথম রণস্থলে কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন । তিনি একিয় মৈত্রীবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধত্রে পরাজয় করিলেন । বহুতরনগর তাঁহার হস্তগত হইল । অনন্তর, তিনি একরিস্থস দুর্গ অবরোধ করিলেন । তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, বিপক্ষগণ যদি সন্ধি করিতে চায়, তাহা হইলে তিনি সন্ধি করিয়া বিবাদ শেষ করেন । কিন্তু আরেটস সন্ধি না কবিয়া একরিস্থস দুর্গ মাসিডোনিয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন । আন্টিগোনস ডোসন এই দুর্গ অধিকার করিতে আগমন করিলেন । ইটোলিয়েরা থর্মপিলির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল । তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক ঘুরিয়া আসিতে হইল । তিনি করিষ্বে উপনীত হইলে পর স্পার্টারাজ ক্রিয়োগিনিস বিপক্ষতাচরণে উদ্যত হইলেন । কিন্তু এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাকে স্পার্টানগরে ফিরিয়া যাইতে হইল । অতএব তিনি আন্টিগোনসকে পরাহত করিতে পারিলেন না । খৃ.পূ. ২২৩ অন্ধের বসন্তকালে আন্টিগোনস আর্কেডিয়ায় গমন করিলেন এবং আরেটসের সহিত মিলিত হইয়া কতিপয় নগর হস্তগত করিয়া লইলেন । ক্রিয়োগিনিস তাঁহার জয় কার্যের ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হইলেন না । যাহা হউক, খৃ.পূ. ২২২ অন্ধে স্পার্টারাজের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল । কিন্তু সে সুবিধা কতিপয় দিনমাত্র স্থায়ী হয় । অনতি দীর্ঘকাল পরে আন্টিগোনস ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া লোকোনিয়া আক্রমণ করিলেন । ক্রিয়োগিনিস তৎকালে স্পার্টার উত্তরে সেলাসিয়ায় শিবিরে স-

নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। খৃ. পূ. ২২১ অব্দে ঐ স্থলে ঘোবত্তর সংগ্রাম হইল। স্পার্টানগরীয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। মেগালপলিসের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ফাইলপিমেন যুদ্ধ কালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সাহস ও পুরুষকার দ্বারা যুদ্ধে একিয়দিগের জয় লাভ হইল। ক্লিয়োমিনিস কতিপয় অশ্বারোহ সৈন্যসহ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া স্পার্টানগরে গমন করিলেন। কিন্তু ঐ স্থানে আত্মবিপদ আশঙ্কা করিয়া তিনি আলেগজান্দ্রিয়ায় আত্মবন্ধু ৩য় টলেমির নিকটে গমন করিলেন। তাঁহার মনে এই আশা ছিল যে, বন্ধুর নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু অব্যবহিত পরেই তাঁহার বন্ধুর মৃত্যু হইল। তাঁহার সমুদায় আশা বিফল হইল। টলেমির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যাধিকারী হইলেন। টলেমির পুত্র অতি উজ্জ্বল, অব্যবহিতচিত্ত এবং অধার্মিক ছিল। তাহার নিকটে সাহায্য প্রাপ্তি দূরে থাকুক ঐ অধার্মিক, ক্লিয়োমিনিসকে এক প্রকার বন্দীকৃত করিয়া রাখিল। আলেগজান্দ্রিয়াবাসী প্রজাগণ টলেমির পুত্রকে অতিশয় ঘৃণা করিত। অতএব ক্লিয়োমিনিস এবং তাঁহার বন্ধুগণ প্রজাগণকে বিদ্রোহে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকৃত্য হইতে পারিলেন না। খৃ. পূ. ২২০ অব্দে আত্মহত্যা সম্পাদন করিলেন। ক্লিয়োমিনিসের মাতা এবং তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার সমভিব্যাহারে আলেগজান্দ্রিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ক্লিয়োমিনিসের মৃত্যুর পর তাঁহারাও নিহত হইলেন। অর্কটেগোনস সেলাসিয়ায় যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া স্পার্টানগর অবিরোধে অধিকার করিলেন। কিন্তু তিনি স্পার্টানরের ভূতপূর্ব প্রভাব ও মহিমা স্মরণ করিয়া তত্ৰত্য প্রজাগণের প্রতি ক্রুরাচরণে পরাজিত হইলেন। উহাদিগের পূর্বতন রাজ্যভূমিপ্রণালী পুনঃ প্রচলিত হইল এবং ইফর পদ পুনঃ স্থাপিত হইল। কেবল রাজবংশ বিলুপ্ত হইল এবং স্পার্টানগরে মাসিডোনিয় সৈন্য অবস্থাপিত হইল। অর্কটেগোনস যৎকালে এই সকল কার্যের অগ্ৰস্থান করিতেছিলেন, সে সময়ে ইলিরিকবাসীরা তাঁহাকে স্বরাষ্ট্রে অ-

স্থপস্থিত দেখিয়া মাসিডোনিয়া আক্রমণ করে । তন্মিহিত আর্টিগোনসকে সত্তর মাসিডোনিয়ায় ফিরিয়া যাইতে হইল ।

সেলাসিয়ার যুদ্ধে পরাভব হওয়াতে স্পার্টানগরের প্রভাব ও গৌরব যেমন লুপ্ত হইল, একিয় মৈত্রীরও তেমনি স্বাধীনতা দূরগত হইল । এককরিষ্‌সু দুর্গ মাসিডোনিয়দিগের হস্তগত হইল এবং গ্রীসদেশে উহাদিগের প্রভুত্ব লাভ হইল । উহাদিগের অমতে একিয়মৈত্রীর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য ছিল না । এ সমুদায়ই আরেটসের অদূরদর্শিতার ফল । আর্টিগোনস ডোসন খৃ. পূ. ২২০ অব্দে দেহ পরিত্যাগ করেন । ডেমিট্রিসের পুত্র ৫ম ফিলিপ ঐ অব্দে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন । তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর মাত্র । তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় উৎসাহ সম্পন্ন, ক্ষিপ্ৰকারী এবং সমর প্রিয় ছিলেন । খৃ. পূ. ২২০ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ১৭৯ অব্দে শেষ হয় । এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি অসামান্য সমরপ্রাবীণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজ্যের আরম্ভেই ইটোলিয় ও স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত মাসিডোনিয় ও একিয়দিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয় । লাইকর্গস নামে এক ব্যক্তি অর্থ দ্বারা ইফরদিগকে বশীভূত করিয়া স্পার্টার রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং ইটোলিয়দিগের সহিত যোগ করিয়া একিয় ও মাসিডোনিয়দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করেন । ইটোলিয়েরা আর্কেডিয়া আক্রমণ করিলে পর আরেটস সৈন্য হইয়া সমরাজ্ঞে গমন করিলেন । কিন্তু তিনি রণস্থলে পরাজিত হইলেন । ইটোলিয়েরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া অবিরোধে দেশ বিলুপ্ত করিল । খৃ. পূ. ২২৭ অব্দে এই ঘটনা হয় । অনন্তর, বৎসরত্রয় ব্যাপী হইয়া একিয়দিগের সহিত ইটোলিয়দিগের যে মহাসংগ্রাম হয়, এই যুদ্ধই তাহার আরম্ভ । ঐ সংগ্রামে বিয়োশিয়া, ফোসিস, এপিরস, আকার্ণেনিয়া ও মেসেনিয়া এই কয় দেশের লোক এবং মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ একিয়দিগের সহায়তা করেন । পক্ষান্তরে ইলিস ও স্পার্টার লোকেরা ইটোলিয়দিগের সহায় হয় । খৃ. পূ. ২১৯ অব্দে ফিলিপ একদল

সেনা সমভিযা হারে করিয়া ইটোলিয়ায় প্রবেশ করিলেন এবং একিলোয়স নদী মুখ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করিলেন । ঐ বৎসর শীতকালে ইটোলিয়েরা যে সময়ে এপিরস ও একেইয়া আক্রমণ করিতে যায়, ফিলিপ সেই সময়ে ইলিস ও আর্কেডিয়া আক্রমণ করিলেন এবং ইটোলিয়দিগের অধিকৃত তত্রতা দুর্গ সকল ভগ্ন করিলেন । খৃ পূ ২১৮ অব্দের বসন্তকালে ফিলিপ পুনরায় ইটোলিয়ায় প্রবেশ করিলেন এবং ঐ দেশের রাজধানী থার্মস অধিকার করিয়া পিলপলিসের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিলেন । অনন্তর, ফিলিপ যেমন পিলপলিস পরিত্যাগ করিলেন, এদিকে ইটোলিয়েরা একিয়দিগকে আক্রমণ করিল । একিয়েরা ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল । কিন্তু ফিলিপ, তৎকালে ইটালিতে হানিবলের সহিত রোমকদিগের যে সংগ্রাম হইতেছিল, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন । এই হেতু তিনি একিয়দিগের সাহায্য দানে উন্মুখ হইলেন না । তিনি গ্রীসদেশের যুদ্ধ হইতে অবসৃত হইতে অভিলাষী হইয়া খৃ পূ ২১৭ অব্দে ইটোলিয়দিগের সহিত সন্ধি করিলেন । ইটোলিয়েরা তাঁহাকে আকাণেনিয়া ছাড়িয়া দিল । তদ্ব্যতিরিক্ত আর যে যে দেশ তাহারা জয় করিয়াছিল, সে সমুদায় আপনাদিগের হস্তে রাখিল । একিয়েরা ফিলিপের এই আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল । আরেটস ঐ বিষয় লইয়া ফিলিপের সহিত বাদামুবাদ আরম্ভ করিলেন । কিন্তু তিনি অধিককাল ফিলিপকে বিরক্ত করিতে পারেন নাই । ফিলিপ বিষপান করাইয়া খৃ পূ ২১৩ অব্দে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন ।

ফিলিপের যুদ্ধ বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ ছিল । গ্রীসদেশের যুদ্ধে তাঁহার বিজয় কণ্ঠ বিলোদিত না হওয়াতে তিনি রোমকদিগের সহিত সমরে প্ররক্ত হইতে সতিশয় সমুৎসুক হইলেন । খৃ পূ ২১৬ অব্দে ক্যানির রণক্ষেত্রে রোমকদিগের সহিত হানিবলের যে সংগ্রাম হয়, তাহার পর ফিলিপ হানিবলের সহিত সন্ধি করিলেন । ফিলিপ হানিবলের সহিত সন্ধি করিতে রোমকদিগের মনে এই আশঙ্কা জন্মিল, পাছে মাসিডোনিয়েরা রোম

প্রক্রমণ করে, এই ভয়ে উহার টারেন্টে একদল কাহাজ রাখিয়া দিল। পর বৎসর রোমকেরা ইলিরিকমের অন্তঃপাতী কতিপয় নগর ফিলিপের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। কিন্তু তৎকালে রোমে যে দারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, রোমকেরা তাহাতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। উহাদ্বিগের এক্ষণ অবসর ছিল না যে, উহার ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। অতএব উহার ইটোলিয়দিগকে ফিলিপের সহিত সমরে প্রবর্তিত করিবার অভিপ্রায়ে খৃ. পূ. ২১১ অব্দে ইটোলিয়দিগের সহিত সন্ধি করিল। ইটোলিয়েরা রোমকদিগের সাহায্য বল দর্পিত হইয়া সোংসাহ চিন্তে ফিলিপের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। গ্রীসদেশের কতক লোক ফিলিপের, আর কতক লোক ইটোলিয়দিগের পক্ষ হইল। গ্রীসদেশীয়েরা এইরূপে জিগীষাপরবশ হইয়া পরের নিমিত্ত স্বজাতির ও স্বজাতির শোণিত পাত করিতে লাগিল। রোমকেরা সহায় হইয়া কতিপয় যুদ্ধে ইটোলিয়দিগকে জয়ী করিয়া দিয়া ছিল। জয়লাভ হওয়াতে উহার অতিশয় গর্ভিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিল। এই নিমিত্তই এথেন্সের লোকেরা সন্ধিরূপ সলিলসেক দ্বারা সমরানল নির্মাণ করিবার বহুতর প্রয়াস পাইয়াও কৃতকৃত্য হইতে পারিল না। প্রথমে রোমকেরা ইটোলিয়দিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল। শেষে সাহায্য দানে বিরত হইল। সুতরাং ইটোলিয়েরা আর ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্ত হইল না। জাহাদিগকে কাজে কাজেই ফিলিপের সহিত তাঁহার ইচ্ছামত সন্ধি করিতে হইল। খৃ. পূ. ২০৫ অব্দে ঐ সন্ধি হয়। অনন্তর, খৃ. পূ. ২০৪ অব্দে ফিলিপেরও রোমকদিগের সহিত সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়মামুসারে রোমকেরা ইলিরিকমের কতক অংশে অধিকার প্রাপ্ত হইল। সন্ধিবিধান কালে উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া এই নিয়ম করিল, কেহ কাহার মিত্রের উপরে অত্যাচার করিতে পারিবে না।

যে সময়ে গ্রীসের উত্তরাংশে যুদ্ধ চলিতেছিল, সে সময়ে পিলপনিসসে সমরানল নির্মাণ ছিল না। ফাইলপিসেন খৃ. পূ. ২০৮ অব্দে একিয় সৈন্যের সর্বাধ্যক্ষ হন। তিনি দণ্ডনীতি বিষয়ে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। যুদ্ধ বিষয়েও তাঁহার অসামান্য

প্রাবীণ্য ছিল। স্পার্টানগরের সহিত একিয়দিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, সেই যুদ্ধেই তিনি আপনার অসামান্য সঙ্গরপ্রাবীণ্যের প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। স্পার্টা রাজ্যাপহারী লাইকর্গসের মৃত্যুর পর মেকানিডাস নামে এক ব্যক্তি খৃ. পূ. ২১১ অব্দে স্পার্টার রাজ্যাধিকার হস্তগত করিয়া লয়। মেকানিডাস রাজ্য প্রাপ্তির পর অবধিই একিয়দিগের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করে। উভয় পক্ষের বিবেচনাব্যক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া খৃ. পূ. ২০৭ অব্দে ম্যান্টিনিয়ার অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সেই সংগ্রামে মেকানিডাস ফাইলপিমেনের নিকটে পরাস্ত হইল। এই অবধিই নেবিস নামে অপর ছুরায়া স্পার্টার রাজ্যাধিকার হস্তগত করিয়া লয়। এই ছুরায়া শোণিতপ্রিয় মর্যাকৃতি রাক্ষস ছিল। ছুরায়া প্রজাগণের উপরে যত প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, এই ছুরায়া স্পার্টানগরীয়দিগের উপরে সে সমুদায় অত্যাচার করিয়াছিল।

রোমকদিগের সহিত ফিলিপের সন্ধি হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি মনোর সহিত সে সন্ধি করেন নাই। বিগৃহীত অন্তঃকরণে সন্ধি করিলে তিনি কখন সন্ধির নিয়মোপলব্ধি ঘনেন প্রস্তুত হইতেন না। সন্ধির নিয়ম মধ্যে উল্লিখিত ছিল, এক পক্ষ অন্য পক্ষের মিত্রগণের প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ফিলিপ সে নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই। ইজিপ্টদেশের রাজা টলেমি এফিফেনিস রোমকদিগের আশ্রিত ও অনুগত ছিলেন। ইজিয় সমুদ্রের উত্তরাংশে তাঁহার যে রাজ্যাধিকার ছিল, ফিলিপ তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে এথেন্সনগর অবরোধ করিলেন। তিনি যে কারণে এথেন্স অবরোধ করেন, সে কারণ এই, আকার্গেনিয়াদেশীয় দুই যুবা পুরুষ কয়ংকাল এথেন্সনগরে অবস্থান করে। একদা এথিনিয় প্রজাগণের এই বোধ হইল, ইলিউসিসে যে ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, এই দুই যুবা পুরুষ নিষিদ্ধ আচরণ দ্বারা তাহার অপবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছে। অতএব উহারা রাগান্বিত হইয়া এই দুই ব্যক্তির প্রাণহত্যা করিল। তদ্বিবজ্ঞান আকার্গেনিয়েরা অতিশয় রোষপরবশ হইয়া বৈরনি-

যাঁতনার্থী হইল । উহার। মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপের নিকটে সাহায্যপ্রার্থনা করিল। ফিলিপ সাহায্যদান করিলেন । অনন্তর, উহার। আটিকা আক্রমণ করিয়া বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করিল । ফিলিপ এথিনিয়দিগের বিপক্ষ হইয়া আকার্ণেনিয়-দিগের সহায্য দান করেন । এথিনিয়ের। সেই রাগে ফিলিপের সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইল । রোড্‌সের লোকের। এবং পর্গেগসের রাজা আটেলস উহাদিগের সহায়তা করিতে লাগিলেন । ফিলিপ এথিনিয়দিগের যুদ্ধের অমুষ্ঠান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একদল জাহাজ লইয়া এথেন্স অবরোধ করিতে গেলেন । এথিনিয়ের। তত্রতা রোমীয় পোত সৈনিকগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ফিলিপকে পরাহত করিল । ফিলিপ সেই রাগে আটিকাদেশে সমুথে যাহা পাইলেন তাহাই বিনষ্ট করিতে লাগিলেন । অনন্তর, এথিনি-য়ের। সাহায্যার্থী হইয়া রোমনগরে দূত প্রেরণ করিল । রোমকের। কসলপদারুট সল্পিসিয়স গাল্বাকে খৃ. পূ. ২০০ অব্দে গ্রীস-দেশে পাঠাইয়া দিল । এইরূপে মাসিডোনিয়ারস হিত রোগকুদি-গের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল । প্রথম যুদ্ধে যে যে রাজ্যের সহিত যে পক্ষের মিত্রতা হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধেও সেই সেই রাজ্যের সহিত সেই পক্ষের মিত্রতা হইল । প্রথম প্রথম রোমকের। রণস্থ-লে সমুচিত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে পারেনাই । কিন্তু খৃ. পূ. ১৯৮ অব্দে কুইণ্টিয়স ফ্লেমিনাইনস সেনা পতিপদে অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন । পূর্বে এ-কিয়দিগের সহিত ইটোলিয়দিগের শত্রুতা ছিল । ফ্লেমিনাইনস প্র-থমে উভয় জাতির ঐক্য সম্বন্ধান করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন । অনন্তর, অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তিনি এপিরস হইতে থেসেলিতে গেলেন । ফিলিপ মাসিডোনিয়ায় প্রস্থান করিলেন । অনন্তর, তিনি ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু তৎকালে সন্ধি হইল না । খৃ. পূ. ১৯৭ অব্দে সাইনসেফালির অনতিদূরে ক্ষৌরতর সংগ্রাম হইল । ফিলিপ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন । ইটোলিয়ের। যুদ্ধকালে অসীম সাহস ও পুরুষকার প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতেই জয় লাভ হইল । শেষে এই নিয়মে সন্ধি

হইল যে গ্রীসদেশের অন্তর্বর্তী যে যে নগরে ফিলিপ সৈন্য রাখিয়াছেন, সে সে স্থানে অতঃপর আর সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। এককরিস্থস, ডেমিট্রিয়াম এবং ক্যালসিস এই তিন স্থানে রোমীয় সেনাগণ অবস্থিতি করিবে। এই নিয়মে যে সন্ধি হইল, খৃ. পূ. ১৯৬ অব্দে রোমীয় সেনেট নুম্মী মহাসভা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। এথিনিয়েরা পেরস, ইম্ব্রুস, ডিলস এবং সাইরস এই কয় উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইল। এবং ইজিনা আটেলসের হস্তগত হইল। ইটোলিয়েরা এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্পার্টাই বলিতে লাগিল ফ্লেমিনাইনস গ্রীসদেশীয়দিগের স্বাধীনতা প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয় সেনাগণ যদি এককরিস্থস প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করে তাহা হইলে গ্রীসদেশীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা কই হইল।

করিস্থ ভূকঙ্করায় (ইস্থমসে) তিন বৎসর অন্তর যে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম ছিল, খৃ. পূ. ১৯৬ অব্দে মহাসমারোহে সেই উৎসব বিধি অনুষ্ঠিত হইল। গ্রীসদেশীয়েরা দর্শনার্থী হইয়া উৎসবস্থলে আগমন করিল। ফ্লেমিনাইনস উৎসবস্থলে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, অদ্যাবধি গ্রীসদেশ স্বাধীন হইল। ঘোষণা বাকা শ্রবণ করিয়া গ্রীসদেশীয়েরা অহ্লাদমাগরে মগ্ন হইল। হানিবল সিরিয়ার অধিপতি আণ্টিয়োকসকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করতে তিনি ঐ সময়ে যুদ্ধের বিবিধ আয়োজন করেন, এবং স্পার্টা রাজ্যপহারী নেবিস আর্গসের স্বাধীনতা প্রদানে অসম্মত হয়। এই উভয় কারণে ফ্লেমিনাইনসকে কিয়ৎকাল গ্রীসদেশে অবস্থান করিতে হইল। ফ্লেমিনাইনস একিয়দিগের সহিত যোগ করিয়া আর্গস স্ববশে আনয়ন পূর্বক স্পার্টানগর আক্রমণ করিলেন। ওদিকে, রোডস ও পর্গেমসের পোত সৈনিকগণ লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী সমুদ্রতীরবর্তী যাবতীয় নগর অধিকার করিয়া লইল। এই সকল ক্ষতি হওয়াতে নেবিসকে অগত্যা সন্ধি করিতে হইল। খৃ. পূ. ১৯৫ অব্দে ঐ সন্ধি হয়। নেবিসকে অনেক টাকা দিতে হইল, এবং সমুদ্রতীরবর্তী যাবতীয় নগরের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইল, কিন্তু নেবিস স্পার্টার রাজ্যাদিকার হইতে বহিষ্কৃত হইল।

নাই। ফ্লেমিনাইনস যৎকালে নেবিসকে জয় করেন, এক্ষিয়েরা সে সময়ে তাহার সহায়তা করিয়াছিল। নেবিস স্বাধিকার হইতে বহিষ্কৃত না হওয়াতে উহার অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল যে ফ্লেমিনাইনস নেবিসের প্রতি অন্যায় অশুভ্রাহ প্রদর্শন করিলেন। ইটোলিয়েরাও এই কথা বলিল।

এককরিস্ত্রস প্রভৃতি দুর্গজয়ে রোমকদিগের যে সৈন্য ছিল, খৃ. পূ. ১৯৪ অব্দে রোমকেরা তথা হইতে সে সৈন্য লইয়া গেল। গ্রীসদেশের স্বাধীনতা লাভ হইল। কিন্তু নেবিস স্পার্টার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল বলিয়া ইটোলিয়েরা অতিশয় অনুরোধ ছিল। তাহার নেবিসের নিধন কামনা করিয়া যুদ্ধে তাহার প্ররতি লওয়াইতে লাগিল। নেবিস উহাদিগের প্রোৎসাহন বাক্যে প্রোৎসাহিত হইল এবং ফ্লেমিনাইনস লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী যে সমস্ত নগর তাহার হস্ত হইতে একিয়দিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে একিয়দিগের সহিত নেবিসের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ফাইলপিমেন একিয়দিগের সেনাপতি হইয়া স্পার্টানগর অবরোধ করিলেন। ইটোলিয়েরা নেবিসকে সাহায্য দান করিতে আইল। কিন্তু নেবিসকে সাহায্য দান করা উহাদিগের উদ্দেশ্য নহে। উহার তাহাকে বধ করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা বিক্রম প্রকাশ পূর্বক আক্রমণ করিয়া অপহৃত দুর্গের উদ্ধার সাধন করিল এবং প্রায় ইটোলিয়াদেশীয় সমুদায় লোককে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। নগর মধ্যে তুমুল গোঁষণা উপস্থিত হইল। ফাইলপিমেন এই সুযোগে স্পার্টানগর ও লেকোনিয়াদেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং তত্রত্য লোকদিগকে একিয়মৈত্রীর নিয়মে বদ্ধকরিলেন। খৃ. পূ. ১৯২ অব্দে এই ঘটনা হয়।

রোমকদিগের উপরে ইটোলিয়দিগের অতিশয় বিদ্বেষ বৃদ্ধি ছিল। অতএব উহার সিরিয়ার অধিপতি আণ্টিয়োকসের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইল যে গ্রীসদেশ জয় করা কঠিন ব্যাপার নহে, তিনি যদি জয়ার্থী হন গ্রীসদেশ স্বল্পায়াসেই তাহার

হস্তগত হইতে পারে। আণ্টিয়োকস খৃ. পূ. ১২২ অব্দে সসেনা গ্রীসদেশে উপস্থিত হইলেন। অনেকেই তাঁহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু রণস্থলে যে ক্ষিপ্রকারিতা ও বিবেচনা আবশ্যক, আণ্টিয়োকস তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ তাঁহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য ছিল না। সুতরাং তিনি যে উদ্দেশ্যে গ্রীসদেশে গমন করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিলেন না। খৃ. পূ. ১৯১ অব্দের বসন্তকালে তিনি থার্মপিলির পথে রোমীয়কঙ্গল এমিলিয়াস গ্লেব্রিয়োর নিকটে পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি আসিথগে প্রস্থান করিলেন। আণ্টিয়োকসের সহিত যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রোমকেরা অপর যুদ্ধে ইটোলিয়দিগকে পরাজিত করিল। ইটোলিয়েরা সমরে পরাভূত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল। খৃ. পূ. ১৯০ অব্দে আপাততঃ ছয় মাস কাল নিয়মে সন্ধি হইল। ছয় মাস অতীত হইলে ইটোলিয়েরা পুনরায় বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিল। রোমকেরা এবারেও জয়ী হইল। ইটোলিয়দিগকে সমরপরাভূত হইয়া অগত্যা ন্যূনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে হইল। রোমকেরা যুদ্ধের ব্যয় বলিয়া উহাদিগের নিকট, হইতে বিস্তর অর্থ গ্রহণ করিল এবং অন্য অন্য রাজ্যের সহিত উহাদিগের যে মৈত্রী ছিল, তাহা পরিত্যাগ করাইল। ফলতঃ ইটোলিয়েরা যে ঐক্যের প্রভাবে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, রোমকদিগের নিকটে পরাজয়ের পর তাহার প্রভাব একবারে দূরগত হইল।

ফাইলপিমেন যৎকালে স্পার্টানগর অবরোধ করেন, তাহার কতিপয় বৎসর পরে (খৃ. পূ. ১৮৮ অব্দে) পিলপনিসসের উপকূলবর্তী একটি নগর লইয়া স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত একিয়দিগের পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয় বিরোধীপক্ষই রোমকদিগের উপরে ঐ বিষয়ের মীমাংসা ভার সমর্পণ করিল। কিন্তু রোমকেরা স্পষ্ট উত্তর প্রদান করিল না। শেষে ফাইলপিমেন স্পার্টানগরে গিয়া, যে সকল ব্যক্তি একিয়মৈত্রীর বিপক্ষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে নিহত করিলেন; নেবিস যাহাদিগকে বিবাসিত করিয়া দিয়াছিল

তাহাদিগকে স্পার্টানগরে আগমনের অনুমতি দিলেন, এবং তত্রতা রাজ্যতন্ত্রপ্রণালীর পরিবর্তনে প্ররুত হইলেন। লাইকর্গস স্পার্টানগরে যে রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া যান, ফাইলপিমেন তাহা রহিত করিয়া তথায় প্রাকৃততন্ত্র প্রচলিত করিয়া দিলেন। ফাইলপিমেন একরূপ আচরণ করাতে স্পার্টানগরীয়েরা অত্যন্ত ঝঙ্ক হইল। কিন্তু প্রতীকার করিবার ক্ষমতা না থাকাতে উহারা কোথ দগ্ধরণ করিয়া রাখিল।

মেসেনিয়াদেশীয়েরা একিয়দিগের অধীন ছিল। খৃ. পূ. ১৮৩ অব্দে উহারা নিদ্রোহে প্ররুত হইল। ফাইলপিমেন বিদ্রোহ-বার্তা শ্রবণ করিয়া মেসেনিয়ায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু মেসেনিয়াদেশীয় কতিপয় অস্বারোহ সৈন্য পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিল। পশ্চাৎ তাঁহাকে মৃতপ্রায় মেসেনিয়ায় লইয়া গেল। মেসেনিয়ায় তাৎকালে জোন্থে অন্ধ হইয়াছিল। উহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিল। অনন্তর, একটা পাত্র বিষে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিত হইল। তিনি অশ্লানবদনে এবং স্থিরচিত্তে বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক পলিবিয়সের পিতা লাইকর্গাস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি মেসেনিয়াদেশ জয় করিলেন। মেসেনিয়ায় ফাইলপিমেনের প্রাণ বধ করিয়াছিল, তাহাদিগের সেই অপরাধে লাইকর্গাস তত্রতা প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন।

মানিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ আপনার ন্যূনতা স্বীকার করিয়া রোমকদিগের আদিষ্ট নিয়মানুসারে সন্ধি বন্ধন। সেই সন্ধির পর তিনি কিয়ৎকাল স্থির হইয়া ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দশায় রোমকদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু ডেমিট্রিয়স এবং পসিউস নামে তাঁহার দুই পুত্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি সমরমাগরে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। পসিউস অতিশয় দুর্বল ছিলেন। তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

প্রাণ সংহারের মানস করিয়া পিতাকে বলিলেন, ডেমিট্রিয়স আপনকার প্রাণসংহারের চেষ্টা করিতেছেন। রুদ্ধ রাজা পসিউসের প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিলেন না, তাহার বাক্য ধ্রুব জ্ঞান করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। অকূতাপরাধে ডেমিট্রিয়সের প্রাণদণ্ড হইল। পসিউসের প্রবঞ্চনা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজা যখন জানিতে পারিলেন, ডেমিট্রিয়সের অপরাধ ছিল না, তিনি কেবল পসিউসের কুহকে পড়িয়া পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছেন, তখন তিনি শোকে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। শোকশঙ্কু তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। খৃ. পূ. ১৭৯ অব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। পসিউস রাজ্যাধিকারী হইলেন। রোমকদিগের উপরে তাঁহারও বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল। অতএব তিনি পিতার প্রারব্ধ যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিলেন না। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল। পসিউসের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু তাঁহার দুই প্রধান দোষ ছিল। এক দোষ এই, তিনি আপনাকে বড় জ্ঞান করিতেন। দ্বিতীয়, যে সময়ে অর্থ ব্যয় করা অতি আবশ্যিক, সে সময়েও তিনি অর্থ ব্যয় করিতেন না।

পসিউস ইলিরিকম, থ্রেস, সিরিয়া, বিথিনিয়া, এপিরস ও থেসেলি এই কয় দেশের রাজা ও রাজপুত্রগণের সহিত এবং কার্থেজিয় ও ডেনিয়ুনদীতীরবর্তী কেল্টজাতীয়দিগের সহিত মিত্রতা করিলেন। গ্রীসদেশীয়দিগের প্রায় কাহারও এরূপ সাহস ছিল না যে, রোমের বিপক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত যোগ করিতে পারে। গ্রীসদেশের মধ্যে কেবল বিয়োশিয়েরা তাঁহার সহিত মিলিত হইল। পসিউস তাদৃশ সাহায্যসম্পন্ন হইয়া খৃ. পূ. ১৭১ অব্দে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধারম্ভের পর প্রথম তিন বৎসর কোন পক্ষেই জয় পরাজয় হয় নাই। রোমকদিগের সহিত আরব্ধ সংগ্রাম দীর্ঘকাল ব্যাপী হওয়াতে গ্রীসদেশীয়েরা রোমকদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পসিউসের পক্ষ অবলম্বন করে, এরূপ আকার হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার কার্পণ্য দোষ প্রযুক্ত সন্তান মিত্রতা লাভ দূরে থাকুক, তাঁহার পূর্ব মিত্রগণও

তঁাহাকে পরিত্যাগ করিল। শেষে তিনি একাকী হইয়া পড়িলেন। খৃ.পূ. ১৬৮ অব্দে পিড্‌নানগরে রোমীয় সৈন্যপতি ইন্ড্রিয়স পলসের সহিত সংগ্রাম হইল। ঐ সংগ্রামে পর্সিউস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। রণস্থলে তঁাহার বহুতর ক্ষতি হইল। পর্সিউস পরাজিত হইয়া নিজ সম্পত্তি লইয়া স্যামোথ্রেস উপদ্বীপে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় মৃত হইলেন। পলস তঁাহার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করেন নাই। তঁাহাকে ইটালিতে লইয়া গেলেন। জয় মহোৎসব কালে পর্সিউস তথায় উপস্থিত থাকিতে পলসের অতিশয় গৌরব রুদ্ধি হইল। পর্সিউস আর স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারেন নাই। ইটালিতে থাকিয়াই তঁাহাকে জীবন যাপন করিতে হইল। মাসিডোনিয়াদেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চারি অংশে বিভাজিত হইল। প্রজাগণ করদায়ী হইল এবং তথায় একনায়ক রাজ্যতন্ত্র পরিবার্ত্তিত হইয়া প্রাকৃততন্ত্র স্থাপিত হইল।

মাসিডোনিয়ার সহিত রোমকদিগের যে শেষ যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধেও একিয়েরা রোমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে। কিন্তু এবারে তাহাদিগের ইচ্ছা ছিল না যে, তাহারা মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পর্সিউসের আশ্রয় কল্যাণ করে। রোমকেরা অগ্রে তাহা জ্ঞানিতে পারে নাই। শেষে একিয়েরা আপনারাই পরস্পর শত্রুতা করিয়া ঐ কথা প্রকাশ করিয়া দিল। ঐ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে একেইয়ার অন্তঃপাতী যাবতীয় নগরে দোষীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। পরিশেষে এক সহস্রেরও অধিক লোক অভিযুক্ত হইয়া রোমে প্রেরিত হইল। প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক পলিব্রিসও সেই সমস্তব্যাহারে ছিলেন। রোমকেরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বাস্তবিক দোষ আছে কি না, বিবচনা না করিয়া তাহাদিগকে সত্যাকারস্বরূপ দীর্ঘকাল ইটালিতে আটক করিয়া রাখিল। সহস্রাধিক লোকের মধ্যে কেবল তিন শত লোক জীবিত ছিল। উহারা খৃ.পূ. ১৫১ অব্দে স্বদেশে প্রতিগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধ কালে ইটোলিয়েরাও একিয়দিগের ন্যায় মা-

সিডোনিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া রোমকদিগের সম্মেহ জন্মে। অতএব উহারা একিয়দিগের অপেক্ষাও ইটোলিয়দিগের প্রতি অধিকতর মীশংস ব্যবহার করিল। পাঁচশত পঞ্চাশ জন প্রধান লোক নিহত হইল, এবং অনেকে কারারুদ্ধ হইল।

গ্রীসদেশের প্রতি রোমকদিগের যে কিঞ্চিৎ অহুগ্রহ ছিল, এথিনিয়দিগের হইতেই তাহা প্রস্ফুট হইল। এথিনিয়েরা দারিদ্র্য নিবন্ধন ওরোপস নামে একটি নগর বিলুপ্ত করিল। ঐ নগর উহাদিগের অধিকৃত। রোমীয় সেনেটনামী সভায় উহাদিগের নামে অভিযোগ হইল। সেনেটের সভাগণ সিসিয়োনিয়াদেশীয় কতিপয় ব্যক্তির উপরে ঐ বিষয়ের তত্ত্বাভ্যাসস্থান করিবার ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা সেনেটের প্রেরিত ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রতীক্ষারূপে উপস্থিত হইতে অসম্মত হইল। তাহাতে উহাদিগের দশ লক্ষ টাকা দণ্ড হইল। উহারা তাহা দণ্ড গ্রহণ করিয়া অসমর্থ হইয়া রোগে দ্রুত প্রেরণ করিল এবং সেনেটের নিকটে এই প্রার্থনা করিল দণ্ড রহিত হয়। সেনেটেরা উহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কৃপা করিলেন। অতঃপর দুই লক্ষ টাকা দণ্ড দানের আদেশ দিলেন। খৃ. পূ. ১৫৫ অব্দে এই ঘটনা হয়। উহার অব্যবহিত পরেই এথিনিয়েরা ওরোপসনগরবাসীদিগের উপরে পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিল। ওরোপসনগরবাসীরা এবারে একিয়দিগের নিকটে এথিনিয়দিগের অত্যাচার নিবারণের প্রার্থনা করিল। একিয়েরা ভয়প্রদর্শনপূর্বক এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিল, যদি এথিনিয়েরা পুনরায় ওরোপসবাসীদিগকে কিছু বলে, তাহা হইলে তাহাদিগের সমুচিত প্রতিফল হইবে। এথিনিয়েরা ভয়প্রযুক্ত ওরোপসবাসীদিগের উপরে অধিকতর অত্যাচারের আচরণ হইতে বিরত হইল।

খৃ. পূ. ১৪৯ অব্দে থ্রেসদেশীয় অতিনীচ বংশোদ্ভব আর্কিসস নামে এক ব্যক্তি ফিলিপ নাম গ্রহণ করিয়া মাসিডোনিয়া রাজ্য কর্তা হইল এবং এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল, আমি মৃত রাজা পের্গিউসের পুত্র। মাসিডোনিয়েরা রোমকদিগের নিহত

পারন্ত্রাযোক্ত বহনে অসমর্থ হইয়াছিল । অতএব তাহার জাল ফিলিপের কথা যথার্থ বোধ করিয়া পালে পালে তাহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল । অবিলম্বে রোমকদিগের সহিত জাল ফিলিপের সংগ্রাম উপস্থিত হইল । ফিলিপনামধারী আণ্ড্রিস প্রথম প্রথম যুদ্ধে কৃতকার্য হইয়াছিল । খৃ. পূ. ১৪৮ অব্দে সিলিয়স মিটিলসের নিকটে পরাজিত হইল । জালফিলিপ জ্যোৎসব কালে সমভিব্যাহারে থাকিলে দর্শনার্থী ব্যক্তিদিগের কুতূহল এবং আপনার গৌরব বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া মিটিলস উহাকে রোমেলইয়া গেলেন । মাসিডোনিয়া রাজ্য রোমের অধিকারভুক্ত হইল । যে সময়ে জাল ফিলিপের সহিত রোমকদিগের সংগ্রাম হয়, সে সময়ে গ্রীসদেশীয়েরা পরস্পর বিবাদ হইতে বিরত ছিল না । মিটিলস উহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই কথা বলেন তোমরা আপনা আপনি বিবাদ করিয়া কেন অনর্থক কষ্ট পাইতেছ ; বিবাদ পরিত্যাগ কর ; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাদিগের যাহাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করিব ; তোমাদিগের যাহার অপরাধ আছে, রোমীয় সেনাতে তাহার বিচার হইবে । অনন্তর, যখন রোমীয় দূতগণ করিন্থীয় সভায় সমাগত একিয়দিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন একিয়েরা দূতগণের প্রতি অনাস্থা ও অনাদর প্রদর্শন করিল । দূতগণ অবমানিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন । মিটিলস পুনরায় দূত প্রেরণ করিলেন । এবারেও দূতগণ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন না । অসমকালে বিপরীত বুদ্ধি হয় । একিয়েরা চৈতন্যশূন্য হইয়া রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল । মিটিলস খৃ. পূ. ১৪৭ অব্দে মাসিডোনিয়া ও থেনেলিদেশ স্ববশে আনয়ন করিয়া সৈন্য বিয়োশিয়ার অভিযুখে গমন করিলেন । একিয় সৈন্যের সর্বাধ্যক্ষ (ফ্রেটিগস) ক্রিটোলেয়স থর্সপিলি অধিকার করিবার বাসনা করিয়াছিলেন । কিন্তু তথায় পৌঁছিতে তাহার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল । তিনি থর্সপিলির পথ রোধ করিতে পারিলেন না । অনন্ত-
ই হিরাক্লিয়ার অনতিদূরে যোঁরতর সংগ্রাম হইল । ক্রিটোলেয়স পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন । তিনি লক্‌সদেশে গিয়া সৈন্য

সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রৱৃত্ত হইলেন । একাধারেও পরাজিত হইলেন, এবং বে সময়ে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে নিহত হইলেন ।

অবিম্ব্যাকারিতার ফল হাতে হাতেই কলিয়া থাকে । একি-
য়েরা যেমন অবিম্ব্যাকারীর কৰ্ম্ম করিয়াছিল, তেমনি তাহাদিগে-
র সমুচিত প্রতিফল হইল । ক্রিটোলেয়সের মৃত্যু হইলে পর উ-
হারা নিতান্ত হতাশ হইল । এদিকে মিটিলস উত্তর হইতে দ-
ক্ষিণাভিমুখে বাইতে লাগিলেন । ওদিকে একদল সৈন্য রোম
হইতে আসিয়া পিলপনিসসে উপস্থিত হইল । নবাগত সৈন্যগণ
দেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিল । ক্রিটোলেয়সের মৃত্যুর পর ডাইয়ুস
তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন । তিনি একিয়দিগের হতাবশিষ্ট সৈন্যগ-
ণকে করিষের অনতিদূরে একত্র সংগৃহীত করিলেন এবং দ্বাদশ
সহস্র দাসের হস্তে অস্ত্র দিয়া সেনামধ্যে সমাবেশিত করিলেন ।
মিটিলস কিয়ৎকাল বিয়োগিশিয়ার অবস্থান করিয়া থিবিসনগরীয়-
দিগকে দণ্ডপ্রদান করিলেন । থিবিসনগরীয়েরা একিয়দিগের পক্ষ
হইয়া পূৰ্ব্ব যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই অপরাধে উহাদিগের
নগর বিনাশিত হইল । অনন্তর, তিনি মেগারার অতিমুখে গমন
করিলেন এবং পুনরায় সন্ধিরূপ সলিলসেক দ্বারা প্রজ্বলিত সম-
রানল নির্ধাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু তাঁহার চেষ্টা
বিফল হইল । মোহাদ্বা ডাইয়ুস কোন কথাই গ্রহণ করিলেন না ।
ইতিমধ্যে নিয়মিত সময় পূৰ্ণ হওয়াতে মিটিলসের সৈন্যপতা
কৰ্ম্মের ভার হস্তান্তরগত হইল । মমিয়স তৎকৰ্ম্মের ভার প্রাপ্ত
হইলেন । মমিয়স অতিশয় নিৰ্দয় ও রুঢ় স্বভাব ছিলেন । পর
দুঃখে তাঁহার দুঃখ বোধ ছিল না । তিনি খৃ. পূ. ১৪৬ অব্দে
তেইশ হাজার পদাতি এবং তিন হাজার পাঁচ শত অশ্বারোহী
সৈন্য লইয়া একবারেই করিষভূকঙ্করা (ইস্থমস) অধিকার ক-
রিলেন । অনন্তর, করিষের অনতিদূরে লিউকোপেট্রায় যুদ্ধ হই-
ল । এই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতেই চিরকালের মত গ্রীসদেশী
দিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল । ডাইয়ুস প্রাণনিষ্কৃৎ হইয়া আ-
নন্দ সাধারণ পুরুষকার ও সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলে

পশ্চাৎ তিনি যখন দেখিলেন রণস্থলে প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছে, তখন তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া কতিপয় সহচর সম-
ভিব্যাহারে করিয়া স্বজন্মভূমি মেগালপলিসে গমন করিলেন ।
তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্বহস্তে আপন স্ত্রীর প্রাণ
বন্ধ করিলেন এবং স্বয়ং রিস পান ও গৃহে অগ্নিদান করিলেন ।
যুদ্ধের তিন দিন পরে মমিয়স করিন্থনগরে প্রবেশ করিয়া নগর
ভস্মীভূত করিবার আদেশ দিলেন এবং নগর মধ্যে যত পুরুষ
ছিল সকলকে নিহত করিয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে দাস বলিয়া
বিক্রয় করিলেন । করিন্থ রাজ্য রোমকদিগের সাধারণ সম্পত্তি
হইল । করিন্থনগর ভস্মাবশেষ হইলে পর রোমীয় সেনাগণ পি-
লপনিসস বিলুপ্ত, উৎসাদিত ও দাহিত করিল । পিলপনিস-
সের অন্তঃপাতী অনেকগুলি নগরের করিন্থনগরের ন্যায় দুর্দশা
ঘটিল । যাহা হউক, রোমকদিগের যে নিয়ম ছিল কোন দেশ
নূতন জয়লব্ধ হইলে তাহা রোমকদিগের অধিকৃত রাজ্য বলিয়া
পরিগণিত হইত, সন্মার সময় পর্য্যন্ত গ্রীসদেশ সে নিয়মানুসারে
জয়লব্ধ জনপদ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই । গ্রীসদেশীয়দিগের
অবাধ্যতার দণ্ডবিধানার্থ প্রথমে ষেক্সরতর ব্যবহার অবলম্বিত
হইয়াছিল, শেষে তাহা শিথিলীকৃত হইল । যাহা হউক, পূর্বে
কি রাজত্ব, কি বিদ্যা, কি অন্য বিষয় সর্ব্বাংশেই গ্রীসদেশীয়দি-
গেব যেরূপ সর্ব্বপ্রাধান্য ছিল, লিউকোপেট্রায় পরাজয়ের পর
অবপি সে প্রাধান্য এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল । বিশেষের
মধ্যে এই, কোন কোন স্থানে বিদ্যার কিঞ্চিৎ অশুশীলন ছিল ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

আসিয়ায় এবং ইজিপ্টে মহাবীর আলেকজান্ডরের
উত্তরাধিকারীগণের রাজত্ব ।

খৃ. পূ. ৩০১ অব্দে ইপ্সসে মহাবীর আলেকজান্ডরের সে-
লসিতিগণের পরস্পর যে যুদ্ধ হয়, তাহার পর আলেকজান্ডর
রাজ্যে অতিবিশাল সেই অখণ্ড মহারাজ্য খণ্ডিত হইয়া মা-
গারানিয়া, সিরিয়া, ইজিপ্ট এবং থেস এই চারি রাজ্য হয় । মা-

সিডোনিয়ার রক্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। সিলিউকস একই তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সিরিয়ায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। ইজিপ্টদেশে টলেমির আধিপত্য হয়। আর, থেসদেশে লাইসিমেকস অধিকার করিয়া লন। এতদ্ভিন্ন আসিয়ামাইনরে পণ্টস, পের্গেমস, বিথিনিয়া প্রভৃতি কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছিল। লাইসিমেকস অধিক কাল থেসদেশে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। থেস রাজ্য স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া দীর্ঘকাল পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু রোমকেরা যাবৎ প্রবল হইয়া না উঠিয়াছিল, তাবৎ সিরিয়া এবং ইজিপ্ট এই উভয় রাজ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

সিলিউকস সিরিয়া রাজ্যের আদি স্থাপয়িতা। তিনি নাইকেটর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি খৃ. পূ. ৩১২ অব্দে ব্যাবিলনের উদ্ধারসাধন করেন। ঐ অবধি তাঁহার নামে অন্ধ প্রচলিত হয়। সিলিউকস দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া এবং যুদ্ধে কৃতকার্য হইয়া শেষ সিদ্ধানন্দ অবধি হেলিস্পন্ট পর্যন্ত সমুদায় দেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লন। সিলিউকস যত দূর স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, ততাবৎ দেশই সিরিয়া রাজ্য বলিয়া বিনির্দেশিত হয়। কিন্তু যে দেশ পূর্বাবধি সিরিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্থান রাজ্যের বাসস্থান হইল। সিলিউকস ঐ দেশে ওরোণ্টিসনদীর উপরে আণ্টিয়ক নামে এক সুসমৃদ্ধ রাজধানী নির্মাণ করেন। সিলিউকস টাইগ্রিসনদীর উপরে সিলিউসিয়া নামে অপর যে নগর নিবেশিত করেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন নগর আণ্টিয়কের তুল্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। সিলিউকস ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ আণ্টিয়ক ও সিলিউসিয়া ব্যতিরিক্ত আরো প্রায় চল্লিশটা নগর স্থাপন করেন। ঐ সকল নগর স্থাপিত হওয়ারূপে আসিয়াখণ্ডে গ্রীসদেশীয় সভ্যতা প্রভূতরূপে বিস্তারিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে সিলিউকস মাসিডোনিয়া রাজ্য হস্তগত করিয়া ক্ষান্তিলাভ করেন। তন্নিবন্ধন যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সিলিউকস যুদ্ধে খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে লাইসিমেকিয়ায় টলেমি সিরানসের সহিত হত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আণ্টিয়োস,

সোটর রাজ্যাধিকারী হইলেন। খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ২৬১ অব্দে শেষ হয়। আসিয়াখণ্ডের রাজা রাজপারিষদ ও রাজসভাসদগণের প্রায়ই অব্যভিচারিতরূপে যে সমস্ত দোষ ঘটয়া থাকে, আন্টিয়োকস সোটরের রাজত্ব কালে প্রায়ই সেই সমস্ত দোষের প্রচুররূপে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আন্টিয়োকস সোটরের উত্তরাধিকারীগণও এই সকল দোষের হস্ত হইতে মুক্ত ছিলেন না। এতদেশীয় রাজগণের প্রায় এইরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, কি রাজা, কি মন্ত্রী, কি পারিষদ, কি সভাসদ সকলেই বিজাতীয় সৌখীন হইয়া পড়েন। প্রায় কেহই আন্তরিক যত্ন সহকারে নীতিমার্গের অনুসরণ করেন না। তাঁহারা প্রায়ই পরদার গমন, পরধনাপহরণ এবং অন্যায়চরণ প্রভৃতি গুরুতর দোষে দূষিত হন। রাজগণ চাটুকারদিগের চাটুবচন শ্রবণে অতিশয় প্রীত হন, লোকেও রাজগণের মনোরঞ্জন নিমিত্ত নিতান্ত নিয়ুগ্ন ও নিস্তেজস্ক কাপুরুষের ন্যায় রাজগণের অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি রাজার প্রিয় পাত্র এবং যে সকল রমণী রাজার প্রিয়তম হয়, তাহাদিগেরই অধিকতর প্রাদুর্ভাব দৃষ্টি গোচর হয়। আসিয়ার সমৃদ্ধতর প্রদেশ হইতে অপরিমিত অর্থ সংগৃহীত হওয়াতে সিরিয়ার রাজগণও ক্রমে ক্রমে পূর্বোদিত দোষ সমুদায়ে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

আসিয়ামাইনরবাসী কেলট জাতির সহিত সংগ্রামে আন্টিয়োকস সোটর দেহ বিসর্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আন্টিয়োকস থিয়স নামে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। খৃ. পূ. ২৬১ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ২৪৬ অব্দে শেষ হয়। তাঁহার রাজত্ব কালের মধ্যে ইজিপ্টদেশের দখল একবার যুদ্ধ হয়। আসেসিস নামে এক ব্যক্তি পার্থিয়া রাজ্যে তাঁহার হস্ত হইতে বলপূর্বক গ্রহণ করে এবং বাক্টি-নাম লোকেবা তাঁহার অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। এই কারণে তাঁহার রাজ্যের সীমা অনেক হ্রাস হইয়া গেল। সিংহ বৎসর রাজত্ব ভোগের পর তাঁহার ত্রী তাঁহার প্রাণ

সংহার করিল। আন্টিয়োকস থিয়সের পর ক্যালিনিকস উপাধি দ্বারা বিখ্যাত ২য় সিলিউকস সিরিয়া রাজ্যের অধিকারী হইলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই প্রথমে আপন বিমাতার এবং বৈমাত্রেয় জাতীর প্রাণ বধ করিলেন। তন্নিবন্ধন ইজিপ্ট-দেশের অধিপতি টলেমি ইউজ্জিটিসের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল। টলেমি, সিলিউকসকে সমরে পরাভূত করিয়া সিরিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। অনন্তর, যুদ্ধার্থী হইয়া টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। কিন্তু বহু দূর গমনে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে ত্বরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইল। সিলিউকস সেই অবসরে আপনার নষ্ট রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আন্টিয়োকস হাইরাক্ল আসিয়ামাইনরে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে, উভয় জাতায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আন্টিয়োকস রণস্থলে পরাভূত হইলেন। অতঃপর সিলিউকস পার্থিয়া ও বাক্ট্রিয়া রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টায় প্ররুত হইলেন। কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। পর্গেমসের অধিপতি আটেলস ঐ সময়ে সিরিয়া রাজ্যের কতক অংশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্য সীমার অন্তর্গত করিয়া লন। সিলিউকস অশ্ব হইতে হঠাৎ পতিত হইয়া খৃ. পূ. ২৬২ অব্দে দেহ বিসর্জন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৩য় সিলিউকস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় দুর্বল ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও ভাল ছিল না। তাঁহার দুই সেনাপতি এক পরামর্শী হইয়া খৃ. পূ. ২২৩ অব্দে তাঁহার প্রাণ সংহাব করিল।

৩য় সি উকসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার ভ্রাতা ৩য় আন্টিয়োকস সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১ম সিলিউকসের পর অবধি যত লোক সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তন্মধ্যে কেহই তাঁহার তুল্য ক্ষমতাসালী ছিলেন না। তিনি বহু এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি খৃ. পূ. ২২৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৮৭ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি যে সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎকালে তাঁহা

পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম হয় নাই । তাঁহার পূর্বগত রাজ-
 নগ যে সকল ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্ত্বপদে নিয়োজিত করিয়া যান,
 তাহাদিগের অনেকে তাঁহাকে বালক দেখিয়া বিদ্রোহে প্ররুত
 হইল । তিনি প্রথমে তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিলেন । প-
 ণ্টাৎ ফিনিসিয়া ও পালেস্তাইন এই উভয় দেশ ইজিপ্টরাজের
 হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁ-
 হার সে চেষ্টা সফল হইল না । খৃ. পূ. ২১৭ অব্দে গেজায় যে
 যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে তিনি সে চেষ্টা পরিত্যাগ
 করিলেন । অতঃপর তিনি আসিয়ামাইনরে একিয়ুসের সহিত
 সমরে লিপ্ত হইলেন । একিয়ুস কিয়ংকাল আপনার স্বাধীনতা
 রক্ষা করিয়াছিলেন । শেষে খৃ. পূ. ২১৪ অব্দে আণ্টিয়োকসের
 নিকটে পরাস্ত হইলেন । আসিয়ামাইনরের পূর্বাংশে যে যে
 প্রদেশ বিদ্রোহে প্ররুত হয়, সে সমুদায় স্ববশে আনয়ন করি-
 য়ার চেষ্টায় আণ্টিয়োকসেব খৃ. পূ. ২১২ অবধি ২০৫ অব্দ
 পর্য্যন্ত সাত বৎসর অতিবাহিত হয় । অনেক স্থলেই তাঁহার জয়
 লাভ হইয়াছিল । কিন্তু তিনি পার্শ্বিয়া ও বাক্টিয়া এই উভয়
 রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে পারিলেন না । ঐ দুই রাজ্যের স-
 হিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন । তথা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া তিনি
 ইজিপ্টদেশের সহিত পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । সি-
 ল-সিরিয়া এবং পালেস্তাইন এই উভয় দেশ তাঁহার হস্তগত
 হইল । খৃ. পূ. ১১৬ অব্দে তিনি ইউরোপে গমন করিলেন এবং
 থ্রাসদেশের অন্তঃপাতী কসোনিমস অধিকার করিয়া লইলেন ।
 রামকেরা কসোনিমস যাসিডোমিয়দিগকে ফিরিয়া দিতে কহি-
 লেন । কিন্তু আণ্টিয়োকস হানিবলের পরামর্শে যুদ্ধের
 আয়োজন করিলেন । খৃ. পূ. ১৯৫ অব্দে তাঁহার
 সৈন্য পরাজয় করিয়াছিল । আণ্টিয়োকস কেবল থ্রাসের
 অংশই গ্রহণ করিলেন । তাহা নহে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ
 করিতে তাহাদিগকে লিপ্ত করিলেন না । তিনি খৃ. পূ. ১৯২ অব্দে
 ফিলিস্তিনে গমন করিতে পারেন নাই । ঐ অব্দে ইটোলি-
 য়াও ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে । তিনি পুনরায়

ইউরোপে গমন করিলেন। আন্টিয়োকস আসিয়াখণ্ডে বড় যুদ্ধ করেন, তাহাতে যেক্রপ পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রীসদেশে গিয়া সেরূপ পারিলেন না। খৃ. পূ. ১৯১ অব্দে থার্মপিলিতে পরাজিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি আর যুদ্ধে জয় লাভে সমর্থ হন নাই। তাঁহার পোত সৈনিকগণও দুই বার পরাজিত হয়। অবশেষে তিনি খৃ. পূ. ১৯০ অব্দে সিপাইলস পর্বতের অবিদূরে ম্যাগ্নিসিয়ার সমিহিত সংগ্রামে সিপায়ের হস্তে পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে সিরিয়া রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আন্টিয়োকসকে টরস পর্বতের পশ্চিম সমুদায় প্রদেশ এবং সেনাক্সহস্তী ও পোতসমুদায় পরিভাগ করিতে হইল এবং তিন কোটি টাকা দিতে হইল। ইহার কতিপয় বৎসর পরে তিনি এক সুসমৃদ্ধ দেবালয়ে রুম্পত্তি হরণ করিতে যান। তথায় নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ৪র্থ সিলিউকস রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। খৃ. পূ. ১৮৭ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ১৭৫ অব্দে রাজত্ব শেষ হয়।

সিরিয়ার অন্তঃপাতী বহুতর প্রদেশ আন্টিয়োকসের হস্তে বহিভূত হইয়া যায়। তাহাতে সিরিয়া রাজ্যের পূর্ব সীমা ও ম-হিমার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। যাহা হউক, ঐ রাজ্য ঐ অবস্থায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। মহান্ আন্টিয়োকসের পর যে যে ব্যক্তি সিরিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়, তাহার সকলেই অতিশয় জঘন্য ও অকর্মণ্য। তাহারা এরূপ একটি কৰ্ম্ম করিতে পারে নাই, যে ইতিহাস গ্রন্থে সেই কৰ্ম্মের কথা লিখ করা যায়। ফিনিসিয়া এবং প্যালেস্টাইন এই উভয় দেশের অধিকার লইয়া ইজিপ্টদেশের সহিত মধ্যে মধ্যে তাহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এই মাত্র। মহান্ আন্টিয়োকসের মৃত্যুর পরে ক্রমে ক্রমে সিরিয়া রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া শেষে খৃ. পূ. ৬৫ অব্দে পম্পি : ৩শ আন্টিয়োকসের সিরিয়ারাজ্য রোমের অধিকারভুক্ত করিয়া দিল। ইতিমধ্যে অথবা অন্যবিধ একতাবিধ

জান দ্বারা দৃঢ়ভররূপে বদ্ধ হয়, সেই রাজাই সহজে সুশাসনে অবস্থিত স্মৃতরাং স্থায়িতা প্রাপ্ত হয়। অন্যথা অস্ত্রবল প্রয়োগ দ্বারা তাহা স্ববশে রাখিতে হয়। সিরিয়া রাজ্য মধ্যে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের বসতি ছিল। অতএব অস্ত্রবল প্রয়োগ ব্যতিরেকে ঐ রাজ্য সুশাসনে রাখিবার অন্য উপায় ছিল না। যিনি প্রথম সিরিয়ারাজ্য সংস্থাপন করেন, তাহার পর অবধি সিরিয়ার রাজগণের সময়সজ্জতা ও রণপাণ্ডিত্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতএব ঐ রাজ্য যে দীর্ঘকাল একের হস্তগত থাকিবে, ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। ঐ রাজ্যের অন্তর্গত যে যে প্রদেশের লোকেরা আপনাদিগের স্বাধীনতা সমর্থনে সমর্থ হইছিল, তাহারা ই স্বাধীন রহিল। তদ্যতিরিক্ত আর সমুদায় দেশ রোমকদিগের হস্তগত হইল।

পূর্বে পার্থিয়া ও বাক্ট্রিয়া সিবিয়ার অন্তর্গত ছিল। পশ্চাৎ ঐ রাজ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পার্থিয়া ক্রিষ্টীয় তিন্দ আশিয়া মাইনরের অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য সিরিয়া-র হস্তবহিত হইয়া যায়। লাইসিমেকস আশিয়া মাইন-র ক্যারিয়া নাম স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া ল-ইয়া স্বাধীনতায় তাহার অন্তর্ভুক্ত আশিয়া মাইনরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রদেশ ই তাহার হস্তবহিত হইয়া সিলিউকসের পতিত হয়। আর, কতকগুলি প্রদেশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই-তিল স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে যে প্রদেশ স্বা-জ প্রাপ্ত ও স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার বিব-ই (১) গ্যালেশিয়ারাজ্য, কেল্টজাতির যে দল মাসিডো-ন প্রদেশ বিলুপ্ত ও উৎসাদিত করিয়া আশিয়া মাই-

তাহারাই খ. পূ. ২৮০ অব্দে আঙ্কিরার অনতি-কে জয় করিয়া গ্যালেশিয়া রাজ্য স্থাপন করে।

টেলস ও ইউমিনিয় এই দুই ব্যক্তি পর্গেমসের-রাজ্যের আওতাধীন এবং সাহসসম্পন্ন ছিলেন।

সির সীমা চতুর্দিকেই বর্ধিত-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইল।

যত্নের হিতাহিতানৈ সঙ্গী যত্নবান ছিলেন এবং সাধারণ ধর্মবায়
 ারা বিধান রাজ্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। পর্গেমসে
 এক প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ছিল। পর্গেমসের রাজ্যগণ, রোমকদিগের
 বিরুদ্ধে বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ৩য় ও ৪র্থ আটেকলস রোমকদি
 গর নিতান্ত অগ্রগত ছিলেন। তাঁহারা খ্রিয়বাদী ও চাটুকার
 পুরুষের ন্যায় রোমকদিগের অতিশয় অমুহুরতি করিতেন।
 ৪র্থ আটেলস মৃত্যুকালে পর্গেমস রাজ্য রোমকদিগকে দান করিয়া
 ন। (৩) বিথিনিয়া, পর্গেমস রাজ্য যে সময়ে স্থাপিত হয়, বিথি
 নিয়া রাজ্যও সেই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। বিথিনিয়ারাজ্য দী
 কাল অখণ্ডিত ছিল। ৩য় নিকমিডিস খৃ.পূ. ৭৪ অব্দে মৃত্যুক
 াল এই রাজ্য রোমকদিগকে দান করিয়া যান। (৪) আর্মেনিয়া,
 হান আর্টিয়োকসের শেষ দশায় আর্মেনিয়া রাজ্যের লোকেব
 াধীনতা প্রাপ্ত হয়। পন্টস ও কাপাডোসিয়া এই উভয় রাজ
 যথেষ্ট পারস্যরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চাৎ এই উভয় রাজ
 তন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

লেগসের পুত্র টলেমিসোটর খৃ.পূ. ৩২৩ অব্দে ইজিপ্টদে
 গর হিসসন কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন। পর্ডিকাসের মৃত্যুর পর তিনি
 লি.সিরিয়া এবং ফিনিসিয়া এই উভয় দেশ জয় করিয়া আপ
 াজ্যের অন্তর্নিবেশিত করেন। সাইপ্রস উপদ্বীপের অন্তঃপাতি
 গালামিস নগরে ডেমিট্রিসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, সে
 ক্ষে পরাজয় হওয়াতে সাইপ্রস উপদ্বীপ তাঁহার হস্তে রহিত
 ইয়া গেল। যাহা হউক তিনি আর্টিগোনস এবং ডেমিট্রিস
 কান্তের অনুসরণ করিয়া খৃ.পূ. ১০৬ অব্দে ইজিপ্টদে
 প্রজাপাতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পর পর উত্তরাধিকার
 ার্যকাল পর্যন্ত এই রাজ্যের উপভোগে সমর্থ হইয়াছিল।

এই বৃত্তান্তের পরে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসের
 ইতিহাসের ইতিহাস। ইতিহাসের ইতিহাস।
 ইতিহাসের ইতিহাস। ইতিহাসের ইতিহাস।

